



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
May 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখানে মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার টিউশন(শিক্ষা) নিতে এসেছ, কড়ি থেকে হীরে-তুল্য হচ্ছে।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের এই পড়াশোনার জন্য কোনো খরচা লাগে না -- কেন ?

উত্তর :- কারণ তোমাদের বাবা-ই হলেন টিচার। বাবা বাচ্চাদের থেকে খরচ(ফী) কেমন করে নেবেন । বাবার সন্তান হয়েছ, কোলে এসেছ, তাতেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকারী হয়ে গেছো। বাচ্চারা, তোমরা বিনা খরচে কড়ি থেকে হীরে-তুল্য দেবতা হয়ে যাও। ভক্তিতে তীর্থযাত্রা করে, দান-পূণ্য করে, তাতে শুধু খরচই খরচ। এখানে তো বাবা বাচ্চাদের রাজস্ব দেন। সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার বিনামূল্যে দেন। পবিত্র হও আর অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, আমরা হলাম স্টুডেন্ট। বাবার ছাত্ররা, তোমরা কি পড়ছ ? আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার টিউশন নিচ্ছি। আমরা আত্মারা, পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে টিউশন নিচ্ছি। এখন বুঝতে পেরেছি যে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিজেকে দেহ মনে করেছি, আত্মা নয়। লৌকিক পিতা তো টিউশনের জন্য অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেয়, সন্নতির জন্যও অন্য স্থানে পাঠিয়ে দেয়। বাবা বৃদ্ধ হলে, তখন আবার তার বাণপ্রস্থে যাওয়ার ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাণপ্রস্থের অর্থ কি তা কেউ জানে না। বাণীর উর্ধ্বে(ওপারে) আমরা কিভাবে যেতে পারি ? তা বুদ্ধিতে ঢোকে(বসে) না। এখন তো আমরা পতিত। তোমরা আত্মারা যেখান থেকে এসেছ, সেখানে তোমরা পবিত্র ছিলে। এখানে এসে (নিজ-নিজ) ভূমিকা পালন করতে-করতে পতিত হয়ে গেছো। এখন পুনরায় পবিত্র কে বানাবে ? আহ্বানও করে, হে পতিত-পাবন। গুরুকে তো কেউ-ই পতিত-পাবন বলতে পারে না। (লোকেরা) গুরু করে তথাপি একজনের প্রতি সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস না থাকার কারণে যাচাই করে, এমন যদি কোনো গুরু পাওয়া যেত, যে আমাদের নিজেদের ঘর বা বাণপ্রস্থ অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে, তারজন্য অনেক যুক্তি রচনা করে। যেখানেই শুনবে অমুকের খুব মহিমা, সেখানেই যাবে। আর যারা এই বৃক্ষের চারা(স্যাপলিং) হবে, তোমাদের জ্ঞানের তীর তাদের ঠিক লেগে যাবে। তারা মনে করে, এ তো পরিষ্কার কথা। তোমরাই সঠিকভাবে বাণপ্রস্থ অবস্থায় যাও, তাই না। এ কোন বড় কথা নয়। টিচারের কাছে স্কুলে পড়ানো কোন বড় কথা নয়। ভক্তরা কি চায় ? তাও কেউ জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা ড্রামার এই চক্রকে ভালমতন জেনে গেছো। তোমরা বোঝ যে, সদা বাবা-ই যথার্থ উত্তরাধিকার দিয়েছেন, যা এখনও আবার দিচ্ছেন। তোমরা আবার সেই অবস্থাতেই পুনরায় আসবে, বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই একথা বোঝ। তাই প্রথম মূখ্য বিষয় হলো, পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। লৌকিক পিতাকে তো সকলেই স্মরণে রাখে। আর পারলৌকিক পিতাকে জানেই না। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করা যেমন অতি সহজও, আবার কঠিন থেকে কঠিনও।

আত্মা অতি ক্ষুদ্র স্টার(তারা)। বাবাও একটি স্টার। তিনি হলেন সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা আর এ হলো সম্পূর্ণ অপবিত্র। সম্পূর্ণ পবিত্রের(পরমাত্মা) সঙ্গেই স্বর্গবাস..... সে তো একজনের সঙ্গ করলেই পাওয়া যেতে পারে। সঙ্গ তো অবশ্যই চাই। আবার কুসঙ্গও পাওয়া যায়, ৫ বিকার-রূপী রাবণের।

তাদের বলা হয় রাবণ-সম্প্রদায়। তোমরা এখন রাম-সম্প্রদায়ভুক্ত হচ্ছে। তোমরা যখন রাম-সম্প্রদায়ের হয়ে যাবে তখন এই রাবণ-সম্প্রদায় থাকবে না। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান রয়েছে। রাম বলা হয় ভগবানকে। ভগবানই এসে রাম-রাজ্য স্থাপন করেন অর্থাৎ সূর্যবংশীয় রাজ্য স্থাপন করেন। রাম-রাজ্যও বলা যাবে না, কিন্তু বোঝাতে সহজ হয় -- রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্য। বাস্তবে হলো সূর্যবংশীয়-রাজ্য। তোমাদের একটি ছোট বই আছে -- হীরে-তুল্য জীবন কিভাবে তৈরী হবে? বাস্তবে হীরে-তুল্য জীবন কাকে বলে -- শুধু তোমরা ছাড়া, অন্য মানুষেরা কি একথা জানে। তাই লেখা উচিত হীরের মতো দেব-তুল্য জীবন কিভাবে হবে? 'দেবতা' - শব্দটি যুক্ত করা উচিত। তোমরা অনুভব কর যে, আমরা হীরে-তুল্য জীবন এখানেই তৈরী করছি। শুধু বাবা ছাড়া আর কেউই তৈরী করতে পারে না। বই তো খুব ভাল, তাতে শুধু এই অক্ষরটি (দেবতা) যুক্ত কর। তোমরা আসুরী কড়ি-তুল্য জন্ম থেকে দৈবী হীরে-তুল্য জন্ম সেকেন্ডে প্রাপ্ত করতে পারো, কোন পয়সাকড়ি খরচা না করেই অর্থাৎ বিনামূল্যে। বাচ্চা, বাবার কোলে জন্ম নেয় আর অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকারী হয়ে যায়। বাচ্চাদের কোনো খরচ লাগে কি? কোলে আসা আর অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাওয়া। খরচা তো বাবা করেন, না কি বাচ্চারা! এখন তোমরা কি খরচ করছ? বাবার বাচ্চা হতে গেলে কি খরচা লাগে। না। যেমন লৌকিক পিতার সন্তান হতেও কোন খরচা লাগে না। এখানে তো বাবা স্বয়ং বসে পড়ান, আর পড়িয়ে তোমাদের দেবতা বানিয়ে দেন। তোমরা তো কোন ছোট বাচ্চা নও, বড়। বাবার হয়ে গেলে বাবা রায় (পরামর্শ) দেন, তোমাদেরকেই নিজেদের রাজধানী স্থাপন করতে হবে। তাই এখানে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। খরচ তো কিছুই লাগে না। গঙ্গায় স্নান করতে যায়, তীর্থস্থানে যায়, তখন খরচা তো করতেই হবে, তাই না। বাবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এসেছে, তারজন্য কি তোমাদের কিছু ব্যয় করতে হয়েছে? সেন্টারে তোমাদের কাছে যারা আসে, তোমরা তাদের বল যে, এখন অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও, আর বাবাকে স্মরণ কর। তিনি তো পিতা হন, তাই না। বাবা স্বয়ং বলেন যে, আমার অবিনাশী উত্তরাধিকার যদি তোমাদের চাই তাহলে পতিত থেকে পবিত্র হতেই হবে, তবেই পবিত্র বিশ্বের মালিক হতে পারবে। তোমরা এও জানো যে, বাবা বৈকুণ্ঠ স্থাপন করেন। সমঝদার বাচ্চারা সঠিকভাবে বোঝে। ওই(লৌকিক) পড়াশোনায় কত ব্যয় হয়, এখানে খরচা তো কিছুই নেই। আত্মা বলে, আমি অবিনাশী, এই শরীর বিনাশ হয়ে যাবে। সন্তানাদি সবকিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা, তাহলে এতো যে টাকাপয়সা জমা করেছে সেগুলো কি করবে? কিছু চিন্তা তো রয়েছে, তাই না। কেউ যদি ধনবান হয়, মনে কর তার আর কেউ নেই, জ্ঞান প্রাপ্ত করার পর মনে করে এই অবস্থায় সে এই টাকাপয়সা কি করবে? পড়া হলো উপার্জনের উৎস(সোর্স অফ ইনকাম)। বাবা আব্রাহাম লিঙ্কন নামে এক ব্যক্তির কথা বলেছিলেন, যে অত্যন্ত গরীব ছিল। রাত্রি জেগে পড়াশোনা করত। পড়ে-পড়ে এতো হুশিয়ার হয়ে গিয়েছিল যে, সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল। কিছু খরচ করতে হয়েছিল কি? কিছুই না। অনেকেই আছে যারা অত্যন্ত গরীব, তাদের কাছ থেকে সরকার পড়াশোনার জন্য কোন পয়সা(খরচা) নেয় না। এমন অনেকেই পড়ে, তারাও বিনামূল্যে পড়ে প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়। কত বড় পদ প্রাপ্ত করে। এই গভর্নমেন্টও কোন মূল্য নেয় না। বোঝে যে, এই দুনিয়ায় তো সকলেই গরীব। যদিও কত ধনবান, লক্ষপতি, ক্রোড়পতি রয়েছে, তারাও বলে, আমরা গরীব। আমি তাদের ধনবান বানাই। যদিও ধন-সম্পদ অনেক রয়েছে, কিন্তু তোমরাই জানো যে, তা অল্পদিনের জন্য। এই সবকিছুই মাটিতে মিশে যাবে। তাহলে গরীবই তো হলো, তাই না। প্রাপ্তির সম্পূর্ণ আধারেই (ভিত) হলো পড়াশোনা। বাবা বাচ্চাদের থেকে পড়ার জন্য কি নেবেন? বাবা তো বিশ্বের মালিক, বাচ্চারা জানে যে, ভবিষ্যতে আমরা এরকম হব। আমি আসি,

এ(স্বর্গরাজ্য) স্থাপন করতে। ব্যাজের মাধ্যমেও এটা বোঝাতে হবে। নতুন-নতুন আবিষ্কার(ইনভেনশন) হতেই থাকে। শিববাবা বলেন, আমার যে আত্মা রয়েছে, তাতে আমার ভূমিকা(পার্ট) ফিক্সড হয়ে রয়েছে। যে বিকারী পতিত হয়ে গেছে, তাকেও বাবা এসে পবিত্র বানায়। এ তো জানো যে, ৫ হাজার বর্ষ পূর্বেও বাবার কাছ থেকে বিশ্বের রাজত্ব(বাদশাহী) নিয়েছিলো। মুখ্য কথা হলো, বাবা বলেন যে, মামেকম্ স্মরণ কর। সম্মুখে এসে বলেন। রথ(ব্রহ্মার শরীর) পেয়ে গেছে তাই বাবাও এসে গেছেন। অবশ্যই একটি রথ(শরীর) তো ফিক্সড থাকবে, তাই না। এ হলো পূর্বনির্ধারিত ড্রামা। চেক্র হতে পারে না। (লোকেরা) বলে, এই জহরী কিভাবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হবে। মনে করে, ইনি তো জহরী ছিলেন। কিন্তু জহরত এক হয় ইমিটেশনের, আর এক রিয়্যাল(আসল)। এখানে বাবা যখন রিয়্যাল জহরৎ দিচ্ছেন তখন ওইসব(ইমিটেশন) কোন্ কার্যে লাগবে। এ হলো জ্ঞান-রত্ন। এর সামনে ওই হীরে-জহরতের কোন মূল্য নেই। যখন এই (জ্ঞান) রত্ন পান তখন তিনি বোঝেন যে, এই জহরতের ব্যবসা এখন আর কোন কার্যে আসবে না। এই অবিনাশী এক-একটি জ্ঞান-রত্ন লক্ষ্যধিক মূল্যের। তোমরা কত রত্ন পাও। এই জ্ঞান-রত্নই হলো সত্যিকারের (জহরৎ)। তোমরা জানো যে, বাবা এই রত্ন দেন তোমাদের ভান্ডার(ঝুলি) পরিপূর্ণ করার জন্য। এ (জ্ঞান) বিনামূল্যে পাও। কিছুই ব্যয় করতে হয় না। ওখানে(স্বর্গ) তো দেওয়াল, ছাদেও হীরে-জহরৎ লাগানো থাকে। ওইসবের মূল্য কি ? মূল্য তো পরে হয়। ওখানে তো হীরে-জহরতও তোমাদের কাছে কিছু নয়। এতে তো বাচ্চাদের নিশ্চয় হওয়া উচিত ।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, এ হলো রূপও (জ্ঞানী), আবার বসন্তও (যোগী)। বাবার রূপ তো অতি ক্ষুদ্র। তাঁকে জ্ঞান-সাগর বলা হয়। এ হলো জ্ঞান-রত্ন, যার প্রাপ্তিতে তোমরা অনেক ধনবান হবে। এছাড়া কোন অমৃত বা জল ইত্যাদির বর্ষা হয় না। পড়ার মধ্যে জলের কোন ব্যাপার(কথা) নেই। পবিত্র হওয়ার সঙ্গে খরচের কোন কথা নেই। তোমরা এখন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছ। তোমরা বোঝ যে, একমাত্র (পরম) পিতাই হলেন পতিত-পাবন। তোমরা নিজেদের যোগবল দ্বারা পবিত্র হচ্ছে। তোমরা জানো যে, (আমরা) পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় চলে যাব। এখন সঠিক কোনটা, এটা না ওটা? এইসমস্ত কথায় বুদ্ধির চিন্তন চলা উচিত। এই ভক্তির পার্টও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবা বলেন, এখন তোমাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হবে। যে পবিত্র হবে, সেই যাবে। যারা এখানকার চারা(স্যাপলিং) হবে, তারা ঠিক বেরিয়ে আসবে। বাকিরা কি বুঝতে পারবে, না বুঝতে পারবে না। তারা তো পাঁকেই(কাদা) আটকে থাকবে। পরে যখন শুনবে তখন বলবে যে, ওহো প্রভু, তোমার লীলা.....তুমি পুরনো দুনিয়াকে কিভাবে নতুন কর। তোমাদের এই জ্ঞান সংবাদপত্রের মাধ্যমে অনেকেই পড়বে। বিশেষ করে এই (লক্ষ্মী-নারায়ণ) চিত্র সংবাদপত্রে দিয়ে দাও। আর লিখে দাও --- শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা পড়িয়ে আমাদের স্বর্গের মালিক(লক্ষ্মী-নারায়ণ) বানিয়ে দেন। কিভাবে? স্মরণের যাত্রার মাধ্যমে। স্মরণ করতে-করতে তোমাদের খাদ(জং) বেরিয়ে যাবে। তোমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সকলকে এই রাস্তা বলে দিতে পার যে, বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর, আর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। বারংবার(ঘড়ি-ঘড়ি) স্মরণ করিয়ে দেখো যে, তাদের চেহারায় কিছু পরিবর্তন হচ্ছে কি? নয়ন কি জলে ভরে উঠছে? তখন বুঝবে যে, বুদ্ধিতে ঢুকেছে(বসেছে)। প্রথমে-প্রথমে এই একটি কথাই বোঝাতে হবে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা-ই বলেছিলেন যে, মামেকম্ স্মরণ কর। শিববাবা এসেছিলেন তবেই তো শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়, তাই না। ভারতকে স্বর্গে পরিনত করার জন্য একথাই বুঝিয়েছিলেন যে, মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ কর তবেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। ছোট-ছোট কন্যারাও এভাবেই বসে

বোঝাও। অসীম জগতের পিতা শিববাবা এভাবেই বোঝান। 'বাবা' - এই অক্ষরটি অতি সুমিষ্ট। বাবা আর আশীর্বাদ। এতটুকু নিশ্চয়তা তো বাচ্চাদের থাকতে হবে। এ হলো মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার বিদ্যালয়। দেবতারা হয়-ই পবিত্র। এখন বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা সুনিশ্চিত করে আমাকে স্মরণ কর, মন্বনান্ভব। অক্ষরটি তো শুনেছো, আর যদি না শুনে থাকো তাহলে বাবা শুনিয়ে দেন। বাবা বলেন, আমিই পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের মধ্যকার খাদ বেরিয়ে যাবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এতেই পরিশ্রম হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তো সকলেই বলে যে, খুব ভাল, জ্ঞান ফার্স্টক্লাস কিন্তু প্রাচীন যোগের কথা কেউ জানেই না। পবিত্র হওয়ার কথা তো তোমরা শোনাও, তাও বোঝে না। বাবা বলেন, তোমরা সব পতিত তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ কর। আসলে তো তোমরা আত্মারা আমার সঙ্গে ছিলে, তাই না। আমাকে তোমরা স্মরণও কর যে, ও গডফাদার এসো। এখন আমি এসেছি, তোমরা আমার মতে চলো। এ হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার মত। আমি হলাম সর্বশক্তিমান, সদা পবিত্র। তোমরা এখন আমাকে স্মরণ কর। একেই প্রাচীন রাজযোগ বলা হয়। জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ-কর্ম ইত্যাদিও কর, তোমরা সন্তানাদিও সামলাও, তথাপি শুধুমাত্র বুদ্ধিযোগ আর সবকিছু থেকে সরিয়ে আমার সাথে যুক্ত কর। এটাই হলো সর্বাপেক্ষা প্রধান বিষয়(কথা)। আর এটাই যদি না বোঝে তার অর্থ হলো সে কিছুই বোঝেনি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, কেউ খুব ভাল জ্ঞান দান (ভাষণ) করে, পবিত্রতাও ভালই রয়েছে, কিন্তু আমরা পবিত্র কিভাবে হয়েছি? সর্বসময়ের জন্য (পবিত্রতা) চাই, একথা বুঝতে পারে না। দেবতারা তো সদা পবিত্র, তাই না, কিভাবে হয়েছে ? সবার প্রথমে একথাই বোঝাতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ কর। স্মরণের দ্বারাই পাপ দূর হয়ে যাবে আর তোমরা দেবতায় পরিণত হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে গরীব থেকে ধনবান করার জন্য বাবার কাছ থেকে অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন নিতে হবে, এই এক-একটি (জ্ঞান) রত্ন লক্ষাধিক মূল্যের, এর মূল্য যথার্থরূপে বুঝে পড়া করতে হবে। এই পড়া-ই হলো উপার্জনের উৎস(সোর্স অফ ইনকাম), এর দ্বারা উচ্চপদ লাভ করতে হবে।

২) রাম-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র পিতা, যিনি সম্পূর্ণ পবিত্র শুধু তাঁর সঙ্গই করতে হবে। কুসঙ্গ থেকে সদা দূরে থাকতে হবে। সর্বদিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে এনে একমাত্র পিতার সঙ্গই তা জুড়তে হবে।

বরদান :- নিজের মধ্যে সর্বশক্তিকে উদিত (ইমার্জ) রূপে অনুভবকারী সর্ব সিদ্ধি-স্বরূপ ভব

বিস্তার :- লৌকিকেও কারোর কাছে কোন বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে, হতে পারে তা ধনের, বুদ্ধির, সম্বন্ধ-সম্পর্কের..... তখন তার এই দুট বিশ্বাস থাকে যে, এ(শক্তি) কত বড় ব্যাপার। সে তখন সেই শক্তির আধারে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে নেয়। তোমাদের কাছেও তো সব শক্তি রয়েছে, অবিনাশী ধনের শক্তি সদা সঙ্গে রয়েছে, বুদ্ধিরও শক্তি রয়েছে, আবার পদেরও(পজিশন) শক্তি রয়েছে, সর্বশক্তিই

তোমাদের মধ্যে নিহিত আছে, এগুলিকে শুধু জাগরিত (ইমার্জ) করে অনুভব কর তবেই সময়মতো বিধিপূর্বক সিদ্ধি প্রাপ্ত করে সিদ্ধি-স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- মনকে প্রভুর আমানত মনে করে তাকে সদা শ্রেষ্ঠ কার্যে নিবিষ্ট কর(লাগাও)।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আত্ম-অভিমानी হও, ‘আমি হলাম আত্মা, শরীর নয়’ - এটাই হল প্রথম পাঠ, এই প্রথম পাঠটাই সবাইকে ভালোভাবে শেখাও”

প্রশ্ন :- জ্ঞান শোনানোর সঠিক উপায় কোনটা ? কেমন পদ্ধতিতে জ্ঞান শোনানো উচিত ?

উত্তর :- জ্ঞানের কথাগুলো অতি আনন্দ সহকারে শোনাও, বাধ্যতামূলক ভাবে নয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে বসে জ্ঞানের বিষয়ে আলোচনা করো, মনন-চিন্তন করো, এবং তারপর কাউকে শোনাও। যদি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে তারপর অন্য আত্মাকে শোনাও, তবে যে শুনবে সেও খুশি হবে।

ওম্ শান্তি। বাবা তোমাদেরকে আত্ম-অভিমानी বা দেহী-অভিমानी হয়ে বসতে বলেন। কারণ আত্মার মধ্যেই ভালো অথবা খারাপ সংস্কার ভর্তি হয়। আত্মার ওপরেই সবকিছুর প্রভাব পড়ে। আত্মাকেই পতিত বলা হয়। পতিত আত্মা তো নিশ্চয়ই কোনো জীবাত্মাকেই বলা যাবে। আত্মা তার শরীরের সাথে থাকে। প্রথম কথা হল - আত্মিক স্থিতিতে বসো। নিজেকে শরীর নয়, আত্মারূপে অনুভব করো। আত্মা-ই তো এইসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মারূপে অনুভব করলে পরমাত্মার কথাও স্মরণে থাকবে। যদি শরীরের কথা মনে থাকে, তবে শারীরিক পিতার কথাও মনে আসবে। তাই বাবা বলছেন - আত্ম-অভিমानी হও। বাবা স্বয়ং শিক্ষা দিচ্ছেন, এটাই হল প্রাথমিক শিক্ষা। তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী, এই শরীরটা বিনাশী। ‘আমি হলাম আত্মা, শরীর নয়’ - বাবা বর্তমান সময়ে এইরকম শিক্ষাই দিচ্ছেন। আগে কেউ কখনো এইরকম শিক্ষা দেয়নি। বাবা তো বাচ্চাদেরকে আত্ম-অভিমानी বানিয়ে জ্ঞান দেওয়ার জন্যই এসেছেন। তাঁর দেওয়া প্রথম জ্ঞান হল - হে আত্মা, তুমি এখন পতিত হয়ে গেছ, কারণ এই দুনিয়াটাই হল পতিত দুনিয়া। প্রদর্শনীতেও তোমরা বাচ্চারা অনেকজনকে বোঝাও। যদি অনেক প্রশ্নোত্তর করে, তাহলে সারাদিনে যখন অবসর সময় পাবে, তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা উচিত যে ওই ব্যক্তি কি প্রশ্ন করেছিল আর আমি কি উত্তর দিয়েছি। তারপর তাকে ঐভাবে না বুঝিয়ে অন্যভাবে বোঝাতে হবে। সকলের বোঝানোর যুক্তি একইরকম হয় না। আসল কথা হল - নিজেকে আত্মা মনে করো, না কি শরীর মনে করো ? সকলেরই দু’জন বাবা আছেন। যত দেহধারী আছে, সকলেরই একজন লৌকিক পিতা এবং পারলৌকিক পিতা রয়েছেন। লৌকিক (হেদের) পিতা থাকাটা তো কমন ব্যাপার। এখানে তোমরা অসীম জগতের (বেহেদের) পিতাকে পেয়েছ। তিনি নিজে বসে থেকে আমাদের মতো আত্মাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি একাধারে বাবা, টিচার এবং সঙ্গী। এই বিষয়ে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। তোমরা যখন কাউকে বোঝাও, তখন তোমাদেরকে যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, সেইসব প্রশ্নগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে। যে খুব বিচক্ষণ, তাকেও সেই আলোচনাতে রাখতে হবে। দিনের বেলা তোমরা কিছুটা সময় পেতে পারো। এমন যেন না হয় যে খাবার খাওয়ার পরেই ঘুম পেয়ে গেল। যে অতিরিক্ত পরিমাণে খাবার খায়, তারই ঘুম পায়, অলসতা আসে। দিনের বেলা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে - অমুক ব্যক্তি এইরকম প্রশ্ন করেছিল আর আমি এইরকম উত্তর দিয়েছি। অনেক রকমের প্রশ্ন করবে। তার যথাযথ উত্তর দিতে হবে। দেখতে হবে যে সেই ব্যক্তিকে কি আমি আকৃষ্ট করতে পেরেছি? সে কি সন্তুষ্ট হয়েছে ? নাহলে তার

সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। যে খুব বিচক্ষণ, তাকেও এই আলোচনাতে থাকতে হবে। এমন যেন না হয় যে খাবার খাওয়ার পরেই ঘুম পেয়ে গেল। দেবতারা সর্বদা খুশিতে থাকত বলে তারা খাবার খুব কম খেত। তাই বলা হয় খুশির মতো খোরাক নেই। বাচ্চারা, তোমাদের তো খুব খুশি হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ হওয়াটাই তো খুব খুশির ব্যাপার। যে এখানে খুশি অনুভব করতে পারে, সে-ই ব্রাহ্মণ হয়। দেবতাদের কাছে সম্পদ্বি, রাজপ্রাসাদ সবকিছুই ছিল। তাই তারা সর্বদাই খুশিতে থাকত। তাই তাদের কাছে সেই খুশিটাই যথেষ্ট ছিল। খুশিতে থাকলে খাবার খুব কম খাবে এবং সূক্ষ্মভাবে খাবে। এটাই নিয়ম। অতিরিক্ত আহার করলেই বেশি ঘুম পাবে। যার বেশি ঘুম পায়, সে কাউকেই বোঝাতে পারবে না। হয়তো কখনো বাধ্য হয়ে কাউকে কিছু শোনাবে। কিন্তু এইসব জ্ঞানের কথা তো খুব আনন্দ সহকারে সবাইকে শোনানো উচিত। তাহলে সহজেই বোঝানো যাবে।

আসল কথা হল বাবার পরিচয় দেওয়া। ব্রহ্মাকে তো কেউই জানে না। ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা - এনার অনেক প্রজা রয়েছে। ইনি কিভাবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন, সেই বিষয়েও ভালোভাবে বোঝাতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - এনার অনেক জন্মের মধ্যে একেবারে অস্তিম জন্মের অস্তিম সময়ে অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবস্থায় আমি এসে প্রবেশ করি। নাহলে রথ পাব কোথা থেকে। শিববাবার জন্যেই রথের কথা প্রচলিত আছে। তিনি কিভাবে এই রথের মধ্যে প্রবেশ করেন - সেই বিষয়েই সংশয় প্রকাশ করে। রথ তো অবশ্যই প্রয়োজন। এখানে তো কৃষ্ণ আসতে পারবে না। তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা-ই বোঝাবেন। উপর থেকে তো বলবেন না। কিন্তু ব্রহ্মা এলো কোথা থেকে? বাবা বলেছেন - যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়, আমি তার শরীরেই প্রবেশ করি। এইসব কথা ইনি নিজেও জানেন না, আমিই শোনাই। কৃষ্ণের তো অন্য কোনো রথের প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণের কথা বললে ভাগীরথের কথাও বলা যাবে না। কৃষ্ণকে ভাগীরথ বলা হয় না। সে প্রথম জন্মে রাজকুমার ছিল। বাচ্চাদেরকে মনে মনে এইসব বিষয় নিয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। বাচ্চারা জানে যে শাস্ত্রতে যাকিছু লেখা আছে, বাস্তবে ঐরকম কিছুই নেই। কিন্তু এটা তো অবশ্যই ঠিক যে বিচার সাগর মন্থনের দ্বারা প্রাপ্ত কলসী লক্ষ্মীকেই দেওয়া হয়েছে। তারপরে তিনি অন্যদেরকেও সেই অমৃত পান করিয়েছেন। এভাবেই স্বর্গের গেট খুলেছিল। কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মাকে তো এইরকম বিচার সাগর মন্থন করার দরকার নেই। তিনি হলেন বীজরূপ। তাঁর মধ্যেই জ্ঞান রয়েছে, তিনিই সবকিছু জানেন। একটা সময়ে তোমরাও জানতে। এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝাতে হবে। না বুঝলে দেবতা হবে কিভাবে! বাবা আত্মাদেরকে রিফ্রেশ করার জন্য এইসব বোঝাচ্ছেন। কেউই কিছু জানে না। বাবা এসে এইসকল বিষয় বোঝান। এখন তোমাদের নোঙ্গর ভক্তিমার্গ থেকে উঠে জ্ঞানমার্গে এসেছে। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে যেসব জ্ঞান শোনাচ্ছি, সেইগুলো লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়।

একজন হলেন নিরাকার পিতা, আরেকজন হলেন সাকার পিতা। তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে বোঝানো হলেও মায়া আকৃষ্ট করে নাংরা দুনিয়ায় নিয়ে চলে যায়। পতিত হয়ে যায়। বাবা বলেছেন - তুমি কাম বিকারের চিতায় দগ্ধ হয়ে একেবারে কবরস্থানে এসে গেছ। এরপর এখানেই পরীক্ষান হবে। এখানে অর্ধেক কল্প যাবৎ পরীক্ষান থাকে এবং তারপর অর্ধেক কল্পের জন্য কবরস্থান হয়ে যায়। শীঘ্রই সবাই কবরে চাপা পড়বে। তোমরা সিঁড়ির ছবি নিয়েও ভালোভাবে বোঝাতে পারো। এটা হল পতিতদের রাজস্ব। এই রাজ্যের বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এখন এই ভূমিতে কবরস্থান রয়েছে। এরপর এই ভূমিটাই পরিবর্তিত হয়ে লৌহযুগী থেকে স্বর্ণযুগী হয়ে যাবে। তারপর একসময় দুই কলা কমে যাবে। পাঁচ তন্ত্রের কলাও যখন কম হয়ে যায় তখন তারা উপদ্রব শুরু করে। তোমরা সবাইকে খুব ভালোভাবে বোঝাও। যদি কেউ বুঝতে না পারে, তাহলে সে কড়িতুল্য, কোনো

মূল্যই নেই। বাবা এসেই সঠিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিচ্ছেন। হীরেতুল্য জন্মের গায়ন রয়েছে। আগে যখন তোমরাও বাবাকে জানতে না, তখন তোমরাও কড়িতুল্য ছিলে। এখন বাবা এসে হীরেতুল্য বানাচ্ছেন। বাবার কাছ থেকেই তোমরা হীরেতুল্য জন্ম পাও। তাহলে পুনরায় কড়িতুল্য হয়ে যাও কেন ? তোমরা তো ঈশ্বরীয় সন্তান, তাই না ? গায়ন আছে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে। যখন আত্মা ওখানে শান্তিধামে থাকে, তখন সেই মিলনে কোনো লাভ হয় না। ওটা হল কেবল পবিত্রতা বা শান্তির স্থান। এখানে তোমরা জীবাত্মা রয়েছ এবং পরমাত্মা পিতার কোনো নিজস্ব শরীর না থাকার কারণে তিনি অন্য একটা শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছেন। তোমরা বাবাকে জেনেছ এবং তাঁকে বাবা বলে সম্বোধন করো। বাবাও তোমাদেরকে বাচ্চা বলে সম্বোধন করেন। লৌকিক পিতাও বলে - বাচ্চারা তোমরা এসো, তোমাদেরকে মিষ্টি খাওয়াব। সঙ্গে সঙ্গে সবাই চলে যাবে। এখানেও বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা এসো, তোমাদেরকে আমি বৈকুণ্ঠের মালিক বানাব। তাহলে নিশ্চয়ই সবাই দৌড়ে যাবে। মানুষ প্রার্থনা করে - তুমি এসে আমাদের মতো পতিতদেরকে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক করে দাও। যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে তো অবশ্যই মানতে হবে। বাচ্চারাই আমাকে ডেকেছে। আমি তো বাচ্চাদের জন্যই আসি। এসে বাচ্চাদেরকে বলি - তোমরা আমাকে ডেকেছিলে, তাই আমি এখন এসেছি। বাবাকেই তো পতিত-পাবন বলা হয়, তাই না? গঙ্গা অথবা অন্য কোনো নদীর জলের দ্বারা তো তোমরা পবিত্র হতে পারবে না। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা ভুলের মধ্যে ছিলে। হয়তো ভগবানের খোঁজ করে, কিন্তু কেউই কিছু বোঝে না। বাবা বলেন - 'আমার বাচ্চারা'। তখন বাচ্চাদের অন্তর থেকেও উল্লাসের সহিত আওয়াজ আসা উচিত - 'আমার বাবা'। কিন্তু ততটা উল্লাসের সহিত আওয়াজ বেরায় না। এটাকে দেহ-অভিমান বলা হয়, দেহী-অভিমानी নয়। তোমরা এখন বাবার সম্মুখে বসে আছ। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করলে অসীমের বাদশাহীও অবশ্যই স্মরণে আসবে। এইরকম বাবাকে কত ভালোবাসার সহিত উত্তর দেওয়া উচিত। তোমরা ডেকেছ বলেই বাবা এসেছেন। ড্রামা অনুসারে এক মিনিটও আগে পরে হবে না। দুনিয়ায় সকলেই বলে - হে পিতা, দয়া করো, মুক্ত করো। আমরা সবাই রাবণের জেলে বন্দি, তুমি আমাদের পথ দেখাও। তাই বাবা আমাদের গাইড রূপে পথ দেখান। সবাই তাঁকে আহ্বান করে - হে মুক্তিদাতা, হে গাইড, তুমি এসে আমাদেরকে পথ দেখাও, আমাদেরকে তোমার সাথে নিয়ে চलो। তোমরা এখন সঙ্গমে রয়েছ। বাবা সত্যযুগ স্থাপন করছেন। এটা হল কলিযুগ, এখানে কোটি কোটি মানুষ আছে। কিন্তু সত্যযুগে তো কেবল কয়েকজন দেবী-দেবতারা ছিলেন। তাহলে নিশ্চয়ই বিনাশ হয়েছিল। সেই বিনাশ এখন দোর-গোড়ায়। সেইজন্মেই বলা হয় বিজ্ঞানের অহংকার, বুদ্ধি খাটিয়ে কত রকমের জিনিস তৈরি করে। ওরা হল যাদব সম্প্রদায়। এই ইতিহাস পুনরায় রিপিট হবে। তবে আপাতত সত্যযুগের ইতিহাস রিপিট হবে।

তোমরা জানো যে আমরা নুতন দুনিয়াতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। পবিত্র তো হতেই হবে। তোমরা সবাইকে বোঝাও যে এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। তোমাদের বাচ্চারো জীবিত থাকবে না। কোনো উত্তরাধিকারীও থাকবে না, আর কেউ বিয়েও করবে না। অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে, আর সামান্যই আছে। যে সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে, তার হিসাব রয়েছে। আগে এইরকম বলা হত না। এখন খুবই কম সময় আছে। আগে আগে যারা শরীর ছেড়েছে, তারা পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে জন্ম নিয়েছে। কেউ হয়তো আবার এখানেই এসেছে। দেখেই বোঝা যায় যেন এখান থেকেই অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। সে জ্ঞানের বিষয় ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুতেই আনন্দ পাবে না। মা-বাবাকেও বলে দেয় যে আমি তো ওখানেই যাব। এইসব

বিষয়গুলো খুব সহজেই বোঝা যায়। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। যুদ্ধের প্রস্তুতিও দেখতে পাচ্ছি। অর্ধেকটা তো এদের যুদ্ধের সামগ্রীর পেছনেই অধিক অর্থ খরচ হয়। কত রকমের এরোপ্লেন বানিয়েছে। বলা হয়, ঘরের মধ্যে বসে থেকেই সবাই শেষ হয়ে যাবে। ড্রামা অনুসারেই ওরা ঐরকম জিনিস তৈরি করে। হাসপাতাল ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। ড্রামা অনুসারে ওরাও যেন বাবার কাছ থেকেই ইশারা পাচ্ছে। এইসব তো ড্রামাতেই রয়েছে। ওরা চায় কেউ যেন কখনো অসুস্থ না হয়। কিন্তু সবাইকে তো অবশ্যই মরতে হবে। রাম-রাবণ সকলকেই যেতে হবে। তবে যে যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি করবে, তার অবশ্যই আয়ু বাড়বে। আনন্দ সহকারে দেহত্যাগ করবে। যেমন ব্রহ্মজ্ঞানীর উদাহরণ দেওয়া হয়। ওরাও ব্রহ্মে যাওয়ার জন্য এইরকম আনন্দ সহকারে দেহত্যাগ করে। কিন্তু ব্রহ্মে কেউ যেতে পারে না, আর কারোর পাপনাশও হয় না। এখানেই পুনর্জন্ম নিতে হয়। বাবা এসে পাপনাশের যুক্তি বলছেন - "একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, আর কাউকে স্মরণ করো না। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও স্মরণ করো না"। তোমরা জানো যে পুরুষার্থের দ্বারা আমরা এইরকম পদ প্রাপ্ত করছি। এখন স্বর্গ স্থাপন হচ্ছে। আমরা ঐরকম পদ পাওয়ার জন্য এখানে পড়ছি। সবকিছুই পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে হয়। ওরা যে সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল, সেই সাম্রাজ্য সঙ্গমযুগে বাবা এসে স্থাপন করেন। তোমরা এমনভাবে বক্তৃতা দাও যাতে কারো বুদ্ধিতে যথাযথ ভাবে তীর লেগে যায়। এখন আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ভাই-বোন। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীদের বিয়ে হয় না। এটাও বাবা বুঝিয়েছেন যে কিভাবে কেউ পড়ে যায়, কাম বিকারের অগ্নি জ্বালাতন করে। কিন্তু তার সাথে ভয়ও থাকে যে আমি যদি একবার পড়ে যাই, তাহলে সমস্ত উপার্জন নষ্ট হয়ে যাবে। কাম বিকারের কাছে পরাজিত হলে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। কত বিশাল উপার্জন! দুনিয়াতে মানুষ কোটি-কোটি উপার্জন করে। কিন্তু ওরা জানে না যে আর কিছু সময়ের মধ্যে সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। যারা বোমা বানায়, তারা জানে যে এই দুনিয়ার বিনাশ আসন্ন। ওরা ভাবে আমাদেরকে কেউ প্রেরণা দিচ্ছে, তাই আমরা এগুলো বানাচ্ছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মূখ্যসার:-

১) অন্তরে জ্ঞানের বিষয় নিয়ে মনন-চিন্তন অর্থাৎ বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের বিষয় নিয়ে আধ্যাত্মিক আলোচনা (রুহরিহান) করার পরে অন্যকে বোঝাতে হবে। অলসতা এবং নিদ্রাকে ত্যাগ করতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হয়ে আন্তরিক উল্লাসের সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সর্বদা নেশা থাকা উচিত যে আমরা বাবার কাছে এসেছি কড়ি থেকে হীরে হওয়ার জন্য। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান।

বরদান :- মন-বুদ্ধির দ্বারা শ্রেষ্ঠ অবস্থার আসনে উপবিষ্ট হয়ে তপস্যার প্রতিমূর্তি ভব

তপস্বী সৰ্বদা কোনো না কোনো আসনের ওপৰে বসে তপস্যা কৰে। তোমাদেৰ মতো তপস্বী আত্মাদেৰ আসন হলো একরস অবস্থা - ফুরিস্তা স্থিতি। এইরকম শ্ৰেষ্ঠ অবস্থাতে স্থিত হওয়ার অৰ্থ হল আসনে উপবিষ্ট হওয়া। স্কুল আসনের ওপৰে তো স্কুল শৰীৰকে বসানো হয়, কিন্তু এই শ্ৰেষ্ঠ আসনের ওপৰে তোমরা মন-বুদ্ধিকে বসিয়ে দাও। ওই তপস্বীৰা এক পায়ে খাড়া থাকে আৰ তোমরা একরস অবস্থাতে একাগ্ৰ হয়ে যাও। ওদেৰটা হলো হঠযোগ আৰ তোমাদেৰটা হলো সহজযোগ।

স্লোগান :- তোমরা প্ৰেমের সাগর বাবার সন্তান, তাই প্ৰেমে পৰিপূৰ্ণ গঙ্গা হয়ে থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের আধার হলো প্রেম, অফুরন্ত প্রেম না থাকলে স্মরণ অবিচল (একরস) থাকে না, আর স্মরণ অবিচল না হলে প্রেমও প্রাপ্ত করা যায় না"

প্রশ্ন :- আত্মার সব থেকে প্রিয় জিনিস কোনটি ? তার চিহ্ন কি ?

উত্তর :- আত্মার কাছে এই শরীর হলো সব থেকে প্রিয় জিনিস। শরীরের প্রতি এতো ভালোবাসা যে সে শরীর ছাড়তে চায় না। বাঁচার জন্য অনেক উপায় তৈরী করে। বাবা বলেন বাচ্চারা, এটা তো তোমোপ্রধান ছিঃ-ছিঃ শরীর। তোমাদের এখন নতুন শরীর নিতে হবে, সেইজন্য এই পুরানো শরীরের প্রতি মমতা ত্যাগ করো। আমি শরীর এই ভাব যেন না থাকে, এটাই হল লক্ষ্য ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, এখন বাচ্চারা এটা তো জানে যে দৈবী রাজ্যের উদ্ঘাটন হয়ে গেছে। এখন প্রস্তুতি চলছে সেখানে যাওয়ার। যেখানে কোনো শাখা খোলা হয়, তো প্রচেষ্টা থাকে কোনো প্রখ্যাত লোক দ্বারা ওপেনিং করানোর, আর তাকে দেখে নীচু তলার অফিসার্স ইত্যাদি সবাই আসবে। মনে করো, গভর্নর আসলে আবার বড় বড় মিনিষ্টার্স ইত্যাদি আসবে। যদি কালেক্টরকে তোমরা বলো তবে প্রখ্যাত যারা আসবে না, সেই জন্য প্রচেষ্টা করা হয় কোনো প্রখ্যাত কেউ আসুক। কোনো না কোনো বাহানায় ভিতরে এলে তোমরা ওদের রাস্তা বলো। অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার কি ভাবে প্রাপ্ত করা যায়। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া এই কথা আর দ্বিতীয় কেউ নেই জানার মতো। সোজাসুজি এরকম বোলো না যে- ভগবান এসেছেন। এরকমও অনেকে বলে - ভগবান এসে গেছেন। কিন্তু না, ঐরকম নিজেকে ভগবান বলার মতো তো অনেকেই এসেছে। তাই এটা বোঝাতে হবে যে পূর্ব-কল্পের মতনই অসীম জগতের পিতা এসে অসীম জগতের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, ডামার প্ল্যান অনুসারে। এই সমস্ত লাইন লিখতে হবে। মানুষ সেই লেখাটা পড়লে আসতে চেষ্টা করবে, যাদের ভাগ্যে থাকবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জানা আছে তো যে আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। এখানে তো নিশ্চয় (সুদূত বিশ্বাস) বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারাই আসে। নিশ্চয় বুদ্ধি সম্পন্ন যারা, আবার তারাই কোনো সময় সংশয় বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। মায়া পিছু নেয়। চলতে চলতে পরাজিত হয়। এরকম তো হয় না যে সর্বদা এক তরফা জিততেই থাকবে, পরাজয় হবেই না। জয় আর পরাজয় দুটিই চলে। যুদ্ধও তিন প্রকার হয়, ফার্স্টক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস আর থার্ডক্লাস। কখনো কখনো যারা যুদ্ধ করে না তারাও দেখার জন্য চলে আসে। সেটাও মেনে নেওয়া (এলাও) হয়। যদি কিছু রঙ লেগে যায়-আর এই সেনাতে এসে যায়- কারণ দুনিয়ার জানা নেই যে তোমরা হলে মহারথী যোদ্ধা। কিন্তু তোমাদের হাতে হাতিয়ার ইত্যাদি কিছুই নেই। তোমাদের হাতে হাতিয়ার ইত্যাদি শোভনীয়ও নয়। কিন্তু বাবা তো বোঝান- জ্ঞান তলোয়ার, জ্ঞান কাটারী। আর একথা তারা স্থূল রূপে মনে করে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের জ্ঞানের অস্ত্র-শস্ত্র দেন, এতে হিংসার কোনো ব্যাপারই নেই। কিন্তু এটা বোঝে না। দেবীদের স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে। তাদেরও হিংসক করে দিয়েছে। এটা হলো একদম অবোধ ব্যাপার। বাবা ভালো ভাবেই জানেন যে কারা ফুলে পরিণত হবে, সেটা তো বাবা নিজেই বলেন ফুলের সামনে থাকা চাই। হঠাৎ করে (সারটেনলি) এই ফুলে পরিণত হয়, বাবা নাম করেন না। নইলে তো আর সবাই বলবে আমরা কি তবে কাঁটা হবো! বাবা প্রশ্ন করেন নর থেকে নারায়ণ কারা হবে তো সকলে হাত তোলে। এ তো নিজেরাই বোঝে যে

বেশী সার্ভিস করে সে বাবাকেও বেশী স্মরণ করে। বাবার প্রতি প্রেম থাকলে স্মরণও তাঁরই হবে। অবিচলিত (একরস) ভাবে তো কেউই স্মরণ করতে পারে না। স্মরণ করতে পারে না তাই ভালোবাসা নেই। ভালোবাসার জিনিসকে তো খুবই স্মরণ করা হয়। বাচ্চারা ভালোবাসার মতো হলে বাবা-মা কোলে তুলে নেয়। ছোট বাচ্চারাও হলো ফুল। বাচ্চারা, যেমন তোমাদের হৃদয় চায় শিববাবার কাছে যেতে, সেরকম ছোট বাচ্চারাও চেষ্টা করে। শীঘ্র ভাবে বাচ্চাকে কোলে বসায়, ভালোবাসে।

এই অসীম জগতের পিতা তো খুবই প্রেমময়। সকলের শুভ মনো-কামনা পূরণ করেন। মানুষের কি চাই? এক তো চাই সুরক্ষিত সুস্বাস্থ্য, কখনো যেন রোগ না হয়। সবচেয়ে ভালো এই সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন অথচ পয়সা নেই, তবে সুস্বাস্থ্য কোন কাজে এলো। আবার ধন চাই, যাতে সুখ পাওয়া যায়। বাবা বলেন অবশ্যই তোমাদের হেল্থ আর ওয়েল্থ দুটিরই প্রাপ্তি হবে। এটা কোনো নতুন কথা না। এতো অনেকই পুরানো কথা। তোমরা যখনই মিলিত হবে, এরকমই বলবে। তবে এটা বলবে না যে লক্ষ বছর হয়েছে অথবা লক্ষ কোটি বছর হলো। না, তোমরা তো জানো এই দুনিয়া নতুন কবে হলো, পুরানো কবে হল ? আমরা এই আত্মারা নতুন দুনিয়ায় যাই আবার পুরানো দুনিয়াতে আসি। তোমাদের নামই রাখা হয়েছে অলরাউন্ডার। বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা হলে অলরাউন্ডারস্। ভূমিকা পালন করতে করতে এখন অনেক জন্মের শেষে পৌঁছেছো। সর্বপ্রথমেই তোমরা ভূমিকা পালন করতে আসো। সেটি হলো সুইট সাইলেন্স হোম। মানুষ শান্তির জন্য কতো হয়রান হয়। এটা বুঝতে পারে না যে আমরা শান্তিধামে ছিলাম, আবার সেখান থেকে এসেছি-ই ভূমিকা পালন করতে। আমাদের এই দুনিয়ার ভূমিকা শেষ হলে, আবার আমরা যেখান থেকে এসেছি অবশ্যই সেখানে ফিরে যাবো। সকলেই শান্তিধাম থেকে আসে। সবার বাড়ী হলো সেই ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মাণ্ড, যেখানে সকল আত্মারা থাকে। রুদ্রকেও এতো বড় ডিমের মতো বানায়। ওদের এটা জানা নেই যে আত্মা একদম ছোটো। বলে স্টারের সমান, তবুও পূজো বড় আকারেরই হয়। তোমরা জানো যে এতো ছোটো বিন্দুর তো পূজা হতে পারে না। তবে পূজা কাকে করবে, তাই বড় বানিয়ে আবার পূজা করে, দুধ ঢালে। বাস্তবে তো সেই শিব হলেন অভোক্তা। তবে তাকে কেন দুধ দেওয়া হয় ? দুধ পান করলে তো আবার ভক্ষণকারী (ভোক্তা) হয়ে গেল। এটাও এক বিস্ময় (ওয়ান্ডার)। সকলে বলে তিনি আমাদের উত্তরাধিকারী, আমরা ওনার উত্তরাধিকারী কারণ আমরা ওনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি। বাবা যেমন বাচ্চাদের প্রতি সমর্পিত, সমস্ত প্রপাটি তাদের দিয়ে নিজে স্বয়ং বাণপ্রস্থে চলে যান, এখানেও তোমরা মনে করো বাবার কাছে যতো আমরা জন্ম করবো সেটা সুরক্ষিত (সেফ) হয়ে যাবে। মহিমাও আছে কারোর ধন ধূলায় লুটায়, কারোর ধন রাজা নেয় ...। বাচ্চারা, তোমরা জানো কিছুই থাকে না (সবই নশ্বর)। সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এরকমও নয়, মনে করো এরোপ্লেন দুর্ঘটনায়, বিনাশ হলে চারদিকে জিনিস পাওয়া যায়। কিন্তু চোর ইত্যাদি নিজেও শেষ হয়ে যাবে। ঐ সময় চুরি ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে যাবে। নইলে তো এয়ারোপ্লেন দুর্ঘটনা ঘটলে তো প্রথমেই সব জিনিস চোরের হাতে আসে। তখন আবার জঙ্গলেই জিনিস লুকিয়ে ফেলে। সেকেন্ডে কাজ সারে। নানান ভাবে চুরির করে-কেউ রয়্যালটিতে (রাজকীয় ভাবে), কেউ আনরয়্যালটিতে (অতি সাধারণ ভাবে)। তোমরা জানো এই সব বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। তোমাদের কোথাও কিছু খুঁজতে হবে না। তোমরা তো অনেক উঁচু ঘরে জন্ম নাও। পয়সার দরকারই নেই। রাজাদের কখনো পয়সা নেওয়ার খেয়ালই হয় না। দেবতাদের তো একদমই থাকে না। বাবা তোমাদের এতো সব কিছু দিয়ে দেন যে কখনো চুরি-চামারি, ঈর্ষা ইত্যাদির ব্যাপারই নেই। তোমরা একদম ফুল হয়ে

ওঠো। কাঁটা আর ফুল তাই না। এখানে সব কাঁটা আর কাঁটা। যারা বিকার ছাড়া থাকতে পারে না তাদের অবশ্যই কাঁটাই বলতে হবে। রাজা থেকে শুরু করে সবাই হলো কাঁটা। তাই তো বাবা বলেন আমি তোমাদের এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো গড়ে তুলছি অর্থাৎ রাজাদেরও রাজা করে তুলছি। এই কাঁটা, ফুলের সামনে গিয়ে মাথা ঝোঁকায়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো হলো বিচক্ষণ না। বাবা এটাও বুঝিয়েছেন যে সত্যযুগের যারা তাদের মহারাজা আর ত্রেতা যুগের যারা তাদের মহারাজা বলা হয়। বড় মানুষ কে বলা হবে মহারাজা, ছোটো যারা আসবে তাদের রাজা বলা হবে। মহারাজার দরবার প্রথমে হবে। অনেক রকম তো থাকে। আসনও নম্বর অনুযায়ী প্রাপ্ত হবে। মনে করো যারা না আসার তারা যদি কেউ এসে যায় তাহলেও প্রথমে আসন দেওয়া হয় তাদের। মর্যাদা রাখতে হয়।

তোমরা জানো আমাদের মালা তৈরী হয়। এটাও তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরই বুদ্ধিতে আছে আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। রুদ্র মালা তুলে নিয়ে ঘোরাতে থাকে। তোমরাও তো ঘোরাতে। অনেক মন্ত্র জপতে। বাবা বলেন এটাও হলো ভক্তি। এখানে তো একের স্মরণেই থাকা আর বাবা বিশেষ ভাবে বলেন- মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা, ভক্তি মার্গে দেহ-অভিমানের কারণে তোমরা সবাই কে স্মরণ করতে, এখন একমাত্র আমাকেই (মামেকম্) স্মরণ করো। এক বাবাকে পেয়েছো তাই উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করলে অনেক খুশী হবে। বাবাকে স্মরণ করলে সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। যতো টাইম কম হতে থাকবে ততোই যথা শীঘ্র সম্ভব স্মরণ করতে থাকবে। দিনে-দিনে ক্রমশঃ চলন অগ্রসর হতে থাকবে। আত্মা কখনো ক্লান্ত হয় না। শরীরের দ্বারা কেউ পাহাড় পর্বতে চড়লে তো ক্লান্ত হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে গেলে তোমাদের কোনো ক্লান্তি আসবে না। খুশিতে থাকবে। বাবাকে স্মরণ করে সামনে এগোতে থাকবে। অর্ধ-কল্প বাচ্চারা পরিশ্রম করেছে- শান্তিধামে যাওয়ার জন্য। এইম অবজেক্টের কিছুই জানা নেই। বাচ্চারা, তোমাদের তো পরিচয় আছে। ভক্তি মার্গে যার জন্য এতো সব কিছু করেছিলে তিনিই বলছেন এখন আমাকে স্মরণ করো। তোমরা খেয়াল করো বাবা ঠিক বলছেন না কি? তারা তো মনে করে জলের দ্বারাই পবিত্র হয়ে যাবে। জল তো এখানেও আছে। এই গঙ্গার জল হলো কি? না, এটা তো একত্রিত করা বৃষ্টির জল, ঝর্ণার থেকে আসতেই থাকে, তাকে গঙ্গার জল বলে না। কখনো বন্ধ হয় না- এটাই প্রকৃতি। বৃষ্টি থেমে যায় কিন্তু জল আসতেই থাকে। বৈষ্ণবরা প্রায়শই কুয়ার জল পান করে। এক পক্ষ মনে করে এটা হলো পবিত্র, দ্বিতীয় পক্ষ আবার পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গায় স্নান করতে যায়। একে তো অগুণতাই বলবে। বৃষ্টির জল তো ভালোই হয়। এটাকেও ড্রামার বিস্ময় বলা হয়। প্রকৃতির বিস্ময় ঈশ্বর প্রদত্ত। বীজ কতো ছোটো, তার থেকে কতো বড় বের বৃক্ষ বের হয়। এটাও জানো ধরনী অনূর্বর হয়ে গেলে কোনো শক্তি থাকে না, স্বাদ থাকে না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের এখানেই সব অনুভব করান- স্বর্গ কেমন হবে। এখন তো নেই। ড্রামাতে এটাও নির্ধারিত। বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার হয়। সেখানকার ফল ইত্যাদি কতো ভালো মিষ্টি হয়- তোমরা ধ্যানে দেখে এসে শোনাও। আবার এখন যারা সাক্ষাৎকার করে তারা সেখানে যখন যাবে তখন এই চোখের দ্বারা দেখবে, মুখের দ্বারা থাকবে। যারাই সাক্ষাৎকার করে তারা সবাই চোখের দ্বারা দেখবে, তারপর সব নির্ভর করে পুরুষার্থের উপর। যদি পুরুষার্থ না করবে তো কি পদ পাবে? তোমাদের পুরুষার্থ চলছে। তোমরা ঐরকম হবে। এই বিনাশের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হবে। এটাও এখন বোঝা যায়। পবিত্র হতেই টাইম লাগে। স্মরণের যাত্রাই হলো মুখ্য, দেখা যায়-বোন-ভাই মনে করলেও ঠিক হয় না, এখন আবার বলা হয় ভাই-ভাই মনে করো। বোন-ভাই মনে করলেও দৃষ্টি বদলায় না। ভাই-ভাই দেখলে

পরে শরীরই থাকে না। আমরা সবাই হলাম আত্মা, শরীর নই। যা কিছু এখানে দেখা যাচ্ছে সে তো বিনাশ হয়ে যাবে। এই শরীর ছেড়ে তোমাদের অশরীরী হয়ে যেতে হবে। তোমরা এখানে এসেছেই এটা শিখতে যে আমরা এই শরীর ছেড়ে কি ভাবে যাব। লক্ষ্য তো আছে। শরীর তো আত্মার খুব প্রিয়। শরীর যেন না যায় তার জন্য আত্মা কতো ব্যবস্থাপনা করে। কখন না আমাদের এই শরীর ছেড়ে যায়। আত্মার এই শরীরের প্রতি খুবই প্রীতি। বাবা বলেন এটা তো হলো পুরোনো শরীর। তোমরাও হলে তমোপ্রধান, তোমাদের আত্মা হলো ঘৃণ্য, তাই দুঃখী-অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাবা বলেন- এখন শরীরের প্রতি যেন প্রেম না থাকে। এটা তো হলো পুরোনো শরীর। এখন তোমাদের নতুন ক্রয় করতে হবে। কোনো দোকান রাখা হয় নি যেখান থেকে ক্রয় করা হবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। তখন আবার শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে তোমাদের। পাঁচ তন্ত্রও পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা সব কথা বুঝিয়ে আবার বলেন মন্বনা ভব। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) আমরা হলাম শিববাবার উত্তরাধিকারী, আর উনি হলেন আমাদের উত্তরাধিকারী, এই নিশ্চিততার সাথে বাবার কাছে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হতে হবে। যতো বাবার কাছে জমা করবে ততোই সুরক্ষিত (সেফ) হয়ে যাবে। বলা হয়ে থাকে- কারোর ধন মাটিতে লুটায়...।

২) কাঁটা থেকে ফুল এখনই হতে হবে। অবিচল (একরস) স্মরণ আর সার্ভিস দ্বারা বাবার ভালোবাসার অধিকারী হতে হবে। দিনে দিনে স্মরণের দ্বারা চলন অগ্রসর হতেই থাকবে।

বরদান :- এই কল্যাণকারী যুগের সকলের কল্যাণকারী প্রকৃতিজীত মায়াজীত ভব

সঙ্গম যুগকে কল্যাণকারী যুগ বলা হয়, এই যুগে সর্বদা এই স্বভাবের স্মরণে থাকে যে আমি হলাম কল্যাণকারী আত্মা, আমার কর্তব্য হলো প্রথমে নিজের কল্যাণ করা তারপর সকলের কল্যাণ করা। মনুষ্য আত্মারা তো বলে আমরা প্রকৃতিরও কল্যাণ করি সেই জন্য প্রকৃতিজীত, মায়াজীত বলা হয়। যখন আত্মা পুরুষ প্রকৃতিজীত হয়ে যায়, তখন আত্মাও সুখদায়ক হয়ে যায়। প্রকৃতি বা মায়ার বিপর্যয়ে প্রভাব পড়ে না। তার উপর অকল্যাণকর বায়ুমন্ডলের প্রভাব পড়তে পারে না।

শ্লোগান :- এক জন দ্বিতীয় জনের মতামতকে সম্মান দিলে মাননীয় আত্মা হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেকে ঠিক করতে অ্যাটেনশন দাও, দৈবী গুণ ধারণ করো, বাবা কখনও কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন না, শিক্ষা দেন, এতে ভয়ের কিছু নেই"

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের কোন্ কথাটি স্মরণে থাকলে তারা সময় নষ্ট করবে না ?

উত্তর :- এই হল সঙ্গমের সময়, সর্বোচ্চ নটরী প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা আমাদের হীরে তুল্য দেবতায় পরিণত করছেন। এই কথা স্মরণে থাকলে কখনও সময় নষ্ট করবে না। এই নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম, তাই পড়াশোনা কখনও যেন মিস না হয়। মায়া দেহ-অভিমাণে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমাদের ডাইরেক্ট বাবার সঙ্গে যোগ থাকলে সময় সফল হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই কথা তো জানে যে ইনি হলেন পিতা, তাঁর কাছে ভয়ের কোনও কারণ নেই। ইনি সাধু বা মহাত্মা নন যে কোনোরকম অভিশাপ দেবেন বা অসন্তুষ্ট হবেন। ওই গুরুদের মনে অনেক ক্রোধের ভাবনা থাকে, তাই মানুষ তাদেরকে ভয় পায়, অসন্তুষ্ট হয়ে যাতে কোনও অভিশাপ না দিয়ে দেন। এখানে তো তেমন কোনও কথাই নেই। বাচ্চাদের কখনও ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাবার কাছে ভয় তারা পায় যারা নিজেরা চঞ্চল হয়। দেহের পিতা বা লৌকিক পিতা তো রাগারাগি করেন। এখানে তো বাবা কখনও ক্রোধ করেন না। বরং বোঝান, যদি বাবাকে স্মরণ করবে না তো বিকর্ম বিনাশ হবে না। জন্ম-জন্মান্তরের জন্যে নিজেরই ক্ষতি করবে। বাবা তো বোঝান, ভবিষ্যতে সঠিকভাবে চলার জন্যে। এমন নয় যে রাগ করবেন। বাবা তো বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা নিজেকে ঠিক রাখার জন্যে স্মরণের যাত্রায় মনোনিবেশ করো। তার সঙ্গে চক্রকেও বুদ্ধিতে রাখো, দৈবী গুণ ধারণ করো। স্মরণ হল মুখ্য। বাকি সৃষ্টি চক্রের নলেজ হল খুব সিম্পল। ঐ হল সোর্স অফ ইনকাম। কিন্তু তার সঙ্গে দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। এই সময় রয়েছে সবার অসুরী গুণ। ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যেও অসুরী গুণ থাকে কিন্তু তার জন্যে তাদের গায়ে হাত তোলা একদমই ঠিক নয় আরও উল্টো শিক্ষা পায়। সেখানে সত্যযুগে কিছু শিখতে হয় না। এখানে তো বাচ্চারা মা-বাবার কাছে শেখে। বাবা গরিবদের কথা বলেন। ধনীদের জন্যে এখানেই স্বর্গ। তাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এইটি হল পড়াশোনা। টিচার চাই, যিনি শেখাবেন, ভুল শুধরে দেবেন। সুতরাং বাবা গরিবদের কথা বলছেন। কীরূপ অবস্থা হয়েছে। বাচ্চারা কিভাবে খারাপ হয়। মা-বাবাকে সবাই দেখে। তারপরে ছোট বয়সেই সব খারাপ হয়ে যায়। ইনি হলেন আত্মিক পিতা, তিনি বলেন আমিও হলাম দীনের নাথ (গরিব নিবাজ)। আমি বোঝাই দেখো এই দুনিয়ায় মানুষের কি অবস্থা হয়েছে। তমোপ্রধান দুনিয়া হয়েছে। তমোপ্রধান হওয়ার কোনও সীমা আছে তাইনা। ১২৫০ বছর তো হল কলিযুগের। একদিনও কম বেশি হবে না। দুনিয়া যখন সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয় তখন বাবাকে আসতে হয়। বাবা বলেন আমি ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। আমাকে আসতে ই হয়, শুরুতে কত গরিব এসেছিল। ধনীরাও এসেছিল, এক সঙ্গে বসতো তারা। ধনী ঘরের মেয়েরা কিছু না নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। কত ঝামেলা হয়েছিল। ড্রামাতে যা হওয়ার ছিল, হয়েছিল। কেউ ভাবে নি এমন হবে। বাবা নিজের আশ্চর্য অনুভব করতেন, এইসব কি হচ্ছে। এনাদের হিস্টি খুবই ওয়ান্ডারফুল। এইসবই ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। বাবা সবাইকে বলে দিয়েছিলেন চিঠি নিয়ে এসো - আমরা জ্ঞান অমৃত পান করতে যাচ্ছি। তারপরে তাদের স্বামীরা বিদেশ থেকে ফিরে এলো। তারা বলল বিষ দাও, এরা বলত আমরা জ্ঞান অমৃত পান করেছি, বিষ দেব কিভাবে। এই বিষয়ে একটি গীতও

আছে। একেই বলে চরিত্র। শাস্ত্রে যদিও কৃষ্ণের চরিত্র লিখে দিয়েছে। কৃষ্ণের কথা তো হতে পারে না। সুতরাং এইসবই ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। নাটকে সবই হয়। হাসি কান্না ইত্যাদি ইত্যাদি.... দুই পিতা বলেন আমরা কিছু করিনি। এতো ড্রামার খেলা চলছে। ছোট ছোট বাচ্চারা এসেছিল। এখন তারা বড় হয়েছে। বাচ্চাদের ওয়ান্ডারফুল নাম, সংবাদ কন্যারা নিয়ে এল, তার মধ্যে যারা চলে গেল তাদের নাম তো নেই, আবার পুরানো নামই থাকল, তাই ব্রাহ্মণদের মালা হয় না।

তোমাদের কাছে কিছু নেই। প্রথমে মালা জপ করতে তোমরা। এখন তোমরা মালার মুক্তো হও। সেখানে ভক্তি থাকে না, এই সেকেন্ডের জ্ঞান হল বোঝার জন্যে। তাঁকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, সম্পূর্ণ সমুদ্রের জল দিয়ে কালি, সম্পূর্ণ জঙ্গলের কলম তৈরি করলেও পুরো লেখা হবে না, যদিও এই জ্ঞান হল সেকেন্ডের কথা। অক্ষ কে জানলে তো বে বাদশাহী অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সুতরাং সেই অবস্থা প্রাপ্ত করতে অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র হতে পরিশ্রম লাগে। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে নিজের অসীমের পিতাকে স্মরণ করো। এতেই পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। সাধনা করানোর জন্যে টিচার তো আছেন কিন্তু কারো ভাগ্যে না থাকলে টিচার-ই বা কি করবেন। টিচার তো পড়াবেন। এমন তো নয় যে ঘুষ নিয়ে পাস করাবেন ! এই কথা তো বাচ্চারা বোঝে বাপদাদা এইখানে দুইজনেই একত্রে আছেন। অনেক কন্যাদের চিঠি আসে বাবার নামে। শিববাবা কেয়ার অফ প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাবার কাছে বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর, ব্রহ্মাবাবার দ্বারা। ত্রিমূর্তি তে আছে - ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করানো হয়। ব্রহ্মাকে ক্রিয়েটর বা সৃষ্টিকর্তা বলা হবে না। অসীমের সৃষ্টি কর্তা তো একমাত্র তিনি-ই শিববাবা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও হলেন অসীম জগতের। প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন সুতরাং অনেক প্রজাও থাকবে। সবাই বলে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, শিববাবাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হবে না। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। যেমন বংশের তালিকা হয় তাইনা। এই হল অসীমের বংশ তালিকা। অ্যাডাম ও বিবি, অ্যাডাম ও ইভ কাকে বলা হয় ? ব্রহ্মা-সরস্বতীকে বলা হবে। এবার বংশ তালিকা তো বিশাল হয়ে গেল। সম্পূর্ণ ঝাড় বা বৃক্ষটি এখন জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। আবার নতুন চাই। একেই বলা হয় ভ্যারাইটি ধর্মের বৃক্ষ । বিভিন্ন ফিচার্স আছে, একে অপরের সঙ্গে মিল থাকে না। প্রত্যেকের কার্যকলাপের পার্ট ভিন্ন, একে অপরের সঙ্গে মিল নেই। এই হল গুহ্য রহস্য। ক্ষুদ্র বুদ্ধিদারী বুঝতে পারে না। খুব মুশকিল কথা। আমরা আত্মারা সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ। পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন সূক্ষ্ম বিন্দু স্বরূপ, এখানে (ব্রুকুটিতে) পাশে এসে বসেন। আত্মা ছোট বড় হয় না। বাপদাদার একত্রে এই পার্ট খুব ওয়ান্ডারফুল। বাবা এই রথটি অনুভবী নিয়েছেন। বাবা নিজে বোঝান এই হল ভাগ্যশালী রথ। এই গৃহ বা রথে আত্মা বিরাজমান আছে। আমরা এমন বাবাকে ভাড়ায় নিজের ঘর বা রথ দিলে তোমরা কি বুঝতে পারো ! তাই এনাকে ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যার মধ্যে বাবা বসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের হীরে তুল্য দেবতায় পরিণত করেন। এইসব কথা আগে কি আর বুঝতে পারতে তোমরা। একেবারেই তুচ্ছ বুদ্ধি ছিলে।

এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ তাই ভালো ভাবে পুরুষার্থ করা উচিত, সময় নষ্ট করা উচিত নয়। স্কুলে সময় নষ্ট করলে ফেল হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের বিরাট লটারি প্রদান করেন। কেউ রাজার ঘরে জন্ম নিলে বলা হয় লটারি পেয়েছে তাইনা। কাঙাল কে লটারি প্রাপ্তির কথা বলা হবে না। এই হল উঁচু লটারি, এতে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবা জানে এই হল মায়ার বক্সিং । ক্ষণে ক্ষণে মায়া দেহ - অভিমানে নিয়ে আসে। তোমাদের হল বাবার সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগ। সম্মুখে বসে আছেন

তাই এখানে রিফ্রেশ হতে আসো ড্রামা অনুযায়ী। বাবা বলেন আমি তোমাদের বোঝাই সেসব ধারণা করতে হবে। এই জ্ঞানও তোমরা এখন প্রাপ্ত কর। তারপর প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। অনেক আত্মারা চলে যায় শান্তিধামে। তারপরে অর্ধকল্প পরে ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়। অর্ধকল্প তোমরা বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছ, ভক্তি করেছ। এখন মুখ্য কথা বোঝানো হয়েছে যে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাহলে জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই জ্ঞান হল সোর্স অফ ইনকাম (উপার্জনের উপায়), এর দ্বারা তোমরা লক্ষকোটি গুণ (পদ্মাপদম) ভাগ্যশালী হও। স্বর্গের মালিক হও। সেখানে তো সব রকমের সুখ আছে। বাবা মনে করিয়ে দেন স্বর্গে তোমাদের অপার সুখ প্রদান করা হয়েছিল। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে যা সবকিছু তোমরা হারিয়েছ। তোমরা রাবণের দাস হয়েছ। রাম ও রাবণের এই হল ওয়ান্ডারফুল খেলা। এইসব যদিও হবে। অনাদি পূর্ব-নির্দিষ্ট খেলা। স্বর্গে তোমরা চির সুস্থ-চির সম্পন্ন হয়ে থাকো। এখানে মানুষের সুস্থ করার জন্যে কত খরচ করা হয় তাও এক জন্মের জন্যে। তোমাদের অর্ধকল্পের জন্যে চির সুস্থ (এভার হেলদি) করতে কি খরচ হয় ! একটা নতুন পয়সাও খরচ হয় না। দেবতারা এভার হেলদি হয়, তাইনা। তোমরা এখানে এসেছ এভার হেলদি হতে। একমাত্র বাবা ব্যতীত এভার হেলদি আর কেউ করতে পারে না। তোমরা এখন সর্ব গুণ সম্পন্ন হচ্ছ। এখন তোমরা সঙ্গমে আছো। বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার মালিক করছেন। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে যত ক্ষণ ব্রাহ্মণ হবে না তত ক্ষণ দেবতায় পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। যত ক্ষণ পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে বাবার পুরুষোত্তম না হচ্ছ ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না। আচ্ছা, আজ বাবা আত্মিক (রুহানী) ড্রিল করা শেখাচ্ছেন, জ্ঞানও প্রদান করেছেন, বাচ্চাদের সতর্ক করেছেন। গাফিলতি করো না, উল্টো কথা বোলোনা। শান্তিতে থাকো এবং বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বিকর্ম বিনাশ করে নিজেকে ঠিক করার জন্যে স্মরণের যাত্রায় পুরোপুরি অ্যাটেনশন দিতে হবে। দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে।

২) দেবতা হওয়ার জন্যে সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে, গাফিলতি করে নিজের সময় নষ্ট করবে না।

বরদান :- মন-বুদ্ধিকে অনুভবের সীটে সেট করে একনশ্বর বিশেষ আত্মা ভব

ব্যাখা: সব ব্রাহ্মণ আত্মাদের মনে এই সঙ্কল্প থাকে যে আমরা বিশেষ আত্মারা যেন একনশ্বর আত্মা হই কিন্তু সঙ্কল্প ও কর্মের তফাৎ শেষ করার জন্যে স্মৃতিকে অনুভবে আনতে হবে। যেমন শোনা, জানা স্মরণে থাকে তেমনই নিজেকে সেই অনুভবের স্থিতিতে স্থির করা তার জন্যে নিজের ও সময়ের গুরুত্ব জেনে মন ও বুদ্ধিকে যে কোনও অনুভবের সীটে সেট করে নাও তাহলে একনশ্বর বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগান - খারাপ কিছুর জন্য ঈর্ষা না করে ভালো কিছুর জন্য প্রতিযোগিতা করো ।

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য

গুপ্ত বেশধারী পরমাত্মার সামনে কন্যাদের, মাতাদের সন্ধ্যাস

এখন দুনিয়ার মানুষের মনে এই চিন্তা তো আসা উচিত যে এই কন্যারা, মাতা-রা সন্ধ্যাস ধারণ করেছে কেন? এ তো কোনও হঠ যোগ বা কর্ম-সন্ধ্যাস নয়, এ হল খুবই সহজযোগ, কর্মযোগ সন্ধ্যাস। পরমাত্মা নিজে চৈতন্য রূপে, দেহ সহ দেহের সকল কর্মেন্দ্রিয় থেকে মনের সন্ধ্যাস করান অর্থাৎ পাঁচ বিকারের সম্পূর্ণ সন্ধ্যাস অবশ্যই করতে হবে । পরমাত্মা এসে বলেন দান করে গ্রহণ মুক্ত হও। এখন মায়ার এই গ্রহণ যে অর্ধকল্প ধরে লেগে রয়েছে যার ফলে আত্মা কালো অর্থাৎ পতিত হয়েছে, তাকে পুনরায় পবিত্র করতে হবে। দেখো, দেবতাদের আত্মা কত পবিত্র ও দীপ্তিমান, উজ্জ্বল। যখন আত্মা পবিত্র হয় তখন শরীরও সুস্থ সবল পবিত্র হয়। এখন এই সন্ধ্যাসও তখন সম্ভব যখন প্রথমে কিছু প্রাপ্ত হয়। গরিবের সন্তান ধনীর কোলে গেলে তো নিশ্চয়ই ভালো কিছু দেখে তবেই তাকে কোলে নেয়, কিন্তু ধনীর সন্তান গরিবের কোলে যায় না। সুতরাং এইখানে এও কোনও অনাথ আশ্রম নয়, এখানে তো বড়-বড় ধনবান, উচ্চ কুলের মাতা ও কন্যারা আছে যাদেরকে দুনিয়ার মানুষরা এখনও চায় ঘরে ফিরে আসুক, কিন্তু এরা কি এমন পেয়েছে যে ঐ মায়াবী ধন সম্পদ অর্থাৎ সর্বস্ব বংশ সহ সন্ধ্যাস করেছে। অতএব এইখানে নিশ্চয়ই সেখান থেকে বেশি সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয়েছে তবেই সেসব ধন সম্পদকে ত্যাগ করেছে। যেমন রাজা গোপী চাঁদ বা রানী মীরা নিজের রাজকীয় সুখের ত্যাগ করে সন্ধ্যাস করেছিল। এই হল ঈশ্বরীয় অতীন্দ্রিয় অলৌকিক সুখ যার সামনে ঐ দুনিয়ার সবকিছুই তুচ্ছ, তারা এই কথা জানে যে এইরূপ জীবন্মৃত স্বরূপে আমরা জন্ম জন্মান্তরের জন্যে অমর পুরীর বাদশাহী প্রাপ্ত করছি, তাই তো ভবিষ্যৎ নির্মাণের পুরুষার্থ করছি। পরমাত্মার কাছে আসা অর্থাৎ পরমাত্মার আপন হওয়া, সবকিছু তাঁর কাছে সমর্পণ করা তার পরিবর্তে তিনি রিটার্নে অবিনাশী পদমর্যাদা প্রদান করেন। সুতরাং এই মনস্কামনা পরমাত্মা স্বয়ং এসে এই সঙ্গমের সময়ে পূর্ণ করেন কারণ আমরা জানি যে বিনাশ জ্বালায় দেহ-মন-ধন সহ সবকিছু ভস্মীভূত হয়েই যাবে, তাহলে পরমাত্মার কাছে দিয়ে সর্বস্ব সফল করাই ভালো। এখন এই রহস্য বুঝতে হবে যে যখন সবকিছু বিনাশ হবে তো আমরা নিয়েই কি করব । আমাদের কোনও সন্ধ্যাসীদের মতন, মন্ডলেশ্বরের মতন এখানে মহল তৈরি করে বসার নেই কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বীজ বপন করলে সেখানে ভবিষ্যৎ জন্ম জন্মান্তরের জন্যে তাঁর আপন হয়ে যাওয়া যায়, এই হল গুপ্ত রহস্য। প্রভু তো হলেন দাতা, এক দাও শত গুণ পাও। কিন্তু এই জ্ঞানে এসে প্রথমে সহ্য করতে হয় যত সহ্য করবে তত শেষ সময়ে প্রভাবশালী হবে তাই এখন থেকেই পুরুষার্থ করো। আচ্ছা।

প্রকৃত সহযোগীই প্রকৃত যোগী

আজ, মিলনের জন্য বাচ্চাদের স্নেহের প্রতি লক্ষ্য করছেন বাবা। এক বল, এক ভরসার ছত্রছায়ায় থেকে মিলনের উদ্যম-উদ্দীপনার কারণে কোনও চাঞ্চল্য তাদের একাগ্রতাকে টলাতে পারে না। তারা সব বাধা, ক্লান্তির পথ পরিবর্তন করে স্নেহের সহজ রাস্তা অনুভব করে এখানে পৌঁছে গেছে। একেই বলা হয়ে থাকে, বাচ্চাদের সাহসী পদক্ষেপে বাবা সহায়। যেখানে সাহস আছে, সেখানে পরম আনন্দও আছে। সাহস না থাকলে অপার আনন্দও নেই। এইভাবে যে বাচ্চারা সদা সাহস এবং তুরীয় আনন্দ অক্ষুণ্ণ রাখে, তারা একরসস্থিত হয়ে নম্বর ওয়ান অর্জন করে নেয়। যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক, সাহস আর উল্লাসের পাখায় ভর করে সেকেন্ডে উড়তি কলার উঁচু স্থিতিতে সবচেয়ে বড় আর অতি কঠিন পরিস্থিতিকে তাদের ছোট আর সহজ অনুভব হবে, কারণ উড়তি কলার সামনে সেই সবকিছুই খেলার ছোট ছোট খেলনা অনুভূত হবে। যত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি প্রতীয়মান হোক, সেগুলো ভয়ঙ্করের বদলে স্বাভাবিক অনুভব হবে। যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি দূচচতা করে তুলবে। পীড়াদায়ক পরিস্থিতি তোমাদের সামনে এলেও খুশির দামামা মর্মপীড়ার কোন দৃশ্যের অবতারণা হতে দেবে না, বরং শান্তি আর শক্তি দ্বারা তোমরা অন্যদের দুঃখ যন্ত্রণার অগ্নিতে শীতল বারিসম সকলের সহযোগী হবে। এমন সময়ে আশাহত আত্মাদের সহযোগ দেওয়া আবশ্যিক। এই সহযোগের দ্বারাই তারা শ্রেষ্ঠ যোগের অনুভব করবে। তোমাদের এই প্রকৃত সহযোগকে সকলেই প্রকৃত যোগীর সহযোগ বলে গ্রহণ করবে। আর এইরকমই হাহাকারের সময় "প্রকৃত সহযোগীই প্রকৃত যোগী", এই প্রত্যক্ষতার সাথে তাদের অনুশীলিত প্রত্যক্ষফলের প্রাপ্তির দ্বারাই জয়জয়কার হবে। এই সময়েরই গায়ন - "এক ফোঁটার পিয়াসী . . . " এই এক সেকেন্ডের শান্তি আর শক্তির অনুভূতি রূপী ফোঁটা আশাহত আত্মাদের তৃপ্তি তথা পূর্ণতার অনুভব করাবে। এইরকম সময়ে এক সেকেন্ডের প্রাপ্তি তাদের এমন অনুভব করাবে যেন এক সেকেন্ডে অনেক জন্মের পূর্ণতা এবং প্রাপ্তি হয়েছে। যতই হোক, যে আত্মা বহুকাল ধরে সেই এক সেকেন্ডের শক্তিশালী স্থিতির অনুশীলনে রত, শুধুমাত্র সেই আত্মা তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণে সক্ষম হবে। এখন চেক কর, এইরকম দুঃখ বেদনা, পীড়াদায়ক ভয়ঙ্কর বায়ুমন্ডলের মধ্যে সেকেন্ডে মাস্টার বিধাতা, মাস্টার বরদাতা, মাস্টার সাগর হয়ে এইরকম শক্তিশালী স্থিতির অনুভব করাতে পারবে তোমরা? এইরকম সময়ে 'এটা কি হচ্ছে'? এই দেখতে বা শুনতে যদি নিজেদের ব্যস্ত করে রাখ, তাহলেও সহযোগী হতে পারবে না। এইসব দেখার বা শোনার সামান্যতম ইচ্ছা, সকলের ইচ্ছা পূরণ করার শক্তিশালী স্থিতি বানাতে দেবে না, সেইজন্য সদা নিজে অল্পকালের ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যার শক্তিশালী স্থিতির এখন থেকে নিরন্তর অভ্যাস কর। তাদের প্রতিটা সঙ্কল্পে, প্রতিটা শ্বাসে অখন্ড সেবান্বিত, অখন্ড সহযোগী তথা যোগী হও। যেমন খন্ডিত মূর্তির কোন মূল্য নেই, পূজন যোগ্য হওয়ার অধিকার নেই, ঠিক তেমনই সেবান্বিত বা যোগী যদি অখন্ডতায় ব্যাপ্ত না থাকে, তাহলে এইরকম সময়ে আত্মাদের অধিকার প্রাপ্ত করানোর অধিকারী হতে পারবে না, সেইজন্য এইরকম শক্তিশালী সেবার সময় নিকটস্থ হচ্ছে। সময় ঘন্টা বাজাচ্ছে। ভক্ত যেমন নিজের ইষ্ট দেব-দেবীকে জাগাতে, শোয়াতে, ভোগ অর্পণ করতে ঘন্টা বাজায়, একইভাবে, সময় এখন ঘন্টা বাজিয়ে ইষ্ট দেব-দেবীকে অ্যাপার্ট করছে। তোমরা জেগেই আছ, কিন্তু পবিত্র প্রবৃত্তিতে অধিক বিজি হয়ে গেছ। তৃষ্ণার্ত আত্মাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এবং সেকেন্ডে অনেক জন্মের প্রাপ্তি আনে এমন শক্তিশালী স্থিতির অভ্যাসে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে সময় ঘন্টা বাজাচ্ছে। প্রত্যক্ষতার পর্দা খুলতে তোমরা সব

সম্পন্ন বিশেষ ইষ্ট আত্মাদের সময় আহ্বান করছে । বুঝেছ ! সময়ের ঘন্টা তো তোমরা সবাই শুনেছ, তাই না! আচ্ছা -

এইভাবে যারা সব পরিস্থিতিতে উড়তি কলা দ্বারা সহজে পরাস্ত ক'রে, সেকেন্ডে বহুকালের প্রাপ্তি দ্বারা পূর্ণ তৃপ্ত করিয়ে, অখন্ড সেবাধারী, অখন্ড যোগী, সদা মাস্টার দাতা, বরদাতা স্বরূপ, সদা ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা'র স্থিতিতে সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে, সেইরকম মাস্টার সর্বশক্তিমান সমর্থ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

(কানপুরের সমাচার গঙ্গাবোন বাপদাদাকে শুনিয়েছেন) - তুমি সদা অনড় এবং অচল আত্মা । সবরকম পরিস্থিতিতে তুমি বাবার সুরক্ষার ছত্রছায়ায় অনুভাবী, তাই না ? বাপদাদা সবসময় বাচ্চাদের সেফ রাখেন । তুমি বাবার থেকে সেক্টির উপকরণ (সাধন) লাভ কর । এই কারণে তোমার সাথে সদা বাবার স্নেহের হাত এবং তাঁর সাহচর্য থাকে । তুমি আগেই নাথিং নিউ' - এই অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছ । যাই ঘটুক, সেটা নাথিং নিউ ! যা ঘটছে, সেটা নাথিং নিউ । নিজে থেকেই তুমি নিরন্তর টাচিং লাভ করছ । রিহাসাল চলছে । এমন সময়ে সেফটি এবং সেবার কার্যাদি সাধন কি ? তোমার প্রতিচ্ছবি কি হবে ? এর জন্য রিহাসাল হয় ! ফাইনালে হাহাকারের মাঝে জয়জয়কার হবে । অতি'র পরে অন্ত এবং নতুন যুগের সূচনা হবে । এমন সময় না চাইতেই সবার মন থেকে এই প্রত্যক্ষতার ঢঙ্কা নিনাদ বাজবে । দৃশ্য হবে স্পর্শকাতর, কিন্তু প্রত্যক্ষতার দামামা বাজবে । সুতরাং, তুমি রিহাসালের উর্ধ্ব উঠে গেছ । বেফিকর (নিশ্চিত) বাদশাহ রূপে তুমি তোমার পার্ট প্লে করেছে । খুব ভালো করেছে । এখানে পৌছেছ, এটা তোমার স্নেহের প্রতিচ্ছবি । আচ্ছা - ভাবনা থেকে তো ভাবনামুক্ত হয়েছই । যা হয়েছে, বাহ্, বাহ্ ! এতেও কারও কারও কল্যাণই হবে, এইজন্য দহনেও কল্যাণ, সুতরাং রক্ষা পেলেও কল্যাণ । মর্মাত্তিক যন্ত্রণাতেও বলবে না, হায়, আমি পুড়ে গেছি ! না ! এতেও কল্যাণ । রক্ষা পেলে যেমন বাহ্ বাহ্ কর, বলো বাহ্ বেঁচে গেছি, দক্ষ হলেও সেইরকমই বলবে বাহ্ বাহ্ ! একেই বলা হয়, একরস স্থিতি অর্থাৎ একমনা ! অন্যকে বাঁচানো তোমার কর্তব্য, কিন্তু যা কিছু দাহ্য (জ্বলার) বস্তু সেটা তো জ্বলেই যাবে । এতেও অনেক হিসেবনিকেশ আছে । তোমরা তো বেফিকর বাদশাহ ! একের বিনিময়ে লক্ষ লাভ, এটা ব্রাহ্মণের স্লোগান । কিছুই যায়নি, বরং পেয়েছ, তাই তো বেফিকর বাদশাহ । সম্ভবত, ভালো কিছু পাওয়ার আছে, সেইজন্য দহন হওয়াও খেলা, রক্ষা পাওয়া- সেটাও খেলা । দুটোই খেলা । লোকে তো দেখবে যে তুমি কতখানি নিশ্চিত বাদশাহ হয়েছ, পুড়ে যাচ্ছ, তখনও নিশ্চিত বাদশাহ তুমি । কারণ তুমি সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় আছ । সেইসব লোকে দুশ্চিন্তায় পড়ে, কি হবে, কিভাবে হবে, কোথা থেকে আমাদের খাবার জুটবে, কিভাবে চলবে ! সেখানে বাচ্চাদের এইরকম কোন চিন্তাই নেই । আচ্ছা !

তোমাকে তো এখন প্রস্তুতি নিতে হবে, তাই না ! নিজের যাওয়া সম্পর্কে ভেবনা, বরং সবাইকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে সেটাই ভাবো । সবাইকে সাক্ষাৎকার করিয়ে, পূর্ণ পরিতৃপ্ত করে প্রত্যক্ষতার দামামা বাজিয়ে তারপরে যাবে । তার আগে কেন যাবে ! তুমি তো বাবার সঙ্গে একসাথে যাবে । এই মানসিক ভক্তি, মানসিক পূজা, প্রেমপুষ্প - এই অস্তিম দৃশ্য অতি ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর) । অ্যাডভান্স পার্টিতে কার পার্ট আছে, সেটা আলাদা ব্যাপার ! যেমনই হোক, এই সীন দেখা তো অতি আবশ্যিক । অর্পিত কর্মভার যারা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করেছে তারা সবকিছু করেছে, সেইজন্য বাবা অন্তে এসে সবকিছু করেছেন, তাই নয় কি ? সুতরাং, এই ওয়ান্ডারফুল সীন কেন না বাবার সঙ্গে

দেখতে দেখতে তাঁর সাথে ফিরে যাও ! মাত্র কতিপয়েরই এই পার্ট আছে । সুতরাং, চলে যাওয়ার কোনও সঙ্কল্প কোনো না । যদি চলে যাও তো সেটাও ভালো, আর যদি থেকে যাও এখানে তাও ভালই । যদি একা যাও, তাহলেও অ্যাডভান্স পার্টিতে সেবা করতে হবে । অতএব, যেতে হবে ভেবো না, ভাবো যে তোমাকে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে । আচ্ছা - এও এক অনুভব যুক্ত হয়েছে । যা কিছু হয়, তার সাথে তোমার অনুভবের ডিগ্রি যোগ হয়ে যায় । ঠিক যেমন অন্যদের পঠন - পাঠনে বড় ডিগ্রি থাকে, তেমনই অনুভব করার অর্থ ডিগ্রি বেড়েছে ।

পার্টির সাথে সাফাৎকার: -

তোমরা সবাই নিজেদের স্বরাজ্য অধিকারী মনে কর ? সঙ্গমযুগে এখন স্বরাজ্য, বিশ্বরাজ্য ভবিষ্যতে থাকবে তোমাদের জন্যে । স্বরাজ্য অধিকারীই বিশ্বের রাজ্যের অধিকারী হয় । সদা নিজেকে স্বরাজ্য অধিকারী মনে করে স্থূল কর্মেন্দ্রিয়কে কর্মচারী হিসেবে নিজের অধিকারে চালনা কর, নাকি কখনো কোন কর্মেন্দ্রিয় রাজা হয়ে যায় ! তোমরা নিজেরাই রাজা নাকি কখনো কখনো কর্মেন্দ্রিয় রাজা হয়ে যায় ? কখনো কোন কর্মেন্দ্রিয় কৌশলে ভুল পথে চালিত করে না তো ? যদি কারও কাছে প্রতারণিত হও, তবে দুঃখ নিয়েছ । ছলচাতুরিই দুঃখ বয়ে আনে । যেখানে ছলনা নেই, সেখানে দুঃখও নেই । সুতরা স্বরাজ্যের খুশিতে, নেশায়, শক্তিতে থাক তোমরা । স্বরাজ্যের নেশা তোমাদের উড়তি কলায় নিয়ে চলে । সীমিত পরিধির নেশা নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ, কিন্তু এই অসীম নেশা অনুপম অলৌকিক নেশা যা সুখের প্রাপ্তিলাভে তোমাদের সমর্থ বানায় । সুতরাং প্রকৃত রাজ্য হলো রাজার, আর প্রজার রাজ্য চরম বিশৃঙ্খলার রাজ্য । আদি থেকে রাজ্য রাজাদেরই থেকেছে । এখন লাস্ট জন্মে প্রজার রাজ্য । সুতরাং, তোমরা সবাই এখন রাজ্য অধিকারী হয়ে গেছ । অনেক জন্ম ভিত্তারী হয়ে থেকেছে এখন ভিত্তারী থেকে অধিকারী হয়ে গেছ । বাপদাদা সর্বদা বলেন, বাচ্চারা খুশি থাক, সফল আর উল্লসিত হও । নিজেদের যত বেশি শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করে শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ বোল, শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প করবে এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সাথে ততই শ্রেষ্ঠ দুনিয়ার অধিকারী হয়ে যাবে । এই স্বরাজ্য তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, এটাই জন্মের পর জন্ম ধরে তোমাদের অধিকারী হতে সমর্থ বানাবে । আচ্ছা ।

অব্যক্ত বাপদাদার প্রেরণাদায়ক অমূল্য মহাবাক্য

১) সকলেই একটা বিষয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে, সেটা কি ? প্রারম্ভে যে ধাঁধা ছিল, আমি কে ? সেটাই লাস্ট পর্যন্ত থাকবে । জানার জন্য সবাই প্রতীক্ষা করছে, ভবিষ্যতে আমি কে, অথবা মালাতে আমি কোথায় ? এই প্রতীক্ষা কবে শেষ হবে ? সবাই একে অপরের সঙ্গে আন্তরিক বার্তালাপ (রুহরিহান) করে কে ৮-এ থাকবে কে ১০০-তে থাকবে ! ১৬০০০ সম্পর্কে তো কোন কোশ্চেন নেই ! পরিশেষে এটাই যে আটে কে আর একশ'তে কে ! বিদেশিরা ভাবে, আমরা কোন্ মালায় থাকব ! যারা শুরুতে এসেছিল, তারা আবার ভাবে, 'লাস্টে যারা এসেছে তারা ফাস্ট যাচ্ছে ।' আমরা জানিনা আমাদের স্থান আছে নাকি যারা শেষে এসেছে তাদের ! চূড়ান্ত হিসেব কি ? বই তো বাবার কাছে, তাই না? এখনো ফিক্সড কিছু হয়নি । তোমরা যখন আর্ট কম্পিটিশনে ছিলে, তখন ছবি কিভাবে পছন্দ করেছ? প্রথমে কিছু ছবি আলাদা করে বেছে নিয়ে, তারপরে তার থেকে ফাস্ট, সেকেন্ড, থার্ড নম্বর দিয়েছ । প্রথমে মনোনয়ন করতে হয় তারপরে নম্বরানুক্রমে ফিক্স হয় । সুতরাং, এখন তারা মনোনীত হয়েছে, কিন্তু এখনো ফিক্স হয়নি । যারা শেষে আসে তাদের কি হবে ?

সবসময়ই কিছু সীটস্ শেষ পর্যন্ত থাকে । এমনকি যখন রিজার্ভেশন চার্ট তৈরি হয়, সেখানেও লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু কোটা রাখা হয়, কিন্তু সেই কোটায় কিছুসংখ্যক, এবং সেই কিছুসংখ্যকের মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকেরই প্রাপ্তি হয় ।

আচ্ছা তোমরা সবাই কোন্ মালায় আছ ? নিজের মধ্যে আশা রাখ । কোনো না কোনো এমন ওয়ান্ডারফুল ব্যাপার হবে, যার আধারে তোমাদের সকলের আশা পূরণ হয়ে যাবে । অষ্ট রত্নের বিশেষত্ব এক বিশেষ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে । অষ্ট রত্নের প্র্যাকটিক্যালি স্মারকচিহ্ন আছে, সুতরাং অষ্ট শক্তির সব শক্তি তাদের জীবনে প্র্যাকটিক্যালি দৃশ্যগোচর হবে । যদি একটা শক্তিও প্র্যাকটিক্যালি জীবনে কম দৃশ্যমান হয়, তবে যেমন মূর্তির একটা হাত ক্ষতিগ্রস্ত হলে পূজন যোগ্য হয় না, ঠিক সেরকমই একটা শক্তিও যদি কম দৃশ্যমান হয় তবে অষ্ট দেবতাদের লিস্টে ফিক্সড তা এখনও বলা হবে না । দ্বিতীয়তঃ, অষ্ট দেবতাকে ভক্তদের বিশেষ ইষ্ট রূপে মানা হয়ে থাকে । ইষ্ট অর্থাৎ মহান পূজ্য । ইষ্ট দ্বারা ভক্তদের সর্বপ্রকার বিধি আর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । এখানেও, যারা বিশেষ রত্ন হবে তারা সমগ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সামনে বিশেষ ইষ্ট অর্থাৎ প্রতিটা সঙ্কল্প আর আচরণ দ্বারা বিধি আর সিদ্ধির যারা মার্গ দর্শায়, এখনও তাদের সকলের সামনে সেইরকম মহান মূর্তি হিসেবে মান্য করবে । সুতরাং তাদের অষ্ট শক্তিও থাকবে আর পরিবারের সামনে ইষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মা, মহান আত্মা, বরদানী আত্মার অবতার রূপে প্রতিভাত হবে । এটাই অষ্ট রত্নের বিশেষত্ব । আচ্ছা ।

২) দুনিয়ার ভাইব্রেশন দ্বারা অথবা সেফ থাকার সাধন- সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় , যে এই গভীর বিশ্বাসে নিবিষ্টচিত্তে মগ্ন থাকে, সে মায়ার সবরকম আঘাত থেকে নিরাপদে থাকে । যেমন, যখন যুদ্ধের সময় বম্ব নিক্ষেপ করা হলে সবাই আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যায়, আর তখন তাদের ওপর কোনো রকম প্রভাব পড়ে না, ঠিক একইভাবে, যখন তুমি একের গভীরে নিমগ্ন হও, তখন দুনিয়ার ভাইব্রেশন এবং মায়ার থেকে সুরক্ষিত থাকবে, সদা সেফ থাকবে । মায়ার সাহস হবে না আঘাত করার । বাবার প্রতি ভালবাসায় মগ্ন হয়ে যাও ।

৩) বাবার নিকটবর্তী হওয়া রত্নদের লক্ষণ - যারা বাবার নিকটবর্তী তারা বাবার সত্য সঙ্গের রঙে রঙিন হয়ে থাকবে । সত্য সঙ্গের রঙ হলো রুহানিয়ত । সুতরাং, নিকটস্থ রত্নসমূহ রুহানী স্থিতিতে সবসময় স্থিত থাকবে । শরীরে থেকেও তারা স্বতন্ত্র, রুহানিয়তে স্থিত থাকবে । শরীর দেখেও তাদের দেখবে না, বরং আত্মা যা দৃশ্যগোচর নয়, তাই প্রত্যক্ষ হবে, এটাই তো চমৎকার ! যারা রুহানী নেশায় স্থিত, শুধুমাত্র তারাই বাবাকে তাদের সঙ্গী বানাতে পারে, কারণ বাবা হলেন রুহ অর্থাৎ আত্মা ।

৪) পুরানো দুনিয়ার সর্ব আকর্ষণের উর্ধ্বে থাকার যুক্তি- সদাসর্বদা এই নেশাতে থাক যে আমরা অবিনাশী ধনভাণ্ডারের মালিক । বাবার ভাণ্ডার যা কিনা জ্ঞান, সুখ-শান্তি, আনন্দ - সেই সব গুণই আমাদের । বাচ্চা স্বতঃই বাবার প্রপাটির মালিক হয় । অধিকারী আত্মার নিজের অধিকারের নেশা থাকে এবং সেই নেশায় সে সব কিছু ভুলে যায়, তাই না ! তার কোনকিছুর স্মৃতি থাকে না । শুধু একটাই স্মৃতি থাকতে দাও, বাবা আর আমি এই স্মৃতি দ্বারা অটোমেটিক্যালি পুরানো দুনিয়ার আকর্ষণের উর্ধ্বে চলে যাব । যারা সবসময় তাদের নেশা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাদের সামনে লক্ষ্য অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে । লক্ষ্য, ফরিস্তা ভাব আর দেবতা ভাবের প্রকাশ ।

এক সেকেন্ডের ওয়ান্ডারফুল খেলা, যার দ্বারা তোমরা পাস উইথ অনার হতে পার- এক সেকেন্ডের খেলা হলো শরীরে আসা আর পরমুহূর্তে অব্যক্ত স্থিতিতে স্থির হওয়া । এই এক সেকেন্ডের খেলার অভ্যাস আছে তোমাদের ? তোমরা যখন যেমন চাও, সেই স্থিতিতে নিজেকে স্থির রাখতে পার । অন্তিম পেপার এক সেকেন্ডেরই হবে । যারা এই এক সেকেন্ডের অস্থিরতায় আসে তারা অকৃতকার্য হয়, যারা অনড় থাকে তারা পাস হয়ে যায় । এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে ? এখন এইরকম অভ্যাস তীব্রগতিতে হওয়া প্রয়োজন । পরিস্থিতি যত অশান্ত, সেই অনুপাতে তোমাদের স্থিতি অতি শান্ত হবে । যেমন সাগরের গর্জন বাইরে শোনা গেলেও অভ্যন্তরে সাগর শান্ত । এইরকম অভ্যাস প্রয়োজন । যাদের কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে শুধুমাত্র তারাই দুনিয়াকে কন্ট্রোল করতে পারবে । যারা নিজেদের কন্ট্রোল করতে অপারগ, তারা বিশ্বরাজ্য কিভাবে শাসন করবে ? গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি প্রয়োজন । এক সেকেন্ডে বিস্তার থেকে সার অংশে যাও আর এক সেকেন্ডে সারাংশ থেকে বিস্তারে চলে এসো এটাই ওয়ান্ডারফুল গেম ।

অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলতে থাক- সকল আত্মা তোমাদেরকে সুখে দুলতে দেখে দুঃখী থেকে সুখী হয়ে যাবে । তোমাদের নয়ন, মুখ, চেহারা সব যেন সুখ দেয়, এইরকম সুখদায়ী হও । যারা এমন সুখদায়ী হয়, তারা সঙ্কল্পেও কখনো দুঃখের তরঙ্গ অনুভব করে না ।

বরদান:- মন-বুদ্ধির একাগ্রতা দ্বারা সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত করে সদা সমর্থ আত্মা ভব সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত করার জন্য একাগ্রতার শক্তি বাড়াও । একাগ্রতার এই শক্তি সহজে বিঘ্নমুক্ত করে, পরিশ্রম করার কোন আবশ্যকতা থাকে না । এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এটা সহজে অনুভূত হয় এবং তোমাদের স্থিতি সহজে একরস স্থিতি হয়ে যায় অর্থাৎ একের গভীরে নিমজ্জিত হওয়া সহজ হয়ে যায় । সকলের প্রতি কল্যাণের বৃত্তি, ব্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টি থাকে । কিন্তু একাগ্র হওয়ার জন্য এতটাই সমর্থ হও যাতে মন-বুদ্ধি সদা তোমাদের অর্ডার অনুসারে কাজ করে । স্বপ্নেও সেকেন্ড মাত্র চঞ্চলতা যেন না হয় ।

স্লোগান:- কমল পুষ্পসম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (পৃথক) হলে ঈশ্বরীয় ভালোবাসার যোগ্য হবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এমন ট্রাস্টি হও যাতে কোনও জিনিসের প্রতি যেন আসক্তি না থাকে, আমাদের কিছুই নেই, এমন বেগার বা ভিক্ষুক হয়ে যাও"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থের লক্ষ্য-টি কি ?

উত্তর :- আমি মরলে দুনিয়াও মৃত - এটাই হল তোমাদের লক্ষ্য। শরীরের প্রতি যেন মোহ না থাকে। এমন বেগার বা ভিক্ষুক হও যে কোনও কিছু যেন স্মরণে না আসে। আত্মা যেন অশরীরী হয়ে যায়। ব্যস, আমাদের ফিরে যেতে হবে। এমন পুরুষার্থ যারা করে তারা-ই বেগার টু প্রিন্স অর্থাৎ ভিক্ষুক থেকে রাজপুত্র হয়। তোমরা বাচ্চারা-ই দরিদ্র থেকে ধনী, ধনী থেকে দরিদ্রে পরিণত হও। যখন তোমরা ধনী হও তখন কেউ দরিদ্র থাকে না।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের প্রশ্ন করেন যে আত্মা শুনছে নাকি শরীর শুনছে ? (আত্মা) আত্মা শুনবে নিশ্চয়ই শরীর দ্বারা। বাচ্চারা লেখেও এমন অমুকের আত্মা বাপদাদাকে স্মরণ করে। অমুকের আত্মা আজ অমুক স্থানে গেছে। এইরকম এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, আমরা আত্মা কারণ বাচ্চাদের আত্মা-অভিমानी হতে হবে। যেখানেই দেখো, তোমরা জানো আত্মা ও শরীর আছে আর এঁনার মধ্যে দুটি আত্মা আছে। একটিকে আত্মা অন্যটিকে পরমাত্মা বলা হয়। পরমাত্মা নিজেই বলেন আমি এই শরীরে, যার মধ্যে ব্রহ্মার আত্মাও প্রবিষ্ট থাকে, আমি প্রবেশ করি। শরীর ছাড়া তো আত্মা থাকতে পারে না। এবারে বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করলে বাবাকে স্মরণ করবে এবং পবিত্র শান্তিধাম ফিরে যাবে আর তারপরে যত দৈবী গুণ ধারণ করবে ও করাবে, স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে অন্যদের তৈরি করবে তত উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবে। এই কথা কেউ না বুঝতে পারলে জিজ্ঞাসা কর। এই কথা তো নিশ্চিত যে আমি হলাম আত্মা, বাবা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বলেন যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে। অন্যদের বলবেন না। বাচ্চারাই তাঁর কাছে প্রিয়। বাবার কাছে প্রত্যেকটি বাচ্চা-ই হল প্রিয়। অন্যদের যদিও ভালোবাসবে কিন্তু বুদ্ধিতে কথাটা থাকেই - যে আমাদের বাচ্চা নয়। আমি বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলি কারণ বাচ্চাদেরই পড়াতে হবে। বাকি অন্যদের পড়ানো তোমাদের কাজ। কেউ তো চট করে বুঝে যায় , কেউ একটুখানি বুঝে ফিরে যায়। তারপরে যখন দেখবে এখানে তো অনেক বৃদ্ধি হচ্ছে তখন আসবে, দেখি গিয়ে তাহলে। তোমরা এই কথা বোঝাবে যে বাবা সকল আত্মাদের বা বাচ্চাদের বলেন আমাকে স্মরণ করো। সব আত্মাদের বাবা-ই পবিত্র করেন। তিনি বলেন আমাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ কোরো না। একমাত্র আমাকেই অব্যভিচারী স্মরণ করো তো তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পতিত-পাবন হলাম একমাত্র আমি। আমার স্মরণ দ্বারা -ই আত্মা পবিত্র হবে তাই বলেন - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো। বাবা-ই পতিত রাজ্যকে পবিত্র রাজ্যে পরিণত করেন, উদ্ধার করেন। কোথায় নিয়ে যান ? শান্তিধাম তারপরে সুখধাম।

মুখ্য কথা হল পবিত্র হওয়ার। ৮৪ -র চক্র বোঝানোও সহজ। চিত্র দেখলেই নিশ্চয় হয় তাই বাবা সর্বদা বলেন মিউজিয়াম খোলো - আড়ম্বর করে। কারণ মানুষদের সেই আড়ম্বর আকৃষ্ট করবে। অনেকে আসবে, তোমরা এই কথাই শোনাবে যে আমরা বাবার শ্রীমৎ অনুসারে এইরূপ তৈরি হচ্ছে। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো এবং দৈবী গুণ ধারণ করো। ব্যাজ তো অবশ্যই সঙ্গে থাকা

উচিত। তোমরা জানো আমরা বেগার টু প্রিন্স হব অর্থাৎ ভিক্ষুক থেকে রাজপুত্র হব। প্রথমে তো কৃষ্ণে পরিণত হবে তাইনা। যতক্ষণ না কৃষ্ণ হচ্ছে ততক্ষণ নারায়ণ হতে পারবে না। শিশু থেকে বয়স্ক হলে নারায়ণ নামটি প্রাপ্ত করবে। সুতরাং এতে দুইটি চিত্র আছে। তোমরা এই রূপ ধারণ কর। এখন তোমরা সবাই বেগার হয়ে আছ। এই ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা ও হল বেগার্স, এদের কাছে কিছুই নেই। বেগার অর্থাৎ যার কাছে কিছু নেই। কাউকে বেগার বলা হবে না। এই বাবা হলেন সবচেয়ে বড় বেগার। এইখানে সম্পূর্ণ বেগার হতে হয়। ঘর গৃহস্থ থেকে আসক্তি মেটাতে হয়। তোমরা ড্রামা অনুযায়ী আসক্তি মিটিয়েছ। যারা নিশ্চয়বুদ্ধি তারা জানে, আমাদের সর্বস্ব বাবাকে অর্পণ করা হয়েছে। বলাও হয় তাইনা - হে ভগবান, তোমার দেওয়া সবকিছুই হল তোমার, আমাদের নয়। ঐ হল ভক্তিমার্গ। সেই সময় তো বাবা দূরে ছিলেন। এখন বাবা কাছে রয়েছেন। তাঁর সামনে তাঁর আপন হতে হয়।

তোমরা বলো বাবা, বাবার শরীর দেখবে না। বুদ্ধি যায় উপরের দিকে। যদিও এই হল লোনে নেওয়া শরীর কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরা শিববাবার সঙ্গে কথা বলি। এইটি তো ভাড়া নেওয়া রখ। শিববাবার নয়। এইটি তো নিশ্চিত যে ধনী ব্যক্তির কাছে ভাড়াও বেশি প্রাপ্ত হবে। বাড়ির মালিক দেখবে - রাজা যদি বাড়ি নিতে চায় তবে ভাড়াটি এক হাজারের বদলে হবে চার হাজার, কারণ রাজা কত ধনী সে তো বাড়িওয়ালা জানবে। রাজা কখনও বলবে না ভাড়াটা বেশি। না, তারা ধনের চিন্তা করে না। তারা নিজেরা কারো সঙ্গে কথা বলে না। প্রাইভেট সেক্রেটারি কথা বলে। আজকাল তো ঘুষ ছাড়া কথা হয় না। বাবার অনেক অনুভব আছে। তারা খুব রয়্যাল। কোনও জিনিস পছন্দ হল তো ব্যস, সেক্রেটারিকে বলবে নির্ণয় করে নিয়ে এসো। সব মালপত্র খুলে রাখা হবে। মহারাজা-মহারানী দুজনে আসবে, যে জিনিসটি পছন্দ হবে চোখের ইঙ্গিত করবে। সেক্রেটারি কথা বলে, কেনাবেচা-র মধ্যখানে নিজের ভাগটিও নিয়ে নেবে। কোনো কোনো রাজার অর্থ ধন সঙ্গেই থাকে, সেক্রেটারিকে বলবে এদের পয়সা দিয়ে দাও। বাবা তো সবার কানেকশনে এসেছেন। জানেন তাদের অ্যাক্ট কিরকম চলে। যেমন রাজাদের কাছে মুন্সী থাকে (হিসাব পত্র দেখাশোনা করার) তেমন এখানেও শিববাবার মুন্সী আছে। ইনি হলেন ট্রাস্টি। ব্রহ্মাবাবার এইসবে কোনও মোহ নেই, নিজের টাকা পয়সার প্রতি কোনও মোহ রাখেননি, সবকিছু শিববাবাকে অর্পণ করেছেন তাহলে শিববাবার ধনের প্রতি মোহ থাকবে কিভাবে। ইনি হলেন ট্রাস্টি। যার কাছে ধন থাকে, আজকাল সরকার তাদের কত চেকিং করে। বিদেশ থেকে এলে বিশেষ চেকিং করা হয়।

এখন তোমরা জানো কিভাবে বেগার হতে হবে। কিছু যেন স্মরণে না আসে। আত্মা যেন অশরীরী হয়ে যায়। নিজের শরীরকেও যেন আপন না ভাবে। আমাদের বলে যেন কিছুই না থাকে। বাবা বোঝান, নিজেকে আত্মা ভাবা সুনিশ্চিত (নিশ্চয়) করো, এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমরা জানো বেগার কিভাবে হতে হয়। শরীরের প্রতি যেন মমত্ব না থাকে। আমি মরলে দুনিয়াও আমার কাছে মৃত। এটাই হল লক্ষ্য। তোমরা বুঝতে পারো বাবা ঠিক কথাই বলছেন। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। শিববাবা কে তোমরা যা কিছু দাও, তার রিটার্নে পরের জন্মে ফল প্রাপ্ত কর তাই বলা হয় এইসব ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করা হল। পূর্ব জন্মে এমন ভালো কর্ম করা হয়েছে, যার ফল বর্তমানে প্রাপ্ত হচ্ছে। শিববাবা কারোর কিছু রাখেন না। বড় বড় রাজা, জমিদারদেরকে অনেক কিছু উপহার দেওয়া হয়। তারপরে কেউ নেয়, কেউ নেয় না। সেখানে তো তোমরা কিছুই দান-পুণ্য করো না, কারণ সেখানে সবার কাছে অনেক ধন থাকে। কাকে দান করবে। কেউ গরিব নয়

সেখানে। তোমরাই দরিদ্র থেকে ধনী এবং ধনী থেকে দরিদ্র হও। বলা হয় কিনা সুস্থ করো। কৃপা করো। ইত্যাদি ইত্যাদি। আগে শুরুতে শিববাবার কাছেও চাইত। তারপরে ব্যভিচারী হয়ে সবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বলে আমাদের ঝুলি ভরে দাও। কতখানি পাথর বুদ্ধি হয়েছে। বলাও হয় পাথর বুদ্ধি থেকে স্পর্শ বুদ্ধি করেন। অতএব বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত। গায়নও আছে অতীন্দ্রিয় সুখের কথা জিজ্ঞাসা করতে হলে গোপী বল্লভের গোপ-গোপীকাদের জিজ্ঞাসা করো। কারোর লাভ হলে অনেক খুশী হয়। তাই বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত। তোমাদের এক শতাংশ খুশী ছিল যা ধীরে ধীরে কম হয়েছে। এখন তো আর কিছুই নেই। প্রথমে ছিল বেহদের বাদশাহী। তারপরে হয় হদের রাজত্ব, অল্পকালের জন্যে। এখন বিড়লার কাছে অগাধ সম্পত্তি আছে। মন্দির বানায়, তাতে কিছু প্রাপ্তি হয় না। গরিবদের খোড়াই কিছু দান করে। মন্দির তৈরি করেছে, যেখানে মানুষ মাথা নোয়াতে আসবে। হ্যাঁ, যদি গরিবদের দান করা হয় তবে তার রিটার্নে ফল প্রাপ্ত হতে পারে। ধর্মশালা তৈরি করলে অনেক মানুষ বিশ্রাম করে ফলে পর জন্মে অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়। কোনো হাসপাতাল বানালেও অল্পকালের সুখ প্রাপ্তি হয় এক জন্মের জন্যে। অতএব বেহদের অর্থাৎ অসীমের বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন, এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক। তোমাদেরও অনেক মহিমা কারণ তোমরা পুরুষোত্তম হও। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের-ই ভগবান এসে পড়ান। তিনি-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। এই সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বীজরূপ হলেন তিনি। সম্পূর্ণ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে উনি তোমাদের কি পড়ান ! বলা, তোমরা কি ভুলে গেছ - গীতায় ভগবানুবাচ আছে না, আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। এই কথার অর্থ তোমরা এখন বুম্বতে পেরেছ। পতিত রাজারা পবিত্র রাজাদের পূজো করে তাই বাবা বলেন আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন তাইনা। স্বর্গের দেবতাদের দ্বাপর-কলিযুগে সবাই পূজো অর্চনা করে। এইসব কথা তোমরা এখন বুঝেছ। ভক্তরা কি কিছু বুম্বতে পারে নাকি। তারা তো শুধু শাস্ত্রের কাহিনী পড়ে ও শোনে। বাবা বলেন - তোমরা যে গীতা অর্ধকল্প ধরে পড়ছ শুনছ, তা দিয়ে কি প্রাপ্তি হয়েছে ? পেট তো ভরেনি। এখন তোমাদের পেট ভরছে (জ্ঞান রূপী ভোজন দ্বারা আত্মা ভরছে) । তোমরা জানো এই পার্ট একবারই প্লে হয়। স্বয়ং ভগবান বলেন আমি এই দেহে প্রবেশ করি। বাবা ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বলেন অর্থাৎ নিশ্চয়ই প্রবেশ করেছেন। উপরে বসে ডাইরেকশন দেবেন নাকি ! বলেন আমি সম্মুখে আসি। এখন তোমরা শুনছ। এই ব্রহ্মাও কিছুই জানতেন না। এখন জানেন। যদিও গঙ্গা নদী পবিত্র করে না, এইসব হল জ্ঞানের কথা। তোমরা জানো বাবা সম্মুখে বসে আছেন, তোমাদের বুদ্ধি এখন উপরে যাবে না, এই হল শিববাবার রথ, এনাকে (ব্রহ্মাকে) বাবা বুট-ও বলেন, ডিক্সি বা ছোট বাক্সও বলেন। এই বাক্সে তিনি হীরা সম আছেন। কতখানি ফার্স্টক্লাস জিনিস তাইনা। এনাকে তো সোনার বাক্সে রাখা উচিত। গোল্ডেন এজেড বাক্স তৈরি করেন। বাবা বলেন কিনা - ধোপার ঘর থেকে চলে গেল ছু । ছু- মন্ত্ৰও বলা হয়। যে মন্ত্ৰের দ্বারা সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাই তাঁকে জাদুকরও বলা হয়। সেকেন্ডে নিশ্চয় হয় - আমরা এমন হব। এইসব কথা তোমরা এখন প্রাক্টিক্যালি শুনছ। প্রথমে যখন সত্য নারায়ণের কাহিনী শুনতে তখন কি কিছু বুঝেছিলে ? সেই কাহিনী শোনার সময় বিদেশ, স্টিমার ইত্যাদি স্মরণে থাকত। সত্য নারায়ণের কাহিনী শুনে তারপরে যাত্রায় প্রস্থান করা হত। তারা তো আবার ফিরেও আসত। বাবা তো বলেন তোমাদের আবার এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়ায় ফিরে আসতে হবে না। ভারত হল অমর লোক, স্বর্গ ছিল দেবী-দেবতাদের রাজ্য। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন বিশ্বের মালিক কিনা। তাঁদের রাজত্বে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি ছিল। দুনিয়াও তাই চায় -বিশ্বে শান্তি হোক, সবাই মিলে মিশে একাকার হয়ে যাক। এবারে

এতগুলি ধর্ম সব মিলে একাকার হবে কিভাবে ! প্রত্যেকের ধর্ম আলাদা, ফিচার্স আলাদা সবাই এক হবে কিভাবে ! ঐ হল শান্তিধাম , সুখধাম। সেখানে এক ধর্ম, এক রাজ্য হয়। দ্বিতীয় কোনও ধর্ম থাকে না যে বিরোধ হবে। তাকেই বলা হয় বিশ্বের শান্তি। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন। এই কথাও জানো যে সব বাচ্চারা এক রকম পড়া করেনা। নম্বর অনুযায়ী তো হয়। এও তো রাজধানী স্থাপনা হচ্ছে। বাচ্চাদের কত বুদ্ধিমান করা হয়।

এই হল ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। ভক্তরা বুঝতে পারে না। অনেক বার শুনেছে - ভগবানুবাচ কারণ গীতা-ই হল ভারতবাসীদের ধর্মশাস্ত্র। গীতার অপরম-অপার মহিমা আছে। গীতা হল সর্ব শাস্ত্রময়ী শিরোমণি ভাগবত। শিরোমণি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পতিত-পাবন সদগতি দাতা হলেন একমাত্র ভগবান, তিনি হলেন সকল আত্মার পিতা। ভারতবাসী অর্থ বোঝেনি। না বুঝে শুধু বলে দিয়েছে ভাই-ভাই। এখন তোমাদের বাবা বুঝিয়েছেন আমরা হলাম ভাই-ভাই। আমরা শান্তি ধামের নিবাসী। এখানে পার্ট প্লে করতে করতে আমরা বাবাকে ভুলে যাই, ফলে শান্তিধামও ভুলে যাই। শিববাবা যিনি স্বয়ং এসে ভারতকে সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজস্ব দেন , তাঁকেই সবাই ভুলে যায়। এইসব রহস্য বাবা নিজেই বুঝিয়ে দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্যে এই স্মৃতি যেন থাকে এ হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন ভগবান আমাদের পড়ান, যার দ্বারা আমরা রাজার রাজা হব। বর্তমান সময়েই আমাদের ড্রামার আদি, মধ্য, অন্তের জ্ঞান আছে।

২) এখন ঘরে ফিরতে হবে তাই এই শরীরের প্রতি সম্পূর্ণ বেগার হতে হবে। শরীর ভুলে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবতে হবে।

বরদান :- বাবার মতন করুণাময় হয়ে সবাইকে ক্ষমা করে স্নেহদান করতে পারা মাস্টার দাতা ভব

ব্যাখা: যেমন বাবাকে দয়ালু মার্সি ফুল বা করুণাময় বলা হয়, তেমনই তোমরা বাচ্চারাও হলে মাস্টার করুণাময়। যারা করুণাময় তারাই কল্যাণ করতে পারে, যারা অকল্যাণ ক'রে তাদেরও ক্ষমা করতে পারে। তারা মাস্টার স্নেহের সাগর হয়, তাদের কাছে স্নেহ ছাড়া আর কিছু থাকে না। বর্তমান সময়ে সম্পত্তির চেয়ে বেশি স্নেহের প্রয়োজন আছে তাই মাস্টার দাতা হয়ে সবাইকে স্নেহ দান করতে থাকো। কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যায়।

স্লোগান - তীব্র পুরুষার্থী হওয়ার ইচ্ছে থাকলে যেখানে চাইবে সেখানে পথ পেয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- স্মরণের যাত্রায় থাকলে তোমাদের পাপ কেটে যাবে, কেননা স্মরণই হলো তলোয়ারের ধার, এখানে নিজেকে প্রতারণিত করো না"

প্রশ্ন:- বাচ্চাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য বাবা কোন্ পথ বলে দেন ?

উত্তর :- বাচ্চারা, সততার সাথে নিজেদের চার্ট রাখ। চার্ট রাখলেই চরিত্র সংশোধন হবে । দেখতে হবে সারাদিনে আমার স্বভাব কেমন ছিল ? কাউকে দুঃখ দিইনি তো ? অনাবশ্যক কথা বলিনি তো ? আত্মা মনে করে কতটা সময় বাবাকে স্মরণ করেছে ? কতজনকে তোমার সমতুল্য করে তুলেছি ? এভাবে যারা চার্ট রাখে তাদের চরিত্র সংশোধন হতে থাকে । যা করবে তাই পাবে, না করলে অনুতপ্ত হবে ।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, কেননা উনি এখন সম্মুখে এসেছেন । এমনটা বলা যাবে না যে, সব বাচ্চারা ই নিজের স্বধর্মে থেকে বাবাকে স্মরণ করে। বুদ্ধি এদিক-ওদিকে অবশ্যই চলে যায় । সেটা প্রত্যেকেই নিজেরা বুঝতে পারে। প্রধান বিষয় হলো সত্যপ্রধান হওয়া । সেটা তো স্মরণের যাত্রা ছাড়া হওয়া যাবে না । যদিও বাবা অমৃতবেলায় উঠে যোগে বসে বাচ্চাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। নশ্বরনুসারে বাচ্চারা আকৃষ্ট হয়। স্মরণ দ্বারা শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকে । দুনিয়াকেও ভুলে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো- সারাদিন কি করে ? ওটা তো হলো অমৃতবেলায় ঘন্টা, আধা ঘন্টার জন্য স্মরণের যাত্রা, যার দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়ে ওঠে, আত্মা বুদ্ধি পেতে থাকে । কিন্তু সারাদিনে কতটা সময় স্মরণে থাক ? কতখানি স্বদর্শন চক্রধারী হও ? এমন নয় যে, বাবা সবকিছু জানেন। নিজের অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমি সারাদিন কি করেছি ? এখন তোমরা বাচ্চারা চার্ট লিখছ । কেউ ঠিক লেখে, কেউ ভুল লেখে । ভাবে আমরা তো শিববাবার সাথেই ছিলাম, শিববাবাকেই স্মরণ করছিলাম কিন্তু সত্যিই কি স্মরণে ছিলাম ?

সম্পূর্ণ সাইলেঞ্চে থাকলে এই দুনিয়াকেও ভুলে যায়। নিজেকে ঠিকানো উচিত নয় যে, আমি তো শিববাবার স্মরণেই ছিলাম । দেহের সব ধর্মকে ভুলে যাওয়া উচিত । শিববাবা প্রচেষ্টা করে আমাদের সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতে সাহায্য করেন। বাবা বোঝান নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবাও তো চেষ্টা করেন । সব আত্মারা বাবাকে স্মরণ করুক আর যেন কেউ স্মরণে না আসে । কিন্তু সত্যিই স্মরণে আসে বা আসেনা সেটা তো স্বয়ং চার্ট তৈরি করতে হবে । কতটা আমি বাবাকে স্মরণ করি ? যেমন দয়িত-দয়িতার দৃষ্টান্ত আছে । এই দয়িত-দয়িতা সম্পূর্ণ ভিন্ন । ওটা লৌকিক, আর এ হলো আত্মিক । দেখতে হবে - আমরা কতটা সময় দৈবীগুণে থেকেছি ! কতটা সময় বাবার সেবায় থেকেছি ? তারপর অন্যদেরও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে । আত্মার উপর যে খাদ জমেছে তা স্মরণ ছাড়া মিটেবে না । ভক্তি মার্গে অনেককেই স্মরণ কর, এখানে একজনকেই স্মরণ করতে হবে । আমরা আত্মারা ছোট বিন্দু । সুতরাং বাবাও অনেক ছোট সূক্ষ্ম এক বিন্দু স্বরূপ, কিন্তু অগাধ নলেজ । শ্রী লক্ষ্মী বা নারায়ণ হওয়া, বিশ্বের মালিক হওয়া এ কোনও মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। বাবা বলেন নিজেকে মিয়া-মিঠু (চালাক, সবজান্তা) মনে করে ঠিকিও না। নিজের অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা কর- সারাদিন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে কতটুকু স্মরণ করেছি, যে খাদ মুছে যাবে? কতজনকে বাবার সমতুল্য করে তুলেছি ? এই চার্ট প্রত্যেককে নিজের নিজের রাখতে হবে । যে করবে সেই পাবে, না করলে অনুতপ্ত হবে ।

দেখতে হবে সারাদিনে আমার স্বভাব কেমন ছিল ? কাউকে দুঃখ দিইনি তো বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলিনি তো ? চার্ট রাখলেই স্বভাব পরিবর্তন হবে । বাবা তো পথ বলেই দিয়েছেন ।

দয়িত-দয়িতা একে অপরকে স্মরণ করে, স্মরণ করা মাত্রই সামনে এসে উপস্থিত হয় । দু'জন যদি মহিলাও হয় সাক্ষাত্কার হয়, দুজনেই যদি পুরুষও হয় তাও সাক্ষাত্কার হতে পারে । কিছু বন্ধু তাদের ভাইদের থেকেও আপন হয় । তাদের মধ্যে এতো ভালোবাসা তৈরি হয় যা নিজেদের ভাইদের প্রতিও থাকে না । একে অপরকে ভালোবাসার সাথে তুলে ধরে । বাবা তো অনুভাবী তাইনা, সুতরাং বাবা অমৃতবেলায় তোমাদের টেনে তোলেন । তিনি হলেন চির পবিত্র, তাই আকৃষ্ট করেন । বাবা তো অসীম জগতের তাইনা, তিনি জানেন বাচ্চারা তাঁর কতটা প্রিয়। সুতরাং তিনি অমৃতবেলায় তোমাদের টেনে তোলেন । এই স্মরণের যাত্রা অতি আবশ্যিক । যেখানেই যাও, বেড়াতে যাও, উঠতে বসতে, খেতে জাগতে স্মরণ করতে পার। দয়িত-দয়িতা সর্বত্রই স্মরণ করে তাইনা । এটাও তাই। বাবাকে স্মরণ তো করতেই হবে নয়তো বিকর্ম কিভাবে বিনাশ হবে । অন্য কোনও উপায় নেই । এ হল খুব সূক্ষ্ম বিষয় । তলোয়ারের ধার নিয়ে চলতে হবে । স্মরণই হলো তলোয়ারের সেই ধার। প্রতিটি মুহূর্ত বলা স্মরণ ভুলে যাই। তলোয়ার কেন বলা হয় ? কারণ এর দ্বারাই পাপ কেটে যাবে । তোমরা পবিত্র হবে । এটা খুব সংবেদনশীল । যেমন ওরা (লৌকিক) আগুনের উপর দিয়ে হাঁটে, তোমাদের বুদ্ধিও যুক্ত হয়ে পড়ে বাবার সাথে । বাবা এখানে এসেছেন, আমাদের উত্তরাধিকারী করে তুলতে । তিনি উপরে নেই, এখানে এসেছেন । তিনি বলেন সাধারণ শরীরে আসি। তোমরা জান বাবা উপর (পরমধাম) থেকে নীচে নেমে আসেন । চৈতন্য হীরে এই উপযুক্ত পাত্রে বসে আছেন । শুধুমাত্র এতে খুশি হলে হবেনা যে ,আমরা বাবার সাথে বসে আছি। বাবা এটা জানেন তাই তোমাদের টেনে তোলার চেষ্টা করেন । কিন্তু এ তো আধা, পৌনে ঘন্টার জন্য । বাকি সারাদিন ব্যর্থ সময় নষ্ট করলে তাতে লাভ কি হবে । বাচ্চাদের নিজের চার্ট সম্পর্কে সচেতন হতে হবে । এমনটা নয়, আমি তো ভালো ভাষন দিতে পারি, চার্ট রাখার আমার কিই বা প্রয়োজন আছে । এই ভুল করা উচিত নয় । মহারথীদেরও চার্ট রাখা উচিত । মহারথী অনেক সংখ্যক নেই, গোনাগুনতি কিছু আছে । অনেকেরই নাম-রূপ ইত্যাদিতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় । লক্ষ্য অনেক উচ্চ । বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে দেন, যাতে স্টুডেন্ট এমনটা না ভাবে যে বাবা অমুক পয়েন্টস বোঝান নি।

এটাই হলো প্রধান বিষয়- স্মরণ আর সৃষ্টি চক্রের নলেজ । এই সৃষ্টি চক্রের ৮৪ জন্মকে তো কেউ জানেনা - তোমরা বাচ্চারা ছাড়া । বৈরাগ্যও তোমাদের আসবে । তোমরা জান এই মৃত্যুলোকে এখন আর দীর্ঘদিন থাকা যায় না । চলে যাবার আগে পবিত্র হতে হবে । দৈবীগুণও অবশ্যই প্রয়োজন । নম্বরনুসারে তোমরা মালায় গাঁথা হবে, তারপর নম্বরনুসারে রাজধানীতে আসতে হবে । তারপর নম্বরনুসারেই তোমরা পূজিত হয়ে থাক। অনেক দেবতাদের পূজা করা হয়, কত কত নাম রাখা হয় । চন্ডিকা দেবীরও মেলা হয় । যে রেজিস্টার রাখে না, সে সংশোধিত হয় না । সুতরাং বলা হয় এতো চন্ডিকা । শনেও না, মানেও না । এ হলো অনন্ত জগতের বিষয় । পুরুষার্থ না করলে বাবা ও বলবেন এতো বাবাকেও মানেনা। পদাধিকার কম হয়ে যাবে, তাই বাবা বলেন নিজের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে । বাবা অমৃতবেলায় এসে কত চেষ্টা করেন স্মরণের যাত্রার জন্য । লক্ষ্য অনেক উচ্চ । নলেজকে তো সহজ সাবজেক্ট বলা হয় । ৮৪ চক্র স্মরণ করা অনেক বড়ো বিষয় নয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্মরণের যাত্রা, যাতে অনেকেই বিফল হয়। এটাই তোমাদের যুদ্ধ । তোমরা স্মরণ করতে বসো কিন্তু মায়া এসে ফেলে দেয় । নলেজে যুদ্ধের কোনও

প্রশ্নই নেই । নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম । এখানে পবিত্র হতে হয়, সেইজন্যই বাবাকে আহ্বান করে বলে পতিত থেকে পাবন করে তোল । এমন নয় যে এসে পড়াও। বলবে তুমি এসে পবিত্র করে তোল । সুতরাং এইসব পয়েন্টস বুদ্ধিতে রাখা উচিত । সম্পূর্ণ রাজযোগী হতে হবে ।

নলেজ তো খুবই সহজ । শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হয়। বাচনভঙ্গিও মিষ্টি হওয়া উচিত । তোমরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ । সেটাও তোমরা তোমাদের কর্মানুসারে বলবে । শুরু থেকেই ভক্তি করেছ সুতরাং ভালো কর্মই করেছ সুতরাং শিববাবাও বসে ভালো করে বোঝান । যত বেশি ভক্তি করেছ, শিববাবাও তত বেশী সন্তুষ্ট হয়েছেন সুতরাং তোমরা ও দ্রুত জ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারবে। মহারথীদের বুদ্ধিতে এইসব পয়েন্টস ধারণা হবে। যদি তোমরা লিখে রাখ তবে ভালো পয়েন্টসগুলোকে আলাদা করে রাখতে পারবে । পয়েন্টসের গুরুত্ব বুঝতে পারবে । বাবা সবসময় বলেন ভাষণ দেওয়ার আগে লেখ, তারপর বিচার কর । এভাবে পরিশ্রম কেউ করেনা। সব পয়েন্টস কারো স্মরণে থাকে না । ব্যারিস্টার মানুষরাও পয়েন্টস নোট করে রাখে ডায়েরিতে। তোমাদের তো খুবই প্রয়োজন । বিষয় লিখে তারপর পড়া উচিত । সংশোধন করা উচিত । এটুকু পরিশ্রম না করলে জাম্প দিতে অসফল হবে । তোমাদের বুদ্ধিযোগ এদিক ওদিক বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে । খুব অল্প সংখ্যক আছে যারা সহজ ভাবে চলে। সার্ভিস ছাড়া তাদের বুদ্ধিতে আর কিছুই থাকে না । মালায় আসতে হলে পরিশ্রম করতে হবে । বাবা তোমাদের উপদেশ দেন এবং সেটা তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করে । যে স্মরণ করেনা সে নিজেই সেটা জানে। যদিও তোমরা তোমাদের ব্যবসা, কাজকর্ম ইত্যাদি করে থাক কিন্তু ডায়েরি তো সবসময়ই পকেটে রাখা উচিত নোট করার জন্য । আলস্য করবে, নিজেকে চালাক মনে করবে, মায়াও কিছু কম নয়, চড় কষাতে থাকবে । লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া কোনও মাসি যাওয়ার মতো সহজ নয়। বড় রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে, কোটিতে কেউ-কেউ আসবে । বাবাও (ব্রহ্মা বাবা) অমৃতবেলায় দুটোর সময় উঠে লিখতেন তারপর পড়াতেন । পয়েন্টস ভুলে গেলে আবারও বসে দেখতেন-তোমাদের বোঝানোর জন্য । সুতরাং বোঝা যেত এখনও পর্যন্ত স্মরণের যাত্রা কতদূর হয়েছে । বলা হয় কর্মাতীত অবস্থা । অনাবশ্যক কারও প্রশংসা করা উচিত নয় । অনেক প্রচেষ্টা করতে হয়, কর্মভোগের কষ্টও আছে । বাবাকে তোমাদের স্মরণ করা উচিত । আচ্ছা, মনে কর মুরলী ব্রহ্মা বাবা নয়, শিববাবা বলছেন । তোমরা বাচ্চাদের সবসময় বোঝান শিববাবাই তোমাদের মুরলী শোনান, কখনও কখনও এই ব্রহ্মা বাবা শোনান। বাবা তো প্রকৃতপক্ষে যথার্থই বলবেন । এনাকে (ব্রহ্মা বাবা) তো সারাদিন অনেক খেয়াল রাখতে হয় । অনেক বাচ্চার দায়িত্ব পালন করতে হয় । বাচ্চারা নাম-রূপের ফাঁদে পড়ে নৈতিক অনিশ্চয় করে ফেলে । বাবাকে অনেক বাচ্চাদের খেয়াল রাখতে হয়- বাচ্চাদের জন্য মহল বানাতে হবে, তার ব্যবস্থা করতে হবে । যদিও সবটাই ড্রামা । বাবারও ড্রামা, ব্রহ্মা বাবারও ড্রামা, তোমাদের ও ড্রামা । ড্রামা ছাড়া কোনো জিনিস হতেই পারে না । প্রতিটি সেকেন্ডে ড্রামা চলতে থাকে । ড্রামাকে স্মরণ করতে গিয়ে তোমরা অস্থির হবে না । অচল, অটল, দৃঢ় থাকবে । অনেক তুফান (মায়ার) আসবে । কিছু বাচ্চা আছে যারা সত্যি বলে না। স্বপ্নও অনেক আসবে মায়া রূপে। প্রথমে যাদের আসত না তাদেরও আসবে । বাবা বুঝতে পারেন, বাচ্চাদের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য স্মরণে পরিশ্রম করতে হয় । কেউ কেউ পরিশ্রম (পুরুষার্থ) করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । লক্ষ্য অনেক উঁচু । তোমাদের ২১ প্রজন্মকে বিশ্বের মালিক করে তোলেন, সুতরাং পরিশ্রম তো করতেই হবে তাইনা । লাভলি বাবাকে স্মরণ করতে হবে । অন্তরে থাকে বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন । এমন বাবাকে তো প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণ করা উচিত । সবচাইতে প্রিয় বাবা । এই

বাবা তো অবাক করে দেন, বিশ্বের নলেজ প্রদান করেন। বাবা, বাবা, বাবা বলে অন্তর্মনে মহিমা করা উচিত । যে স্মরণ করবে, তার প্রতি বাবারও চেষ্টা থাকবে । এখানে আসেই বাবার কাছে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। সুতরাং বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, ফাঁকিবাজি কোরো না । বাবা দেখেন সবাই সেন্টার থেকে এখানে আসে। বাবা বলেন আমি ওদের দেখি, জিজ্ঞাসা করি কতটা খুশি অনুভব করতে পেরেছ ? বাবা তো বাচ্চাদের কথা ভাবেন, তাইনা ! মুখ দেখেন বাবার প্রতি কতখানি ভালোবাসা আছে ? বাবার সামনে আসে সুতরাং বাবাও চেষ্টা করেন। এখানে বসে বসে সব ভুলে যায়। বাবা ছাড়া আর কিছুই নেই । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতেই হবে । এই স্থিতি বড় মিষ্টি আর অলৌকিক । বাবার স্মরণে এসে বসলে দুচোখ জলে ভরে যায় । ভক্তি মার্গেও অগ্রসর হয়। কিন্তু ভক্তি মার্গ আলাদা, জ্ঞান মার্গ আলাদা । এ হলো প্রকৃত (সত্য) বাবার সাথে প্রকৃত প্রেম । এই বিষয়টিই আলাদা । এখানে তোমরা শিববাবার কাছে আস, নিশ্চয়ই তিনি রথে চড়ে আসেন। শরীরহীন আত্মা তো ওখানে (পরমধাম) মিলিত হতে পারে, এখানে তো সবাই শরীরধারী । জানে ইনি বাপদাদা । সুতরাং বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । অনেক ভালোবাসার সাথে মহিমা করতে হয় যে, বাবা আমাদের কি দিচ্ছেন !

তোমরা বাচ্চারা জান, বাবা এসেছেন আমাদের জঙ্গল থেকে নিয়ে যেতে । মঙ্গলময় ভগবান বিষ্ণু বলা হয় তাইনা । সবার মঙ্গল প্রদানকারী, সবার কল্যাণ হয়। একজনই বাবা, সুতরাং তাঁকেই স্মরণ করা উচিত । আমরাও কেন কারও কল্যাণ করতে পারব না ! নিশ্চয়ই কোনো, দুর্বলতা আছে । বাবা বলেন স্মরণে সেই শক্তি না থাকলে বাণীতেও আকর্ষণ কম থাকে । এটাও ড্রামা । এখন ভালো করে শক্তি ধারণ কর। স্মরণের যাত্রাই পরিশ্রমের। আমরা আত্মা ভাইদের জ্ঞান প্রদান করি। বাবার পরিচয় দিই। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেতে হবে । বাবা অনুভব করেন, প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণ করতে তোমরা ভুলে যাও। বাবা সবাইকেই তাঁর সন্তান মনে করেন, তাইতো বাচ্চা-বাচ্চা বলে ডেকে ওঠেন। এই বাবা সবার, কি চমৎকার পার্ট এঁনার তাইনা ! খুব অল্প সংখ্যক বাচ্চা বোঝে এই শব্দ কার ! একমাত্র বাবাই বাচ্চা - বাচ্চা বলতে পারেন। বাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিতে। বাবা সবকিছুই শুনিয়ে দেন । বাচ্চাদের কাছ থেকে আমাকে কাজ তো নিতে হবে তাইনা । এই নলেজ খুব বিস্ময়কর এবং মনোরঞ্জক । এই নলেজ অদ্ভুত এবং জটিল । বৈকুণ্ঠের মালিক হওয়ার জন্য নলেজও তো এমনটাই চাই তাইনা !

আচ্ছা, প্রত্যেককে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে । মুখ দিয়ে কখনও খারাপ কথা বলা উচিত নয় । ভালোবাসা দিয়ে কাজ করতে হবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ, সুমন স্মরণ আর সুপ্রভাত । আত্মাদের বাবার আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে একান্তে বসে ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে ।

২) বাবার সমতুল্য হয়ে সবার কল্যাণকারী হতে হবে, যা কিছু দুর্বলতা আছে, সেগুলিকে দূর করে দিতে হবে । নিজের প্রতি পূর্ণ নজর দিতে হবে । নিজের রেজিস্টার নিজেকেই দেখতে হবে ।

বরদান :- তিন স্মৃতির তিলক দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থিতি তৈরি করতে সক্ষম অচল-অটল ভব

বাপদাদা সব বাচ্চাদের তিন স্মৃতির তিলক দিয়েছেন, এক, স্ব-স্থিতি দ্বিতীয়, বাবার স্মৃতি আর শ্রেষ্ঠ কর্মের জন্য ড্রামার স্মৃতি । এই তিন স্থিতিতে যারা সবসময় থাকে তাদের স্থিতি শ্রেষ্ঠ। আল্লার স্মৃতির সাথে বাবার স্মৃতি আর বাবার সাথে ড্রামার স্মৃতি থাকা অতি আবশ্যিক, কেননা কর্মে যদি ড্রামার গুণ থাকে তবে উপর নীচ (স্থিতি) হবেনা । যেমনই ভিন্ন-ভিন্ন পরিস্থিতি আসুক না কেন, তাতে অচল-অটল থাকবে ।

স্লোগান : - দৃষ্টিকে অলৌকিক, মনকে শীতল আর বুদ্ধিকে ক্ষমাশীল করে তোল ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা বাবার কাছ থেকে ভক্তির ফল নিতে এসেছ, যারা অত্যাধিক ভক্তি করেছিল তারাই জ্ঞানে সবচেয়ে আগে যাবে"

প্রশ্ন :- কলিযুগী রাজত্বে কোন দুটি জিনিসের প্রয়োজন হয় যা সত্যযুগী রাজত্বে হয় না ?

উত্তর :- কলিযুগী রাজত্বে -- ১) পরামর্শদাতা (উজীর) আর ২) গুরুর আবশ্যকতা থাকে। সত্যযুগে এই দুটিই থাকে না। ওখানে কারোর রায়(পরামর্শ) নেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ সত্যযুগী রাজত্ব সঙ্গমেই বাবার প্রীমতের দ্বারা স্থাপিত হয়। এমন প্রীমত পাওয়া যায় যা ২১ প্রজন্ম পর্যন্ত চলে আর সকলেই সঙ্গতিতে থাকে তাই গুরু-ও প্রয়োজন পড়ে না।

ওম শান্তি। ওম শান্তির অর্থ কি? স্বধর্মেই বসো বা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো তবে শান্ত হয়ে বসতে হবে। একে বলা হয় স্বধর্মে স্থিত(বসা) হওয়া। ভগবানুবাচ -- স্বধর্মে স্থিত হও। তোমাদের পিতা বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের(বেহদ) পড়াশোনা করাচ্ছেন কারণ বাবা অসীম জগতের (অতীন্দ্রিয়) সুখ দেবেন। পড়াশোনা করলে সুখ পাওয়া যায়, তাই না। বাবা এখন বলছেন যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো। অসীম জগতের পিতা এসেছেন তোমাদের হীরে-তুল্য বানাতে। হীরে-তুল্য তো দেবী-দেবতারাই হয়। তারা কখন এমন হন? এতো উচ্চ পুরুষোত্তম কিভাবে হয়েছেন? বাবা ছাড়া আর কেউই একথা বলতে পারে না। তোমরা তো ব্রাহ্মণ, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তোমাদের-কেই আবার দেবতা হতে হবে। ব্রাহ্মণদের হয় শিখা(টিকি)। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার (জ্ঞান দ্বারা) মুখ বংশজাত, গর্ভজাত নও। কলিযুগী সকলেই হলো গর্ভজাত। সাধু, সন্ত, ঋষি, মুনি ইত্যাদিরা সকলেই দ্বাপর থেকে গর্ভজাত হয়েছেন। আর এখন শুধু তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই মুখবংশীয় হয়েছ। এ হলো তোমাদের সর্বোত্তম কুল। দেবতাদের থেকেও উত্তম কারণ তোমাদেরকে যিনি পড়ান, মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিনত করেন, সেই পিতা এসেছেন। বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন কারণ ভক্তিমাগীয়ারা এখানে আসেই না, আসে জ্ঞানমাগীয়ারা। তোমরা আসো অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে ভক্তির ফল নিতে। ভক্তির ফল এখন কে নেবে? যারা সবচেয়ে বেশী ভক্তি করেছে, তারাই প্রস্তুত থেকে পারশবুদ্ধিসম্পন্ন(দিব্যবুদ্ধি) হয়। তারাই এসে জ্ঞান নেবে কারণ ভক্তির ফল ভগবানকেই এসে দিতে হয়। এ হলো সঠিকভাবে বোঝার মতো বিষয়। এখন তোমরা কলিযুগী থেকে সত্যযুগী, বিকারী থেকে নির্বিকারী হও অথবা পুরুষোত্তম হও। তোমরা এসেছ এরকম লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হতে। এঁরা হলেন ভগবান-ভগবতী(দেব-দেবী) তাহলে অবশ্যই এঁাদের ভগবান-ই পড়াবেন। ভগবানুবাচ, কিন্তু ভগবান কাকে বলা হয়, ভগবান তো একজনই। ভগবান কখনো হাজার-হাজার, কোটি-কোটি হয় না। আবার মাটি-পাথরেও থাকে না। বাবাকে না জানার কারণে ভারত কত কাঙ্গাল হয়ে গেছে। বাচ্চারা এখন জানে যে, ভারতে এঁাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) রাজধানী ছিল। এঁাদের সন্তানাদি যারাই ছিল, তারা রাজধানীর মালিক ছিল। তোমরা এখানে এসেছই রাজধানীর মালিক হতে। এঁরা তো এখন নেই, তাই না। ভারতে এঁদের রাজ্য ছিল। বাচ্চাদের বোঝান হয়, যখন এই দেবী-দেবতাদের রাজধানী ছিল, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয়রা ছিল তখন অন্য কোন ধর্ম ছিল না। এইসময় আবার অন্য সব ধর্মই রয়েছে। শুধু এই ধর্মই নেই। এই যে ভিত রয়েছে, যাকে কান্ড বলা হয়। এইসময় মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের কান্ড সম্পূর্ণরূপে জ্বলে গেছে। আর বাকি সবই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এখন এইসবেরও আয়ু পূর্ণ হচ্ছে। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী ভ্যারাইটি বৃক্ষ (ঝাড়)। বিভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল, অনেকরকমের, তাই না। কত বড় বৃক্ষ। বাবা বোঝান, প্রতি কল্পে এই বৃক্ষ খোকলা(জড়জড়ীভূত) তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখনই আমি আসি। তোমরা আমাকে ডাকো --- বাবা এসো, আমাদের অর্থাৎ অপবিত্রদের এসে পবিত্র কর। হে পতিত-পাবন বললে তো নিরাকার পিতাই স্মরণে আসে। সাকারী (ব্রহ্মা) তো কখনো স্মরণে আসবে না। পতিত-পাবন, সঙ্গতিদাতা তো একজনই। যখন সত্যযুগ ছিল তখন তোমরা সঙ্গতিতে ছিলে। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে বসে রয়েছ। বাকি আর সবাই কলিযুগে রয়েছে। তোমরা রয়েছ পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ বা উচ্চ থেকেও উচ্চ-রূপে গায়ন(স্মরণ) হয় একমাত্র ভগবানের। উচ্চ তোমার নাম, উচ্চ তোমার ধাম (নিবাসস্থল)। উচ্চ থেকেও উচ্চ যিনি, তিনি পরমধামে থাকেন, তাই না। এ অতি সহজেই বোঝা যায়। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ এরপর আবার সঙ্গমযুগ। একে(সঙ্গমযুগ) কেউ জানেনা। ড্রামায় এই ভক্তিমার্গও তৈরী হয়েই রয়েছে। এমন কথা বলতে পারো না যে, বাবা এই ভক্তিমার্গ আবার কেন বানিয়েছ ! এ তো অনাদি। আমি বসে তোমাদের ড্রামার এই রহস্যকেই বোঝাই। আমি যদি বানাই তাহলে আবার বলবে, কবে বানিয়েছো! বাবা বলেন, এ হলোই অনাদি। শুরু কবে হয়েছিল, এই প্রশ্ন আসতেই পারে না। যদি বলি অমুক সময়ে শুরু হয়েছিল, তখন আবার বলবে যে, কবে শেষ হবে! কিন্তু না, এ তো (অনাদি) চক্র চলতেই থাকে। তোমরা চিত্রও তো বানাও ব্রহ্মা,বিষ্ণু,শঙ্করের। এঁরা হলেন দেবতা। ত্রিমূর্তি দেখানো হয়, এরমধ্যে সর্বোচ্চ শিবকে দেখানো হয় না। ওঁনাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, সে তো এখন হচ্ছে। তোমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ। রাজধানীতে তো সর্বপ্রকারের পদ রয়েছে। প্রেসিডেন্ট রয়েছে, প্রাইম মিনিস্টার রয়েছে, চীফ মিনিস্টার রয়েছে। এরা সব হলো পরামর্শদাতা। সত্যযুগে পরামর্শদাতার কোন দরকার নেই। এখন তোমরা যে রায় বা শ্রীমত পাও, তা অবিনাশী হয়ে যায়। দেখ, এখন কত পরামর্শদাতা রয়েছে। সংখ্যায় অনেক। টাকা-পয়সা খরচ করে মিনিস্টার ইত্যাদি হয় --- পরামর্শ দেওয়ার জন্য। স্বয়ং সরকারও বলে যে, এরা সবাই অসাধু (কোরাপ্টেড), অনেক (পয়সা) খায়। এ তো হলোই কলিযুগ। ওখানে তো এমন হয় না। পরামর্শদাতা ইত্যাদির দরকারই নেই। এই মত(শ্রীমত) ২১ প্রজন্ম চলতে থাকে। তোমাদের সঙ্গতি হয়ে যায়। ওখানে তো গুরু-ও প্রয়োজন নেই। সত্যযুগে না গুরু থাকে, না পরামর্শদাতা থাকে। এখন তোমরা শ্রীমত পাও অবিনাশী ২১ প্রজন্মের জন্য, ২১ জন্মের বৃদ্ধাবস্থার জন্য। বৃদ্ধ হয়ে আবার শরীর ত্যাগ করে গিয়ে বাস্টা হবে। যেমন সর্প এক খোলস পরিত্যাগ করে আবার দ্বিতীয় খোলস ধারণ করে তেমন। পশুদের উদাহরণ দেওয়া হয়। মানুষের মধ্যে তো এখন এতটুকুও বুদ্ধি নেই কারণ তারা প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে।

বাবা বোঝান যে, মিষ্টি মিষ্টি বাস্টারা, তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। গ্রন্থসাহেবও সকলে পড়ে, শোনে যে, ভগবান নোংরা অপবিত্র কাপড় ধোয়(মৃত পলিতি কাপড় ধোয়ে, আত্মাকে পবিত্র করে)..... ভগবানকে ডাকে যে, (তুমি) এসে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের অসূচী কাপড় ধোও। আমাদের সকল আত্মাদের পিতা, (তুমি) এসে আমাদের কাপড় পরিষ্কার কর। শরীরকে তো ধুতে হবে না, আত্মাকে ধুতে হবে। কারণ আত্মাই অপবিত্র হয়ে গেছে, তাই অপবিত্র আত্মাদের এসে পবিত্র বানাও। তাই বাবা বাস্টাদের বোঝান যে, মিষ্টি মিষ্টি বাস্টারা, আমাকে এখানে আসতেই হয়। আমিই জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নাও। লৌকিক পিতার কাছ থেকে পার্থিব উত্তরাধিকারের সম্পদ পাও। পার্থিব সম্পদে অনেক দুঃখ রয়েছে,

তাই তো বাবাকে স্মরণ করে। অগাধ (অথৈ) দুঃখ। বাবা বলেন যে, এই ৫ বিকার-রূপী রাবণই হলো তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এ আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। হে মিষ্টি বাচ্চারা, যদি এই জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে কাম-কে জয় করতে পারো তবে জগৎ-জীত হয়ে যাবে। তোমরা পবিত্রতাকে ধারণ করই দেবতা হওয়ার জন্য। তোমরা এসেছ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এখানেই পুরুষার্থ করে পবিত্র হতে হবে। কল্প-পূর্বে যারা পবিত্র হয়েছিল, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় কুলের ছিল, অবশ্যই তারা আবার হবে। সময় তো লাগবে, তাই না। বাবা অতি সহজ যুক্তি বলেন। এখন (তোমরা) বাবার বাচ্চা হয়েছ। তোমরা এখানে কার কাছে এসেছ? তিনি হলেন নিরাকার। তিনি এই শরীরকে(ব্রহ্মা) ধার (লোন) হিসাবে নিয়েছেন। তিনি স্বয়ং বলেন, এ হলো ঐনার(ব্রহ্মা) অনেক জন্মের অন্তিমেরও অন্তিম জন্ম। তাই এ হলো সর্বাপেক্ষা অধিক পুরাতন শরীর। আমি তো আসিই পুরানো রাবণের আসুরী দুনিয়ায় আর তাঁর শরীরেই আসি যে আবার তাঁর নিজের জন্মকেই জানে না। এ হলো অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্ম। যখন ঐনার বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়, তখনই আমি প্রবেশ করি। গুরুও সর্বদা বাণপ্রস্থ অবস্থাতেই করা হয়। লোকে বলে, তাই না যে, ৬০ বছর বয়স হলে লাঠি লাগে ("হলে ৬০, লাগে লাঠি" (লাঠি))। ঘরে থাকলে তো বাচ্চাদের লাঠি লাগে তাই পালাও ঘর থেকে। (লৌকিক) বাচ্চারা এমন হয় যে বাবাকে লাঠি দিয়ে মারতেও দেবী করে না। তারা বলে যে, কোথায় মরবে তাহলে আমরা ধনসম্পত্তি পাব। বাণপ্রস্থীদের তো অনেক সতৃপ্ত হয়। তোমরা জানো যে --- সকলের সঙ্গতিদাতা হলো এক, তিনি সঙ্গমযুগেই আসেন। সত্যযুগে তোমরা যখন সঙ্গতি প্রাপ্ত কর তখন বাকিরা সব শান্তিধামে থাকে। একেই বলা হয়, সকলের সঙ্গতি। বাবা ছাড়া আর কেউই সঙ্গতিদাতা হতে পারে না। না কাউকে শ্রী বলতে পারো, না শ্রী-শ্রী। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হয় দেবতার। শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ তাঁদেরকে বলা হয়। ঐদের তৈরী করেছে কে? শ্রী-শ্রী শিববাবাই বলা উচিত। বাবা তাই (আমাদের) ভুলগুলোকে দেখিয়ে বলেন, তোমরা এতো গুরু করেছিলে, আবারও এমনই হবে। তোমরা সেই গুরু ইত্যাদি পুনরায় করবে। সেই চক্রই পুনরায় রিপীট হবে। যখন তোমরা স্বর্গে থাকো তখন তা হলো সুখধাম। পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব সেখানেই। ওখানে ঝগড়া ইত্যাদি হয় না। বাকি আর সকলে শান্তিধামে চলে যায়। যদিও সত্যযুগকে লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। বাবা বলেন, লক্ষ-লক্ষ বছরের তো কোন কথাই নেই। এ তো মাত্র ৫ হাজার বছরের কথা। কথিত আছে যে, মানুষের ৮৪ জন্ম। দিনে-দিনে সিঁড়ি নীচে নামতে-নামতে তমোপ্রধান হতে থাকে। তাই বাবা বোঝান --- ড্রামা এইভাবেই তৈরী হয়েছে। অভিনেতা(অ্যাক্টর) হয়ে যদি ড্রামার ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টরকে না জানে তাহলে তাকে কি বলবে! বাবা বলেন, এই অসীম জগতের ড্রামাকে কোন মানুষই জানে না। একথা বাবা-ই এসে বোঝান। (তারা) বলেও যে, শরীর ধারণ করে নিজ ভূমিকা পালন করে, তাহলে তো তা নাটকই হলো, তাই না। নাটকের মুখ্য অভিনেতা কে? কেউ বলতে পারবে না। বাচ্চারা, এখন শুধুমাত্র তোমরাই জানো যে, এই অসীম জগতের ড্রামা কিভাবে উকুনের মতন চলছে। টিক-টিক করে অবিরত চলতেই থাকে। মুখ্য হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম পিতা, যিনি এসে বোঝানও আর সকলের সঙ্গতিও করেন। সত্যযুগে আর অন্য কেউ থাকবে না। অতি অল্পসংখ্যক (মনুষ্য) থাকবে। ওই স্বল্পসংখ্যক যারা থাকবে তারাই সর্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি করেছিল। তোমাদের কাছে প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে তারাই আসবে যারা অনেক ভক্তি করেছে। একমাত্র শিবের ভক্তি করা -- তাকেই বলে অব্যভিচারী ভক্তি। আবার অনেকের ভক্তি করতে-করতে ব্যভিচারী হয়ে পড়ে। এখন ভক্তি হলো সম্পূর্ণ তমোপ্রধান। প্রথমে সতোপ্রধান ভক্তি ছিল। পুনরায় সিঁড়ি নীচে নামতে-নামতে তমোপ্রধান

হয়ে গেছে। এমন অবস্থা যখন হয় তখনই বাবা আসেন সবাইকে সতাপ্রধান বানাতে। এই অসীম জগতের ড্রামাকে তোমরা এখনই জেনেছ। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্রতার উত্তরাধিকার এখনই নাও অর্থাৎ কামের উপর বিজয়লাভ কর তখন জগৎ-জীতও হতে পারবে।

২) অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে পড়াশোনা করে নিজেকে কড়ি থেকে হীরে-তুল্য বানাতে হবে। অসীম জগতের (অতীন্দ্রিয়) সুখ নিতে হবে। এই নেশা যেন থাকে যে -- মনুষ্য থেকে দেবতায় যিনি পরিণত করেন, সেই বাবা এখন আমাদের সম্মুখে রয়েছেন, এখন এ হলো আমাদের সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল।

বরদান :- অটল নিশ্চয় দ্বারা সহজ বিজয়প্রাপ্তির অনুভবকারী সদা উৎফুল্ল, নিশ্চিন্ত ভব

বিস্তার:- দূঢ় বিশ্বাসের (নিশ্চয়ের) চিহ্ন(নিশানী) হলো সহজ বিজয়। কিন্তু দূঢ় বিশ্বাস সর্ব বিষয়েই চাই। শুধুমাত্র বাবার উপর নিশ্চয় নয়, নিজের প্রতি, ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি আর ড্রামার প্রত্যেকটি দৃশ্যের প্রতি সম্পূর্ণ দূঢ় বিশ্বাস, সামান্য কোনো কথায় যেন এই দূঢ় বিশ্বাস টলে না যায়। সদা যেন এ'কথা স্মৃতিতে থাকে যে, বিজয়ের ভবিষ্যৎ কখনো টালমাটাল হতে পারে না, এমন নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চারা, কি হয়েছে, কি হয়েছে....সদা এইসব প্রশ্নের উর্ধ্বে সদা নিশ্চিন্ত, সদা উৎফুল্ল থাকে।

স্লোগান :- সময়কে নষ্ট করার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ নির্ণয় করে সমাধান কর।

"মিষ্টি বাচ্চারা - শিববাবা হলেন ওয়ান্ডারফুল বাবা, টিচার আবার সদগুরুও। ওঁনার কোনও বাবা নেই, কারও কাছ থেকে কিছু শেখারও প্রয়োজন পড়ে না কখনো। কোনও গুরু-গোঁসাইয়ের দরকারও নেই ওঁনার। তোমাদের ঠিক তেমনই ওয়ান্ডার হয়ে স্মরণ করতে হবে ওঁনাকে"

প্রশ্ন :- স্মরণের যোগে কি এমন নবীনত্ব থাকলে, সহজেই পবিত্র হতে পারে আত্মা ?

উত্তর :- স্মরণের যোগে বসে যখন এমন ভাবে বাবার শক্তিকে গ্রহণ করতে থাকো, যেন বাবা তোমাকে দেখছে আর তুমি বাবাকে দেখছো - এমন স্মরণের যোগেই আত্মা পবিত্র হয়। এই স্মরণের যোগ খুবই সহজ। কিন্তু বাচ্চারা মুহূর্ত-মুহূর্তেই তা ভুলে যায় যে তারা আত্মা, শরীর নয়। একমাত্র দেহী-অভিমানী বাচ্চারাই স্মরণের যোগে স্থিত হতে পারে।

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের এই এই দৃঢ় বিশ্বা (নিশ্চয়তা) থাকে যে, ইনিই আমাদের অসীম জগতের বাবা। ওঁনার কোনও বাবা হয় না। দুনিয়াতে এমন কেউ নেই, যার বাবা থাকে না। প্রত্যেকটি কথাই খুব ভালভাবে বুঝতে হবে, যেহেতু এই জ্ঞানের পার্থ যিনি পড়াচ্ছেন, তিনি কখনই কোনও প্রকারের পার্থ পড়েন না। কিন্তু মনুষ্য মাত্রই কখনও না কখনও কোনও না কোনও পার্থ তো অবশ্যই পড়েন। স্বয়ং কৃষ্ণও পার্থ পড়েছেন। বাবা বলেন- "আমার পড়ার আছেই বা কি? আমি তো এখানে পড়াতেই এসেছি। আমি কখনও কোথাও কোনও পার্থ পড়ি না। কোথা থেকেও কোনো শিক্ষাও নিই না। কখনও কোনও গুরু-গোঁসাইও করি না।" -- অবিনাশী ড্রামার প্লান অনুসারে স্বতঃতই উচ্চতমেরও উচ্চের এই বাবার মহিমা অবশ্যই হয়। তাই তো ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলা হয় উচ্চ থেকেও উচ্চ, সর্বোচ্চ হলেন ভগবান। সর্বোচ্চ থেকে উচ্চতর আর কিছুই হতে পারে না। না পিতার বেলায়, না শিক্ষকের বেলায় আর না তো গুরুর বেলায়। আমাদের এই অসীম বেহদের বাবার না থাকে কোনও পিতা, না কোনও টিচার আর না কোনও গুরু-গোঁসাই। ইনি স্বয়ং একদিকে যেমন বাবা, তেমনি শিক্ষক আবার গুরু-ও নিজেই। এই বিষয়টি খুব ভালভাবে রপ্ত করতে হবে। এমনটা কোনও মনুষ্য বা ব্যক্তি হতে পারে না। এমন ভাবধারায় আশ্চর্যের সাথে বাবা, টিচার ও সদগুরু এই তিনটি সম্পর্কের সাথে যোগযুক্ত হতে হবে। জগতের লোকেরা ওঁনাকেই 'গড-ফাদার' বলে ডাকে। একমাত্র উনিই যেমন নলেজফুল টিচার, তেমনি উনি সুপ্রিম গুরুও বটে। এমনটি কেবল এই একজনই, অন্য কোনও মনুষ্য এমনটা হতে পারে না। কিন্তু পার্থ পড়াবার জন্য ওঁনাকে কোনও মনুষ্য শরীরকে আধার করতে হয়। যেহেতু পড়াবার জন্য মুখের প্রয়োজন। বাচ্চাদেরও প্রতি মুহূর্তে নিজেদের স্মৃতিতে তা স্মরণে রাখতে হবে, তবেই তো জীবনতরী পার করতে পারবে। বাবাকে স্মরণ করতে পারলেই বিকর্মগুলি ভঞ্জন হয়ে যাবে। বুদ্ধিতে যদি থাকে সুপ্রিম টিচার পড়াচ্ছেন, তবেই সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে ধরতে পারবে। উনি আবার সদগুরুও। যিনি তোমাদের এই রাজযোগ শেখান। অতএব কেবলমাত্র এই একজনের সাথেই যোগযুক্ত হতে হবে। সকল আত্মাদেরই এই একই বাবা। তাই তো উনি সকল আত্মাদের বলেন- "মামেকম্ স্মরণ করো" (কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো) । যাবতীয় যা কিছু তা এই আত্মারাই করে থাকে ! এই শরীর রূপী মোটর-গাড়ীকেও চালায় আত্মা। শরীরকে 'রথ'-ই বলা বা অন্য কিছু, চালায় এই আত্মা। সকল আত্মারই এক ও অভিন্ন পিতা এই বাবা। তোমরা আত্মারাই নিজেদের মুখ দিয়ে তা বলা- "আমরা আত্মারা ভাই-ভাই। আমরা সবাই সেই একই বাবার সন্তান, অর্থাৎ সম্পর্কে আমরা ভাই-ভাই।" এরপর যখন বাবা স্বয়ং

আসেন এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে, তখন থেকে তোমরা আবার ভাই-বোন হয়ে যাও। যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী, তাই ভাই-বোনের সম্পর্ক। আর ভাই-বোন সম্পর্কের মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। বাস্তবে তোমরা সবাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার 'ব্রহ্মাকুমার' ও 'ব্রহ্মাকুমারী' ! নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন বোধ থাকলে, যেমনি তোমরা বাবার প্রিয় সন্তান হও তেমনি আবার ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় ভুক্ত হও সেই একই কারণে। তাই তো তোমরা জোরের সাথে বলতে পারো, একমাত্র বি.কে.-রাই সরাসরি ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের। ঈশ্বরই আমাদের বাবা, যিনি স্বয়ং বি.কে.-দেরকে সবকিছু শেখান। ওঁনার কোনও প্রয়োজন পড়ে না কারও কাছ থেকে কিছু শেখার। যেহেতু উনি সদাকালের সর্ব বিষয়েই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। যার কলা গুণ ও শক্তি কখনই কমে না। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তা কম হতে থাকে। তাই তো বি.কে.-রা এমন উদাত্ত হয়ে শিববাবার এত মহিমা করে। শিববাবা বলাটা খুবই সহজ, অর্থাৎ যিনি পতিত-পাবন বাবা। কিন্তু কেবল ঈশ্বর বললে, তা সেইভাবে মানানসই হয় না। বাবা বললেই তোমাদের মুখে তা ভাল মানায়। কিন্তু কিভাবে এই বাবা এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানান। লৌকিকে যেমন পিতা (বাবা) থাকে, তেমনি পারলৌকিকেও বাবা থাকেন। যে পারলৌকিক বাবাকে সবাই সবাই স্মরণ করে। যেহেতু লোকেরা পতিত হয়ে পড়ে তাই বাবাকে স্মরণ করে। পবিত্র হয়ে গেলে আর পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করার দরকার হয় না। এবার বোঝো, এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রনাট্য কেমন। পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করা মানে নতুন পবিত্র দুনিয়ার অধিকারী হওয়া।

শাস্ত্রগুলিতে লেখা আছে দেবতাদের আর অসুরদের মধ্যে ভীষণ লড়াই হয়েছিল। বাস্তব কিন্তু এমনটা নয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারছো, তোমরা এখন না তো দেবতা আর না অসুর। এই দুইয়ের মধ্যে তোমাদের অবস্থান। ফলে যেন যাঁতাকালের মতন নিয়তই পিষছো তোমরা। অবিনাশী নাটকের এই দৃশ্য বড়ই রোমাঞ্চকর। এই নাটকে কেবল মজা আর মজা। জাগতিক ড্রামাগুলি সব এই জগতের হৃদের ড্রামা। কিন্তু বি.কে.-দের তো অসীম জগতের বেহৃদের ড্রামা। লোকেরা তা বুঝতে পারবে না। এমন কি দেবতারাও নয়। এখন তোমরা কলিমুগ থেকে বেরিয়ে এসেছো। নিজেরাই তা অনুভব করতে পারো এবং অন্যদেরকেও তা বোঝাতে সক্ষম। একবার এই ড্রামাকে বুঝতে পারলে সম্পূর্ণ ড্রামা-ই তোমার বুদ্ধিতে এসে যাবে। বাবা তাই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেন, মনুষ্য সৃষ্টি রূপী এই কল্প-বৃক্ষকে। যার বীজ থাকে একেবারে উপরে। তাই তো একে বিরাট রূপ-ও বলা হয়। বাবা স্বয়ং বসে নিজের বি.কে.-বাচ্চাদেরকে এগুলি ব্যাখ্যা করে বোঝান। জাগতিক মানুষেরা যা কিছুই জানেই না। কিন্তু শিববাবা এই ভাষা শিখলেন কার থেকে? যেখানে ওঁনার কোনও টিচার নেই, আর কি ভাষাই বা শিখলেন তিনি ? তবে নিশ্চয়ই যে রথে ওঁনার অবস্থান হয়, তার ভাষাতেই উনি কর্ম-কর্তব্য নির্বাহ করেন। শিববাবার নিজের কোনও ভাষাই নেই। কারও থেকে কিছু পড়া বা শেখার প্রয়োজনও নেই ওঁনার। ওঁনার কোনও টিচার হয় না। এমনকি কৃষ্ণও কিন্তু শিক্ষার্থী। কৃষ্ণের যেমন মাতা-পিতা আছে, তেমনি আছে টিচার। তবে কৃষ্ণের কোনও গুরু-গোঁসাইয়ের দরকার পড়ে না, যেহেতু উনি সদগতি পেয়ে থাকেন। এসব তোমরা বি.কে.-রাই জানো। তোমরাই সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ-একথা সর্বদাই স্মৃতিতে রাখবে। যেহেতু তোমাদের পাঠ পড়ান স্বয়ং বাবা (যিনি ভগবান বা পরমাত্মা), তাই তোমরাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা একথা তো যথেষ্টই ক্লিয়ার। এসব কথা বাবা তোমাদেরকে কত আগেই জানিয়েছেন। একমাত্র উনিই সর্বজ্ঞ। তোমাদের ভাবনাতেও তা আসবে না, উনি আরও কি কি জানেন। একমাত্র উনিই যে নলেজফুল। সমগ্র সৃষ্টি জগতের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান ওঁনার জানা। যেমন বীজ-এর জানা থাকে সমগ্র বৃক্ষের

ব্যাপারটা। এ তো জড় বীজের ক্ষেত্রে আর তোমরা হলে চৈতন্য-বীজ। একমাত্র তোমরাই পারো সৃষ্টির কল্পবৃক্ষের জ্ঞান অন্যদেরকে বোঝাতে। বাবা স্বয়ং যেখানে বলছেন - উনিই সেই বিভিন্ন প্রকার মনুষ্য সৃষ্টির বীজ। যদিও সবাই মানুষ কিন্তু বিভিন্নতা তো আছে। কোনও আত্মার শরীরের সাথে অন্য কোনও আত্মার শরীর হুবহু এক হয় না। যেমন দুজন অভিনয়কারী হুবহু এক হয় না। আর এটা তো অসীম বেহদের ড্রামা। প্রকৃত অর্থে শরীরধারী মানুষদের কিন্তু অ্যাক্টর বলা চলে না, অ্যাক্টিং করে তো আত্মা। কিন্তু লোকেরা শরীরধারী মানুষকেই অ্যাক্টর বলে। তোমরা বি.কে.-রা জানো যে, আত্মারা অ্যাক্টিং করে। আত্মাই মানুষকে যেমন ইচ্ছা তেমন নাচায়। যেমন মানুষেরা বাঁদর নাচায়। আত্মা শরীরকে নাচায়, অ্যাক্টিং করায় - এই ভাবেই আত্মা তার কর্ম-কর্তব্যের পাট করে। একথা তো খুব সহজেই বোঝা যায়। অসীম জগতের বাবাও তেমনি আসেন ওঁনার কর্ম-কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে। এমনটা নয় যে তিনি আসবেন না। তাই তো 'শিব-জয়ন্তী' উৎসব পালন করা হয়। বাবা তখনই আসেন, যখন দুনিয়ার পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে। ভক্তি-মার্গে লোকেরা কৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণ আসবেই বা কি প্রকারে? কলিযুগ কিম্বা সপ্তমে কৃষ্ণের সেই রূপ এই চর্ম-চক্ষু দ্বারা তো আর দেখা যাবে না। তবে তাকে ভগবান বলবো কিভাবে? কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। তার যেমন বাবা থাকে, তেমনি টিচারও থাকে, কিন্তু গুরুর প্রয়োজন পড়ে না ওনার, যেহেতু উনি সদগতি পেয়ে থাকেন। সদগতির অর্থ স্বর্গ-রাজ্য। অর্থাৎ যেখানে হিসেব-নিকেশ একদম ক্লিয়ার থাকে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো মনুষ্য সর্বাধিক ৮৪-জন্ম পায়। তোমরা সেই হিসাব বোঝাতেও পারো কারা কত জন্ম পেতে পারে। দৈবী-ঘরাণার যারা তারাই আসবে সর্বাগ্রে। প্রথম ধাপে তাদেরই জন্ম হয়। তারপর একের পর এক তার পিছনেই আসতে থাকে। এসবের জ্ঞান তো আছেই তোমাদের। অবশ্য তোমাদের মধ্যেও কেউ খুব ভালভাবে বোঝো, কেউ বা...! যেমন জাগতিক পড়াশোনাতেও হয়ে থাকে। যদিও এই জ্ঞানের পাঠ খুবই সহজ। কিন্তু এই পাঠে এক গুপ্ত সমস্যা হলো, যখনই তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে বসো, মায়া সেখানেই তোমাদের জন্য বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আর এটাই মায়া-রাবণের হিংসার কারণ। তোমরা রামকে স্মরণ করলেই রাবণের হিংসা হয়। আর তা এই কারণেই যে, রাবণ রাজত্বের ক্রীতদাস হয়েও রামকে কেন স্মরণ করবে? যদিও এ সবই অবিনাশী ড্রামার চিত্রনাট্যে চিত্রিত হয়ে আছে বহু পূর্বেই। তা কোনও নতুন ঘটনা নয়।

কল্প-পূর্বে যার যেমন রোল ছিলো, এখনও সে তেমনটাই করবে। এই যে এখন তোমরা যেমন পুরুষার্থ করছো, কল্প-পূর্বেও তেমনটাই করেছিলো। আবারও তেমনই করছো। ড্রামার পটচিত্র এভাবেই ঘুরতে থাকে। যা কখনই বন্ধ থাকে না। যেমন ঘড়ির কাঁটা টিক্-টিক্ করে ঘুরতেই থাকে। এই ৫-হাজার বছরের ড্রামাকেই বাবা বোঝাচ্ছেন। অঙ্গুণী শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রগুলিতে কত উল্টোপাল্টা সব লিখে রেখেছে। বাবা কিন্তু একথা কখনই বলেন না যে, ভক্তিকে ত্যাগ করো। কারণ কেউ যদি জ্ঞানের পথে চলতে না পারে, তবে তার জ্ঞান-মার্গও গেলো-আবার ভক্তি-মার্গও গেলো। অর্থাৎ একুল-ওকুল দু-কুলই গেলো। তার জীবনটাই তখন বেকার হয়ে যায়। তাই তো এমন লোকও দেখা যায়, সে ভক্তি বা এমন ধারার কোনও কিছুতেই নেই। এভাবেই জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। কেউ বা আবার বলে-ভগবানই নানা রূপ ধারণ করে আসে। বাবা বলেন- আরে, এ যে অসীম-বেহদের অবিনাশী অনাদি ড্রামা, যার রচনা সেই অনাদি-অনন্ত কালে। যা বারবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। তাই এই ড্রামাকে বলা হয় 'অনাদি অবিনাশী ওয়ার্ল্ড ড্রামা'! বাচ্চারা, এসব কেবল তোমরা বি.কে.-রাই বুঝতে পারবে। কুমারীরা যা খুব সহজে বুঝতে পারে। আর মাতারা সিঁড়ি বেয়ে যতটা

নেমে গেছে, ততটা আগে উঠতে হবে। কুমারীদের কোনও বন্ধন থাকে না। তাই নিশ্চিত হয়ে বাবার একান্ত আপন হতে পারে। তোমাদের লৌকিক সম্বন্ধগুলিকে ভুলে গিয়ে পারলৌকিক সম্বন্ধে যুক্ত হতে হবে। কলিযুগ তো দুর্গতির যুগ। ড্রামা অনুসারে কেবল অধোগতি আর পতন।

ভারতবাসীরা বলে যে, দুনিয়াতে যা কিছুই আছে সবই ঈশ্বরের দান। ঈশ্বরই সবকিছুর মালিক। তবে প্রকৃত অর্থে তুমি কে? আসলে তোমরা হলে আত্মা। অর্থাৎ যা কিছু, সবই পরমাত্মার বা ঈশ্বরের। এমনকি এই দেহ ইত্যাদি যা কিছু তাও। সবকিছু তো পরমাত্মারই দান। একথা অবশ্য ঠিকই বলে। বলার বেলায় বলে, সবকিছুই ঈশ্বরের দান। আত্মা, তবে ওনার দেওয়া জিনিষের উপর অন্যায় ভাবে অধিকার করা কি উচিত? কিন্তু তাতেও বুঝ মানে না লোকেরা। উল্টে তারা চলে রাবণের মত অনুসারে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা তোমরা হলে ট্রাষ্টি। কিন্তু রাবণ সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে তোমাদের সেই ট্রাষ্টি ভাব নিজেদেরকেই ধোকা দিচ্ছে। মুখে বলো এক কথা, কিন্তু কাজের বেলায় অন্য। বাবা যা কিছু দিয়েছেন, তা যদি উনি নিয়ে নেন, সেক্ষেত্রে দুঃখ হবার কোনও কারণ তো নাই। এইসব বিষয়ের উপর মমত্ব মেটানোর জন্যই বাবা ওঁনার একান্ত আপন বি.কে.-দের তা বোঝাচ্ছেন। বাবা তো এখন এসেছেন। তোমরাই তো কতভাবে বাবাকে ডেকেছো, বাবা আমাদেরকে তোমার সাথে নিয়ে চলো। রাবণের এই রাজ্যে আমরা যে বড়ই দুঃখী। তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। যেহেতু একথা তোমরা জানো যে, পবিত্র হতে না পারলে আপন ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। তাই - "আমাদের নিয়ে চলো বাবা"। কিন্তু কোথায়? - আপন ঘরে নিয়ে চলো। সবাই আপন ঘরে ফিরতে চায়। যেমন কৃষ্ণের ভক্তরা তারা তাদের কৃষ্ণপূরী বৈকুণ্ঠে যেতে চায়। তাই সর্বদা তাদের মনে কেবল সত্যযুগই স্মরণে থাকে। এটা খুবই ভাল। মানুষ মরলে তো আর স্বর্গে যায় না। স্বর্গ-রাজ্য তো সত্যযুগের। আর নরক-রাজ্য কলিযুগে। তাই এখন কারও পুনর্জন্ম হলে তা তো নরকেই হবে। বর্তমানের এই যুগটা তো আর সত্যযুগ নয়। এটাই হলো ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড - সত্যি কি আশ্চর্যের। লোকেরাই তা বলে, বোঝেও, তবুও যখন কেউ মারা যায় তার পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-স্বজন তখন কিন্তু তা বোঝে না। একমাত্র এই বাবার কাছেই মনুষ্যের ৮৪-জন্মের সেই চক্রের জ্ঞান আছে, যা তিনি জানাচ্ছেন। তোমরা যে নিজেদেরকে দেহ ভাবে রাখো, তা খুবই ভুল পদ্ধতি। তাই বাবা বারবার বলেন- "দেহী-অভিমানী হও।" কৃষ্ণ কিন্তু 'দেহী-অভিমানী' বা এমন কিছু হতে বলে না। যেহেতু কৃষ্ণের নিজের দেহ আছে। কিন্তু (নিরাকার) শিববাবার নিজের কোনও দেহ নেই। বর্তমানে ব্রহ্মাবাবার রথে (শরীরে) অবস্থান করছেন উনি। এই একই রথ যেমন ব্রহ্মাবাবার তেমনি আবার শিববাবারও। দুজনের আত্মাই একই রথে। বাবা এই শরীর লোন (ভাড়া) নিয়েছেন। বাবা নিজেই তা বলেন- "এনার শরীরকেই আমি আধার বানাই, যেহেতু আমার নিজের কোনও দেহ নাই। আর এমনটা না হলে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পার্শ্ব পড়াবোই বা কি প্রকারে।" বাবা বসে বসে রোজই এই প্রয়াস চালিয়ে যান, বাচ্চারা নিজেদেরকে যেন কেবল আত্মা-স্বরূপে ভেবে বাবাকেও যেন আত্মা-স্বরূপেই দেখে। শরীরের ভাবকেই যেন ভুলে যাও। আমিও যেমন তোমাদেরকে আত্মা হিসাবে দেখবো, তোমরাও তেমনি আমাকে আত্মা হিসাবেই দেখবে। এই পদ্ধতিতে যতই বাবাকে দেখতে থাকবে, ততই পবিত্র হতে থাকবে। পবিত্র হওয়ার জন্য এছাড়া আর অন্য কোনও উপায়ও নেই। আর যদি অন্য কোনও পদ্ধতি জানা থাকে তো বলো, যার দ্বারা আত্মা পবিত্র হতে পারে? আত্মা তো আর গঙ্গাজলের দ্বারা পবিত্র হতে পারবে না।

প্রথমেই বাবার পরিচয় জানাতে হবে। ইনি এমন বাবা, যা দ্বিতীয়টি আর হয় না। লোকেদের মনের নাড়ীর ধরণ আন্দাজ করে এমন ভাবে বোঝাও, যেন তারা বিস্ময় হয়ে শুনতে থাকে! তারা যেন বুঝতে পারে জগতের একমাত্র সত্য যিনি তিনি পরমাত্মা। বাচ্চারা, এবার বাবা তোমাদেরকে ওনার নিজের পরিচয় জানাচ্ছেন - "প্রকৃত অর্থে আমি কে ? -তা তো তোমাদের জানা আছে। এই বিশ্ব-নাটকের ইতিহাসও রিপোর্ট হয়। যারা এই কুলের তারা অবশ্যই আসবে এই পরিবারে। অন্যেরা যে যার নিজের নিজের ধর্ম অনুসারে সেইসব পরিবারে যাবে। আর যারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছিলো তারা সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় নিজের নিজের ধারায় যুক্ত হবে। তা বোঝার সুবিধার্থে নিরাকারী কল্পবৃক্ষের ছবি বানিয়ে তাতে দেখানো হয়েছে। এসব কেবল বি.কে.-রাই বুঝতে পারে, অন্যদের মধ্যে দু-একজনই তা বুঝতে পারবে। যেমন ৭-৮ জনের মধ্যে এক বা দুইজনই এমন হবে, যারা ভাববে সত্যি এই জ্ঞান তো খুবই সুন্দর। আর এই পরিবারের যে হবে, তার মনে সন্দেহের ঝড়-তুফান কম বইবে। মনে আগ্রহ জাগবে, ভাববে যাই আবার গিয়ে সেই জ্ঞানের কথা শুনি। কেউ কেউ আবার সঙ্গদোষের কারণে আসা বন্ধ করে দেয়। কোথাও কোনও পার্টি-জলসা হচ্ছে দেখলে, সেখানে গিয়েই আটকে পড়ে। আর তা দেখার জন্য কতই না ছড়োছড়ি। তারপরে আবার নিজেরাই বলে- আমরা ভুল করে ফেলেছি। -একথা বারে বারেই ভুলে যাও প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা, শরীর নয়। বাবা বিলক্ষণ জানেন বাচ্চারা কাম-বিকারের চিতায় বসতে বসতে এমন কালো হয়ে গেছে। কবর যে তৈরি হয়েই আছে, তাই তো তোমরা এমন কালো হচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্যেই বাবা বলেন-আমার বাচ্চারা সব জ্বলে-পুড়ে থাক্ হয়ে গেছে। এসব হলো অসীম-বেহদের কথা। বাবার ঘরে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে পৌঁছবার জন্য কত কোটি-কোটি আত্মারা রয়েছে। আসলে তারা ব্রহ্মলোকের বাসিন্দা। আর এই অসীম-বেহদের বাবা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের জন্য। চাইলে তোমরাও সেই অসীম-বেহদে যেতে পারো। তোমরা তো জানো, নতুন দুনিয়া স্থাপনার পর বাবা আবার চলে যাবেন, তারপর তোমরা সেখানে নিজেদের রাজস্ব স্থাপন করবে। আর অন্য আত্মারা চলে যাবে শান্তিধামে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত! আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রাবণ তোমাদের প্রতি অর্থাৎ অ্যাক্টরদের প্রতি যতই ঈর্ষা করুক, বিঘ্নের সৃষ্টি করুক, যত প্রকারের ঝড়-ঝঞ্ঝা তুফানের সৃষ্টি করুক না কেন, তাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের পুরুষার্থের প্রতি তৎপর হতে হবে। প্রত্যেক অ্যাক্টরেরই যার যার নিজের নিজের পার্ট রয়েছে ড্রামা অনুসারে। এই অনাদি ড্রামা যে পূর্ব-নির্ধারিত।

২) রাবণের মতে চলে ঈশ্বরের অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে না। সবকিছু থেকে আসক্তি ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- মন্দের মধ্যেও ভালোকে অনুভব করে নিশ্চয়বুদ্ধি বেকিকির বাদশাহ হও

স্পষ্টীকরণ : সর্বদা এই স্লোগান যেন স্মরণে থাকে যে, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে, যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে, আগামীতে যা হতে চলেছে - তা ভালোই হবে। মন্দকে মন্দ হিসাবে দেখো না। কিন্তু মন্দের মধ্যেও ভালোকে অনুভব করে, সেই মন্দ থেকে নিজের শিক্ষা নাও। যে কোনও পরিস্থিতিতে "কি হবে" -এই সংকল্প যেন না আসে। বরঞ্চ তইক্ষণঃ এমনটা ভাববে- "যা হবে ভালোই হবে।" অতীতে যা হয়েছে, ভালই হয়েছে। সর্বদাই এমন ভালোর ভাবনা যার, সে সदा বেফিকির বাদশাহ। নিশ্চয়বুদ্ধির অর্থই হলো বেফিকির বাদশাহ।

স্লোগান :- যে নিজেকে এবং অপরকে যথায়ুক্ত সম্মান দেয় - তারই রেকর্ড সदा উত্তম থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কর্মাজীত হতে হবে পরমধাম ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে, সেই জন্য ভিতরে ভিতরে কোনো ক্লে (ত্রুটি) থাকতে নেই, নিজেকে নিরীক্ষণ করে দুর্বলতা গুলি দূর করতে থাকো"

প্রশ্ন :- কোন্ অবস্থাকে স্থির করাতে গেলে পরিশ্রম করতে হয় ? এর পুরুষার্থ কি?

উত্তর :- এই চোখের দ্বারা দেখার মতো কোন জিনিসই যেন সামনে না আসে। দেখেও দেখো না। দেহতে থেকে দেহী-অভিমানী থাকো। এই অবস্থাতে স্থিত হতে টাইম লাগে। বুদ্ধিতে বাবা আর পরমধাম গৃহ ছাড়া কোনো বস্তু যেন স্মরণে না আসে, এর জন্য অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হয়। নিজের চার্ট রাখতে হয়।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী বাচ্চারা এটা তো জানে যে আমরা নিজেদের দৈবী রাজধানী স্থাপন করছি, এতে রাজাও আছে আবার প্রজাও আছে। পুরুষার্থ তো সবাই করে, যারা বেশী পুরুষার্থ করে, তারা বেশী প্রাইজ নেয়। এটা তো হলো একটা কমন কায়দা। এটা কোনো নতুন কথা না। একে দৈবী বাগান বলা বা রাজধানী বলা। এখন এটা হলো কলিযুগী বাগিচা অথবা কাঁটার জঙ্গল। ওর মধ্যেও কোনটা অনেক ফল দেওয়ার মতো বৃক্ষ হয়, কোনটা বা কম ফল দেওয়ার মতো হয়। কোনটা স্বল্প রস যুক্ত আম হয়, কোনটা বা অন্যরকম। ফুল-ফলের এরকম বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ হয়। বাচ্চারা, ঐরকম তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসার হয়। কেউ খুব ভালো ফল দেয়, কেউ সামান্য ফল দেয়। বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ হয়। এটা হলো ফল দিতে সক্ষম- এমন বাগান। পূর্ব কল্পের মতোই এই দৈবী বৃক্ষের স্থাপনার কাজ চলছে অথবা ফুলের বাগানের স্থাপনা হচ্ছে। ধীরে ধীরে সুগন্ধিত মধুরও হয়ে উঠছে- নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। সব তো ভ্যারাইটি। বাবার কাছেও আসে, বাবার মুখ দেখতে। এটা তো অবশ্যই বুঝতে পারো যে বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক করে তুলছেন। বাচ্চারা অবশ্যই এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত। অসীম জগতের পিতা আমাদের অসীম জগতের মালিক করে তুলছেন। মালিক হওয়ার জন্য খুশীও অনেক হয়। জাগতিক মালিকানায় দুঃখ আছে, এই খেলাই সুখ আর দুঃখের সাথে তৈরী হয়ে আছে আর এটা ভারতবাসীদেরই জন্য। বাচ্চাদেরকে বাবা বলেন প্রথমে তো নিজের বাড়ী সামলাও। ধনী বা বাড়ীর মালিকের তো বাড়ীর উপর নজর থাকে। তবে বাবাও বসে একেক জন বাচ্চাকে দেখতে থাকেন যে, তার মধ্যে কি কি গুণ আছে আর কি কি অবগুণ আছে ? বাচ্চারা নিজেরাও জানে। বাবা যদি বলেন যে বাচ্চারা, তোমরা সবাই নিজেদের ত্রুটি কি তা নিজেরাই লিখে নিয়ে আসো তো শীঘ্রই লিখতে পারবে। আমি নিজের মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে বলে মনে করছি? কোনো না কোনো ত্রুটি তো অবশ্যই আছে। কেউই তো এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। হ্যাঁ, হতে হবে-অবশ্যই। প্রতি কল্পে যে হয়েছে এতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এই সময় ত্রুটি আছে। আর সে সব বাবাকে বললে তিনিই এই প্রসঙ্গে (ত্রুটিমুক্ত হতে) বোঝাবেন। এই সময় অনেক ত্রুটি আছে। মুখ্য ত্রুটি গুলি হয়ই দেহ-অভিমানের কারণে। আবার সেটা অনেক হয়রান করে। স্থিতিকে এগোতে দেয় না, সেই জন্য এখন সম্পূর্ণ ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। এই শরীরও এখন ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে। দৈবী গুণও এখানেই ধারণ করে যেতে হবে। কর্মাজীত অবস্থায় যাওয়ার অর্থও তো বাবা বোঝাচ্ছেন। কর্মাজীত হয়ে গৃহে ফিরে যেতে গেলে কোনো ত্রুটিই (ক্লে)যেন না থাকে, কারণ তোমরা তো হীরেতে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের মধ্যে কি কি ক্লো (খাদ) আছে! এটা তো প্রত্যেকেই জানে, কারণ তোমরা হলে চৈতন্য। হীরের মতো জড় পদার্থে ক্লো হলে সে কি আর বের করা যায়! তোমরা হলে চৈতন্য, তোমরা এই ক্রটি (ক্লো) থেকে মুক্ত হতে পারো। তোমরা কড়ির থেকে হীরের মতো হয়ে ওঠো। তোমরা নিজেদের ভালো ভাবেই জানো। সার্জন প্রশ্ন করছেন তোমার এমন কোন ক্রটি আছে যা তোমাকে আটকে দিচ্ছে, সামনে এগোতে দিচ্ছে না? ক্রটি গুলি তো শেষে তৈরী হয়। এসব এখন সরিয়ে দিতে হবে। যদি ক্রটি মুক্ত না হয় তবে হীরের ভ্যালু কম হয়ে যায়। ইনিও এক খুব চতুর জহরি। সারাটি জীবন এই চোখে শুধু হীরেই দেখেছেন। এরকম মণিকার(জহরি) কেউই নেই, যার কি না এতো হীরে পরীক্ষা করার কৌতুহল আছে। তোমরাও হীরেতে পরিণত হচ্ছো। জানো যে কোন না কোনো ক্রটি অবশ্যই আছে। সম্পূর্ণ তৈরী হও নি। চৈতন্য হওয়ার কারণে তোমরা পুরুষার্থ দ্বারা ক্রটি (ক্লো) সমাপ্ত করে দিতে পারো। হীরের মতো তো অবশ্যই হতে হবে, আর তখনই হবে যখন সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করবে।

বাবা বলেন তোমাদের স্থিতি এরকম অবিচল হোক, যে শরীর ছাড়ার সময় শেষে কিছুই যেন স্মরণে না আসে। এটা তো ক্লীয়ার আছে। বন্ধু-স্বজন ইত্যাদি সবাই কে ভুলতে হবে। সম্বন্ধ রাখতে হবে এক বাবার সাথেই। এখন তোমরা হীরে তৈরী হচ্ছো। এটা রত্ন-সামগ্রীর দোকান। তোমরা প্রত্যেকে হলে একজন মণিকার। এই কথা দ্বিতীয় আর কেউ জানে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো- প্রত্যেকের হৃদয়ে আছে, আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি- পুরুষার্থ অনুসারে। যে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করেছেন, সে অবশ্যই পুরুষার্থ করেছে। সে তো তোমাদের মধ্যেই কেউ। বাচ্চারা, তোমাদেরই এতো পুরুষার্থ করতে হবে, সেইজন্য বাবা প্রত্যেক বাচ্চাদের দেখতে থাকেন। যেরকম অনেক ফুল দেখা হয়- এটা কেমন সুগন্ধি ফুল! ওটা কেমন! এছাড়া এদের মধ্যে কি খুঁত(ক্লো) আছে? কারণ তোমরা হলে চৈতন্য। চৈতন্য হীরে জানতে পারে তো-আমাদের মধ্যে কি কি ক্রটি আছে, যা কি না বাবার সাথে আমাদের বুদ্ধি যোগ ভঙ্গ করে কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়ায়। বাবা তো বলেন বাচ্চারা একমাত্র আমাকেই (মামেকম্) স্মরণ করো। দ্বিতীয় কোনো স্মরণ যেন না আসে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যারা তৈরী হয়ে সার্ভিস করার জন্য বেরিয়ে ছিল, তাদের দ্বারা ভাঙি তৈরী হয়েছিল। দেখা যায় যারা পুরোনো তারা ভালো সার্ভিস করছে। কিছু নতুনদের মধ্যে এড হতে থাকে। পুরোনোদের ভাঙি হতো। যদিও পুরোনো কিন্তু তাও ক্রটি অবশ্যই আছে। প্রত্যেকেই নিজের মন থেকে বুঝতে পারে যে বাবা যে অবস্থা তৈরী করার কথা বলছেন সেটা এখনও তৈরী হয়নি। এইম অবজেক্ট তো বাবা বোঝাচ্ছেন। সব থেকে বেশী খাদ হলো দেহ-অভিমানের, তখনই দেহের প্রতি বুদ্ধি চলে যায়। দেহতে থেকেও দেহী-অভিমानी হতে হবে। এই চোখ দিয়ে দেখার মতো কোনো জিনিসই যেন সামনে না আসে, এরকম স্থিতি গড়ে তুলতে হবে। আমাদের বুদ্ধিতে এক বাবা আর শান্তিধাম ব্যাভীত কোন বস্তুই যেন স্মরণে না আসে। কিছুই সাথে নিয়ে যাবে না। সর্বপ্রথম আমরা নতুন সম্বন্ধে আসি। এখন হলো পুরোনো সম্বন্ধ। পুরোনো সম্বন্ধের এতোটুকুও যেন স্মরণে না আসে। মহিমাও আছে অলিম কালে যে নারীকে স্মরণ করে (পরের জন্মে তবে বেশী হতে হবে)... এটা এখনকার কথা। গান কলিযুগী মানুষেরা বানিয়েছে। কিন্তু বুঝতে তো আর পারেনি। আসল কথা বাবা বোঝাচ্ছেন- এক বাবা ব্যাভীত আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। এক বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপ খন্ডন হয়ে যাবে আর পবিত্র হীরে হবে। কোনো কোনো পাথর তো খুবই ভ্যালুয়েবল হয়। মণিকও ভ্যালুয়েবল হয়। বাবা নিজের থেকেও বাচ্চাদের ভ্যালু উঁচু করতে থাকেন। নিজেকে নিরীক্ষণ করতে হয়, বাবা বলেন অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে দেখো-

আমাদের মধ্যে কি ক্রটি আছে? কতোটা দেহ-অভিমান আছে? পুরুষার্থের জন্য বাবা বিভিন্ন যুক্তি সমূহ বোঝাতে থাকেন। যতটা হয় একের স্মরণে থাকে। যতো প্রিয়ই হোক, সুন্দর বাচ্চারা খুব লাভলী হোক, তাও যেন কারোর স্মরণ না আসে। এখানকার কোন জিনিসই যেন স্মরণে না আসে। কোনো কোনো বাচ্চাদের খুব মোহো থাকে। বাবা বলেন তাদের সবার প্রতি মমত্ববোধ সরিয়ে দিয়ে একের স্মরণে থাকে। এক লাভলী বাবার সাথেই যোগ রাখতে হবে। তাঁর থেকে সব কিছু পাওয়া যায়। যোগের দ্বারাই তোমরা ভালোবাসার যোগ্য(লাভলী) হও। লাভলী আত্মা হয়ে ওঠে। বাবা তো হলেন মনোহর (লাভলী) বিশুদ্ধ(পিওর)। আত্মাকে লাভলী পিওর তৈরী করার জন্য বাবা বলেন- বাচ্চারা, যতো আমাকে স্মরণ করবে তোমরা অপরিসীম লাভলী হয়ে উঠবে। তোমরা এতো লাভলী হয়ে ওঠো যে তোমাদের অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের কে এখনও পূজা করা হয়। খুব লাভলী হও না! অর্ধ কল্প তোমরা রাজ্য করো আর তারপর অর্ধ-কল্প তোমারই পূজ্য হও। তোমরা নিজেরাই পূজারী হয়ে নিজের চিত্রকে পূজা করো। তোমরা সব থেকে লাভলী হবে, কিন্তু যখন লাভলী বাবা কে ভালো করে স্মরণ করবে, তখনই লাভলী হবে। এক বাবা ব্যাভীত আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। তবে নিজেকে নিরীক্ষণ করো যে বাবাকে অনেক ভালোবাসার সাথে স্মরণ করছি তো? বাবার স্মরণে প্রেমের অশ্রু এসে যায়। বাবা, আমার তো আপনি ব্যাভীত দ্বিতীয় কেউ নেই। আর কাউকে স্মরণে আসে না, মায়ার ঝড় যেন না আসে। ঝড় তো অনেক আসে। নিজের উপর অনেক নিরীক্ষণ করতে হবে। আমাদের প্রেম (লভ) বাবা ব্যাভীত আর কোনো দিকে যাচ্ছে না তো? যতই অনেক সুন্দর জিনিস হোক, তাও এক বাবাকেই স্মরণে আসে। তোমরা সকলে একজন প্রিয়তমর প্রিয়তমা হয়ে ওঠ। প্রিয়তম-প্রিয়তমা যারা হবে, একবার একে অপরকে দেখলো তো, ব্যাস! বিবাহ ইত্যাদি করে না, পৃথক থাকে। কিন্তু একে অপরের স্মরণ বুদ্ধিতে রাখে। এখন তোমরা জানো আমরা সবাই একজন প্রিয়তমরই প্রিয়তমা। সেই প্রিয়তমকে তোমরা ভক্তি মার্গেও অনেক স্মরণ করতে। এখানেও তোমাদের খুবই স্মরণ করতে হবে, যখন তিনি সম্মুখে আছেন। বাবা বলেন একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো তো তোমাদের জীবন তরণী পার হয়ে যাবে, এতে কোনো সংশয় নেই। ভগবানের সাথে মিলনের জন্য সবাই ভক্তি করে।

এখানে কোনো কোনো বাচ্চারা তো দধিচীর মতো সার্ভিস করে। সার্ভিসের জন্য যেন একদম ফুটতে থাকে। খুবই পরিশ্রম করে। তোমরা এটাও জানো যে বড় মানুষেরা এতো বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু তোমাদের পরিশ্রম কখনো ব্যর্থ হয় না। কেউ বুঝে নিয়ে যোগ্য হয়ে ওঠে, তবে বাবার সম্মুখে আসে। তোমরা মনে করো এ লামেক হলো কি না। তাদের দৃষ্টি তো তোমাদের মতো বাচ্চাদের সাথে মিলে যায়, বাচ্চারা, সুসজ্জিত তো তোমরাই করেছ। যারাই এখানে এসেছে, তাদের সকলকে তোমরা এই বাচ্চারা সুসজ্জিত করেছ। বাবা তোমাদের করিয়েছেন। যাতে নিজের থেকেও অপরকে ভালো করতে পারা যায়। সবার তো নিজের নিজের ভাগ্য না! কেউ কেউ বোঝার লোক, যারা বোঝাচ্ছে তাদের থেকেও তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। মনে করে এর থেকেও আমি ভালো বোঝাতে পারি। বোঝানোর নেশা উঠে গেলে তো সেটা আবার বের হয়ে যায়। বাপ-দাদা দুজনেরই হৃদয়ে আসীন হন। অনেক নতুন নতুন আছে, যারা পুরোনোদের থেকেও তীক্ষ্ণ। কাঁটা থেকে ভালো ফুল হয়ে পড়ে আছে। সেইজন্য বাবা একেক জনকে বসে দেখছেন- এদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে ? এই দুর্বলতা এদের থেকে যদি সরে যায় খুব ভালো সার্ভিস করবে। বাবা যে বাগানের মালিক। মন চায়- উঠে গিয়ে পিছনে গিয়ে দেখি কারণ পিছনে গিয়েও অনেকে বসে। ভালো ভালো মহারথীদের তো সামনে বসা উচিত। এতে কারোর মর্মান্বিত হওয়ার ব্যাপারই নেই। যদি মর্মান্বিত হয় বা মুখ

গোমড়া করে তো নিজের ভাগ্যের প্রতি মুখ গোমড়া করবে। সামনে ফুলেদের দেখতে থাকায় অপার খুশী হতে থাকে। এ খুবই ভালো, এর মধ্যে অল্পবিস্তর ডিফেক্ট আছে। এ খুব ভালো পরিচ্ছন্ন। এর ভিতরে কোনো মরচে জমে পড়ে আছে। তো সেই সমস্ত নোংরা বের করে দিতে হবে। বাবার মতো প্রেম কেউ করে না। স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি লভ থাকে যে। কিন্তু তার স্বামী তাকে অতো ভালোবাসে না, সে দ্বিতীয়-তৃতীয় স্ত্রী করে নেয়। স্ত্রীর স্বামী গেল তো, ব্যাস-হায় হসেন, হায় হসেন (বুক চাপড়াতে) করতে থাকে। পুরুষের তো যেন এক জুতো গেল তো আর একটা নিয়ে এলো। শরীরকে জুতো বলে। শিববাবারও তো লং বুট। বাচ্চারা, তোমরা এখন মনে করো আমরা বাবাকে স্মরণ করবো, ফার্স্টক্লাস হবো। কেউ কেউ ফ্যাশানেবেল হয় তো জুতো জোড়াও ৪-৫ টা থাকে। নইলে তো আত্মার জুতো এক। পায়ের জুতোও এক জোড়াই হওয়া চাই। কিন্তু ফ্যাশন হয়ে গেছে।

তোমরা এখন মনে করো বাবার থেকে আমরা কোন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আমরা ঐ প্যারাডাইসের মালিক হতে চলেছি। হেভেনকে বলা হয় ওয়াল্ডার অফ ওয়াল্ড। অবশ্যই হেভেনলী গড ফাদারই হেভেন স্থাপনা করবে। এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি শ্রীমতের আধারে নিজেদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছো। এখানে তো কতো বড় বড় মহল তৈরী করে। এই সব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা সেখানে কি করবে! হৃদয়ে আসা দরকার, এখানে তো আমাদের কাছে কিছুই নেই। তেমন যদিও বা বাইরে ঘর- গৃহস্থে থাকে- এটাও বোঝে, সব কিছু বাবার, আমাদের কাছে তো কিছু নেই, আমরা হলাম ট্রাস্টি। ট্রাস্টি নিজের কাছে কিছুই রাখে না। বাবা-ই হলেন মালিক। এই সব কিছু বাবার। গৃহে থেকেও ঐরকমই মনে করো। বিত্তশালীদের বুদ্ধিতে এই ব্যাপারটা আসে না। বাবা বলেন ট্রাস্টি হয়ে থাকো। যা কিছুই করো না কেন বাবার ইশারা দিতে থাকো। লেখে যে বাবা বাড়ী তৈরী করব? বাবা বলেন যদি বানাও, ট্রাস্টি হয়ে থাকো। বাবা বসে আছেন যে। বাবা গেলে তো সবাই এক সাথে আপন গৃহে যাবে। আবার তোমরা চলে যাবে নিজেদের রাজধানীতে। আমাকে আবার প্রতি কল্পে আসতে হবে পবিত্র করতে। নিজের সময় অনুযায়ী আসি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সব কিছুর থেকে মমত্ব সরিয়ে এক লাভলী বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে নিজের দুর্বলতাকে নিরীক্ষণ করে সরিয়ে দিতে হবে।

ভ্যালুয়েবেল হীরে হতে হবে।

২) যেসকল বাবা আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সুসজ্জিত করেছেন, সেসকলকে সুসজ্জিত করতে হবে। কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সেবাতে নিযুক্ত হতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- সর্বদা একের স্নেহে লীন হয়ে এক বাবাকে আশ্রয়কারী সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব যে বাচ্চারা এক বাবার স্নেহে লীন হয়ে থাকে তারা সকল প্রাপ্তিতে সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট থাকে। তাদের বুদ্ধিতে কোনো প্রকারেরই অবলম্বন আকৃষ্ট করতে পারে না। তাদের সহজেই এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এই অনুভূতি হতে থাকে। তাদের সংসার এক বাবা-ই, এক বাবার দ্বারাই সর্ব সম্বন্ধের রস

অনুভব করা যায়। তাদের জন্য সর্ব প্রাপ্তির আধার হলো এক বাবা, না কোনো বৈভব- না কোনো সুযোগ সুবিধার উপকরণ - সেইজন্য তারা সহজেই আকর্ষণ মুক্ত হয়ে যায়।

শ্লোগান :- নিজেকে নিমিত্ত মনে করে সর্বদা ডবল লাইট থাকলে খুশীর অনুভূতি হতে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা কখনও বিদ্রূপ স্বরূপ হবে না, অন্তরে কোনও খামতি থাকলে তা বের করে দাও, এই সময়টি হল প্রকৃত হীরা হওয়ার সময়"

প্রশ্ন :- কোন্ বিষয়ে ডিফেক্ট এলেই আত্মার ভ্যালু কম হতে থাকে ?

উত্তর :- প্রথম ডিফেক্ট হল অপবিত্রতার। আত্মা যখন পবিত্র থাকে তখন তার ভ্যালু বেশি থাকে। আত্মা হল অমূল্য রতন, নমন যোগ্য । অপবিত্রতার একটুখানি ডিফেক্টও ভ্যালু কম করে দেয়। এখন তোমাদের বাবার মতন এভার পিওর হীরা হতে হবে। বাবা এসেছেন তোমাদের নিজের মতন পবিত্র করতে। পবিত্র বাচ্চাদেরই একমাত্র বাবা স্মরণে আসবে। বাবার সঙ্গে অখন্ড ভালোবাসা থাকবে। কাউকে কখনও দুঃখ দেবে না। তারা খুব মিষ্টি হবে ।

ওম্ শান্তি । ডবল ওম্ শান্তিও বলা যায়। বাচ্চারাও জানে এবং বাপদাদাও জানেন। ওম্ শান্তির অর্থ হল আমি আত্মা হলাম শান্ত স্বরূপ। এবং সঠিকভাবে শান্তির সাগর, সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর পিতার সন্তান। সর্বপ্রথম হল পবিত্রতার সাগর। পবিত্র হতেই মানুষের কষ্ট হয়। এবং পবিত্র হওয়ার অনেক গ্রেড রয়েছে। প্রতিটি বাচ্চা বুঝতে পারে, এইভাবে গ্রেড বাড়তে থাকে। এখন আমরা সম্পূর্ণ হইনি। কোথাও কোথাও কারো কারো মধ্যে কিছু কিছু ডিফেক্ট আছেই। কারো বেশী, কারো কম ডিফেক্ট থাকে। বিভিন্ন রকমের হীরা থাকে। তাকে আবার ম্যাগনিফাই গ্লাস দিয়ে দেখা হয়। অতএব যেমন বাবার আত্মাকে বুঝে নেওয়া হয়, তেমনই আত্মা রূপী বাচ্চাদেরও বুঝতে হয়। এরা রত্ন কিনা। রত্নরাজি হল নমনযোগ্য । মুক্তো, পোখরাজ, মাণিক ইত্যাদি সবই নমন যোগ্য, তাই সবরকম ভ্যারাইটি রাখা হয়। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তো আছেই, তাইনা। তারা বুঝতে পারে অসীম জগতের বাবা হলেন অবিনাশী জ্ঞান রত্নের জহরী, তিনি একমাত্র একজন। তাঁকে অবশ্যই জহরী বলা হবে। জ্ঞান রত্ন প্রদান করেন যে, তারপরে রথও (ব্রহ্মাবাবা) হলেন জহরী, তিনিও রত্নের মূল্য জানেন। হীরে জহরত দেখতে হলে খুব ভালো করে ম্যাগনিফাই গ্লাস দিয়ে দেখতে হয়- তাতে কতটা ডিফেক্ট আছে! এটা কোন্ রত্ন ? কতখানি সার্ভিসেবল ? ইচ্ছে হয় রত্ন দেখার। ভালো রত্ন হলে যত্ন সহকারে দেখা হয়। এই রত্নটি খুব ভালো। এই রত্নটি সোনার বাসে রাখা উচিত। পোখরাজ ইত্যাদি সোনার বাসে রাখা হয়, তাই না ! এখানেও এমন যেন অসীম জগতের রত্ন তৈরি হয়। প্রত্যেকে নিজের মনকে জানো - যে আমরা কোন্ ধরনের রত্ন ? আমাদের মধ্যে কোনও ডিফেক্ট নেই তো ? যেমন হীরে জহরত ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হয়, তেমনই প্রত্যেককে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। তোমরা তো হলে চৈতন্য রত্ন। অতএব প্রত্যেককে নিজেকে দেখতে হবে- আমরা কতখানি সবুজ পরী, নীল পরী হয়েছে। যেমন ফুলের মধ্যে কেউ সর্বদা গোলাপ, কেউ গোলাপ, কেউ অন্য কিছু হয়। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। প্রত্যেকে নিজেকে ভালো ভাবেই জানো। নিজেকে সারা দিন দেখো যে কি কি করলাম ? বাবাকে কতখানি স্মরণ করলাম ? এই কথাও বাবা বলে দিয়েছেন যে গৃহস্থ থেকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা নারদকেও বলেন - নিজের চেহারা দেখো। এ হল একটি দৃষ্টান্ত। বাচ্চারা, তোমাদের প্রত্যেককে নিজেদেরকে ভালো ভাবে দেখতে হবে। পরখ করতে হবে, যে পিতার দ্বারা আমরা এমন হীরে তুল্য হই তাঁর সঙ্গে আমাদের কতটুকু ভালোবাসা আছে ? অন্য কোনও দিকে বৃত্তি যায় না তো ? আমার কত খানি দৈবী স্বভাব হয়েছে ? স্বভাব-ই আসলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। প্রত্যেকের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে।

সেই নেত্র দিয়েই নিজের চেকিং করতে হবে। আমি কত খানি বাবার স্মরণে থাকি? আমার স্মরণ বাবার কাছে কতখানি পৌঁছায়? তাঁর স্মরণে শিহরণ অনুভব হওয়া উচিত। কিন্তু বাবা নিজে বলেন মাঝার এমন বিঘ্ন আসে যে খুশীর অনুভূতি হতে দেয় না। বাচ্চারা জানে এখন আমরা সবাই হলাম পুরুষাৰ্থী। রেজাল্ট তো পরে বেরোবে। নিজের চেকিং করতে হবে। স্কো ইত্যাদি তোমরা এখন বের করতে পারো। একেবারে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে। যদি একটুও ডিফেক্ট থাকে তো বুঝবে, আমাদের ভ্যালু কম হবে। তোমরা হলে রত্ন তাইনা। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, এভার পিওর হীরা হওয়া উচিত। পুরুষাৰ্থ করানোর জন্যে বাবা বিভিন্ন ভাবে বোঝাতে থাকেন।

(আজ যোগ চলাকালীন বাপদাদা সন্দলী অর্থাৎ তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে সভার মাঝখানে পরিক্রমা করে এক একটি বাচ্চার সঙ্গে দৃষ্টি মিলন করছিলেন) বাবা আজ কেন উঠলেন ? দেখার জন্যে যে কোন্ কোন্ বাচ্চা সার্ভিসেবল ? কারণ কেউ এখানে কেউ সেখানে বসে থাকে। তাই বাবা উঠে গিয়ে এক একজনকে দেখলেন - কার কি গুণ আছে? এনার কতখানি ভালোবাসা আছে? সব বাচ্চারা সামনে বসে আছে, তো সবাই খুব প্রিয় অনুভূত হয়। কিন্তু এই কথা তো অবশ্যই যে নম্বর অনুযায়ী পুরুষাৰ্থ অনুসারে প্রিয় অনুভূত হবে। বাবা তো জানেন - কার কি কি ডিফেক্ট আছে ? কারণ যে দেহে বাবা প্রবেশ করেছেন, তিনিও নিজের চেকিং করেন। এইখানে দুইজনেই বাপদাদা একত্রে রয়েছেন তাইনা। অতএব যে যত খানি অন্যদের সুখ প্রদান করে, কাউকে দুঃখ দেয় না তারা আড়ালে থাকতে পারবে না। গোলাপ, মুক্তো কখনও লুকিয়ে থাকতে পারে না। বাবা সব কিছু বাচ্চাদের বুঝিয়ে দেন তারপরে বাচ্চাদের বলেন মামেকম স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খাদ বা বিকার বেরিয়ে যাবে। স্মরণ করার সময়ে সারা দিন কি করলে, সেসবও দেখতে হবে। আমার মধ্যে কি অবগুণ আছে যে, বাবার হৃদয়ে স্থান অর্জনের যোগ্য ? যে হৃদয়ে সেই রাজ সিংহাসনে। তাই বাবা উঠে কাছে গিয়ে বাচ্চাদের দেখেন, আমাদের রাজ সিংহাসন বাসী কারা কারা হতে চলেছে ? যখন সময় কাছে আসে, তখন বাচ্চারা চট করে বুঝে যায় - আমরা পাস করব কিনা ? ফেল হওয়ার হলে প্রথম থেকেই বাচ্চারা বুঝে যায় যে আমাদের নম্বর কম হবে। তোমরাও বুঝতে পারো আমরা কত নম্বর পাব । আমরা স্টুডেন্ট, কার স্টুডেন্ট ? ভগবানের। আমরা জানি ভগবান বা শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা পড়ান। তো কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। বাবা আমাদের কত ভালোবাসেন, কত মিষ্টি, কোনও কষ্ট দেন না। শুধু বলেন এই সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করো। বেশি পড়াশোনা নেই। এইম অবজেক্ট সামনে আছে। আমাদের এমন হওয়া উচিত। দৈবী গুণের এইম অবজেক্ট রয়েছে। তোমরা দৈবী গুণ ধারণ করে দেবতা সম পবিত্র হও তবেই মালায় গাঁথা হও। অসীমের পিতা আমাদের পড়ান। খুশী অনুভব হয় কিনা। বাবা নিশ্চয়ই নিজের মতন পিওর নলেজফুল বানাবেন। এর মধ্যে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবই এসে যায়। এখনও কেউ পরিপূর্ণ হয়নি। শেষে পূর্ণ হবে। তার জন্যে পুরুষাৰ্থ করতে হবে। বাবাকে তো সবাই ভালোবাসে। 'বাবা' বললে মনটাই আনন্দে ভরে যায়। বাবার কাছে বিশাল আশীর্বাদী অধিকার অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা ছাড়া অন্য কোনও দিকে মন যেন না যায়। বাবার স্মরণ যেন সব সময় থাকে। বাবা, বাবা, বাবা, খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হয়। রাজার সন্তানের রাজত্বের নেশা তো থাকবে তাইনা। এখন তো রাজাদের মান নেই। যখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল তখন তাদের মান ছিল। সবাই তাদের সেলাম করত ভাইসরয় বাদে। বাকিরা সবাই রাজাকে প্রণাম জানাতো। এখন তাদের কি দুর্গতি হয়েছে। এই কথাও তোমরা জানো যে তারা কেউ এসে রাজ্য পদ নেবে না।

বাবা বুঝিয়েছেন আমি হলাম দীনের নাথ। গরিব দরিদ্র খুব শীঘ্র বাবাকে চিনতে পারে। তারা ভাবে এই সবকিছুই তাঁর। তাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী আমরা সব কিছু করব। তাদের তো নিজস্ব ধন সম্পদের নেশা থাকে তাই তারা এইসব করতে পারেনা সেইজন্যে বাবা বলেন আমি হলাম দীনের নাথ। কিন্তু হ্যাঁ, ধনী মানুষদের আগমন হলে গরিবদের আসা সহজ হয়। তারা দেখবে এত বড় বড় মানুষ এখানে যায়, সেই দেখে তারাও আসবে। কিন্তু গরিবরা খুব ভয় পায়। একদিন তারাও তোমাদের কাছে আসবে। সেই দিনটিও আসবে। তখন তাদের তোমরা যখন বোঝাবে তো তারা খুব খুশী হবে। একদম স্থির হয়ে যাবে। তাদের জন্যে তোমরা বিশেষ সময়ও রাখবে। বাচ্চাদের ইচ্ছে তো হয় আমাদের তো সবার উদ্ধার করতে হবে। তারা পড়াশোনা করে বড় বড় অফিসার হয়ে যায় তাইনা। তোমাদের হল ঈশ্বরীয় মিশন। সবার উদ্ধার করতে হবে তোমাদের। গায়নও আছে – শবরীর মিষ্টি ফল খেয়েছে। বিবেকও বলে দান সর্বদা গরিবদের করা উচিত, ধনীদের নয়। তোমাদের ভবিষ্যতে এইসব করতে হবে। এর জন্যে যোগের বল বা শক্তি চাই, যাতে তারা আকৃষ্ট হয়ে আসে। যোগবল কম হয় দেহ-অভিমানের জন্যে। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো – আমাদের বাবার স্মরণ কতক্ষণ থাকে? অন্য কোথাও মন যায় না তো? এমন অবস্থা চাই, যে কাউকেও দেখে যেন মন চঞ্চল না হয়। বাবার আদেশ হল দেহ-অভিমानी হয়ো না। সবাইকে নিজের ভাই ভাবো। আত্মা জানে আমরা হলাম ভাই-ভাই। দেহের সকল ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। শেষে যদি কিছু স্মরণে আসে তাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। নিজের এমন মজবুত অবস্থা তৈরি করতে হবে এবং সার্ভিসও করতে হবে। অন্তরে বুঝতে হবে – এমন অবস্থা হলে তবে এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হতে পারে। বাবা তো ভালো রীতি বোঝান, অনেক সার্ভিস এখনও বাকি আছে। তোমাদের শক্তি থাকলে তারা আকৃষ্ট হবে। অনেক জন্মের দাগ বা কাট লেগে রয়েছে, এই রূপ খেয়াল তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের থাকা উচিত। সকল আত্মাদের পবিত্র করতে হবে। মানুষরা তো জানে না, এইসব তোমরাই জানো তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বাবা সব কথা বোঝাতে থাকেন, নিজেকে পরখ করতে হবে। যেমন বাবা অসীমে দাঁড়িয়ে আছেন, বাচ্চাদেরও অসীমের চিন্তন করতে হবে। বাবার কত স্নেহ আছে আত্মাদের জন্যে। এত দিন স্নেহ ছিলনা কেন ? কারণ ডিফেক্টেড ছিলে। পতিত আত্মাদের কি আর ভালোবাসবেন । এখন তো বাবা সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করতে এসেছেন। সুতরাং লাভনী অবশ্যই হতে হবে। বাবা-ই হলেন লাভনী, বাচ্চাদের খুব আকৃষ্ট করেন। দিন প্রতিদিন যত পবিত্র হবে, ততই তোমরা আকৃষ্ট হবে। বাবার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এমন টান অনুভব হবে যে তোমরা থেমে থাকবেনা। তোমাদের অবস্থাও হবে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এখানে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলে এমন মনে হবে যে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করি। এমন বাবার সঙ্গে যেন হারিয়ে না যায়। বাবাও আকৃষ্ট হন বাচ্চাদের প্রতি। এই বাচ্চা-টি তো কামাল করেছে। খুব ভালো সার্ভিস করে। হ্যাঁ, কিছু ডিফেক্টও আছে তবুও অবস্থা অনুযায়ী সময় অনুসারে খুব ভালো সার্ভিস করে। কাউকে দুঃখ দেবে এমন আসামী চোখে পড়েনা। রোগ ইত্যাদি তো হল কর্ম ভোগ। নিজেরাও বুঝতে পারে যতক্ষণ এখানে থাকা কিছু না কিছু লেগেই থাকবে। যদিও এইটি হল রথ তবুও শেষ পর্যন্ত কর্ম ভোগ তো থাকবেই। এমন নয়, আমি এনাকে (ব্রহ্মাকে) আশীর্বাদ করব। এনারও নিজের পুরুষার্থ করতে হবে। হ্যাঁ, রথ অর্থাৎ দেহ দিয়েছেন, তার জন্যে কিছু পুরস্কার দেওয়া হবে। অনেক বাঁধেলি রা কিভাবে আসে। কিরকম যুক্তি দিয়ে মুক্তি পেয়ে আসে, তাদের যত ভালোবাসা থাকে, অন্য কারো থাকে না। অনেকের আবার ভালোবাসা থাকেই না। সেই বাঁধেলিদের (যারা বন্ধনে রয়েছে) সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। বাঁধেলিদের যোগ কোনো অংশে কম নয়। স্মরণ করে অনেক কাঁদে তারা। বাবা, ও বাবা, কবে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করব ? বাবা, বিশ্বের মালিক করেন, আপনার

সঙ্গে কবে দেখা হবে? এমন এমন বাঁধেলিরা আছে ভালোবেসে চোখের জল ফেলে। তাদের দুঃখ করা চোখের জল নয়, সেই অশ্রু জল ভালোবাসার মুক্তো হয়ে যায়। সুতরাং বাঁধেলি দেব যোগ কি কম নাকি। স্মরণে অনেক কষ্ট ভোগ করে। ও বাবা আমরা আপনার সঙ্গে কবে দেখা করব? সর্ব দুঃখ হরণ করেন বাবা! বাবা বলেন যতক্ষণ তোমরা স্মরণে থাকবে, সার্ভিসও করবে, যদি কেউ বন্ধনে থাকে, নিজে সার্ভিস করতে পারবে না কিন্তু তারা স্মরণের শক্তি প্রাপ্ত করে। স্মরণেই সবকিছু সমাধিত আছে, কষ্ট পায় তারা। বাবা কবে সময় হবে আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করব ? অনেক স্মরণ করে। ভবিষ্যতে গিয়ে দিন-প্রতিদিন তোমরা আরও আকৃষ্ট হবে। স্নান করার সময়, কাজ করতে করতে স্মরণেই থাকবে। বাবা, কবে সেই দিন আসবে যেদিন এই বন্ধন শেষ হবে? তারা জিজ্ঞাসা করে - বাবা, এরা আমাদের ডিস্টার্ব করে, কি করা যায়? বাচ্চাদের মারধর করা যেতে পারে ? পাপ হবে না তো ? বাবা বলেন আজকালকার বাচ্চারা এমন যে কোনও কথা নেই! কারো স্বামীর সঙ্গে দুঃখ থাকলে মনে মনে ভাবে - এই বন্ধন থেকে মুক্ত হব তাহলে বাবার সঙ্গে দেখা করব। বাবা, খুব শক্ত এই বন্ধন, কি করি ? স্বামীর বন্ধন থেকে কবে মুক্তি পাব ? শুধু বাবা-বাবা করতে থাকে তারা। তাদের টান অনুভব তো হয় তাইনা। অবলা নারী সহ্য করতে থাকে। বাবা বাচ্চাদের ধৈর্য রাখতে বলেন - বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে সব বন্ধন শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজেদের চেকিং করতে হবে আমাদের মধ্যে কোনও অবগুণ তো নেই ? আমাদের স্মরণ কতদূর পর্যন্ত বাবার কাছে পৌঁছায়? আমাদের স্বভাব কি দৈবী স্বভাব ? বৃত্তি অন্যদিকে যায় না তো ?

২) এমন লাভলী হতে হবে যে বাবারও তোমার আকর্ষণ হতে থাকে। সবাইকে সুখ দিতে হবে। ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- ব্যর্থ সঙ্কল্প রূপী স্তম্ভ (পিলার্স) গুলিকে আধার না বানিয়ে সর্ব সম্বন্ধের অনুভব বৃদ্ধিকারী প্রকৃত সত্য স্নেহী ভব

ব্যথা: মায়া দুর্বল সঙ্কল্প গুলিকে দৃঢ় করার জন্যে খুব রয়্যাল স্তম্ভ (পিলার্স) লাগায়, বার বার এই সঙ্কল্প দেয় এমনই হয়, বড়রাও এমন করে, এখনও তো আমরা সম্পূর্ণ হইনি, কিছু দুর্বলতা তো থাকবেই..... এইরূপ ব্যর্থ সঙ্কল্প রূপী পিলার্স দুর্বলতাকে দৃঢ় করে। এখন এমন পিলার্সের আধার নেওয়ার পরিবর্তে সর্ব সম্বন্ধের অনুভব বাড়াও। সাকার রূপে সঙ্গ অনুভব করে প্রকৃত সত্য স্নেহী হও।

স্নোগান - সন্তুষ্টতা হল সবচেয়ে বড় গুণ, যারা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে তারা-ই প্রভু প্রিয়, লোক প্রিয় এবং স্বয়ং প্রিয় হয় ।

সম্পূর্ণ কামজিৎ হওয়া অর্থাৎ সীমিত পরিধির সকল কামনার উর্ধ্বে যাওয়া

আজ বাপদাদা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ভুজসকলকে দেখছেন। তোমরা ভুজসকলে তোমাদের স্নেহ আর শক্তি দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করার কার্যে জুড়ে আছ। তোমরা একের ভুজসকল। এইজন্য সকলেরই একই আকাঙ্ক্ষা, নিজের ঈশ্বরীয় পরিবারের নিজেরই ভাই-বোনেরা, যারা তাঁর বাচ্চা হয়েও, বাবাকে এবং নিজের প্রকৃত পরিবারকে না জানার কারণে ভাগ্যবিধাতা বাবার থেকে ভাগ্য প্রাপ্ত করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত, সেই ভাগ্যবঞ্চিত আত্মাদের পুনরুজ্জীবিত কর। কিছু না কিছু অধিকারের অঞ্জলি দ্বারা তাদেরও বাবার পরিচয় করাও, কারণ সম্পূর্ণ বংশাবলীতে

সবাই তোমরা প্রবীণ। তাছাড়া, গায়ন আছে প্রবীণ বাচ্চারা বাবার সমান। এই কারণে যারা প্রবীণ, তাদের অবোধ ছোট ভাই-বোনেদের প্রতি করুণা আর ভালোবাসা আপনা থেকেই এসে যায়। ঠিক যেমন, সীমিত পরিসরে, পরিবারের অগ্রজের পরিবারের প্রতি সবসময় খেয়াল থাকে, সেইরকমই অসীম জগতের পরিবারের তোমরা সব প্রবীণের এইরকম খেয়াল থাকে, তাই না? কত বড় পরিবার! সমগ্র অসীম পরিবার তোমাদের সামনে থাকে? সবার প্রতি করুণার কিরণ, রুহানী আশীর্বাদের কিরণ, বরদানের কিরণ ব্যাপ্ত করা তোমরা সব মাস্টার সূর্য, তাই না! যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য নিজে উঁচু থাকবে, তার কিরণ

চতুর্দিকে বিকশিত করতে সমর্থ হবে। নিচুতে চলে গেলে অর্থাৎ অস্তুগামী হলে তার কিরণ চারিদিকে বিস্তৃত করতে অপারগ হয়। ঠিক একইভাবে, যখন তোমরা উঁচু থেকেও উঁচু বাবা সমান উঁচু স্থিতিতে স্থিত হও, তখনই অসীম জগতের কিরণ প্রসারিত করতে পার অর্থাৎ অসীম জগতের সেবাধারী হতে পার। তোমরা সবাই অসীম জগতের সেইরকমই সেবাধারী, তোমরা তাই নও কি? সকলের ইচ্ছাপূরণকারী কামধেনু তোমরা, তাই না? সবার মনোকামনা পূরণকারী তোমরা এখনও নিজেদের মনোকামনা পূর্ণ করাতে বিজি নও তো? নিজের মনের কামনা পূর্ণ না হলে অন্যের মনোকামনা পূর্ণ কিভাবে করবে সবচেয়ে বড় কামনা ছিল বাবাকে পাওয়ার, যখন সেই শ্রেষ্ঠ কামনা পূরণ হয়ে গেছে, তখন সেই শ্রেষ্ঠ কামনায় সীমিত পরিধির অন্য সব ছোট ছোট কামনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এই শ্রেষ্ঠ, অন্তহীন কামনার কাছে কোনও সীমিত কামনা কি থাকতে পারে? সীমিত পরিসরের এই কামনা মায়ার সাথে বিরোধিতা করতে দেয় না। সীমিত এই কামনা অসীম স্থিতি দ্বারা অসীম জগতের সেবা করাতে পারে না। সীমিত পরিসরের কামনাগুলো সূক্ষ্মভাবে চেক কর, সাধারণতঃ, প্রধান বিকার কামের লেশমাত্র অংশ বা বংশ আছে কিনা! সেইজন্য কামনার বশবর্তী হওয়ার কারণে এর বিরোধিতা করতে পার না। অসীম জগতের মনোকামনা পূরণকারী হতে পার না। কামজিৎ হওয়া অর্থাৎ সীমিত পরিসরের কামনাজিৎ হওয়া। এইরকম মনস্কামনা পূর্ণকারী বিশেষ আত্মা তোমরা। মন্মনাভব স্থিতির দ্বারা মনের যে কোন সীমিত কামনা পূরণ করতে সমর্থ হবে অর্থাৎ সেইসব সমাপ্ত করে অন্যদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারবে। এখন শব্দেরও উর্ধ্বে স্থিতিতে স্থিত থেকে বানপ্রস্থ অবস্থায় কামনাজিৎ অর্থাৎ বিশ্বের সামনে কামজিৎ হওয়ার স্যাম্পল হও। তোমাদের ছোট ছোট ভাইবোনেরা এই কামনা নিয়ে তোমরা সব প্রবীণের দিকে তাকিয়ে আছে। আহ্বান করছে - আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমাদের সুখ-শান্তির ইচ্ছা পূরণ কর। সুতরাং, তোমরা কি করবে! নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করবে নাকি তাদের ইচ্ছা পূরণ করবে? সকলের হৃদয়

থেকে উৎসারিত হতে দাও, কারও কিছু বলাতে নয় বা সংগঠনের মর্যাদার বায়ুমন্ডল অনুসারে নয়, বরং হৃদয় থেকে এই শ্রেষ্ঠ শ্লোগান বার হতে দাও, ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা ।

কিছু কিছু বাচ্চা খুব চতুর । তারা সুচতুরের থেকেও চাতুর্যপূর্ণ । তাদের সীমিত পরিসরের ইচ্ছা হয়, কিন্তু বলবে, এটা এর মতো, এটা সেই মতো । এটা শুভ ইচ্ছা, সেবার জন্য ইচ্ছা । এই ইচ্ছা তাদের নিজের, অথচ সেবার বাহ্যিক রূপ দিয়ে দেয় । সেইজন্য বাপদাদা সহাস্যে, জেনে-শুনে, সবকিছু দেখে, তাদের চাতুরী বুঝেও কোন কোন বাচ্চাকে বাহ্যিকভাবে ইঙ্গিত দেন না । যতই হোক, ড্রামা অনুসারে অবশ্যই তারা ইঙ্গিত পায় । কিন্তু কিভাবে ? যখন তাদের সীমিত ইচ্ছাগুলো পরিপূর্ণ হয়, তা' হয় প্রাপ্তির বাহ্যিকরূপ, কিন্তু অভ্যন্তরীণ একটা ইচ্ছা আরও অনেক ইচ্ছা উৎপন্ন করে । তারা মনের মধ্যে নানান এলোমেলো দোটানার রূপে ইশারা পেতে থাকে । বাহ্যিকভাবে, সীমিত পরিসরের কিছু প্রাপ্তিতে যতই ভোজনপান বা গাইতে থাকুক কিন্তু সেটা শুধু তাদের মনে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবকে লুকানোর প্রয়াস মাত্র । তাদের অন্তর্মর্ন তৃপ্ত হবে না । তাদের স্বল্পমেয়াদী তৃপ্তি হবে, কিন্তু সদাকালের তৃপ্ত অবস্থা তাদের থাকে না বা বাবাকে পেয়ে সবকিছু পেয়েছি হৃদয়ের এই গীত তাদের মনে গুঞ্জনিত হয় না, তারা বাবাকেও বলে, আমি তোমাকে তো পেয়েছি, কিন্তু এও আমার অবশ্যই চাই । তাদের এই চাই, ওই চাই-এর চাহিদায় কখনো তারা তৃপ্ত হতে পারে না । এখন, সময়ানুসারে, সবার মধ্যে থেকে এক আওয়াজ বার হতে দাও, "ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা", তবেই তোমরা অন্যের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে । এখন, অল্প সময়ের মধ্যে, বিশ্ব অনুভব করবে, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা প্রত্যেকে চৈতন্য ভান্ডার । তারা সব ভিক্ষুক রূপে আসবে । এই আওয়াজ বেরোবে, তোমরাই প্রাচুর্যের ভান্ডার ! এখনও তারা কাউকে খুঁজছে, কিন্তু স্পষ্টভাবে বুঝতে অপারগ যে সেই বিশিষ্ট কোথায়, কে তিনি ! যাই হোক, এখন সময়ের অ্যারো দেখাতে হবে । যেমন পথনির্দেশের জন্য চিহ্ন থাকে, যাতে দেখানো হয় কোনদিকে যেতে হবে, ঠিক একইভাবে, সবার এই অনুভূতি হবে, ঐখানে যাও । এইরকম উপচে পড়া ভান্ডার হয়েছে তোমরা ? সময়ও তোমাদের সহযোগী হবে, শিক্ষক নয়, বরং সহযোগী হবে । সময়ের পূর্বে সম্পন্ন স্বরূপে, পরিপূর্ণ ভান্ডার রূপে, ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যায় তৃপ্ত স্বরূপে বাপদাদা সব বাচ্চাদের দেখতে চান । কারণ এখন থেকে যদি এই সকল সংস্কারে নিজেদের পরিপূর্ণ না কর, তবে অন্তে সেই সব সংস্কারে পরিপূর্ণ হয়ে বহুকালের প্রাপ্তির অধিকারী হতে পারবে না । এই কারণে বিশ্বের জন্য তোমরা আধার মূর্ত ! তোমরা বিশ্বের নয়নমণি ! বিশ্বের কুলদীপক তোমরা ! তোমরা সব আত্মা যারা সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমার আধিকারী, বিশ্বের সামনে এখন নিজেদের সম্পন্ন রূপে প্রত্যক্ষ হয়ে দেখাও । বুঝেছ তোমরা !

আগত বিশেষ সব সেবাধারী বাচ্চাদের বাপদাদা তাঁর স্নেহস্বরূপে, স্নেহে স্বাগত জানাচ্ছেন । রাইট হ্যান্ড বাচ্চাদের সাথে সমতার হ্যান্ডশেক করছেন । সুস্বাগতম ! আচ্ছা-

যারা বিশ্বের মনোকামনা পূর্ণ করে, সদা সম্পন্ন সেই তৃপ্ত আত্মাদের, বিশ্বের আধারমূর্ত, সবসময় বিশ্ব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ কামনায় স্থিত থেকে, বিশ্বের সামনে মাস্টার বিশ্বরক্ষক হয়ে সকলের রক্ষা করে, সর্বশ্রেষ্ঠ সেই মহান আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

মিটিংয়ে আগত ভাই-বোনেদের সাথে:- সেবাধারী বাচ্চারা মনে মনে সেবার প্ল্যান আগে থেকেই বানিয়ে নিয়েছে, যাই হোক, সেগুলো কিভাবে সাকাররূপ দেওয়া যাবে সেই সম্পর্কে তোমরা মিটিংয়ে বলবে । যে সেবাই চলছে, সেই সব সেবাই বলবে সবচেয়ে ভালো । যেমন, সময় যত এগিয়ে আসছে,

সময় সবার বুদ্ধিকে চঞ্চল করে তুলছে। এইরকম সময়ানুগ এমন শক্তিশালী প্ল্যান বানাও যাতে ভূমিতে লাঙল চালাতে পার, বীজ বপনের আগে সবসময় জমি চষা হয়, তাই না! লাঙল দেওয়া হলে কি হয়? মথিত হয় আর তারপরে যে বীজ বপন করা হয় তা সহজেই বৃদ্ধি পায়। একইভাবে, এখন এই তরঙ্গায়িত গতির লাঙল চালাও। কোন তরঙ্গিত অবস্থা? আজ যেমন বলা হয়েছে "কেউ আছে" - এটা সবার বোধগম্য হয়েছে, কিন্তু ইনিই তিনি অথবা একমাত্র ইনিই সেই এক - এই আলোড়নের হল এখনও ব্যবহৃত হয়নি। তারা এখন এই উপসংহারে পৌঁছেছে, অন্যরাও আছে এবং ইনিও আছেন। যেমনই হোক, এখন এমন তির চালাও যাতে তারা বলে, ইনিই এক এবং একমাত্র। এই টাচিং যে আত্মারা লাভ করবে, তাদের তোমাদের সামনে আসতে দাও। যখন এইরকম একটানা চাঞ্চল্যের অর্থাৎ নতুন চিন্তার উদ্ভব হবে, তখনই প্রত্যক্ষতা হবে। এর বিধি কি? যখন তোমাদের বিভিন্নরকম প্রোগ্রাম থাকে, সবরকম বিধি প্রযুক্ত হয়। তোমরা কনফারেন্স করলে অন্যদের স্টেজে তোমরা আমন্ত্রিত হও, নিজেদের স্টেজও বানাও, যোগ শিবিরও থাকে। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা মানুষকে কাছে নিয়ে এসেছে, আর তাদের যে সংশয় ছিল, তা থেকে তারা নিরস্ত হইছে, কাছেও এসে গেছে। কিন্তু এখন উত্তরাধিকারের অধিকার নেওয়ার স্থিতিতে আসতে হবে। যারা বাহ বাহ করে সেইরকম তো হয়েছে, এখন তাদের উত্তরাধিকারী হতে হবে। এখন জোরালো এবং স্পষ্ট আওয়াজ শোনা যেতে হবে যে, তোমরাই প্রকৃত পথ দেখাবে। তোমরাই বাবার সাথে মিলিত হতে তাদের সমর্থ বানাবে। তোমরা তাদের রক্ষা করবে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে না। সুতরাং, বিধি এবং বাতাবরণ এইরকম হতে হবে। স্টেজের (স্থিতির) রূপরেখাও যেন এইরকম হয় এবং সকলের সঙ্কল্পও যেন একইরকম হয়। বাতাবরণের প্রভাব শক্তিশালী হওয়া উচিত। ভালোবাসার বাতাবরণ তো থাকে, কিন্তু তোমাদের এখন এর সাথে শান্তি আর শক্তি কমবেশি অ্যাড করতে হবে। দুনিয়ার হিসেবে তারা শান্তি অনুভব করে, কিন্তু শান্তির তীর তাদের এমনভাবে লাগতে হবে যাতে তারা শান্তির সাগরকে ছাড়া থাকতে না পারে। তোমাদের সঙ্গে রঙ সেই সময় পর্যন্ত তাদের ভালো লাগে, কিন্তু তারা যেন তোমাদের রঙে রঙিন হয়ে যায় এবং এই রঙই যেন তাদের ক্রমাগত টানতে থাকে, কাছে আনতে থাকে, সম্বন্ধে আনতে থাকে সেই স্থিরসঙ্কল্পের রঙ লাগাও। বলা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত তোমরা যা করেছ তা সবচেয়ে ভালো করেছ, যদিও তোমরা স্বর্ণালঙ্কার তৈরি করেছ, কিন্তু এখন মণিরত্নখচিত হতে হবে। আজকের দুনিয়ায় তারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চায়। অতএব, প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে তাদের শান্তি আর শক্তির অনুভব করাও। এমনকি, এক মুহূর্তের জন্য হলেও, অনুভব এমন যে অনুভবের শক্তি অবশ্যই তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিয়ে আসবে। সুতরাং, প্ল্যান তো তোমরাই বানাবে। আর তোমরা সব বাচ্চার সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনায় বাপদাদা উৎফুল্ল হন। তোমরা বাচ্চার সেবার উৎসাহে থাক। সেবার প্রতি তোমাদের গভীর নিষ্ঠা। সকলে নিশ্চয়ই ভাবছে যে এখন কিছু নতুন হওয়া প্রয়োজন। নতুন আনার জন্য, সবকিছুর আগে সকলের এক সঙ্কল্প হতে হবে, কেউ কিছু বললে সেটা সর্বস্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। এক সঙ্কল্পে সদা নিশ্চল থাক। যদি একটা ইট নড়ে যায় তবে সম্পূর্ণ দেওয়াল নড়বড়ে করে দেয়। এমনকি, সার্কমস্ট্যান্স অনুযায়ী অথবা অন্য কোন কারণে কোনও একজনের সঙ্কল্প দুর্বল হলে, তখন পুরো প্রোগ্রাম নিস্তেজ হয়ে যায়। সুতরাং, নিজে স্থিরসঙ্কল্পস্থিত হয়ে তারপরে ভাবো, আমাকে এটা করতেই হবে, সকলের সহযোগ আমাকে পেতেই হবে, এটা চেষ্টা করে দেখ। বাপদাদা তোমাদের সেবায় খুশি। এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, কিন্তু স্বর্ণালঙ্কার এখন মণিরত্নখচিত হতে হবে, যাতে দূর থেকে তারা আকৃষ্ট হয়।

বিদেশেও বাচ্চারা অনেক সাহসের সাথে চলে । তারা নিজেরাও নিজেদের মধ্যে হাসতে থাকে যে তাদের মাইক এখানে পৌঁছেছে, আওয়াজও হয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ উপনীত হয়েছে সামান্য আওয়াজের সাথে । জোরালো আওয়াজের কেউ কেউ এখনো পর্যন্ত উপস্থিত হয়নি । তবুও তোমরা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছ । তোমাদের ভালো সাহস আছে । আচ্ছা !

এখন তোমাদের পূজ্য স্বরূপ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত । পূজন যোগ্য, পূজারী নয় ! ঐরাই আমাদের ইষ্ট, আমাদের পূর্বজ, আমাদের পূজ্য এবং ঐদের থেকেই আমাদের সকল মনস্কামনা পূরণ হবে, লোকের এখন এই অনুভূতি হওয়া প্রয়োজন । তোমাদের বলা হয়েছে, সীমিত পরিসরের সঙ্কল্প বা কামনা এখন সমাপ্ত হওয়া উচিত, শুধুমাত্র তখনই তরঙ্গ বিস্তৃত হবে । এখনও অল্প অল্প আশ্চর্য্য আছে । আমার সংস্কার, আমার স্বভাব এটাও যেন সমাপ্ত হয়ে যায় । যা বাবার সংস্কার, তা সবই আমার । সেগুলোই অরিজিনাল সংস্কার, তাই নয় কি? ব্রাহ্মণের পরিবর্তনই বিশ্ব পরিবর্তনের আধার । সুতরাং, এখন তোমরা কি করবে ? তোমাদের অবশ্যই ভাষণ দিতে হবে । কিন্তু তোমরা যখন বলতে শুরু করবে তারা আওয়াজের উর্ধ্বে চলে যাবে, বভাষণ এইরকম হতে হবে । বলতে তো হবে, তাই না ! তোমরা আওয়াজে আসবে, তারা আওয়াজের উর্ধ্বে যাবে । শুধু যেন কখন না হয়ে যায়, বরং অনুভবে পূর্ণ, এমন বোল হতে হবে । সকলের মধ্যে এই তরঙ্গকে তরঙ্গায়িত হতে দাও । যেমন, যখন কেউ কিছু শোনায় তো কখনো হাসির, কখনো কান্নার, কখনো বৈরাগ্যের তরঙ্গ খেলে যায়, সেইসবই টেম্পোরারি, তবুও সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে । ঠিক একইভাবে, অনুভূতি হওয়ার তরঙ্গ যেন বিস্তৃত হয় । এটাই হতে হবে । যেমন, স্থাপনের প্রথম শুরুতে যখন ওম্ ধ্বনি গাওয়া হতো, তখন অনেকের সাক্ষাৎকার হতো, সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ত । একইভাবে, সভাতে অনুভূতির তরঙ্গ বিস্তৃত হয়ে দাও । কারও শান্তির, কারও শক্তির অনুভূতি হতে দাও । এই তরঙ্গ বিস্তারিত কর । তাদের শুধুই শ্রোতা হতে দিও না, অনুভবের তরঙ্গ হতে দাও । যেমন, যে কেউই ঝর্ণার নিচে যাক, তার শীতলতার, ফ্রেশ হওয়ার অনুভব হবে, তাই না ! এইভাবে তাদেরও শান্তি, শক্তি, ভালোবাসা, আনন্দ এবং অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করাও । আজ, সায়েন্সও তোমাদের ঠান্ডা-গরমের অনুভব করাতে সমর্থ ; সারা ঘরে একই তাপমানের তরঙ্গ ছড়িয়ে যাবে । সুতরাং, তোমরা এত শিবশক্তি, পাণ্ডব, তোমরা মাস্টার শান্তির, শক্তির এবং সবকিছুর সাগর, এই তরঙ্গ প্রসারিত করতে পার না ! আচ্ছা -

বিশাল বুদ্ধির কতজন এখানে একত্রিত হয়েছে । শক্তিসেনাও অনেক ! একই সময়ে এত শ্রেষ্ঠ আত্মাদের একসঙ্গে মধুবনে আসা কোন ছোট ব্যাপার নয় ! এখন তো তোমরা নিজেদের মধ্যে সাধারণ, সেইজন্য সবকিছু সাধারণ লাগে । তোমরা প্রত্যেকে কত মহান আত্মা ! এত এত মহান আত্মাদের এমন সংগঠন সারা কল্পে আর কোন সময়ে হতে পারে না । প্রতি একের মহত্ব কিছু কম নয় । তোমরা এখন পরস্পর পরস্পরকে সাধারণ মনে করছ, এরপরে তোমাদের যত অগ্রগতি হবে, একে অপরকে তার বিশেষত্ব অনুসারে বিশেষ আত্মা হিসেবে মনে করবে । এখন তোমরা লোকের সম্পর্কে তাদের বিশেষত্ব অপেক্ষা তুচ্ছ বিষয় বেশি নোট কর । বসে ভাবো তো, তোমরা এক -এক আত্মা কত ভক্তের পূর্বজ ! সবাই তো তোমরা ইষ্ট দেব-দেবী, তাই না ! একেকজন ইষ্ট দেবের কত ভক্ত হবে ! তোমাদের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কম নয়, তাই না ! এমনকি, এক মূর্তিরই অনেক মহত্ব থাকে, যদি এত ইষ্ট দেব একসাথে আসে, তবে কি হবে ? তোমরা শক্তিশালী, কিন্তু তোমরা নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে আছ, সুতরাং বিশ্ব থেকেও লুকিয়ে পড়বে ! বাস্তবে, প্রত্যেকের

মূল্য অগণিত । বাপদাদা যখন বাচ্চাদের মহত্ব দেখেন, তিনি গৌরবান্বিত হন যে প্রত্যেক বাচ্চা কত মহান । তোমরা নিজেদের কখনো বুঝতে পার, কখনো নয় । তা'নাহলে তো তোমরা অতি মহান, সাধারণ ব্যক্তিত্বের নও । যখন সামান্য প্রত্যক্ষতা হবে, তোমরাও বুঝতে পারবে তোমরা কে ! বাবা তোমাদের সেই মহত্ব দেখেন । বাবার সামনে তোমরা সবাই প্রত্যক্ষ হও, তাই না! আচ্ছা- একটা ক্লাস এইরকম কর, প্রত্যেকের মহত্ব কি ! আচ্ছা !

বরদানঃ- অবিনাশী নেশায় থেকে রুহানী সুখানুভবে এবং উল্লাসের অনুভব করে ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা ভব

তোমরা ব্রাহ্মণরা তথা ফরিস্তারা দেবতাদের থেকেও উঁচু, দৈবী জীবনে বাবার জ্ঞান ইমার্জ হবে না । পরমাত্মা মিলনের অনুভবও হবে না । সেইজন্য এখন সদা এই নেশা যেন থাকে যে দেবতার থেকেও উঁচুতে আমরা ব্রাহ্মণ তথা ফরিস্তা । এই অবিনাশী নেশা রুহানী সুখানুভব এবং উল্লাসের অনুভব করায় । যদি নেশা সবসময় না থাকে তবে কখনো আনন্দে থাকবে, কখনো বিভ্রান্তিতে ।

স্লোগানঃ- নিজের সেবাকেও বাবার সামনে অর্পণ করে দিলে তবে বলা হবে সমর্পিত আত্মা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহী-অভিমানী বাবা তোমাদের 'দেহী-অভিমানী ভব'-র পাঠ পড়ান, দেহ-অভিমানকে পরিত্যাগ করাই হলো তোমাদের পুরুষার্থ"

প্রশ্ন :- দেহ-অভিমানী হলে সর্বপ্রথমে কোন্ রোগ উৎপন্ন হয় ?

উত্তর :- নাম-রূপের। এই রোগই বিকারী বানিয়ে দেয় তাই বাবা বলেন, আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস কর। এই শরীরের প্রতি তোমাদের কোন আকর্ষণ(মোহ) থাকা উচিত নয়। দেহের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ কর তবেই পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের জীবনবন্ধ থেকে জীবনমুক্ত হওয়ার যুক্তি বলে দেন। এটাই হলো (তোমাদের) পড়াশোনা।

ওম শান্তি । আত্মিক পিতা বলেন যে, আত্ম-অভিমানী অথবা দেহী-অভিমানী হয়ে বসতে হবে। কাকে স্মরণ করতে হবে ? বাবা-কে। বাবা ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করবে না। যখন বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় তখন তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। অসীম জগতের পিতা এসে বোঝান যে, দেহী-অভিমানী ভব, আত্ম-অভিমানী ভব। দেহ-অভিমানকে পরিত্যাগ করতে থাকো। আধাকল্প তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে রয়েছিলে, এখন আধাকল্প আবার দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। সত্যযুগ-ত্রৈতাতে তোমরা আত্ম-অভিমানী ছিলে। সেখানে জানা থাকে যে, আমরা হলাম আত্মা, এখন এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, এখন একে ত্যাগ করতে হবে। একে চেঞ্জ করতে হবে (সর্পের উদাহরণ)। তোমরাও পুরনো শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ কর তাই তোমাদের এখন আত্ম-অভিমানী হতে হবে। কে বানায়? বাবা। যিনি সদাই আত্ম-অভিমানী। তিনি কখনও দেহ-অভিমানী হন না। যদিও একবারই আসেন, তাও দেহ-অভিমানী হন না কারণ এই শরীর তো অন্যের, ধার হিসাবে নেওয়া হয়েছে। তাই এই শরীরের প্রতি তাঁর নয়নের কোনো আকর্ষণ থাকে না। যিনি ধার(লেন) নেন তার কোন মোহ থাকে না। তিনি জানেন যে, এই শরীর তো তাঁকে ছাড়তে হবে। বাবা বোঝান যে -- বাচ্চারা, আমিই এসে তোমাদের পবিত্র বানাই। তোমরা সতোগ্রহান ছিলে পরে তমোগ্রহান হয়ে গেছ। এখন পুনরায় পবিত্র হওয়ার জন্য তোমাদের আমার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের যুক্তি শেখাই। 'যোগ' শব্দ না বলে 'স্মরণ' শব্দটি বলাই যুক্তি-যুক্ত। স্মরণ করা শেখাই। বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে। এখন তোমাদেরও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মাই স্মরণ করে। বাচ্চারা, যখন রাবণ-রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে যাও। পুনরায় বাবা এসে(তোমাদের) আত্ম-অভিমানী বানান। দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে নাম-রূপের আকর্ষণে আবদ্ধ হয়ে পড়ো, বিকারী হয়ে যাও। তা নাহলে তোমরা তো সকলে নির্বিকারী ছিলে। পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে-নিতে বিকারী হয়ে গেছ। জ্ঞান কাকে বলে, ভক্তি কাকে বলে -- এ তো বাবা-ই এসে বোঝান। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপর থেকে। যখন থেকে পাঁচ বিকার-রূপী রাবণের স্থাপনা হয়। ভারতকেই রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্য বলা হয়। কিন্তু জানে না যে, কত সময় পর্যন্ত রাম-রাজ্য আর কত সময় পর্যন্ত রাবণ-রাজ্য চলে। এইসময় সকলেই তমোগ্রহান, প্রস্রবুদ্ধিসম্পন্ন। জন্মই হয় ব্রষ্টাচারের ফলে তাই তো একে বিকারী দুনিয়া বলা হয়। নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়ার মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। নতুন দুনিয়ায় শুধু ভারতই ছিল। ভারতের মতো পবিত্রতন্ত্র তো (বাবা ছাড়া) আর কেউই তৈরী করতে পারে না। ভারতের মতো অপবিত্রও আর কোন স্থান হয় না। যা

পবিত্র ছিল, তাই আবার অপবিত্র হয়ে পুনরায় পবিত্র হয়। তোমরা জানো যে, দেবী-দেবতারা পবিত্র ছিল। পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে-নিতে অপবিত্র হয়ে গেছে। সর্বাপেক্ষা অধিক জন্ম ইনিই(ব্রহ্মা) নেন। বাবা বোঝান যে, আমি ঐনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তিম লগ্নে ঐনার মধ্যে আসি। ইনিই প্রথম স্থানাধিকারী যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে যখন বাণপ্রস্থ অবস্থায় উপনীত হন তখন আমি ঐনার মধ্যে প্রবেশ করি ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরও রয়েছে, কিন্তু কেউই জানে না কারণ সকলেই তমোপ্রধান, তাই না। কারও বায়োগ্রাফী(জীবনচরিত) কোনও মানুষেরই জানা নেই। পূজা করে কিন্তু সবই হলো অন্ধশ্রদ্ধা। ভক্তিকে বলা হয় ব্রাহ্মণদের রাত আর সত্যযুগ-ত্রৈতা হলো ব্রাহ্মণদের দিন। এখন ব্রহ্মা যদি প্রজাপিতা হন তবে তাঁর অবশ্যই সন্তানাদিও থাকবে, তাই না। এও বোঝান যে, ব্রাহ্মণদের কুল হয়, রাজবংশ হয় না। ব্রাহ্মণ হলো শিখা(টিকি)। শিখাও দেখতে পাওয়া যায়। আবার সর্বাপেক্ষা উচ্চে রয়েছেন (আমাদের) শিক্ষক পরমপিতা পরমাত্মা শিব। ঐনার নামও সেই একই কিন্তু ভক্তিমার্গে তো অনেক নাম দিয়ে দিয়েছে। ভক্তিমার্গে আড়ম্বর অনেক বেশী। কত চিত্র, কত মন্দির, যজ্ঞ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদি করে। (তারা) বলেও যে, ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত করা যায়। কারা পায় ? যারা সর্ব প্রথমে আসে, তারাই প্রথমে-প্রথমে ভক্তি শুরু করে। যারা ব্রাহ্মণ তারাই আবার দেবতা হয়, আবার তারাই যথা রাজা-রানী তথা প্রজা..... সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, অহিংস পরমো দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল। ভারতে যখন এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তখন অগাধ ধনসম্পত্তি ছিল। বাবা স্মরণ করান -- প্রথমে-প্রথমে তোমরা দেবী-দেবতারাই ৮৪ জন্ম নাও। সবাই নেয় না। হয় শুধু ৮৪ জন্ম কিন্তু তারা আবার বলে দেয় যে ৮৪ লক্ষ জন্ম। কল্পের আয়ুও লক্ষাধিক বছর বলে দিয়েছে। বাবা বলেন, এ হলো ৫ হাজার বছরের ড্রামা। তাহলে এ হলো জ্ঞান। জ্ঞানসাগর একমাত্র শিববাবাকেই বলা হয়। উনি হলেন পার্থিব জগতের(লৌকিক) পিতা, আর ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। লৌকিক পিতা থাকতেও (লোকেরা) অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে, কারণ তারা দুঃখী হয়ে যায়। পুনর্জন্ম নিতে-নিতে দুনিয়া পুরনো তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন বাবা আসেন। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়া যায়। কার থেকে ? অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে। তাহলে অবশ্যই এখন জীবনবন্ধতে রয়েছে। এখন অপবিত্র তাই আবার পবিত্র হতে হবে। এ হলো এক সেকেন্ডের কথা। জ্ঞান হলো এক সেকেন্ডের কারণ পড়া তো তোমরা অনেক পড়ো। ওইসব মানুষ তো মানুষকেই পড়ায়। পড়ে তো আত্মা। কিন্তু দেহ- অভিমানের কারণে নিজেকে আত্মা মনে করতে ভুলে যায় আর বলে দেয় যে, আমি তো অমুক মিনিস্টার বা অমুক। বাস্তবে হলো আত্মা। আত্মা, মিস্টার-মিসেসের শরীরে তার নিজ ভূমিকা(পার্ট) পালন করে, একথা ভুলে যায়। তা নাহলে আত্মাই তো শরীরের দ্বারা নিজ ভূমিকা পালন করে। কেউ কেমন হয়ে যায় তো কেউ আবার অন্যরকম হয়।

বাবা বোঝান যে, এখন এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন হয়। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী অবশ্যই রিপিট হয়। নতুন দুনিয়া হলো সতোপ্রধান। ঘরও প্রথমে নতুন হয় তখন বলবে সতোপ্রধান পরে আবার তা পুরনো খোকলা (জরাজীর্ণ) তমোপ্রধান হয়ে যায়। এই অসীম জগতের নাটক বা সৃষ্টি-চক্রের নলেজকে বুঝতে হবে কারণ এ হলো পড়াশোনা। ভক্তি নয়। ভক্তিকে পড়াশোনা বলা হয় না কারণ ভক্তিতে লক্ষ্যবস্তু(এইম অবজেক্ট) বলে কিছু থাকে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরে বেদ-শাস্ত্রাদি পড়তেই থাকে। এখানে তো দুনিয়াকে বদলাতে হবে, সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তি থাকে না। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপর থেকে। একথা বাবা এখানে বসে তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের বোঝান। একেই বলা হয় আধ্যাত্মিক নলেজ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আধ্যাত্মিক নলেজ কে শেখাবেন? সুপ্রীম আত্মা অর্থাৎ

পরমপিতাই শেখাবেন। তিনি তো সকলেরই, তাই না। লৌকিক পিতাকে কখনও পরমপিতা বলা যাবে না। পারলৌকিক-কেই পরমপিতা বলা হয়। তিনি হলেন পরমধাম নিবাসী। বাবাকে স্মরণও এভাবেই করা হয় -- হে গড, হে ঈশ্বর। বাস্তবে ঊনার নাম একটাই। কিন্তু ভক্তিতে অনেক নাম দিয়ে দিয়েছে। ভক্তির বিস্তার অনেক। এসবই হলো মনুষ্য মত। এখন মানুষের চাই ঈশ্বরীয় মত। ঈশ্বরীয় মত, শ্রীমত। শ্রী-শ্রী ১০৮ -এর তো মালা হয়, তাই না। এই প্রবৃত্তি মার্গের মালাও তৈরী হয়। পুনরায় পুনর্জন্ম নিতে-নিতে সিড়ি নীচে নামতে-নামতে দেউলিয়া হয়ে যায়। বুদ্ধি খালি(বোধশূন্য) হয়ে যায় তাই মানুষ দেউলিয়া হয়ে যায়। যারা ১০০ শতাংশ সম্পন্ন ছিল তারাই এইসময় দেউলিয়া (রিক্ত)। বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ওই তালা কে লাগিয়ে ছে ? গোদরেজের তালা লেগে যায়। ভারত যেমন প্রথম স্থানে ছিল, এর মতো আর কোন খন্ড ছিল না। ভারতের অনেক মহিমা। ভারত সর্বধর্মাবলম্বীদের কাছেই অনেক বড় তীর্থ। কিন্তু ড্রামা অনুসারে গীতাকে খন্ডিত করে দিয়েছে। এটা ভারত তথা সমগ্র দুনিয়ারই ভুল। ভারতেই গীতাকে খন্ডিত করা হয়েছে, যে গীতাজ্ঞানের দ্বারা বাবা নতুন দুনিয়া তৈরী করেন আর সকলের সঙ্গতিও করেন।

ভারত সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী খন্ড ছিল যা এখন পুনরায় তৈরী হচ্ছে। এ হলো উল্টো বৃক্ষ(ঝাড়), এর বীজ উপরে স্থিত। তাঁকে বৃক্ষপতি বলা হয়। বৃহস্পতির দশা বসে, তাই না। বাবা বোঝান, বৃক্ষপতি অর্থাৎ আমি যখন আসি তখন ভারতের উপর বৃহস্পতির দশা বসে। উচ্চ হয়ে যায়। পুনরায় যখন রাবণ আসে তখন রাহুর দশা বসে। ভারতের কি অবস্থা হয়ে যায়। ওখানে তো তোমাদের আয়ুও দীর্ঘ থাকে পবিত্র হওয়ার কারণে। আধাকল্প তোমরা ২১ জন্ম নাও। আর বাকি আধাকল্পে ভোগী হওয়ার কারণে তোমাদের আয়ু কম হয়ে যায় তাই তোমরা ৬৩ জন্ম নাও। এখন বাবা বোঝান যে, সতোপ্রধান হতে হবে তাই মামেকম স্মরণ কর। সব ধর্মাবলম্বীরাই এইসময় তমোপ্রধান। তোমরা সকলকেই এই জ্ঞান দিতে পারো। আত্মাদের পিতা তো একজনই। সকলেই ভাই-ভাই কারণ আমরা আত্মারা হলাম এক পিতার সন্তান। যদিও বলা হয় যে, হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই কিন্তু এর অর্থ জানে না। আত্মা সঠিক বলে। সব ভাইদের পিতাই এক। বড় বাবাকেই (পরমাত্মা) অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে হবে। তিনি আসেনও ভারতে। শিব-জয়ন্তী পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন -- তা কারোরই জানা নেই। তোমাদের যুদ্ধ হলো ৫ বিকারের সঙ্গে। কাম-বিকার হলো তোমাদের প্রথম শত্রু। রাবণকে জ্বালানো হয়। কিন্তু সে কে? কেন জ্বালানো হয়? কিছুই জানে না। দ্বাপর থেকে নীচে নামতে-নামতে এইসময় অপবিত্র হয়ে গেছ। একদিকে শিববাবাকে স্মরণ করে পূজা করে, অন্যদিকে আবার বলে যে, তিনি সর্বব্যাপী। যিনি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়েছেন তাঁকেই তোমরা মায়ার চক্রতে এসে গালি দাও। বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমাকে অগণিত জন্মে নিয়ে গেছ। আমাকে কণায়-কণায় বলে দিয়েছ। এই ড্রামাও পূর্ব নির্ধারিত। অসীম জগতের পিতার গ্লানি করে কত পাপ আত্মা হয়ে গেছ। এ হলো রাবণ-রাজ্য, তাই না।

এও তোমরা জানো -- এইসময় সকলেই ভক্ত। সকলের সঙ্গতি কে করেন ? সত্যখন্ড যিনি স্থাপন করেন তিনিই সকলের পিতা। রাবণকে বাবা বলা হয় না। ৫ বিকার সকলের মধ্যেই রয়েছে। বিকারের দ্বারাই জন্ম হয় তাই ভ্রষ্টাচারী বলা হয়। দেবতাদের বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখন হলো সম্পূর্ণ বিকারী। পূজ্য দেবতারাই আবার পূজারী হয়। ওরা বলে যে, আত্মাই পরমাত্মা। বাবা বলেন, এটা ভুল। প্রথমে-প্রথমে তো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আত্মারা অর্থাৎ আমরা

এইসময় হলাম ব্রাহ্মণকুলের, তারপরে আবার দেবতা কুলে যাই। এই ব্রাহ্মণকুল হলো সর্বোত্তম কুল। ব্রাহ্মণদের রাজবংশ হয় না। ব্রাহ্মণদের হয় শিখা(টিকি)। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তাই না। সর্বাপেক্ষা উর্ধ্ব হলেন শিববাবা। ভারতে বিরাট রূপ (গীতায়) দেখান হয়। কিন্তু তাতে না ব্রাহ্মণদের শিখা রয়েছে, না সেই শিখার(ব্রাহ্মণদের) পিতা রয়েছে। অর্থ কিছুই বোঝে না। ত্রিমূর্তির অর্থও বোঝে না। তা নাহলে ভারতের রাজ-চিহ্ন(কোট অফ আর্মস) ত্রিমূর্তি শিবেরই হওয়া উচিত। এখন এ হলো কাঁটার জঙ্গল। তাই জংলী জানোয়ারদের রাজ-চিহ্ন (অশোকস্তুম্ভ) বানিয়ে দিয়েছে। তাতে আবার লিখেছে 'সত্যমেব জয়তে'। সত্যযুগে তো দেখানো হয় যে, বাঘে-গরুতে একত্র হয়ে জল পান করছে। 'সত্যমেব জয়তে' অর্থাৎ বিজয়। (ওখানে) সকলে ক্ষীরখন্ড(মিষ্টিমধুর সম্পর্কে একত্রিত) হয়ে থাকে। নুন-পানী(তিল্প সম্পর্ক) হয় না। রাবণ-রাজ্যে নুন-পানী আর রাম-রাজ্যে ক্ষীরখন্ড হয়ে যায়। তাই একে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। একে-অপরকে প্রথমসারির কাঁটা অর্থাৎ (কাম) বিকারের কাঁটায় দংশন করে। বাবা বলেন, কাম মহাশত্রু। এ আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দিতেই থাকবে। নামই হলো রাবণ-রাজ্য। বাবা বলেন, এই ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে জগতজীৎ হও। এই অন্তিম জন্মে নির্বিকারী হও। তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছ, পুনরায় সতোপ্রধান পবিত্র হও। গঙ্গা কোন পতিত-পাবনী নয়। শরীরের ময়লা তো ঘরে বসেও জল দিয়ে পরিষ্কার করতে পারো। কিন্তু আত্মা তো তাতে পরিষ্কার হতে পারে না। ভক্তিমার্গে তো কত-কত সংখ্যক গুরু থাকে। সঙ্গুরু একজনই, যিনি সঙ্গতি করেন। তিনি সুপ্রীম পিতাও, সুপ্রীম শিক্ষকও আবার সুপ্রীম সঙ্গুরুও। তিনিই তোমাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ শোনান। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবা ছাড়া আর কাউকে যেন স্মরণ করা না হয়। দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) সকলের সঙ্গে ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে হবে। এই অন্তিম জন্মে বিকারের উপর বিজয়লাভ করে জগতজীৎ হতে হবে।

বরদান :- প্রতিটি কর্মে বিজয়ের অটল বিশ্বাস (নিশ্চয়) আর নেশা রাখতে সমর্থ অধিকারী আত্মা ভব

বিস্তার :- বিজয় আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার -- এই স্মৃতিতে সদা উড়তে থাকে। যা কিছুই হয়ে যাক -- এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে (নিশ্চয়ে) অটল হও। নেশার আধারই(ভিত) হলো দৃঢ় বিশ্বাসে। নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) কম, তো নেশাও কম। তাই বলা হয়, "নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী"। নিশ্চয়ের ক্ষেত্রে 'কখনো-কখনো' শব্দ বলার মতো হয়ো না। অবিনাশী পিতা রয়েছেন তাই অবিনাশী প্রাপ্তির অধিকারী হও। প্রতিটি কর্মেই যেন বিজয়ের নিশ্চিত বিশ্বাস আর নেশা থাকে।

স্লোগান:- বাবার স্নেহের ছত্রছায়ায় নীচে থাকো তাহলে কোন বিঘ্ন সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদেরকে সভ্য (সিভিল) নেত্র দিতে এসেছেন, তোমরা জ্ঞান রূপী তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করেছ, তাই এই চোখ কখনো ক্রিমিনাল হওয়া উচিত নয়”

প্রশ্ন:- তোমাদের মতো অসীমের (বেহদের) সন্ন্যাসীদেরকে বাবা কোন্ শ্রীমং দিয়েছেন ?

উত্তর :- বাবার শ্রীমং হলো - এখন তোমাদেরকে এই নরক এবং নরকবাসীদের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। ঘর-গৃহস্থ থেকেও বুদ্ধি দ্বারা এই নরককে ত্যাগ করো। নরক হলো পুরাতন দুনিয়া। তোমাদেরকে এখন বুদ্ধি দ্বারা এই পুরাতন দুনিয়াকে ভুলতে হবে। এমন নয় যে একটা ঘরকে ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। তোমাদের এই বৈরাগ্য অসীম জগতের প্রতি। এখন তোমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা, সবকিছু ত্যাগ করে ঘরে ফিরতে হবে।

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ, অন্য কারোর নাম নেওয়া হয়না। এনার (ব্রহ্মার) নামও নেওয়া হয়না। বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন, তিনি যেখানে যাবেন নিশ্চয়ই পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্যই যাবেন। তিনি এখানেই পবিত্র হওয়ার যক্তি বলছেন। শিব ভগবানুবাচ না কি কৃষ্ণ ভগবানুবাচ ? যেহেতু ব্যাচ লাগানো আছে, তাই এই বিষয়টা তো অবশ্যই বোঝাতে হবে। রচনা এবং রচয়িতার আদি-মধ্য-অন্তের সকল রহস্য এই ব্যাচের মধ্যেই দেখানো হয়েছে। এই ব্যাচটাও কোনো অংশে কম নয়। এইগুলো সব ইশারা। তোমরা সবাই হলে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে আস্তিক। ক্রম অনুসারে অবশ্যই বলতে হবে। কেউ কেউ তো রচনা এবং রচয়িতার জ্ঞানও বোঝাতে পারে না। তাহলে তো সতোপ্রধান বুদ্ধি বলা যাবে না। ক্রম অনুসারে সতোপ্রধান, রজো এবং তমো বুদ্ধিও রয়েছে। যে যেমন বুঝতে পারে, সে সেইরকম টাইটেল পায়। কেউ সতোপ্রধান বুদ্ধি সম্পন্ন, কেউ আবার রজো বুদ্ধি সম্পন্ন। কিন্তু তোমরা আশাহত হয়ে যাবে বলে তাদের নাম বলা হয় না। কিন্তু ক্রম তো অবশ্যই রয়েছে। যে ফার্স্ট ক্লাস, সে খুব মূল্যবান। তোমরা এখন সত্যিকারের সদগুরুকে পেয়েছ। দেবী-দেবতারা হল সত্য। তারাই পরে বামমার্গে গিয়ে মিথ্যা হয়ে যায়। সত্যযুগে কেবল তোমরা দেবী-দেবতারাই থাকো, অন্য কেউ সেখানে থাকে না। কেউ কেউ তো বলে - এইরকম কিভাবে সম্ভব ? ওদের মধ্যে জ্ঞান নেই। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে আমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছি। তোমরাই এখন যথাযথ ভাবে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান জেনেছ। যার নাম-রূপ নেই, তাকে তো দেখতে পাওয়া যাবে না। আকাশ মহাশূন্য হলেও অনুভব করা সম্ভব। এইগুলো সব জ্ঞানের বিষয়। সবকিছু বুদ্ধির ওপরেই নির্ভরশীল। কেবল বাবা-ই রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান দেন। এটাও লিখে রাখতে হবে যে এখানে রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এইরকম অনেক স্লোগান রয়েছে। দিনে দিনে অনেক নুতন নুতন স্লোগান, নুতন নুতন পয়েন্ট তৈরি হচ্ছে। আস্তিক হওয়ার জন্য রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। তাহলেই নাস্তিকভাব কেটে যায়। তোমরা আস্তিক হয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এখন তোমরা হলে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে আস্তিক। মানুষরাই তো এটা জানবে। জন্তু-জানোয়াররা তো জানবে না। মানুষই উত্তম হয়, মানুষই অধম হয়। এখন তো একজন মানুষও রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান জানে না। বুদ্ধিতে একেবারে গোদরেজের তাল লেগে গেছে। পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমরা জানো যে আমরা বাবার কাছে এসেছি বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য। তোমরা ১০০ শতাংশ পবিত্রতা পালন করো। পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি সবকিছুই রয়েছে। এইরকম ভাবে আশীর্বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু এটা তো

ভক্তিমার্গের শব্দ। তোমরা পড়াশুনা করে এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যাও। নিজে পড়ে, অন্যকেও পড়তে হবে। স্কুলেও কুমার কুমারীরা পড়তে যায়। একসাথে থাকতে থাকতে কখনো কখনো খুব খারাপ হয়ে যায়। কারণ তারা ক্রিমিনাল দৃষ্টি সম্পন্ন। ক্রিমিনাল দৃষ্টি থাকার জন্য ঘোমটা দিতে হয়। কিন্তু ওখানে কোনো ক্রিমিনাল দৃষ্টি থাকে না। তাই ঘোমটা দেওয়ার দরকার হবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কখনো ঘোমটা দিতে দেখেছ কি ? ওখানে তো কখনো এইরকম খারাপ সংকল্পও আসবে না। এটা তো রাবণ রাজ্য। এখন দৃষ্টি খুবই খারাপ হয়ে গেছে। বাবা এসে জ্ঞান নেত্র প্রদান করছেন। আত্মা-ই সবকিছু দেখে, কথা বলে এবং কর্ম করে। তোমরা আত্মা-ই এখন নিজেদেরকে সংশোধন করছে। আত্মা-ই খারাপ হয়ে গিয়ে পাপ আত্মা হয়ে গেছিল। তাকেই পাপ আত্মা বলা হয় যার দৃষ্টি ক্রিমিনাল। কেবল পরমপিতা ছাড়া অন্য কেউ এই ক্রিমিনাল দৃষ্টি ঠিক করতে পারবে না। বাবা-ই জ্ঞানের সিঁড়ি আঁখি প্রদান করেন। এই জ্ঞান তোমরাই জেনেছ। শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই।

বাবা বলেন – বেদ, উপনিষদ, পুরাণ সবকিছুই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি কোনো কিছুতেই আমাকে পাওয়া যায় না। অর্ধেক কল্প ধরে এই ভক্তি প্রচলিত থাকে। বাচ্চারা, এখন তোমরা সবাইকে এই বার্তা শোনাও যে এখানে এলে তোমাদেরকে রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান শোনাও, পরমপিতা পরমাত্মা-র বায়োগ্রাফি বলব। মানুষ তো এইসব কিছুই জানে না। এগুলোই হল মুখ্য বিষয়। ভাই এবং বোনেরা, তোমরা এসে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান শোনাও, পড়াশুনা করো, যার দ্বারা তোমরা এইরকম হতে পারবে। এই জ্ঞান প্রাপ্ত করলে এবং সৃষ্টিচক্রকে বুঝলে তোমরাও এইরকম সত্যযুগের চক্রবর্তী মহারাজা-মহারানী হয়ে যাবে। লক্ষ্মী-নারায়ণও এই পার্শ্বের দ্বারা-ই এইরকম হয়েছে। তোমরাও এই পার্শ্বের দ্বারা ঐরকম হচ্ছ। এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ অতি প্রভাবশালী। বাবা তো ভারতেই আসেন। অন্য কোনো ভূমিতে কেনই বা আসবেন ? বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন। তাই তিনি সেখানেই আসেন যে ভূমি চিরন্তন। যে ভূমিতে ভগবানের চরণ পড়েছে, সেই ভূমির কখনো বিনাশ হবে না। দেবতাদের জন্য এই ভারত ভূমি রয়েছে। কেবল পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ভারত-ই হল সত্য ভূমি, আবার এই ভারত-ই অসত্য ভূমি হয়ে যায়। ভারতের অলরাউন্ডার পার্ট রয়েছে। অন্য কোনো ভূমির জন্য এইরকম বলা যাবে না। ভগবান এসে সত্য ভূমি বানান, তারপর রাবণ অসত্য বানিয়ে দেন। তারপর সত্যের কোনো অস্তিত্বও থাকে না। তাই এই দুনিয়ায় সত্যিকারের গুরু খোঁজ পাওয়া যায় না। ওরা হল সল্যাসী আর ফলোয়ার্সরা হল গৃহস্থী। তাহলে ওদেরকে কিভাবে ফলোয়ার্স বলা যাবে? এখন বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে বলছেন – পবিত্র হও এবং দিব্যগুণ ধারণ করো। তোমাদেরকে এখন দেবতা হতে হবে। সল্যাসীরাও সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয় না। ওরাও বিকারীদের ঘরেই জন্ম নেয়। অনেকে বাল-ব্রহ্মচারীও হয়। এইরকম অনেকেই আছে। বিদেশেও অনেক রয়েছে। তারপর তারা বৃদ্ধাবস্থায় বিয়ে করে যাতে কেউ তাদের দেখাশুনা করে। তাদের জন্য কিছু অর্থও রেখে যায়। বাকি সম্পত্তি দান করে দেয়। এখন তো বাচ্চাদের প্রতি খুব মমতা থাকে। ৬০ বছর হয়ে গেলে সবকিছু বাচ্চাদের নামে করে দেয় এবং লক্ষ্য রাখে যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কি না। কিন্তু আজকালকার বাচ্চারা তো বলে যে বাবা বানপ্রস্থে গিয়ে ভালোই হয়েছে, আমি চাবি পেয়ে গেছি। তারপর সকল সম্পত্তি নষ্ট করে দেয় এবং বাবাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। বাবা বলছেন – তোমরা প্রদর্শনীতে লিখে দাও যে ভাই-বোনেরা, তোমরা এসে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান শোনাও। এই সৃষ্টিচক্রকে জানলেই তোমরা চক্রবর্তী দেবী-দেবতা অর্থাৎ বিশ্বের মহারাজা-মহারানী হয়ে যাবে। এটা হল

বাচ্চাদের প্রতি বাবার নির্দেশ। বাবা বলছেন, এটা হল অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। আমি এনার মধ্যেই প্রবেশ করি। ব্রহ্মার পরেই বিষ্ণু রয়েছে। বিষ্ণুর চারটে হাত কেন দেখানো হয়েছে ? দুটো হাত পুরুষের, দুটো স্ত্রীর। এখানে কি চার হাত বিশিষ্ট কোনো মানুষ হয় ? এইগুলো সব বোঝার বিষয়। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ। ব্রহ্মাকেও এইরকম দেখানো হয়। ব্রহ্মার দুটো হাত আর সরস্বতীর দুটো। এনারা দুজন বেহদের সন্ধ্যাসী হয়ে গেছেন। এমন নয় যে সন্ধ্যাস গ্রহণ করে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। না, বাবা বলছেন – ঘর গৃহস্থ থেকেও বুদ্ধি দ্বারা এই নরককে ত্যাগ করো। নরককে ভুলে বুদ্ধি দ্বারা স্বর্গকে স্মরণ করতে হবে। নরক এবং নরকবাসীদের থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে স্বর্গবাসী দেবী-দেবতাদের সাথে যুক্ত করতে হবে। যে পড়াশুনা করে, তার বুদ্ধিতে থাকে যে আমি পাস করে এইরকম হব। আগে বানপ্রস্থ অবস্থায় এলে গুরু করত। বাবা বলছেন, আমিও এনার বানপ্রস্থ অবস্থাতেই এসে প্রবেশ করি। ইনি এখন অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে রয়েছেন। ভগবানুবাচ- আমি অনেক জন্মের অন্তিমের জন্মেই এসে প্রবেশ করি। যিনি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভূমিকা পালন করেছেন, আমি তার শরীরেই প্রবেশ করি। কারন তাকেই সবার আগে ফেরত যেতে হবে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। দুজনেরই চারটে করে হাত দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মা-সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ থেকে ব্রহ্মা-সরস্বতী। তোমরা বাচ্চারা ঝট করে এই হিসাব বলে দেবে। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ ৮৪ জন্ম নিয়ে এইরকম সাধারণ ব্রহ্মা-সরস্বতী হয়ে যায়। বাবা পরবর্তী কালে এনার নাম রেখেছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার বাবা কে ? অবশ্যই শিববাবা। কিভাবে জন্ম দিয়েছেন ? দত্তক নিয়েছেন। বাবা বলছেন, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। তাই লিখতে হবে যে ভগবানুবাচ হল – আমি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি যে নিজের জন্মকেই জানে না। অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের অন্তিমে আমি এসে প্রবেশ করি। যখন বানপ্রস্থ অবস্থা হয়ে যায়, তখনই এসে প্রবেশ করি। যখন এই দুনিয়া পুরাতন এবং পতিত হয়ে যায়, তখনই আমি আসি। কত সহজ ভাবে বোঝানো হয়। আগে তো ৬০ বছর বয়স হলে গুরু করত। এখন তো জন্ম থেকেই গুরু করিয়ে দেয়। এটা খ্রিস্টানদের কাছ থেকে শিখেছে। কিন্তু ছোট অবস্থায় গুরু করানোর কি দরকার ! ওরা মনে করে, ছোটো অবস্থায় মারা গেলে সদগতি প্রাপ্ত হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন, এখানে কারোর সদগতি হতে পারে না। বাবা তোমাদেরকে কত সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন এবং উত্তম বানাচ্ছেন। ভক্তি মার্গে তোমরা কেবল সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছ। এটা হল রাবণ রাজ্য। ধীরে ধীরে বিকারী দুনিয়ার আরম্ভ হয়। গুরু তো সবাই করেছে। ইনিও বলেন যে আমিও অনেক গুরু করেছিলাম। যে ভগবান সকলের সদগতি করেন, তাকেই জানে না। ভক্তির অতি কঠোর শিকলে আবদ্ধ। কোনো শিকল পাতলা, কোনোটা হয়তো মোটা। কোনো ভারী জিনিস ওঠানোর সময়ে কত মোটা শিকলে বেঁধে ওঠায়। এখানেও এইরকম অবস্থা। কেউ কেউ তো সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কথা শুনবে। কেউ আবার কিছুই বুঝবে না। ক্রমানুসারে মালার দানা তৈরি হয়। ভক্তি মার্গে মানুষ মালা জপ করে। কিন্তু একটুও জ্ঞান নেই। গুরু মালা জপ করতে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাম নামে মত্ত হয়ে যায়। যেন বাজনা বাজায়। কেবল আওয়াজটা ভালো লাগে, এইটুকুই। কিন্তু কিছুই জানে না। রাম কে, কৃষ্ণ কে, ওরা কখন ছিল – এইসব কিছুই জানে না। কৃষ্ণকেও দ্বাপরযুগে নিয়ে গেছে। এইসব কে শিখিয়েছে ? গুরুরা শিখিয়েছে। কৃষ্ণ দ্বাপরে এসেছিলেন এবং তারপরই কলিযুগ এসে গেল ! সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেল ! বাবা বলছেন, আমি সঙ্গমযুগে এসেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানাই। তোমরা তো একেবারে অন্ধশ্রদ্ধায় ডুবে আছ। বাবা বোঝাচ্ছেন, যার ভাগ্যে কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার আছে, সে তাড়াতাড়ি বুঝে যাবে। সে বলবে, এইগুলো তো সব একেবারে সত্য কথা। কেউ

কেউ ভালো করে বুঝতে পারলে তোমাদেরকে বলে যে আপনি খুব ভালো বোঝান। ৮৪ জন্মের কাহিনীও রয়েছে। বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর যিনি এসে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রুপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) সদগুরু বাবার স্মরণের দ্বারা বুদ্ধিকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। সৎ হতে হবে। আস্তিক হয়ে আস্তিক বানানোর সেবা করতে হবে।

২) এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। তাই বেহদের সন্ন্যাসী হয়ে সবকিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করতে হবে। পবিত্র হতে হবে এবং দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে।

বরদান :- সবকিছুতেই 'তোমার-তোমার' করে আসক্তির সকল অংশকে নাশ করে ডবল লাইট হও। যেকোনো রকমের আসক্তি – আমার স্বভাব, আমার সংস্কার, আমার নেচার... যেকোনো আমার ভাব থাকলেই বোঝা অনুভব হবে। বোঝা নিয়ে কেউ উড়তে পারেনা। এই 'আমার-আমার' – শব্দই ময়লা করে দেয়। তাই এখন 'তোমার-তোমার' – বলো এবং স্বচ্ছ হয়ে যাও। ফরিস্তা মানে যার মধ্যে আসক্তির কোনো অংশই নেই। যদি সংকল্পেও আসক্তির কোনো ভাব আসে, তাহলেই বুঝবে ময়লা হয়ে গেছে।

স্লোগান :- যে সর্বদা বাপদাদাকে নিজের নয়নে সমাধিত করে রাখে, সে-ই হল জগতের জ্যোতি।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণে থেকে খাবার তৈরি করো তাহলে যে থাকে তার হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যাবে,
তোমরা ব্রাহ্মণ তোমাদের খাবার খুব শুদ্ধ হওয়া উচিত"

প্রশ্ন :- সত্যযুগে তোমাদের দ্বারে কখনও কালের আগমন হয় না - কেন ?

উত্তর :- কারণ সঙ্গমে তোমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা জীবিত অবস্থায় মরতে শিখেছ। যারা এখন জীবিত থেকে মরতে জানে তাদের দোর গোড়ায় কখনো কালের আগমন হয় না। তোমরা এখানে এসেছ মরার কায়দা শিখতে। সত্যযুগ হল অমর লোক, সেখানে কাল কাউকে গ্রাস করে না। রাবণ রাজ্য হল মৃত্যুলোক, তাই এখানে সবার অকালে মৃত্যু হতেই থাকে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা প্রদর্শনী দেখে আসে তো বুদ্ধিতে সেইসব স্মরণ থাকা উচিত। আমরা কেমন শূদ্র ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি তারপরে দেবতা সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী হব। এই সঙ্গমযুগী মডেল প্রদর্শনীতে রাখতে হবে। কলিযুগ এবং সত্যযুগের মধ্যখানে এখন এই হল সঙ্গমযুগ। অতএব সঙ্গমযুগী মডেল মধ্যখানে থাকবে, তাতে ১৫-২০ জন শ্বেত পোশাকধারী দের তপস্যারত বসানো উচিত। যেমন সূর্যবংশী দেখানো হয় তো চন্দ্রবংশী-ও দেখাতে হবে। এমন তৈরি করতে হবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে এই তপস্যা করেই এমন দেবতা স্বরূপে পরিণত হওয়া যায়। যেমন তোমাদের প্রথম দিকের চিত্র রয়েছে। সাধারণ তপস্যারত এবং ভবিষ্যতের রাজ্য পদের। তেমনভাবে এটিও তৈরি করতে হবে। তাহলেই তোমরা বোঝাতে পারবে তপস্যারত ব্রাহ্মণরাই দেবতায় পরিণত হয়। অ্যাকুরেট দেখাতেও হবে। আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা রাজযোগ শিখে এমন স্বরূপে পরিণত হই। সুতরাং সঙ্গমযুগও অবশ্যই দেখাতে হবে। তোমরা বাচ্চারা প্রদর্শনী দেখে এলে সারাদিন ওই নলেজ বুদ্ধিতে থাকা উচিত, তবেই জ্ঞানের সাগরের বাচ্চারা তোমরা মাস্টার জ্ঞানের সাগর রূপে পরিচিত হবে। যদি বুদ্ধিতে জ্ঞান ই না থাকে তাহলে জ্ঞানের সাগর বলা হবে কিভাবে। সারাদিন বুদ্ধি যেন এতেই যদি লেগে থাকে তাহলে বন্ধন মুক্ত হবে। আমরা এখন হলাম ব্রাহ্মণ, তারপরে দেবতায় পরিণত হই। যদি ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে না তাহলে ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম হবে। বৈকুণ্ঠ দেখতে পারে না। মুখ্য হলই তো বৈকুণ্ঠ। ওয়ান্ডার অফ ওয়ান্ডার সত্যযুগ কে বলা হয়, তাই পুরুষার্থ করতে হবে। তোমাদের দুই চিত্রই থাকা উচিত। ওই রঙিন পোশাক বা গহনায় সজ্জিত, এবং এই তপস্যারত। তখন তারা বুঝবে সূক্ষ্মবতনে বিরাজিত আছে। ড্রেস তো পরিবর্তন হতে পারে। ফিচার্স তো পরিবর্তন হতে পারবে না। ওই হল অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, এই হল পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, যাতে তারা বুঝতে পারে যে এরা স্থাপনা করছে। এরাই আবার দেবতা রূপে পরিণত হবে। যে পরিশ্রম করবে সেই পাবে। ব্রাহ্মণ তো অনেকেই হবে। এইসময় তোমাদের সংখ্যা কম। দিন-প্রতিদিন বৃদ্ধি হতে থাকবে। সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রম করে, বুদ্ধিতে আছে - আমরা তপস্যা করে পুনরায় দেবতা হব। একেই বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসা কারণ বুদ্ধিতে তো সম্পূর্ণ নলেজ আছে। আমরা কি ছিলাম, এখন আবার কি হতে চলেছি। স্টুডেন্টরা টিচারকে তো নিশ্চয়ই স্মরণ করবে। তোমাদেরও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের যাত্রা দ্বারা-ই পাপ ভস্ম হয়। আত্মা পবিত্র হয়ে যায় তখন শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয় । যারা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয় তারা-ই আবার দেবতায় পরিণত হয়। এর মডেল টি যত বিশাল হবে, ততই ভালো কারণ তাতে লিখতেও হবে - সঙ্গমযুগী পুরুষোত্তম রূপে পরিবর্তনকারী ব্রাহ্মণ। এখন তোমাদের বাবা বসে পড়াচ্ছেন। উপরে শিববাবারও

চিত্র আছে, যিনি তোমাদের পড়ান। তোমরা দেবতায় পরিণত হও। এই ব্রহ্মা তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিও হলেন শ্বেত পোশাকধারী স্টুডেন্ট। মানুষ তো রামরাজ্যকে বিশ্বাস করে না, গায়নও আছে রাম রাজা, রাম প্রজা। সত্যযুগে তো আছেই ধর্মের রাজ্য। ত্রেতায় যদিও ঋত্বিয়দের গ্লানি করা হয়েছে। সূর্যবংশীদের গ্লানি করা হয়নি। অতএব এই কথাও লিখতে হবে। রাম রাজা, রাম প্রজা... ধর্মের উপকার রয়েছে। ত্রেতা হল সেমী স্বর্গ, কারণ ১৪ কলা আছে তাইনা। সেখানে এমন গ্লানির কথা হয় না। তাদের ক্রিয়ার করে বলা আমরা কি হতে চলেছি। আমরা নিজেদের জন্যে স্বরাজ্য স্থাপন করছি। বিশ্বে শান্তির একটি স্বরাজ্য যা সবাই চায়, সেই রাজ্য আমরা স্থাপন করছি।

বাবা প্রদর্শনী ইত্যাদি দেখেন তখন চিন্তন করেন। তোমরা বাচ্চারা বাড়ি গিয়ে এইসব কথা ভুলে যাবে। কিন্তু এইসব বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা উচিত। এমন নয়, প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে গিয়েই থেলা শেষ। ভালো ভালো যে পুরুষার্থী বাচ্চারা আছে, তাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বাবার বুদ্ধিতে তো থাকে তাইনা। বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকলে বাবার স্মরণও থাকবে। উল্লসিত হতে থাকবে। যদি সত্যপ্রধান না হও তাহলে তো সত্যযুগে যাবে না তাই নিজেকে স্মরণের যাত্রায় পাকা মজবুত রাখতে হবে। তোমরা হলে রাজযোগী। তোমাদের অজস্র জটা আছে। মাতাগণ, মহিমা সবই তোমাদের। জটা ইত্যাদিও ন্যাচারাল। রাজযোগী এবং যোগিনী এই প্রকৃত তপস্যা রূপ দেখানো হয়। এইসব হল বোধগম্য করবার বিষয়। বাবা বলেন দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাকি সব দেহের সম্বন্ধ ইত্যাদি ভুলে যাও। এক পিতাকে স্মরণ করো। তিনি তোমাদের সম্পদশালী করেন। জীবিত থেকে মরে যাও। বাবা এসে জীবিত অবস্থায় মরতে শেখান। বাবা বলেন আমি হলাম কালের কাল, তোমাদের এমন মরতে শেখাই যে কখনও তোমাদের দোর গোড়ায় কাল প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে তো রাবণ রাজ্য নেই। সত্যযুগে কখনও কাল গ্রাস করে না, তাকে অমরপুরী বলা হয়। বাবা তোমাদের অমর পুরীর মালিক করেন। এই হল মৃত্যুলোক। ওই হল অমর পুরী। এই হল রাজযোগ। তোমরা লিখে দাও প্রাচীন ভারতের রাজযোগ পুনরায় শেখানো হয়। যে প্রদর্শনী ইত্যাদি দেখা যায় তাতে ভাবনা চিন্তা করা উচিত আরও বিশেষ কিছু কি এমন করা যায় যাতে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে। এতে প্রাক্টিক্যাল খুব ভালোভাবে বোঝানো যায়। যথা রাজা রানী তথা প্রজা এতেই এসে যায়। বাবা কতখানি ক্রিয়ার করে বোঝান, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। মূল রূপে এতেই জোর দেওয়া উচিত। বিশ্বে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি কিভাবে স্থাপন হচ্ছে, এসে বুঝে নাও। তোমরা নিজেদের জন্যেই কর। যত পরিশ্রম কর তত পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। তাও নম্বর অনুযায়ী। এও দেখাও নম্বর অনুযায়ী কিভাবে তৈরি হয়। প্রজাও দেখাও, তো ধনী প্রজা, সেকেন্ড গ্রেড, থার্ড গ্রেড প্রজাও দেখাও। এমন সঠিকভাবে বানাও যাতে ভালোভাবে বোঝাতে পারো। পরিশ্রম তো করতে হবে। সময় কম আছে। জ্ঞান হল তোমাদের জন্যে। তোমরা প্রদর্শনীতে এমনভাবে বোঝাও যাতে মানুষ বুঝতে পারে আমাদের একমাত্র শিব পিতাকেই স্মরণ করতে হবে তবেই আমরা এমন হতে পারব। তা নাহলে আমরা ভক্তিমার্গে এসে যাব।

তোমরা হলে মহারথী বাচ্চা, তোমাদের বুদ্ধি চলতে থাকে। পুরুষরাও অনেকে ভালো আছে। এক নম্বরে হল জগদীশ, যে ম্যাগাজিন তৈরি করে। বৃজমোহনের লেখার ভালো শখ আছে। তৃতীয় কেউ বেরিয়ে আসবে হয়তো। প্রত্যেকটি কথা তোমরা ক্রিয়ার করতে থাকবে দিন-প্রতিদিন। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, পরমআত্মায় তো জ্ঞান ভরা আছে তাইনা। যেমন গীত শোনো তোমরা। সম্পূর্ণটি রেকর্ডে ভরা আছে। এও একই কথা। বাবার কাছে যা কিছু আছে সেসব প্রাপ্ত হতে থাকবে -

ড্রামা অনুযায়ী। এই কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে চলা উচিত। তোমরা যা কাজ-ই করো, হাত দিয়ে ভোজন রন্ধন কর, বুদ্ধি যেন শিববাবার কাছে থাকে। ব্রহ্মা ভোজনও পবিত্র চাই। ব্রহ্মা ভোজন-ই হল ব্রাহ্মণদের ভোজন। ব্রাহ্মণরা যত যোগ যুক্ত হয়ে ভোজন রন্ধন করে, ততই সেই ভোজন শক্তি সম্পন্ন হয়। গায়নও আছে দেবতারাও ব্রহ্মা ভোজনের মহিমা বর্ণনা করেন, যার দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হয় তো ব্রাহ্মণরাও এমন হওয়া উচিত। এখন নেই। এখন যদি এমন হয়ে যায় তাহলে তো তোমাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হয়ে যাবে। কিন্তু ড্রামা অনুযায়ী ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি হওয়ার আছে। এমন ব্রাহ্মণও হবে যারা বলবে আমরা বাবার স্মরণে ভোজন রন্ধন করি। বাবা চ্যালেঞ্জ করেন তাইনা। এমন ব্রাহ্মণ হবে যে যোগযুক্ত হয়ে ভোজন রন্ধন করবে। ভোজন পবিত্র হওয়া উচিত। ভোজনের উপরে সবকিছু নির্ভর করছে। বাচ্চারা বাইরে পায়না তাই এখানে আসে। বাচ্চারা তো ভোজন গ্রহণ করেও রিফ্রেশ হয়। যোগ যুক্ত যারা তারা জ্ঞানীও হয় তাই তাদের সার্ভিস করতে পার্থানো হয়। অনেক ব্রাহ্মণ হলে এখানেও এমন ব্রাহ্মণদের রাখা হবে। ভোজন রন্ধনের সেবায় মহারথী হওয়া উচিত, যাতে যোগযুক্ত খাবার তৈরি হয়। দেবতারাও ভাবে আমরা ব্রহ্মা ভোজন খেয়েই দেবতা হয়েছি। তাই রুচি সহকারে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তোমাদের সঙ্গে কিভাবে মিলন হয়, এও তো ড্রামার যুক্তি যুক্ত আছে। সূক্ষ্মবতনে ইনি এবং উনি দুইজনেই মিলিত হন। এইটিও ওয়ান্ডারফুল সাক্ষাৎকার। ওয়ান্ডারফুল নলেজ তাইনা। তাই সাক্ষাৎকারও ওয়ান্ডারফুল - অর্থ পূর্ণ। ভক্তিমার্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে খুব পরিশ্রম করতে হয়। নবধা ভক্তি (কঠিন ভক্তি) করে শুধুমাত্র দর্শনের জন্যে। তারা ভাবে দর্শন হলেই আমাদের মুক্তি হবে। তারা কি জানে যে এই পড়াশোনা করে দেবতারা এমন পদমর্যাদা প্রাপ্ত করেছে। তাঁরা সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী হয়েছে এই পড়াশোনার দ্বারা। এত যে চিত্র ইত্যাদি তৈরি করেছে, সেসব যদিও কিছুই হয় না, এইসবই হল ভক্তিমার্গের বিস্তার। বড় বিশাল এই কারবার। এখন জ্ঞান ও ভক্তির রহস্য তোমরা বুঝেছ। এইসব বাবা-ই বসে বোঝান, তিনি হলেন স্পিরিচুয়াল ফাদার (আল্লার পিতা)। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। কল্প-কল্প পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত করা, রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করা, সবই বাবার কর্তব্য। কিন্তু গীতায় শুধু নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। বাবা বোঝান এও কল্প-কল্পের খেলা। আমরা ঘর থেকে অর্থাৎ পরমধাম থেকে এখানে আসি পার্ট প্লে করতে। ঝাড় বা বৃক্ষ বিষয়টি নিয়েও বুদ্ধি চলায়মান হওয়া উচিত -কাকে কিভাবে বোঝানো যায়। তারা জিজ্ঞাসা করে আমরা কি স্বর্গে আসব না। বলা, তোমাদের ধর্ম স্থাপক তো স্বর্গে আসেন না। উনি যদি আসেন তবে তোমরাও আসবে। প্রত্যেকটি ধর্মের নিজস্ব সময়ে পার্ট আছে। এই ভ্যারাইটি ধর্মের নাটক নির্দিষ্ট আছে। তৈরি করা খেলা। এতে কিছুই বলার প্রয়োজন থাকে না। মুখ্য ধর্ম দেখানো হয়েছে। এই কথা তো বাচ্চারা জানে। এই চিত্র ইত্যাদি কিছুই নতুন নয়। কল্প-কল্প এই একই রকম ভাবে চলবে। অনেক রকমের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। মারপিট ইত্যাদির বিঘ্নও পড়ে তাইনা। বাচ্চাদের কত যুক্তি দিয়ে বোঝানো হয়। বলা, ভগবানুবাচ আছে তাইনা - কাম হল মহাশত্রু। এখন তো এই কলিযুগী দুনিয়া বিনাশ হবে। দেবতা ধর্ম স্থাপন হচ্ছে তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা তোমরা পবিত্র হও। কাম বিকারকে পরাজিত করো। এই বিষয়েই ঝগড়া হয়। তোমরা বড় বড় মানুষদের বোঝাও। গভর্নরের নাম শুনে সবাই আসবে তাই যুক্তি রচনা করা হয়। হতে পারে তার মধ্যে কেউ ভালো রকম বুঝবে। বড় বড় মানুষের নাম শুনে অনেকে আসবে। এই প্রসঙ্গে অন্য কোনও বড় মানুষ চলে আসতে পারেন। যদিও কাজটি খুব মুশকিল। বাবা কতবার লেখেন - বাচ্চারা, যাকে দিয়ে উদ্ঘাটন করা হবে প্রথমে তাকে অবশ্যই বোঝাও এইভাবে মানুষ থেকে দেবতা হতে পারো। বিশ্বে শান্তি হতে পারে। স্বর্গে-ই বিশ্বে শান্তি ও সুখ ছিল। এমন ভাবে ভাষণ দাও এবং তার সঙ্গে

খবরের কাগজেও ছাপা হলে তোমাদের কাছে অনেক মানুষ আসতে থাকবে যে তোমরা ঘুমানোর সময় টুকু পাবে না। ঘুম ত্যাগ করতে হবে। সার্ভিস দ্বারা, যোগের দ্বারা শক্তিও প্রাপ্ত হয় কারণ এই হল তোমাদের উপার্জন। যার উপার্জন হয় তার কখনও ঘুম পায় না। সে কখনও ঘুমিয়ে পড়ে না। উপার্জন করে এমন পেট ভরে যায় যে তার আর ঘুম আসে না। একরকম নিয়মিত হয়ে যায়। তোমরাও বিশাল উপার্জন কর । যাদের দেউলিয়া হওয়ার থাকে তারা ঘুমায়। যারা ভালো রকম বোঝে, স্মরণে থাকে তাদের ঘুম পাবে না। যদি মিত্র আত্মীয় স্বজন স্মরণে আসে তো ঘুম পাবে। এই সবই প্রমাণ চিহ্ন। স্বর্গে তোমাদের ঘুম পাবে না। বাবার কাছে অবি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে ওঠা বসা শোওয়া সবই নিয়ম অনুযায়ী হয়। অ্যাকুরেট, আত্মা লিভার হয়ে যায়। এখন সিলিন্ডার হয়েছে, তাকে লিভার বানাতে হবে। (সিলিন্ডার, লিভার ইত্যাদি হল ঘড়ির নাম) এমন কেউ তৈরি করতে পারে, কেউ পারেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বন্ধনমুক্ত হতে বা নিজের উন্নতি করার জন্যে বুদ্ধি সदा জ্ঞানে ভরপুর রাখতে হবে। মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে, স্বদর্শন চক্রধারী স্বরূপে স্মরণে বসতে হবে।

২) নিদ্রা জিত হয়ে স্মরণের শক্তি ও সেবার শক্তি জমা করতে হবে। উপার্জন জমা করার সময় কখনও আলস্য অনুভব করবে না। ঘুমের ঘোরে থাকবে না।

বরদান :- সকলের প্রতি নিজের দৃষ্টি ও ভাবনা ভালোবাসা পূর্ণ রেখে সকলের প্রিয় ফরিস্তা ভব

ব্যাখা : স্বপ্নেও যদি কারো কাছে ফরিস্তা আসে তো কতখানি খুশীর অনুভূতি হয়। ফরিস্তা অর্থাৎ সকলের প্রিয়। সীমিত নয়, অসীম জগতের প্রিয়। যে ভালোবাসে তার প্রিয় নয় বরং সকলের প্রিয়। আত্মা যে যেরকম হোক না কেন তোমাদের দৃষ্টি, তোমাদের ভাবনা যেন ভালোবাসা পূর্ণ হয় - একেই বলা হয় সকলের প্রিয়। কেউ যদি অপমান করে, কেউ যদি ঘৃণা করে তবুও তার প্রতি ভালোবাসা ও কল্যাণের ভাবনা যেন অনুভব হয় কারণ সেইসময় সে পরের বশে বশীভূত আছে।

স্নোগান - যে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হয় সে-ই সदा প্রফুল্ল, সदा সুখী ও সৌভাগ্যবান হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সর্ব প্রথম সুনিশ্চিত হতে হবে যে আমাদের পড়াচ্ছেন যিনি, তিনি হলেন স্বয়ং শান্তির সাগর, সুখের সাগর আমাদের বাবা। কোনো মানুষ কাউকে সুখ-শান্তি দিতে পারে না"

প্রশ্ন :- সব থেকে উঁচু লক্ষ্য কোনটা ? সেই উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছানোর পুরুষার্থ কি ?

উত্তর :- এক বাবার স্মরণ অবিচল হয়ে যাবে, বুদ্ধি আর কোন দিকে যাবে না, এটা হলো উঁচু লক্ষ্য। এর জন্য আত্ম-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। যখন তোমরা আত্ম-অভিমানী হয়ে যাবে তো সব ভাবনা সমাপ্ত হয়ে যাবে। বুদ্ধির অস্থিরতা বন্ধ হয়ে যাবে। দেহের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি যাবে না, এই হলো লক্ষ্য, এর জন্য আত্ম-অভিমানী ভব।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের পিতা বসে বোঝাচ্ছেন - ওনাকে (ব্রহ্মাবাবাকে) আত্মাদের পিতা বলা যাবে না। আজকের দিনকে সদ্ধরুবার বলা হয়, গুরুবার বলা ভুল হবে। সদ্ধরুবার। গুরু তো অনেক আছে, সদ্ধরু একজনই। অনেকে আছে যারা নিজেকে গুরুও বলে, সদ্ধরুও বলে। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা মনে করো, গুরু আর সদ্ধরুতে তো পার্থক্য আছে। সত্ অর্থাৎ টু (সত্য)। সত্য একমাত্র নিরাকার পিতাকে বলা হয়, মানুষকে নয়। সত্যিকারের জ্ঞান তো এক-ই বার জ্ঞান সাগর বাবা এসে দেন। মানুষ মানুষকে সত্যিকারের জ্ঞান দিতে পারে না। এক নিরাকার পিতাই সত্য। এনার নাম তো ব্রহ্মা, ইনি কাউকে জ্ঞান দিতে পারেন না। ব্রহ্মার মধ্যে কোনো জ্ঞানই ছিল না। এখনো বলবো এনার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান তো নেই। সম্পূর্ণ জ্ঞান তো জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে আছে। এখন এরকম কোনো মানুষ নেই যে নিজেকে সদ্ধরু বলতে পারে। সদ্ধরু অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য। তোমরা যখন সত্য হয়ে যাবে তখন আবার এই শরীর থাকবে না। মানুষ কে কখনো সদ্ধরু বলা যায় না। মানুষের মধ্যে তো এক পাই (সামান্যতম) শক্তিও নেই। ইনি নিজেই বলেন আমিও হলাম তোমাদের মতো মানুষ, এর মধ্যে শক্তির কথা উঠতে পারে না। এতো বাবা পড়ান, না কি ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাও ঔনার (শিববাবার) থেকে পড়ে আবার পড়ান। এই তোমরা, যারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা তারাও পরমপিতা পরমাত্মা সতগুরুর থেকে পাঠ নাও। তোমাদের শক্তি ঔনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। শক্তি মানে এরকম নয়, যে কাউকে ঘুষি মারলে পড়ে যায়। না, এ হলো আত্মিক শক্তি যা আত্মাদের পিতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। স্মরণের শক্তি দ্বারা তোমাদের শান্তি প্রাপ্তি আর পাঠনের দ্বারা তোমাদের সুখ প্রাপ্তি হয়। যেরকম অন্যান্য টিচাররা তোমাদের পড়ায়, সেরকম বাবাও পড়ান। ইনিও (ব্রহ্মাবাবা) পড়েন, স্টুডেন্ট হন। দেহধারী যারাই আছে তারা সকলেই হলো স্টুডেন্ট। বাবার তো দেহ নেই-ই। তিনি হলেন নিরাকার, উনিই এসে পড়ান। যেরকম অন্যান্য স্টুডেন্ট পড়ে সেরকম তুমিও পড়ো। এতে পরিশ্রমের ব্যাপার নেই। পড়াশুনা চলাকালীন ব্রহ্মচর্যে থাকে। ব্রহ্মচর্যে থেকে যখন পাঠ সম্পূর্ণ করে তারপর তখন বিকারের দ্বারা পতন ঘটে। মানুষ তো দেখতে মানুষেরই মতো। বলে এই অমুকে হলো মানুষ, এ হলো এল.এল.বি, এ হলো অমুক অফিসার। পড়াশুনার উপর টাইটেল প্রাপ্তি হয়ে যায়। দেখতে তো সেই হলো। ঐ শরীরের পড়াশুনা কিরকম তা তোমরা জানো। সাধু-সন্ত ইত্যাদি যারা শাস্ত্র পড়ে আর পড়ায়, তাদের বড়াই করার কিছু নেই, ওতে কারোর শান্তি তো প্রাপ্ত হয় না। এরা নিজেরাও শান্তির জন্য ঠোঁকর খেতে থাকে। জঙ্গলে যদি শান্তি থাকতো তবে আবার ফিরে আসতো কেনো ! মুক্তি তো কেউ পায় না। যারাই ভালো ভালো নামীগ্রামী রামকৃষ্ণ পরমহংস ইত্যাদি ছিলেন, তারাও সবাই

পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচেই এসেছে। মুক্তি-জীবনমুক্তি কেউই পায় না। তমোপ্রধান হতেই হয়। দেখতে তো কিছু মনে হয় না। কাউকে জিজ্ঞাসা করো-তুমি গুরুর কাছে কি পাও ? বলবে শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না। শান্তির অর্থই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আর কোনো সাধু, সন্ত, গুরু ইত্যাদি শান্তির সাগর হতে পারে না। মানুষ কাউকে সত্যিকারের শান্তি দিতে পারে না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সর্ব প্রথম সুনিশ্চিত হতে হবে-শান্তির সাগর এক বাবা-ই, যিনি আমাদের পড়ান। সৃষ্টির চক্র কি ভাবে ঘোরে, সেটাও বাবা-ই বুঝিয়েছেন। মানুষ মানুষকে কখনো সুখ-শান্তি দিতে পারে না। ইনি (ব্রহ্মা) হলেন রথ। তোমাদের মতোনই স্টুডেন্ট। ইনিও গৃহস্থ জীবনে ছিলেন। বাবাকে শুধুমাত্র নিজের রথ লোন হিসাবে দিয়েছেন, তাও বাণপ্রস্থ অবস্থায়। তোমাদের বোঝানোর জন্য হলেন এক বাবা, সেই বাবা বলেন সকলকে নির্বিকারী হতে হবে। যারা নিজে নির্বিকারী হতে পারে না তারা অনেক ধরনের কথা বলে, গালিও দেয়। মনে করে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের ভোজন যা বাবার উত্তরাধিকার পাওয়া গেছে, সেটা ত্যাগ করায়। এখন ত্যাগ তো করান সেই অসীম জগতের পিতা। এনাকেও (ব্রহ্মা) উনিই (শিববাবা) ছাড়িয়েছেন। বাচ্চাদেরও বাঁচানোর চেষ্টা করেন, যারা বেরোতে পারে তাদের বের করেন। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদের পড়ানোর জন্য যিনি আছেন তিনি কোনো মানুষ নন। সর্ব শক্তিমান এক নিরাকার বাবাকেই বলা যায়, আর কাউকে বলা যায় না। উনিই তোমাদের নলেজ দিচ্ছেন। বাবা-ই তোমাদের বোঝান। এই বিকার হলো তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, একে ত্যাগ করো। আবার যে ত্যাগ করতে পারে না সে কতো ঝগড়া করে। মাতারাও কেউ কেউ এমন আছে যারা বিকারের জন্য ঝগড়া করে।

এখন তোমরা হলে সঙ্গম যুগের। এটাও কেউ জানে না যে এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। বাবা কতো ভালো ভাবে বোঝান। অনেকেই আছে যারা একেবারে সুনিশ্চিত। কেউ কিছুটা সুনিশ্চিত, কেউ একশ' ভাগ, কেউবা দশ ভাগ সুনিশ্চিত। এখন ভগবান শ্রীমত দেন- "বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো" । এ হলো বাবার বড় আদেশ। সুনিশ্চিত হলে তবে না সেই আদেশ অনুযায়ী চলবে। বাবা বলেন - আমার মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এনাকে (ব্রহ্মা) স্মরণ করতে হবে না। আমি বক্তব্য করি না, বাবা আমার দ্বারা তোমাদের কাছে বক্তব্য রাখেন। যেরকম তোমরা এই বাচ্চারা পড়ো তেমনি ইনিও পড়েন। সকলেই স্টুডেন্ট। পড়ানোর টিচার একজনই। ওখানে সব মানুষ পড়ায়। এখানে তোমাদের ঈশ্বর পড়ান। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা পড়ো। তোমাদের আত্মা আবার পড়ায়ও। এর জন্য খুব আত্ম-অভিমানী হতে হবে। ব্যারিস্টার-ইঞ্জিনিয়ার আত্মাই হয়। আত্মার এখন দেহ-অভিমান এসে গেছে। আত্ম-অভিমानीর বদলে দেহ-অভিমानी হয়ে পড়েছে। যখন আত্ম-অভিমानी হবে তখন বিকারী বলা যাবে না। তাদের কখনো বিকারী মনোভাবও আসতে পারে না। দেহ-অভিমান থেকেই বিকারী মনোভাব আসে। আবার বিকারের দৃষ্টি দ্বারাই দেখে। দেবতাদের কখনই বিকারী দৃষ্টি হতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা আবার দৃষ্টির পরিবর্তন হয়। সত্যযুগে তো আর এমন ভালোবাসা, নাচ করবে না। সেখানে ভালোবাসা করবে কিন্তু তাতে বিকারের দুর্গন্ধ থাকবে না। জন্ম-জন্মান্তর বিকারে থাকায় সেই নেশা থেকে মুক্ত হতে খুবই সমস্যা হয়। বাবা নির্বিকারী করে তুললে তো কোনো কন্যা একদম মজবুত হয়ে যায়। ব্যাস আমাকে তো নির্বিকারী হতে হবে। আমি একলা ছিলাম, একলা যেতে হবে। কেউ ওদের সামান্য টাচ (স্পর্শ) করলে মোটেই ভালো লাগে না। বলে এ আমাকে স্পর্শ করবে কেনো, এর মধ্যে বিকারী দুর্গন্ধ আছে। বিকারী আমাকে যেন টাচও না করে। এই লক্ষ্যে তোমাদের পৌঁছাতে হবে।

দেহের দিকে দৃষ্টি যেন একদমই না থাকে। সেই কর্মাতীত অবস্থা এখন তৈরী করতে হবে। এখনো পর্যন্ত এরকম কেউ নেই যে শুধুমাত্র আত্মাকেই দেখে। এটাই লক্ষ্য থাকে। বাবা সর্বদা বলতে থাকেন-বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা মনে করো। এই শরীর হলো পুচ্ছ, যার দ্বারা তোমরা ভূমিকা পালন করো।

কেউবা বলে এতে শক্তি আছে। কিন্তু শক্তির কোনো ব্যাপার নেই। এ হলো পড়াশুনা। যেমন আর সকলে পড়ে, ইনিও পড়ে। পিওরিটির জন্য কতো মাথা ঠুকতে হয়। কতো পরিশ্রম হয়, সেইজন্য বাবা বলেন একজন-দ্বিতীয় জনকে আত্মা দেখো। সত্যযুগেও তোমরা আত্ম-অভিমानी থাকো। সেখানে তো রাবণ রাজ্য নেই-ই, বিকারের কথাই নেই। এখানে রাবণ রাজ্যে সবাই হলো বিকারী, সেইজন্য বাবা এসে নির্বিকারী করে তোলেন। না হলে শাস্তি পেতে হবে। আত্মা পবিত্র না হয়ে উপরে যেতে পারে না। হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে দিতে হয়। তবুও পদ কম হয়ে যায়। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাচ্চারা জানে যে স্বর্গে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। সর্ব প্রথম তো অবশ্যই এক রাজা-রানী থাকবে তারপর আবার ডিনাসেপ্টি হবে। প্রজা অনেক তৈরী করা হয়। ওদের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য হবে, যারা সম্পূর্ণ ভাবে সুনিশ্চিত নয় তারা সম্পূর্ণ পড়তেও পারে না। পবিত্র হতেই পারে না। অর্ধ-কল্পের পতিত, এক জন্মে ২১ জন্মের জন্য পবিত্র হবে- সে কি আর মাসির বাড়ী ! কামনার ব্যাপারটাই হলো মুখ্য। ক্রোধ ইত্যাদির এতো নয়। বুদ্ধি আর কোথাও গেলে অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করে না। বাবার স্মরণ অবিচল হয়ে গেলে আর কোনো দিকে বুদ্ধি যায় না। লক্ষ্য অনেক উঁচু। পবিত্রতার কথা শুনে যেন আগুনে জ্বলে মরে। বলে এই কথা তো কেউ কখনো বলেনি। কোনো শাস্ত্রে নেই। খুব মুশকিলের মনে করে। সে তো হলোই নিবৃত্তি মার্গের আলাদা ধর্ম। ওদের তো পুনর্জন্ম নিয়ে আবারও সন্ধ্যাস ধর্মেই যেতে হবে, সেই সংস্কারই নিয়ে যায়। তোমাদের তো বাড়ী-ঘর ছাড়তে হয় না। বোঝানো হয় যদিওবা গৃহে থাকো তবে তাদেরকেও বোঝাও-এখন হলো সঙ্গম যুগ। পবিত্রতা ব্যাতীত সত্যযুগে দেবতা হতে পারবে না। সামান্যতম জ্ঞান শুনলেও সে প্রজা হতে থাকে। প্রজা তো অনেক হয়। সত্যযুগে উপদেষ্টা (উজির) থাকে না কারণ বাবা সম্পূর্ণ জ্ঞানী তৈরী করে দেন। উপদেষ্টা ইত্যাদি দরকার অজ্ঞানী লোকের। এই সময় দেখো একজন অপর জনকে কীভাবে মারে, শত্রুতার স্বভাব কতো কড়া। তোমরা মনে করো আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে গিয়ে দ্বিতীয় শরীর নিই। কোনো বড় কথা কি হলো ! তারা দুঃখের সাথে মরে। তোমরদের সুখের সাথে বাবার স্মরণে যাওয়া। আমি অর্থাৎ এই বাবাকে যত স্মরণ করবে আর সব কিছু ভুলে যাবে। কিছুই স্মরণে থাকবে না। কিন্তু এই অবস্থা তখনই হবে যখন দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে। দৃঢ় বিশ্বাস না হলে স্মরণও স্থির হয় না। নামেই শুধুমাত্র বলা হয়। বিশ্বাসে দৃঢ়তা না থাকলে স্মরণ করবে কি ভাবে ! সবার বিশ্বাস তো একই রকম দৃঢ় নয় । সুনিশ্চিত বিশ্বাস হওয়ার থেকে মায়া সরিয়ে দেয়। যেমনকার তেমন হয়ে যায়। সর্বপ্রথম তো বাবার প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া চাই। সংশয় থাকে এই বাবার অস্তিত্ব নিয়ে। অসীম জগতের পিতাই জ্ঞান প্রদান করেন । ইনি তো বলেন আমি সৃষ্টির রচয়িতা আর রচনাকে জানতাম না। আমাকে তো কেউ শুনিয়েছে। আমি ১২জন গুরু করেছিলাম, তাদের সবাইকে ছাড়তে হয়েছে। গুরু তো জ্ঞান দেননি। সঙ্কর হঠাৎ এসে প্রবেশ করেছেন। বুঝেছি, জানা ছিল না কি হবে। গীতাতেও আছে যে, অর্জুনকেও সাক্ষাৎকার করিয়েছিল। অর্জুনের কথাই নেই, এটা তো হলো রথ, ইনিও প্রথমে গীতা পড়তেন। বাবা এসে প্রবেশ করেছিলেন, সাক্ষাৎকার করিয়েছিলেন যে এই জ্ঞান দেওয়ার জন্য বাবা-ই আছেন, তখন ওই গীতকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। আমাদের সেটাই তো বলবেন। গীতা হলো আমার বাবা।

সেই বাবা-যাকে তুমিই মাতা, তুমিই পিতা বলা হয়। তিনি রচনা করেন, অ্যাডপ্ট করান। এই ব্রহ্মাও তোমাদের মতো। বাবা বলেন এনারও যখন বাণপ্রস্থ অবস্থা হয় তখন আমি প্রবেশ করি। কুমারীরা তো হলোই পবিত্র। ওদের জন্য তো এটা সহজ। বিবাহের পর কতো সম্বন্ধ বেড়ে যায়, সেইজন্য দেহী-অভিমানী হতে পরিশ্রম করতে হয়। বাস্তবে আত্মা হলো শরীর থেকে আলাদা। কিন্তু অর্ধ-কল্প দেহ-অভিমানী থেকেছে। বাবা এসে তোমাদের অন্তিম জন্মে দেহী-অভিমানী করে তোলেন বা আত্ম চেতনায় জাগৃত করেন, তাই তো কঠিন ব্যাপার মনে হয়। পুরুষার্থ করতে করতে কতো অল্পই মাত্র পাশ করে। অষ্টরত্ন উদ্ভাসিত হয়। আত্ম-অভিমানী হতে অনেক পরিশ্রম। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রুপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) জ্ঞানের দ্বারা নিজের দৃষ্টির পরিবর্তন করতে হবে। আত্ম-অভিমানী হয়ে বিকারী চিন্তা ভাবনাকে সমাপ্ত করতে হবে। কোনো রকম বিকারের দুর্গন্ধ যেন না থাকে, দেহের প্রতি যেন একদমই দৃষ্টি না যায়।

২) অসীম জগতের পিতাই আমাদের পড়ান - এরকম সুদূর বিশ্বাস থাকলে তবে স্মরণ দৃঢ় হবে। খেয়াল রাখতে হবে, মায়া যেন দৃঢ় বিশ্বাসকে সামান্যতমও নাড়াতে না পারে ।

বরদান :- পবিত্রতার ফাউন্ডেশন দ্বারা সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনকারী পূজ্য আত্মা ভব

পবিত্রতা পূজ্য করে তোলে। পূজ্য সেই হয় যে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করি। কিন্তু পবিত্রতা শুধুমাত্র ব্রহ্মচর্য নয়, মনসা সংকল্পেও কারোর প্রতি নেগেটিভ সংকল্প যেন উৎপন্ন না হয়, কথাও যেন অযথার্থ না হয়, সম্বন্ধ-সম্পর্কেও যেন না ফাটল আসে, সবার সাথে একরকম ভালো সম্বন্ধ যাতে থাকে । মনসা-বাচা-কর্মে, কিছুতেই যেন পবিত্রতা খন্ডিত না হয় - তখন বলা হবে পূজ্য আত্মা। আমি হলাম পরম পূজ্য আত্মা - এই স্মৃতির দ্বারা পবিত্রতার ফাউন্ডেশন দৃঢ় করো।

শ্লোগান :- সর্বদা এই অলৌকিক নেশাতে থাকো "বাহ্ রে আমি" তবে মনের সাথে সাথে তনও ন্যাচারাল খুশীর ড্যান্স করতে থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে স্মরণ মিলিত হয়, যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে, তাদের প্রতি বাবারও টান অনুভব হয়"

প্রশ্ন :-- তোমাদের পরিপক্ক অবস্থার নিদর্শন কি ? সেই অবস্থা অর্জন করার জন্য কেমন পুরুষার্থ প্রয়োজন ?

উত্তর :-- বাচ্চারা, যখন তোমাদের পরিপক্ক অবস্থা হবে, তখন সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যাবে । কর্মেন্দ্রিয়ার দ্বারা কোনো ভুল কাজ হবে না । তোমাদের অবস্থা অচল এবং অটল হয়ে যাবে । এই সময়ের অটল অবস্থার দ্বারা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যাবে । এই অবস্থা অর্জন করার জন্য নিজেকে পর্যবেক্ষণ করো, নোট করাতে সাবধান থাকবে । যোগবলের দ্বারাই কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করতে হবে । এই যোগই তোমাদের অবস্থাকে পরিপক্ক করে তুলবে ।

ওম শান্তি । এ হলো স্মরণের যাত্রা । সমস্ত বাচ্চারাই এই যাত্রায় থাকে, কেবল তোমরাই এখানে খুব কাছাকাছি আছো । যারা যেখানেই থাকুক, বাবাকে স্মরণ করে, তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই কাছাকাছি এসে যায় । চন্দ্রমার সামনে যেমন কোনো কোনো নক্ষত্র খুব কাছাকাছি থাকে, কোনো নক্ষত্র আবার খুবই ঝলমল করে । কেউ কাছে থাকে, কেউ আবার দূরেও থাকে । নজরে আসে যে, এই নক্ষত্র খুবই ঝলমল করছে, এ খুবই নিকটে, আবার ওই নক্ষত্রের কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই । তোমাদেরও মহিমা আছে । তোমরা হলে জ্ঞান - যোগের নক্ষত্র । বাচ্চারা জ্ঞান - সূর্যকে পেয়েছে । বাবা সেবাপরায়ণ বাচ্চাদেরই স্মরণ করেন । বাবা হলেন সর্বশক্তিমান । সেই বাবাকেই স্মরণ করে তাই স্মরণে স্মরণ মিলিত হয় । যেখানে - যেখানে এমন সেবাপরায়ণ বাচ্চা আছে, জ্ঞান-সূর্য বাবাও তাদেরই স্মরণ করেন । বাচ্চারাও বাবাকে স্মরণ করে । যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে না, বাবাও তাদের স্মরণ করেন না । বাবার স্মরণ তাদের কাছে পৌঁছায় না । স্মরণে অবশ্যই স্মরণ মিলিত হয় । বাচ্চাদেরও স্মরণ করতে হবে । বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে -- বাবা, আপনি আমাদের স্মরণ করেন ? বাবা বলেন, কেন নয় । এই নিয়মে বাবা কেন স্মরণ করবেন না । যারা খুব বেশীমাত্রায় পবিত্র এবং বাবার প্রতি খুবই প্রেম আছে তারা এমনভাবেই প্রয়াস করে । প্রত্যেকেই নিজেদের জিজ্ঞেস করো, আমরা কতদূর বাবাকে স্মরণ করি ? একের স্মরণে থাকলে তখন তোমরা এই পুরানো দুনিয়া ভুলে যাও । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে গিয়ে মিলিত হও । এখন মিলনের সময় এসেছে । এই ড্রামার রহস্যও বাবাই বুঝিয়ে বলেছেন । বাবা আসেন, তিনি এসে বাচ্চাদের রুহানি (আত্মিক) বাচ্চা বানান । পতিত থেকে পবিত্র কিভাবে হবে - তা তিনি এসেই শেখান । বাবা তো একজনই, তাঁকেই সবাই স্মরণ করে কিন্তু এই স্মরণও সকলের নিজের - নিজের পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । যে যত বেশী স্মরণ করবে সে তত সামনে উপস্থিত থাকবে । কর্মাতীত অবস্থাও এইভাবেই প্রাপ্ত হয় । তোমরা যত স্মরণ করবে ততই তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় আর চঞ্চল হবে না । কর্মেন্দ্রিয় তো অনেকই চঞ্চল হয়, একেই মায়া বলা হয় । কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো খারাপ কর্ম যেন না হয় । এখানে যোগবলের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করতে হবে । ওরা তো ওষুধের দ্বারা বশ করে । বাচ্চারা বলে -- বাবা, এ কেন বশ হয় না ? বাবা বলেন - তোমরা যত স্মরণ করবে, কর্মেন্দ্রিয় ততই বশ হতে থাকবে । একেই বলা হয় কর্মাতীত অবস্থা । এ কেবল স্মরণের যাত্রার ফলেই হয় তাই ভারতের প্রাচীন রাজযোগের মহিমা আছে । সে তো ভগবানই

শেখাবেন । ভগবান তাঁর নিজের বাস্তুদের শেখান । তোমাদের এই বিকারী কর্মেন্দ্রিয়কে যোগবলের দ্বারা জয় করার পুরুষার্থ করতে হবে । সবকিছুই পরের দিকে হবে । অবস্থা যখন পরিপক্ব হবে তখন কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই আর চঞ্চল হবে না । এখন চঞ্চলতা বন্ধ হলে ২১ জন্মের জন্য কর্মেন্দ্রিয় আর ধোকা দেবে না । ২১ জন্মের জন্য কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যায় । সবথেকে মুখ্য হলো কাম । স্মরণ করতে করতে কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যাবে । এখন কর্মেন্দ্রিয়কে বশ করলে তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা উপহার পাও । বশ করতে না পারলে পাপ রয়েছেই যায় । তোমাদের পাপ যোগবলের দ্বারা কাটতে থাকবে । তোমরা পবিত্র হতে থাকো । এ হলো এক নম্বর সাবজেক্ট । বাবাকে ডাকাও হয় পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য । তাই বাবা এসেই পবিত্র করেন ।

বাবাই হলেন নলেজফুল । বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে স্মরণ করো । এও হলো জ্ঞান । এক হলো যোগের জ্ঞান আর দ্বিতীয় হলো ৮৪ জন্মের চক্রের জ্ঞান । জ্ঞান হলো দুই রকম । এতে দৈবী গুণ স্বাভাবিকভাবেই মিলে আছে । বাস্তুরা জানে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই তাই দৈবী গুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে । নিজের পর্যবেক্ষণ করতে হবে । নোট করলে নিজের প্রতি সাবধান থাকবে । নিজের পর্যবেক্ষণ করলে কোনো ভুল হবে না । বাবা নিজেই বলেন - মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । তোমরাই আমাকে ডেকেছো কারণ তোমরা জানো যে, বাবা হলেন পতিত পাবন, তিনি যখন আসেন, তখন তিনি এই নির্দেশ দেন । এখন আত্মাদের এই নির্দেশ অনুযায়ী অভ্যাস করতে হবে । তোমরা এই শরীরের দ্বারা অভিনয় করো । তাই বাবাকেও অবশ্যই এই শরীরে আসতে হবে । এ খুবই আশ্চর্যের কথা । ত্রিমূর্তির চিত্র কতো পরিষ্কার । ব্রহ্মা তপস্যা করে এমন তৈরী হন । এরপর ৮৪ জন্ম পরে এমন হন । বুদ্ধিতে যেন এই কথা স্মরণে থাকে যে, আমরা ব্রাহ্মণরাই দেবতা ছিলাম, তারপর আমরা ৮৪ চক্র অতিক্রম করেছি । এখন আবার দেবতা হওয়ার জন্য এসেছি । দেবতাদের রাজত্ব যখন সম্পূর্ণ হয় তখন ভক্তিমার্গেও অনেক প্রেমের সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করা হয় । এখন এই বাবা তোমাদের সেই পদ অর্জন করার যুক্তি বলে দিচ্ছেন । স্মরণ করাও খুবই সহজ, কেবল সোনার পাত্র চাই । পুরুষার্থ যত করবে ততই পয়েন্টস জমা হবে । সুন্দরভাবে জ্ঞানও শোনাতে থাকবে । তোমরা বুঝতে পারবে যে, বাবা আমার মধ্যে প্রবেশ করে মুরলী চালাচ্ছেন । বাবাও খুব সাহায্য করেন । তোমাদের অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে । সেও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । এক সেকেণ্ডও অন্য সেকেণ্ডের সঙ্গে মেলে না । সময় চলে যেতে থাকে । এতো বছর, এতো মাস কিভাবে চলে যেতে থাকে । শুরু থেকে সময় অতিক্রম হয়ে এসেছে । ঐ সেকেণ্ড আবারও পাঁচ হাজার বছর পরে রিপিট হবে । তোমাদের এও খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আর বাবাকেও স্মরণ করতে হবে যাতে বিকর্ম বিনাশ হয় । আর অন্য কোনো উপায় নেই । এতো সময় ধরে যা কিছুই করে এসেছো, সে সব হলো ভক্তি । এও বলা হয় যে, ভক্তির ফল ভগবান দেবেন । তিনি কি ফল দেবেন ? কখন আর কিভাবে দেবেন ? এসব কেউই কিছু জানে না । বাবা যখন ফল দেওয়ার জন্য আসেন তখন গ্রহীতা এবং দাতা একত্রিত হয় । ড্রামার পার্ট এগিয়ে যেতে থাকে । সম্পূর্ণ ড্রামায় এ হলো অন্তিম জীবন । এমনও সম্ভব যে, কেউ এখন শরীর ত্যাগ করলো । আবার কোনো পার্ট করতে হলে তারা আবার জন্ম নিতে পারে । কারোর অনেক হিসেব - নিকেশ থাকলে তারা আবার জন্ম নিতে পারে । কারোর অনেক পাপ থাকলে তারা বারে বারে এক জন্ম থেকে দ্বিতীয় জন্ম - তৃতীয় জন্ম নিয়ে শীঘ্র শরীর ত্যাগ করতে থাকে । গর্ভে এলো, দুঃখ ভোগ করলো তারপর শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর নিলো । কাশী কলবটেও এমনই অবস্থা হয় । মাথার উপর পাপের অনেক বোঝা আছে । যোগবল তো নেইই । কাশী

কলবট খাওয়ার অর্থ - নিজের শরীরকে আঘাত করা । আত্মাও বুঝতে পারে যে, এ আঘাত করছে । আত্মা বলে - বাবা, আপনি আসবেন তখন আমরা আপনার কাছে বলিহারি যাবো । বাকি ভক্তি মার্গে বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত । সে সব ভক্তি হয়ে যায় । দান - পুণ্য, তীর্থ ইত্যাদি যা কিছুই করে তা কার সঙ্গে লেনদেন হয় ? পাপ আত্মার সঙ্গে । এ তো রাবণ রাজ্য তাই না । বাবা বলেন যে - খুব সাবধানের সঙ্গে লেনদেন করো । কেউ যদি কোথাও খারাপ কাজে লাগায় তাহলে মাথার উপর বোঝা চেপে যাবে । দান - পুণ্যও খুব সাবধানের সঙ্গে করতে হয় । গরীবদের জন্য তো অল্প - বস্ত্র দান করা হয় বা আজকাল ধর্মশালা ইত্যাদি বানানো হয় । বিত্তবানদের জন্য তো বড় - বড় মহল আছে । গরীবদের জন্য আছে ঝুপড়ি । সেসব তো আবর্জনার কাছে তৈরী হয় । সেইসব আবর্জনা থেকে সার তৈরী হয়, যা বিক্রি হয়, যার থেকে খেত-এ ফলন হয় । সত্যযুগে তো এইসব আবর্জনা দিয়ে চাম্বাস হয় না । ওখানে তো নতুন মাটি থাকে । সেখানকার নামই হলো স্বর্গ । রত্নের নামে মহিমা আছে যেমন পোখরাজ পরী, সবুজ পরী । কেউ কেউ অনেক সার্ভিস করে, কেউ আবার কম । কেউ আবার বলে সার্ভিস করতে পারি না । বাবার রত্ন তো সবাই কিন্তু তারমধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই পূজ্য হয় । দেবতাদেরই পূজা হয় । ভক্তিমার্গে অনেক পূজা হয় । এ সবই ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে, যা দেখে মজা আসে । আমরা হলাম অভিনেতা । এই সময় তোমরা জ্ঞান পাও । তোমরা খুব খুশী হও । তোমরা জানো যে, ভক্তিরও পার্ট আছে । ভক্তিতেও মানুষ খুব খুশীতে থাকে । গুরুরা বলে মালা জপ করো । ব্যস, ওই খুশীতেই জপ করতে থাকে । বোঝার ক্ষমতা কিছুই নেই ।

শিব হলেন নিরাকার, কি কারণে তাঁকে দুধ, জল ইত্যাদি দেওয়া হয় ? মূর্তিকে ভোগ নিবেদন করে, কিন্তু মূর্তি তো খায়ই না । ভক্তির বিস্তার কতো বড় । ভক্তি হলো বৃক্ষ আর জ্ঞান হলো বীজ । রচয়িতা আর রচনার বিস্তার তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না । কোনো কোনো বাচ্চা তো নিজের অস্থিও তো এই সেবায় স্বাহা করে দেয় । কেউ কেউ তোমাদের বলে যে, এ হলো তোমাদের কল্পনা । আরে, এ তো ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হচ্ছে । কল্পনা আবার রিপোর্ট হয় নাকি ? এ তো হলো জ্ঞান । এ হলো নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন কথা । ভগবান উবাচঃ । ভগবানও নতুন আর তাঁর মহাবাক্যও নতুন । আরা বলে কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ । তোমরা বলো শিব ভগবান উবাচঃ । প্রত্যেকেরই নিজের নিজের কথা আছে একের কথা অন্যের সঙ্গে মেলে না । এ হলো পড়া । তোমরা তো স্কুলে পড়ো । কল্পনার তো কোনো কথাই নেই । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল । যেখানে ঋষি - মুনিরাও বলে থাকেন - আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানি না । তাঁরা কিভাবে এই জ্ঞানের কথা জানবেন যেখানে আদি সনাতন দেবী দেবতারাই জানে না । যাঁরা জেনেছে তাঁরাই পদ পেয়েছে । এরপর যখন সঙ্গম যুগ আসে তখন বাবা এসে বোঝান । নতুনরা এই কথায় দ্বিধায় পড়ে যায় । তারা বলে -তোমাদের অল্প কিছুই ঠিক বাকি সবই মিথ্যা। তোমরা বোঝাও যে - গীতা, যা আমাদের মা - বাবা, তাকেই খণ্ডন করে দিয়েছে । বাকি সবই তো রচনা । তাদের থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না । বেদ শাস্ত্রের দ্বারা রচনা আর রচয়িতার জ্ঞান পাওয়া যায় না । প্রথমে তো বলো, বেদ থেকে কোন্ ধর্মের স্থাপন হয়েছে ? ধর্ম তো হলো চারটি, প্রত্যেক ধর্মের ধর্মশাস্ত্র একটিই হয় । বাবা ব্রাহ্মণ কুল স্থাপন করেন । ব্রাহ্মণরাই আবার সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুলে নিজেদের পদ পায় । বাবা এসে এই রথের দ্বারা তোমাদের সামনে বসে বোঝান । রথ তো অবশ্যই প্রয়োজন । আত্মা তো হলো নিরাকার । তারা সাকার শরীর পায় । আত্মা কি জিনিস তাই জানতে পারে না তাহলে বাবাকে কিভাবে জানবে ?

সত্য তো বাবাই শোনান । বাকি সবই মিথ্যা, যাতে কোনো লাভ নেই । মালা কার জপ করা হয় ? কিছুই জানে না । মানুষ বাবাকেই জানে না । বাবা নিজে এসেই তাঁর পরিচয় দেন । জ্ঞানেই সঙ্গতি হয় । অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞান আর অর্ধেক কল্প ভক্তি । রাবণ রাজ্য থেকে ভক্তি শুরু হয় । ভক্তির সময় সিঁড়িতে নামতে নামতে তোমোপ্রধান হয়ে গেছে । কারোর অক্যুপেশনকেও জানে না । মানুষ ভগবানের কতো পূজা করে কিন্তু কিছুই জানে না । তাই বাবা বুম্বিয়ে বলেন, এতো উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য নিজেকে আত্মা মনে করো আর তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এতেই যত পরিশ্রম । কারোর যদি স্থূল বুদ্ধি হয় তাহলে সেই স্থূল বুদ্ধিতেই স্মরণ করুক কিন্তু সেই স্মরণ একজনকেই করতে হবে । মানুষ এমনও বলে থাকে - বাবা আপনি আসবেন তখন আমরা আপনার সঙ্গেই বুদ্ধিযোগ জুড়বো । এখন বাবা এসেছেন । তোমরা সকলে কার সঙ্গে মিলিত হতে এসেছো ? যিনি তোমাদের প্রাণ দান দেন । আত্মাকে অমরলোকে নিয়ে যান । বাবা বুম্বিয়েছেন যে, আমি কালকে জয় করাই, তোমাদের অমরলোকে নিয়ে যাই । এমনও তো দেখানো হয় যে, অমরকথা পার্বতীকে শুনিয়েছেন । এখন অমরনাথ তো একজনই । তিনি তো হিমালয় পাহাড়ে বসে কথা শোনাবেনই না । ভক্তিমার্গের প্রত্যেকটি কথাই আশ্চর্যের মনে হয় । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - সুমন, স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) যোগবলের দ্বারা কর্মেন্দ্রিয় জিত হয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । এই অবস্থা অর্জন করার জন্য নিজেকে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করতে হবে ।

২) সদা বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, আমিই ব্রাহ্মণ আর দেবতা ছিলাম, আবার আমি দেবতা হওয়ার জন্য এসেছি তাই খুব সাবধানতার সঙ্গে পাপ আর পুণ্যকে বুঝে লেনদেন করতে হবে ।

বরদান :- সর্ব প্রাপ্তিকে স্মৃতিতে ইমার্জ করে সদা সম্পন্ন থাকা সন্তুষ্ট আত্মা ভব

সঙ্গম যুগে বাপদাদার কাছ থেকে যা প্রাপ্তি হয়েছে তার স্মৃতি যেন ইমার্জ থাকে । তখন প্রাপ্তির খুশী কখনোই দোলাচলে নীচে নিয়ে আসবে না । তোমরা সদা অচল থাকবে । সম্পন্নতা অচল বানায়, দোলাচল থেকে মুক্ত করে । যে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন থাকে সে সদা খুশী, সদা সন্তুষ্ট থাকে । সন্তুষ্টতা হলো সবথেকে বড় সম্পদ । যার কাছে সন্তুষ্টতা আছে তার কাছে সবকিছুই আছে । সে এই গীতই গাইতে থাকে - যা পাওয়ার ছিলো তা পেয়ে গেছি ।

স্লোগান :-- প্রেমের দোলনায় বসে যাও তখন পরিশ্রম এমনতেই দূর হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা হলেন সর্ব সস্বন্ধের ভালোবাসার স্যাকারিন, একমাত্র মিষ্টি প্রিয়তমকে স্মরণ করো তাহলে অন্য সব দিক থেকে বুদ্ধি সরে যাবে"

প্রশ্ন :- কর্মাতীত হওয়ার সহজ পুরুষার্থ বা যুক্তি কোন্-টি ?

উত্তর :- ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি পাকা করার পুরুষার্থ করো। বুদ্ধি দ্বারা একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য সবকিছু যেন বিস্মৃত হয়। কোনও দেহধারীর সস্বন্ধ যেন স্মরণে না আসে তবেই কর্মাতীত হবে। নিজেকে আত্মা ভাই-ভাই নিশ্চয় করা - এই হল পুরুষার্থের লক্ষ্য। ভাই-ভাই ভাবলে দেহের দৃষ্টি, বিকারী চিন্তন শেষ হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । ডবল ওম্ শান্তি। ডবল কিভাবে, এই কথা তো বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবাও বাচ্চাদেরই বসে বোঝান। প্রথমে বাবার উপরে নিশ্চয় থাকা উচিত কারণ ইনি হলেন পিতা, টিচার এবং গুরুও। যদিও লৌকিক পদ্ধতিতে আলাদা হয়। যৌবনকালে টিচার থাকে। গুরু করা হয় ৬০ বছর আয়ুর পরে। ইনি তো যখন আসেন একসাথে তিনটি সার্ভিস করেন। তিনি বলেন ছোট বড় সবাই পড়তে পারে। বাচ্চাদের বুদ্ধি খুব ফ্রেশ থাকে। এই কথা তো বাচ্চারা বুঝেছে, ছোট-বড় সব জীবের আত্মা নিশ্চয়ই আছে। আত্মা জীবে প্রবেশ করে। আত্মা ও জীব তফাৎ তো আছে তাইনা। এখানে বাচ্চারা তোমাদের আত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান প্রদান করা হয়। আত্মা তো হল অবিনাশী, বাকি শরীরের জন্ম হয় এখানে ব্রষ্টাচার দ্বারা। সেখানে ব্রষ্টাচারের কথা নেই। গায়নও আছে সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। শ্রেষ্ঠাচারী ও ব্রষ্টাচারী দুইটি পৃথক শব্দ আছে তাইনা। এইসব কথা একমাত্র বাবা-ই বোঝান। বাচ্চাদের শুধুমাত্র এই নিশ্চয় টি পাকা হয়ে যাক যে আমরা আত্মা আমাদের পিতা আমাদের পড়ান। বাবা আসেন-ই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হয় আমাদের কনিষ্ঠ থেকে পুরুষোত্তম করেন। এই দুনিয়াটাই হল কনিষ্ঠ, তমোপ্রধান, একেই ঘোর নরক বলা হয়। এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে, তাই নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। বাবা এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আমরা হলাম ভাই-ভাই - এটা দৃঢ়তা সাথে পাকা করে নাও। এই দেহ তো থাকবে না। তখন বিকারের দৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে। এটি হল উঁচু মানের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যটিতে খুব কম-জনই পৌঁছাতে পারে, পরিশ্রম আছে। শেষে যেন কোনও কিছু স্মরণে না আসে, একেই বলা হয় কর্মাতীত অবস্থা। এই দেহটিও হল বিনাশী, এর প্রতিও যেন আসক্তি নষ্ট হয়ে যায়। পুরানো সস্বন্ধ গুলিতে আসক্তি রেখো না। এখন তো নতুন সস্বন্ধে যেতে হবে। পুরানো অসুরী সস্বন্ধ স্ত্রী-পুরুষের কতখানি ছিঃ ছিঃ সস্বন্ধ। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এখন ফিরে যেতে হবে। আত্মা -আত্মা ভাবলে দেহের ভান থাকবে না। স্ত্রী-পুরুষের টান নষ্ট হবে। লেখাও আছে অন্ত কালে যে স্ত্রী স্মরণ করে, পরমাত্ম চিন্তনে যে মারা যায়.... তাই বলা হয় অন্ত কালে গঙ্গা জল মুখে থাকুক, কৃষ্ণের স্মরণ থাকুক। ভক্তিমাগে তো কৃষ্ণের স্মরণ থাকে। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলে দেয় তারা। এখানে তো বাবা বলেন দেহকেও স্মরণ করবে না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে অন্য সব দিক থেকে মন বুদ্ধি সরিয়ে নাও। সর্ব সস্বন্ধের ভালোবাসা একের মধ্যে এটি যেন স্যাকারিন সম হয়ে যায়। সবার জন্য মিষ্টি এবং সকলের প্রিয়তমও হলেন উনি। প্রিয়তম হলেন একজন-ই। কিন্তু ভক্তিমাগে অনেক নাম রেখে দিয়েছে। ভক্তির বিস্তার অনেক। যজ্ঞ, তপ, দান, তীর্থ, ব্রত পালন, শাস্ত্র পঠন এইসবই হল ভক্তির সামগ্রী। জ্ঞানের সামগ্রী তো কিছুই নেই। এই কথাও তোমরা নোট কর

বোঝানোর জন্যে। বাকি তোমাদের এই কাগজ পত্র কিছুই থাকবে না। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা শান্তিধাম থেকে এসেছিলে, শান্ত স্বরূপ-ই ছিলে। শান্তির সাগরের কাছে তোমরা শান্তি, পবিত্রতার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। এখন তোমরা অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছ তাইনা। জ্ঞানও নিচ্ছ। স্ট্যাটাস সামনে আছে। এই জ্ঞান বাবা ব্যতীত অন্য কেউ প্রদান করতে পারে না। এ হল আধ্যাত্মিক (রহানী) জ্ঞান। আত্মিক পিতা একবার-ই আসেন, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়ার জন্যে। তাঁকে বলাও হয় পতিত-পাবন।

সকালে বসে বাচ্চাদের ড্রিল করান। বাস্তবে ইহাকে ড্রিল বলা হবে না। বাবা শুধু বলেন - বাচ্চারা, নিজেকে দুটু বিশ্বাসের সাথে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। কতখানি সহজ তাইনা। তোমরা হলে আত্মা তাইনা। কোথা থেকে এসেছ ? পরমধাম থেকে ? এমন কথা আর অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। পারলৌকিক বাবা-ই বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা, পরমধাম থেকে এসেছ তাইনা, এই শরীরে পার্ট প্লে করতে। পার্ট করতে করতে এবারে নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। আত্মা পতিত হয়েছে তাই শরীরও পতিত হয়েছে। সোনায়ে খাদ পড়ে তখন তাকে আগুনে গলানো হয়। সন্ন্যাসীরা এমন করে কখনোই অর্থ বলে দেবেন না। তারা তো ঈশ্বরকে জানেন না। বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও, এই কথা স্বীকার করে না। বাবা যা শিক্ষা দেন সেই শিক্ষা আর কেউ দিতে পারে না। এতে প্রাক্টিক্যালের পরিশ্রম করতে হয়। বাবা তো কত সহজ করে বোঝান। কথিতও আছে ইনি হলেন পতিত-পাবন, সর্বশক্তিমান, তাঁকেই শ্রী-শ্রী বলা হয়। এবং শ্রী বলা হয় দেবতাদের। তাঁদেরকেই বলাটা শোভা পায়। তাঁদের আত্মা এবং শরীর দুই-ই হল পবিত্র। আত্মাকে তো কেউ নির্লিপ্ত বলতে পারে না। আত্মা-ই ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু মানুষ না জানার দরুন আনরাইটিআস হয়ে গেছে। একমাত্র বাবা-ই এসে রাইটিয়াস করেন। রাবণ আনরাইটিয়াস করে। চিত্র তো তোমাদের কাছে আছে। যদিও এমন দশটি মাথা যুক্ত রাবণ কেউ ছিল না। সত্যযুগে রাবণ তো হয় না, এই কথা তো ক্লিয়ার। কিন্তু যারা শুনবে তারা বলবে এখানকার চারা গাছ (স্যাপলিং) । কেউ একটু শুনবে, কেউ বেশি শুনবে। ভক্তিমার্গের বিস্তার দেখো কতখানি। অনেক রকমের ভক্ত আছে। আর প্রথম থেকেই সবাই শুনেছে যে - হরণ করেছে। কৃষ্ণের জন্যেও এমন বলা হয় কিনা - হরণ করেছে। তাহলে এমন কৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে কেন ? পূজা করে কেন ? তাই বাবা বসে বোঝান, কৃষ্ণ হলেন ফার্স্ট প্রিন্স, স্বর্গের প্রথম রাজকুমার । সে তো খুব বুদ্ধিমান হবে। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক সে কি কম বুদ্ধিমান হবে ! সেখানে কোনও মন্ত্রী ইত্যাদি থাকে না। পরামর্শ করার প্রয়োজন হয় না। পরামর্শ নিয়েই তো সম্পূর্ণ হয়েছে, আর বিশেষ কি পরামর্শ নেবে ! তোমাদের অর্ধকল্প কারোর পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। স্বর্গ এবং নরকের নাম তো শুনেছ। এটা তো স্বর্গ হতে পারে না। তারা হল পাথর বুদ্ধি যারা ভাবে এখানে ধন আছে, মহল আছে, এই হল স্বর্গ। কিন্তু তোমরা জানো স্বর্গ তো হল নতুন দুনিয়া। স্বর্গে তো সবাই সদগতিতে থাকে। স্বর্গ-নরক একত্রে তো হতে পারে না। স্বর্গ কাকে বলে, তার আয়ু কত - এইসব বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন। দুনিয়া তো একটাই। নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ, পুরানো দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। এখন ভক্তিমার্গ শেষ হবে। ভক্তির পরে চাই জ্ঞান। সব জীব আত্মারা পার্ট প্লে করতে করতে পতিত হয়েছে। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। তোমরা বেশি সুখ প্রাপ্ত কর। চার ভাগের তিন ভাগ সুখ, বাকি ১ ভাগ দুঃখ। এতেও যখন তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন বেশি দুঃখ হয়। অর্ধেক অর্ধেক হলে মজা হবে কিভাবে। মজা তখন হবে যখন স্বর্গে দুঃখের নাম গন্ধ থাকে না, তাইতো স্বর্গকে সবাই স্মরণ করে। নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়ার এ হল অসীমের খেলা, যার কথা কেউ জানতে পারে না। বাবা ভারতবাসীদেরই বোঝান, বাকিরা সবাই

যারা আছে, তারা অর্ধকল্পে আসে। অর্ধকল্প তোমরা হও সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী। তোমরা পবিত্র থাকো তাই তোমাদের আয়ু অনেক হয় এবং দুনিয়াও থাকে তখন নতুন। সেখানে সবকিছুই হয় নতুন, আনাজ, জল, পৃথিবী ইত্যাদি সবই নতুন। যত কাছে আসবে খুশীর অনুভব হবে। মানুষ বিদেশ থেকে নিজের দেশে আসে তখন খুশী হয় তাইনা। কেউ বিদেশে মারা গেলে তাদের বিমানে করে দেশে আনা হয়। সবচেয়ে ফাস্টক্লাস পবিত্র ধরনী হল ভারত। ভারতের মহিমা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানে না। ওয়াল্ডার অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড আছে না - তার নামই হল স্বর্গ। তারা যে ওয়াল্ডার্স দেখায় সবই হল নরকের। কোথায় নরকের ওয়াল্ডার্স, কোথায় স্বর্গের - রাত দিনের তফাৎ আছে ! নরকের ওয়াল্ডার্সও অনেকে দেখতে যায়। কত অসংখ্য মন্দির আছে। স্বর্গে তো মন্দির থাকে না। ন্যাচারাল বিউটি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকে। মানুষের সংখ্যা খুব কম থাকে। সুগন্ধি ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যেকের নিজস্ব ফাস্টক্লাস বাগান থাকে, যেখানে ফাস্টক্লাস ফুল হয়। সেখানকার হাওয়া-বাতাস ও হবে ফাস্টক্লাস। গরম ইত্যাদি অনুভব হবে না। সদা অনুকূল জলবায়ু থাকবে। ধূপকাঠি ইত্যাদির প্রয়োজন হবে না। স্বর্গের নাম শুনলেই মুখে জল এসে যায়। তোমরা বলবে এমন স্বর্গে যেন শীঘ্র যেতে পারি, কারণ তোমরা স্বর্গকে জানো কিন্তু পরস্পরেই মন বলে - এখন তো আমরা অসীম জগতের বাবার সঙ্গে আছি, বাবা আমাদের পড়ান, এমন চান্স ফিরে পাওয়া যাবে না। এখানে মানুষ, মানুষকে পড়ায়, সেখানে দেবতারা, দেবতাদের পড়াবে। এখানে তো বাবা পড়ান। রাত-দিনের তফাৎ আছে ! কত খুশী অনুভব হওয়া উচিত।

৮৪ জন্মও তোমরা নিয়েছ। তোমরা-ই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে জানো যে আমরা তো অনেক বার এই রাজ্য নিয়েছি তারপরে রাবণ রাজ্যে এসেছি। এখন বাবা বলেন, তোমরা এক জন্ম পবিত্র হও তাহলে ২১ জন্ম তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। কেন হবে না ! কিন্তু মায়া হল এমন, ভাই-বোনেরও ডাল গলে না, কাঁচা থেকে যায় (অর্থাৎ পুরুষার্থ পাকা হয় না কাঁচা থেকে যায়)। ডাল তো গলবে তখন, যখন নিজেদেরকে দূততার সাথে আত্মা মনে করে ভাই-ভাই ভাববে। দেহ ভাব মিটে যাবে। এটাতেই হল পরিশ্রম। যদিও খুবই সহজ। কাউকে যদি বলা হয় যে খুব কঠিন তাহলে তো তার মন খারাপ হয়ে যাবে, সেইজন্য এর নাম-ই হল সহজ স্মরণ। জ্ঞানও খুব সহজ। ৮৪-র চক্র-কে জানতে হবে, সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবার স্মরণ দ্বারা-ই আত্মার মরচে নষ্ট হবে এবং আত্মা পবিত্র দুনিয়ার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো। ভারতের প্রাচীন যোগ-ই বলা হয়, যার দ্বারা ভারত বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করে। প্রাচীন কত বছর হয়েছে ? তখন লক্ষ বছর বলে দেয়। তোমরা জানো ৫ হাজার বছরের কথা, সেই রাজ যোগ পুনরায় বাবা এসে শেখাচ্ছেন, এতে কনফিউশনের ব্যাপার নেই। জিজ্ঞাসা করা হয় আত্মারা তোমাদের নিবাস স্থান কোথায় ? তো বলবে আমাদের নিবাস স্থান হল ব্রুকুটিতে। তাহলে তো আত্মকেই দেখতে হয়। এই জ্ঞান তোমরা এখন প্রাপ্ত কর তারপরে সেখানে জ্ঞানের প্রয়োজন থাকবে না। মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হল, খালাস। মুক্তি প্রাপ্তকারী নিজের নির্দিষ্ট সময়ে জীবনমুক্তি তে এসে সুখ প্রাপ্ত করবে। সবাই জীবনমুক্তিতে আসে ভায়া মুক্তি হয়ে। এখান থেকে যাবে শান্তিধাম, অন্য কোনও দুনিয়া নেই। ড্রামা অনুযায়ী সবাইকে ফিরে যেতেই হবে। বিনাশের আয়োজন হচ্ছে। এত খরচ করে বোমা ইত্যাদি তৈরি করা হয় সেসব রাখার জন্যে নয়। বারুদ হল বিনাশের জন্যে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় এইসব জিনিস থাকে না। এখন ৮৪ জন্ম পুরো হয়েছে, আমরা এই শরীর ত্যাগ করে ঘরে অর্থাৎ পরমধাম যাব। দীপাবলীতে সবাই নতুন নতুন ভালো ভালো পোশাক পরে তাইনা। তোমরা আত্মারাও নতুন রূপ ধারণ কর। এই হল অসীম জগতের কথা। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও

ফাস্টক্লাস প্রাপ্ত হয়। এই সময় আর্টিফিশিয়াল বা কৃত্রিম ফ্যাশন করে, পাউডার ইত্যাদি লাগিয়ে সুন্দর হয়। সেখানে তো ন্যাচারাল বিউটি থাকে। আত্মা সদা কালের জন্যে সুন্দর (এভার বিউটিফুল) হয়ে যায়। এইসব কথা তো তোমরা বুঝেছ। স্কুলে সবাই একরকম হয় না। তোমরাও পুরুষার্থ কর - আমরা এমন লক্ষী নারায়ণ হই।

এই হল তোমাদের ঈশ্বরীয় কুল, তারপরে হয় সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী রাজবংশ। তোমরা ব্রাহ্মণ তোমাদের রাজত্ব নেই। তোমরা এখন সঙ্গমে আছো। কলিমুগে এখন রাজত্ব নেই। যদিও কোন এক রাজত্ব আছে হয়তো, শূন্য তো কখনও হয় না। এখন তোমরা এমন হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করছ। দেখবে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই এবং উনি হলেন পিতা। বাবা বলেন একে অপরকে ভাই-ভাই দেখো। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র তো পেয়েছ। তোমরা আত্মারা কোথায় বাস করো ? আত্মা ভাই জিজ্ঞাসা করে, আত্মা কোথায় থাকে ? তো বলা হয় - এইখানে, ব্রুকুটিতে। এই কথা তো খুব সাধারণ। একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য কিছু যেন স্মরণে না আসে। শেষের দিকে শরীরও যেন বাবার স্মরণে ত্যাগ করতে পারা যায় - এমন প্র্যাক্টিস পাকা করতে হবে। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সত্যযুগে ফাস্টক্লাস সুন্দর শরীর প্রাপ্ত করার জন্যে এখন আত্মাকে পবিত্র করতে হবে, মরচে দূর করতে হবে। কৃত্রিম (আর্টিফিশিয়াল) ফ্যাশন করবে না।

২) সদা পবিত্র (এভার পবিত্র) হওয়ার জন্যে প্র্যাক্টিস করতে হবে যে একমাত্র বাবা ব্যতীত অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে। এই দেহটির কথাও যেন মনে না আসে। ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি ন্যাচারাল ভাবে যেন পাকা থাকে।

বরদান :- দূঢ় সঙ্কল্প রূপী ব্রত দ্বারা বৃত্তি পরিবর্তনকারী মহান আত্মা ভব

ব্যাখ্যা: মহান হওয়ার মুখ্য আধার হল " পবিত্রতা "। এই পবিত্রতার ব্রত-কে প্রতিজ্ঞা রূপে ধারণ করা অর্থাৎ মহান আত্মা হওয়া। কোনও দূঢ় সঙ্কল্প রূপী ব্রত বৃত্তি পরিবর্তন করে। পবিত্রতার ব্রত নেওয়া অর্থাৎ নিজের বৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ করা। ব্রত করা অর্থাৎ স্থূল ভাবে গ্রহণ না করা, মনে মনে পাকা সঙ্কল্প করা। সুতরাং পবিত্র হওয়ার ব্রত নেওয়া এবং আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই - এই রকম ভাবে ব্রাদারহুড রূপী বৃত্তি রচনা করা হল। এই বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ মহান আত্মা হয়েছে।

স্লোগান - ব্যর্থ থেকে সুরক্ষিত থাকতে হলে মুখে দূঢ় সংকল্পের বোতাম লাগাও ।

সঙ্কল্প ফলপ্রসূ করার সহজ বিধি

আজ বিশ্ব রচয়িতা, বিশ্ব কল্যাণকারী বাবা, সকল বিশেষ বাচ্চাকে নজর দেওয়ার জন্য বিশ্ব পরিক্রমণে বেরিয়েছেন। তিনি স্ত্রানী আত্মাদেরও দেখেছেন, স্নেহী-সহযোগী বাচ্চাদেরও দেখেছেন। ভক্ত বাচ্চাদেরও দেখেছেন, আবার অস্ত্রানী বাচ্চাদেরও দেখেছেন। তিনি এটাও দেখেছেন, কিভাবে পরস্পর ভিন্ন আত্মারা তাদের নিজ নিজ মানসিক ভাবের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে। কেউ কেউ সযত্নে নির্দিষ্ট কার্য করায় মগ্ন, আর কেউ কিছু ভাঙার কার্যে মগ্ন, আবার কেউ মেরামতির কার্যে মগ্ন, যেমনই হোক, সবাই যে মগ্ন সেটা সুস্পষ্ট। সবার মনে সঙ্কল্প এটাই ছিল, কিছু পাই, কিছু নিই, কিছু প্রাপ্তি হবে, এই লক্ষ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্যে যুক্ত হয়ে আছে। যদিও তাদের সীমিত পরিসরের প্রাপ্তি, তবুও সবদিকে বাবা দেখেছেন, সকলেরই এই ইচ্ছা আর লক্ষ্য ছিল, যদি কিছু পাওয়া যায় বা কিছু যদি হওয়া যায়! এর মধ্যে, বাবা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বিশেষভাবে দেখেছেন। দেশেই হোক বা বিদেশে, প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে বাবা এই এক সঙ্কল্প দেখেছেন, এখন কিছু করি! অসীম জগতের কার্যে বিশেষ কিছু করে দেখাই! নিজের মধ্যেও বিশেষত্ব ধারণ করে বিশেষ আত্মা হয়ে উঠি! বাবা এইরকম প্রবল আগ্রহ মেজরিটি বাচ্চাদের মধ্যে দেখেছেন। প্রত্যেকের পুরুষার্থে এবং সেইসঙ্গে সময়ের বাতাবরণে উৎসাহ-উদ্দীপনার বীজ সবার মধ্যে বাবা প্রত্যক্ষ রূপে দেখেছেন। এই প্রবল আগ্রহের বীজকে তৈরি করতে বারবার অ্যাটেনশনের জল দিতে হবে এবং চেকিং করতে হবে অর্থাৎ সদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এতে বিধিরূপী রোদ দিয়ে যেতে হবে, এতে তোমরা নম্বরানুক্রমে হয়ে যাও। কিভাবে বীজ বোনা হয় তা সবাই জানে, কিন্তু পালন করে তাকে ফলস্বরূপ বানানোর ক্ষেত্রে ভিন্নতা এসে যায়।

বাপদাদা অমৃতবেলা থেকে শুরু করে সারাদিন তোমরা সব বাচ্চার এই খেলা বা একমনা হওয়ার পুরুষার্থ দেখেন। তোমরা প্রত্যেকে নিজের জন্য এবং সেবার জন্য প্রবল আগ্রহের সবচেয়ে ভালো সঙ্কল্প কর, এখন থেকে এই করব, এইভাবে করব, অবশ্যই করব। সবাইকে করে দেখাব - এমনই সব শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের বীজ তোমরা বুনতে থাক। বাপদাদার সঙ্গে তোমাদের মনখোলা ও অন্তরঙ্গ কথোপকথনেও তোমরা খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো। কিন্তু যখন সেই সঙ্কল্পকে অর্থাৎ বীজকে প্র্যাকটিক্যাল রূপে ভেতরে নিয়ে আস, তখন কি হয়? কোনো না কোনো বিষয়ে বৃদ্ধির বিধিতে অথবা ফলস্বরূপ তৈরি করার বিশেষত্বে তোমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নম্বরানুক্রমে হয়ে যাও। যে কোনও সঙ্কল্পরূপী বীজকে ফলপ্রদ বানানোর সহজ সাধন একটাই, তা হলো - "সদা বীজরূপ বাবার থেকে সবসময় সর্বশক্তির বলে সেই বীজকে পূর্ণ করা।" বীজরূপ দ্বারা তোমাদের সঙ্কল্প রূপী বীজ নিজে থেকে এবং সহজভাবে বিকশিত হয়ে ফলদায়ী হয়ে যাবে। যতই হোক, বীজের সাথে নিরন্তর কানেকশন না থাকার কারণে, অন্য আত্মাদের অথবা সাধনকে বৃদ্ধির বিধি বানিয়ে ফেল। তারপরে, এই কারণে আমি এইরকম করি, ওইরকম করি, এর মতোই করি - এই বিস্তারে সময় আর পরিশ্রম বেশি ব্যয় করে ফেল, কেননা তোমরা যেকোন আত্মাকে বা সুযোগ-সুবিধাকেই নিজেদের আধার বানিয়ে নাও। সাগর আর সূর্যের থেকে জল রোদ নেওয়ার পরিবর্তে অন্য সব সাধনের জল দিলে এবং অন্য আত্মাদেরকে নিজেদের সহায় ভেবে সকাশ দিলে বীজ ফলদায়ী হতে পারে না, সেইজন্য পরিশ্রম করার পরে, তোমার সময় দেওয়ার পরেও যখন প্রত্যক্ষ ফলের প্রাপ্তি হয় না, তখন চলতে

চলতে তোমাদের উৎসাহ কম হয়ে যায় এবং নিজের প্রতি, সাথীদের প্রতি ও সেবার প্রতি তোমরা নিরাশ হয়ে যাও। কখনো খুশি, কখনো বিষন্নতা, উভয় তরঙ্গ ব্রাহ্মণ জীবনের তরীকে কখনো দোলায় কখনো ভালোভাবে চালায়। আজকাল তোমরা কিছু কিছু বাচ্চার জীবনের গতিবিধিতে এটাই পরিলক্ষিত হয়। অগ্রসর হচ্ছে, গৃহীত কর্মাদির দায়িত্বভার পালন করছে, কিন্তু যেমন হওয়া উচিত সেইরকম অনুভব করতে না পারার কারণে খুশি থাকা সম্ভেও খুশিতে যে নৃত্যরত হবে, তেমন হচ্ছে না। চলনশীল কিন্তু তীব্রগতির ভাব নেই। তোমরা সন্তুষ্ট - শ্রেষ্ঠ জীবনপ্রাপ্ত হয়েছে, বাবার হয়েছে, সেবানায়ী হয়েছে, দুঃখ-দুর্দশার দুনিয়া থেকে সরে গেছে। যতই হোক, সন্তুষ্টির মধ্যে অসন্তুষ্টির তরঙ্গ কখনো কখনো ইচ্ছার বিরুদ্ধেই উৎপন্ন হয় এবং কেন হয় বোধাতীত হলেও তার উদ্ভব হয়, কেননা জ্ঞান সহজ, স্মরণ সহজ, কিন্তু সম্বন্ধ-সম্পর্কে স্বতন্ত্র থেকেও প্রিয় হয়ে দায়িত্ব পালন কখনো সহজ, কখনো কঠিন হয়ে যায়।

ব্রাহ্মণ পরিবার এবং সেবার প্রবৃত্তি, একে বলা হয় সম্বন্ধ-সম্পর্ক। এতে কোন না কোন বিষয়ে যেমন অনুভব হওয়া উচিত, তোমাদের সেইরকম অনুভব হয় না। এর কারণ উভয় তরঙ্গের উপস্থিতি। এখন, যেহেতু সময় সমাপ্ত, সেইজন্য পুরুষার্থের গতি সময়ানুসারে তোমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। এখন সময় বিঘ্ন বিনাশক হয়ে বিশ্বের বিঘ্নের মধ্যে থাকা দুঃখী আত্মাদের সুখ-স্বস্তির অনুভূতি করানো। বহুকাল ধরে যাদের বিঘ্নহীন স্থিতি ছিল, তারা বিঘ্ন বিনাশকের গৃহীত কাজ করতে পারে। এখনো পর্যন্ত যদি নিজের জীবনে বিঘ্নের উপস্থিতি দূর করতে বিজি থাকবে, তাতেই শক্তি প্রয়োগ করবে, তবে অন্যকে শক্তি দেওয়ার নিমিত্ত কিভাবে হবে! নির্বিঘ্ন হয়ে শক্তির স্টক জমা কর, তখনই শক্তিরূপ হয়ে বিঘ্ন বিনাশকের কার্য করতে পারবে। বুঝেছ তোমরা!

বাবা দুটো বিশেষ ব্যাপার দেখেছেন। অজ্ঞানী বাচ্চারা ভারতে সীট নিতে অথবা অন্য কাউকে সীট পাইয়ে দিতে সাহায্য করতে ব্যস্ত। দিনরাত তাদের স্বপ্নের মধ্যেও সীটই নজরে আসে এবং ব্রাহ্মণ বাচ্চারা নিজেদের সেট করতে ব্যস্ত। তোমরা সীট পেয়েই গেছ কিন্তু নিজেরা সেট হচ্ছে। বিদেশে তারা নিজেদের বানানো বিনাশকারী শক্তির থেকে রক্ষা পাওয়ার বিধি খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে আছে। মেজরিটির জীবন, জীবন নয়, বরং কোশ্চেন মার্ক হয়ে গেছে। যারা অজ্ঞানী তারা তাদের রক্ষার সাধন খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর জ্ঞানী বাচ্চারা প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলনে যুক্ত হয়ে আছে! বিশ্বের মানুষের অবস্থা এইরকম - আমাদের এখন সঙ্কটাবস্থা থেকে রক্ষা কর! বিভিন্ন রকম সঙ্কটের মধ্যে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আত্মাদের শান্তির ঠিকানা দাও। আচ্ছা।

যারা সদা সম্পন্ন স্থিতির সীটে সেট থাকে, নিজের এবং বিশ্বের বিঘ্ন-বিনাশক, বীজরূপ বাবার সঙ্গে সম্বন্ধে থেকে সদা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প রূপী বীজকে ফলপ্রদ বানিয়ে প্রত্যক্ষ ফল ভক্ষণকারী হয়ে সদা সন্তুষ্ট থাকে, সন্তুষ্টমণি সেই বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

হোস্টেলের কুমারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-

১) নিজেদের ভাগ্য দেখে উৎফুল্ল তো হও, তাই না? ভুলপথে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছ। লোকসানের পরিবর্তে যাতে অর্জন হয়, তোমরা সেই জীবন বানিয়েছ। লৌকিক জীবন বিনা জ্ঞানে শুধুই লোকসান আর জ্ঞানী জীবনে প্রতিটা সেকেন্ডে শুধুমাত্র অর্জন, অর্জন ছাড়া কিছু নেই। যাই হোক না কেন, সব ব্রাহ্মণই সৌভাগ্যবান, তাহলেও কিন্তু কুমারীরা ডবল ভাগ্যবান। তাছাড়া, কুমারী জীবনে ব্রহ্মাকুমারী হওয়া, ব্রাহ্মণ হওয়া এটি মহান। এটা কোনো ক্ষুদ্র বিষয় নয়; অনেক বড় ব্যাপার

! এমন নেশা থাকে কি হয়ে গেছি ! সাধারণ কুমারী থেকে শক্তিরূপ হয়ে গেছি ! মায়া বিনাশকারী শক্তি তোমরা, তাই না ! মায়াতে ভীত নও তোমরা, বরং মায়ার বিনাশকারী । দুর্বল নও, বাহাদুর (সাহসী) । তোমরা ছোট-খাটো ব্যাপারে তো ভীত হও না, তাই না ? সদা তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি মনে রাখলে, ছোট ছোট ব্যাপারগুলো কিছুই বোধ হবে না । তোমরা কি তোমাদের সম্পূর্ণ জীবনের সওদা করেছ, নাকি যে সময় পর্যন্ত হোস্টেলে আছ, ততো অবধি সওদা করেছ ? কখনও শ্রেষ্ঠ জীবন থেকে সাধারণ জীবনে কেউই জেনেবুঝে যেতে পারে না । যদি লাখপতিকে গরীব হতে বলো, সে কি গরীব হবে ? সার্কমস্ট্যান্সের কারণে কেউ যদি হয়েও যায়, তবুও তার ভালো লাগবে না । সুতরাং, এই জীবন স্বরাজ্য অধিকারী জীবন । এই জীবন থেকে তোমরা সাধারণ জীবনে যেতে পার না । সুতরাং, এখন বোধশক্তিসম্পন্ন হয়ে অনুভব করছ, নাকি একে অপরের সঙ্গতে চলছ ? নিজের বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছ ? নিজের বিবেকের জাজমেন্টে এই জীবন বানিয়েছ, তাই না! নাকি মা-বাবা বলেছে, সেইজন্য চলে এসেছ ? আচ্ছা !

২) কুমারীরা নিজেদের উৎসর্গ (অফার) করেছ ? যেখানে তোমাদের পাঠানো হবে সেখানে তোমরা যাবে ? পাকা সওদা করেছ নাকি কাঁচা ? পাকা সওদা হলে, 'যেখানেই বসাতে হয় বসাও, যা করানোর করাও', মানসিকভাবে এইরকম প্রস্তুত হয়েছ তোমরা? যদি কোনও বন্ধন থাকে তো পাকা সওদা হয়নি । যদি নিজে প্রস্তুত থাক তবে কেউই তোমায় বাধা দিতে পারে না । একটা ছাগকে বেঁধে যে কোন জায়গায় রাখা যায়, কিন্তু সিংহকে কেউ বাঁধতে পারে না । সুতরাং, সিংহী কিভাবে কারো বন্ধনে আসতে পারে ! তারা জঙ্গলে বাস করেও মুক্ত । তাহলে তোমরা কে ? সিংহী ? সিংহী অর্থাৎ যে রণভূমিতে আসে । যখন তোমাদের এক বল, এক ভরসা থাকে, যখন তোমরা সব বাস্তব সাহস থাকে, তখন বাবা সহায় হন । যত কঠিন বন্ধনই হোক না কেন, সাহসের আধারে সেই কঠিন বন্ধনও সহজে ছিন্ন হয়ে যায় । যেমন দেখানো হয়, জেলের তালোঁ খুলে গেল তো তোমার বন্ধনও ছিন্ন হলো । অতএব, এইরকম হও । যদি সামান্য বন্ধনও থাকে, তবে সেটা যোগ অগ্নিতে ভস্ম করে দাও । ভস্ম হয়ে গেলে নাম-চিহ্নের লেশমাত্র থাকবে না । ভাঙলে, তবুও তা' গিঁট দিয়ে বাঁধা যেতে পারে, সেইজন্য ভেঙে দিও না বরং যদি ভস্ম করে দাও তবে সদাসর্বদার জন্য মুক্ত হয়ে যাবে । আচ্ছা -

বাছাই করা অব্যক্ত মহাবাক্য

সরলচিত্ত হও, তবেই সফলতা অর্জন করতে থাকবে

ব্রাহ্মণের মুখ্য সংস্কার হলো, সর্বস্ব ত্যাগী । ত্যাগের মাধ্যমেই জীবনে সরলতা এবং সহনশীলতার গুণ তোমরা বিকশিত করতে পার । যার মধ্যে সরলতা, সহনশীলতা থাকে, তারা অন্যদেরও অবশ্যই আকর্ষণ করবে এবং একে অপরের স্নেহী হতে পারবে । যে নিজে সরলচিত্ত থাকে সে অন্যকেও সরলচিত্ত বানাতে পারে । সরলচিত্ত হওয়া অর্থাৎ যা তুমি শোন, দেখ বা কর, সেই সব সার-যুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সবকিছুর সার অংশ একমাত্র তখনই নিতে পারবে, আর যে কথা বা কর্ম নিজে করবে তা' সার-পূর্ণ হতে দাও ।

যারা নিজেরা সরল পুরুষার্থী তারা অন্যদেরও সরল পুরুষার্থী বানাতে সমর্থ হয় । সরল পুরুষার্থীরা সব বিষয়ে অলরাউন্ডার হবে । তাদের মধ্যে কোনরকম খামতি দৃশ্যগোচর হবে না । কোনও ব্যাপারে তাদের সাহসের অভাব হবে না । তারা কখনও বলবে না যে কোনকিছু করতে তারা অপারগ । এই

এক সরলতার গুণে সব বিষয়ে স্যাম্পল হয়ে পাস উইথ অনার হতে সমর্থ হয়। তোমরা সাকার বাবাকে দেখেছ, তিনি যতখানি নলেজফুল ততখানিই সরল স্বভাব। একেই বলা হয় শৈশবের সংস্কার, প্রবীণের সাথে প্রবীণ, শিশুর সাথে শিশু হওয়া। এইভাবে ফলো ফাদার করে সরলচিত্ত হও।

অন্যদের সংস্কার সরল বানানোর সাধন হলো, "হাঁ জী" বলা অর্থাৎ সম্মতিজ্ঞাপক শব্দ বলা। যখন তোমরা এখানে হাঁ জী বলবে তখন ওখানে সত্যযুগে তোমাদের প্রজাও হাঁ জী বলবে। যদি এখানেই না জী না জী বলা তো ওখানেও প্রজারা দূর থেকেই নমস্কার জানাবে। সুতরাং না শব্দকে সরিয়ে দিতে হবে। সবকিছুতে আগে হাঁ জী। এতে সরল হওয়ার সংস্কার বিকশিত হবে। সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়ার জন্য সরলতা এবং সহনশীলতা, এই মুখ্য গুণ ধারণ কর। যখন ধৈর্যশীল কোন মানুষ ভেবেচিন্তে কাজ করে তখনই সফলতা প্রাপ্ত হয়। একইভাবে, যারা সরল স্বভাবের তারা সহনশীল হয়, যদি কারও কঠোর সংস্কার থাকে, তাকে তারা নিজেদের সহনশীলতার শক্তি দিয়ে শীতল বানাতে পারে, কঠিন কার্যকে সহজ বানাতে সমর্থ হয়।

তোমাদের স্মারকচিহ্ন রূপে দেবতাদের যে ছবি বানানো হয়, সেখানে চেহারাতে অবশ্যই সারল্য দেখানো হয়। এই বিশেষ গুণ তারা প্রদর্শন করে। ফিচার্সে (আকৃতিতে) তারা সরলতা দেখায়, যেটাকে তোমরা বলা ভোলাভালা। যে যত সহজ পুরুষার্থী হবে সে মন্মাতেও সরল, বচন এবং কর্মেও সরল হবে, একেই বলা হয় ফরিস্তা। সরলতার গুণ ধারণের সাথে অন্তর্লীন করার শক্তি এবং সহন করার শক্তিও অবশ্যই প্রয়োজন। যদি অন্তর্লীন করার আর সহন করার শক্তি না থাকে তবে সরল ভাব অতিমাত্রায় নিস্পৃহতার রূপ ধারণ করে নেয় এবং কখনো কখনো সরলবিশ্বাস প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব এমন সরলচিত্ত হ'য়ো না।

সরলতার গুণের কারণে বাবাকেও ভোলানাথ বলা হয়, কিন্তু ভোলানাথ হওয়ার সাথে সাথে তিনি আলমাইটি অথরিটিও। শুধু ভোলানাথ নয়। সুতরাং, তোমাদেরও সরলতার গুণ ধারণ করা প্রয়োজন, কিন্তু সবসময় তোমাদের শক্তিস্বরূপও স্মরণে রেখ। যদি শক্তিরূপ ভুলে শুধু ভোলা হয়ে যাও, তবে মায়ার গোলায় তোমরা বিদ্ধ হবে। অতএব, এমন শক্তিস্বরূপ হও যাতে মায়া তোমাদের প্রতিরোধ করার আগে নমস্কার করে! তোমাদের খুবই সতর্ক, মনোযোগী আর দক্ষ হতে হবে। ব্রাহ্মণ জীবনে এমন বিশেষত্ব সম্পন্ন হও, যাতে তোমাদের স্বভাব সদা সরল হয়, বোলও সরল হয় এবং প্রতিটা কর্মও সরলতা সম্পন্ন হয়। সদা একের মতে, একের সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ, একের সঙ্গে সর্বপ্রাপ্তি করাকালীন সদা একের গভীরে নিমজ্জিত থাকার সহজ অভ্যাসী হও। সদা খুশিতে থাক আর খুশির ভান্ডার বিলিয়ে দাও।

সরলতার গুণ জীবনে আনার জন্য বর্তমান সময়ে শুধু একটা বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, তোমাদের স্থিতি যেন স্তুতির ওপরে নির্ভর করে না হয়। যদি তোমাদের স্থিতি স্তুতির ওপরে নির্ভর করে, তবে যে কর্ম তোমরা কর, তার ফলের ইচ্ছা বা লোভ হবে। যদি তোমাদের স্তুতি হয় তো স্থিতিও ভালো থাকে, আর যদি নিন্দা হয় তো নির্ধনের অর্থাৎ অনাথের মতো হয়ে যাও। তখন তোমরা নিজেদের স্টেজ ছেড়ে দাও আর ধনীকে অর্থাৎ নিধিনাথকে ভুলে যাও। সুতরাং প্রশংসিত হওয়ার কথা কখনো ভেবনা। স্তুতির ওপর ভিত্তি করে তোমাদের স্থিতি রেখনা, একমাত্র তখনই তোমাকে বলা যাবে সরলচিত্ত। সরলতাকে নিজের স্বভাব বানিয়ে নিলে গুটিয়ে নেওয়ার শক্তি তোমরা সহজে বিকশিত করতে পারবে। যে সরল স্বভাবের হবে সে সবার স্নেহী হবে, এবং সকলের থেকে

তারা অবশ্যই সহযোগ লাভ করবে। সেইজন্য তারা সব ব্যাপারে সহজে মুখোমুখি হতে এবং সবকিছু গুটিয়ে নিতে পারে। তোমরা যত সরলমতি হবে, মায়াও তোমাদের ততই কম প্রতিরোধ করবে। আর তখন তোমরা সকলের প্রিয় হয়ে যাবে।

যারা সরলপ্রকৃতি হয়, তাদের ব্যর্থ সঙ্কল্প এত থাকে না। তাদের সময়ও ব্যর্থ যায় না। ব্যর্থ সঙ্কল্প না থাকার কারণে তাদের বুদ্ধি বিশাল এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন (দূরাদেশী) হয়, সেইজন্য তাদের সামনে কোনও সমস্যা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। যত সরলতা থাকবে স্বচ্ছতাও ততটাই হবে। স্বচ্ছমণি সবাইকে আকৃষ্ট করে। স্বচ্ছতা অর্থাৎ সুস্পষ্টতা এবং সততা তখনই আসবে যখন তোমরা নিজের স্বভাব সরলভাবে গড়ে তুলবে। যারা সরল স্বভাবের তারা বহুক্রপী হতে পারে। কোনো নরম জিনিসকে যে কোন ছাঁচে ঢালা যায়। তোমরা গোল্ড হয়েছ, কিন্তু এখন গোল্ডকে অগ্নিতে গলাও যাতে মোল্ডও হতে পার অর্থাৎ ছাঁচে ঢালা যায়। এই মোল্ড হওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকার কারণে সার্ভিসের সফলতায় ঘাটতি থেকে যায়। নিজের বা অন্যের অতীতের দিকে যদি না দেখ, তবে সরলচিত্ত হয়ে যাবে। যারা সরলচিত্ত হয়, তাদের মধ্যে মধুরতার গুণ প্রত্যক্ষ করা যায়। তাদের চোখে-মুখে এবং আচার-আচরণে মাধুর্য প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যগোচর হয়। যারা যত স্পষ্ট অর্থাৎ সহজবোধ্য হয়, তারা তত সরল এবং শ্রেষ্ঠ হয়। স্পষ্টতা শ্রেষ্ঠ স্থিতির কাছে নিয়ে আসে এবং স্পষ্টতা যত হয় সেই অনুপাতে সফলতাও হয় এবং সমতাও থাকে। স্পষ্টতা, সরলতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব তখন বাবা সমান করে তোলে।

বরদান:- যেকোন পরিস্থিতিতে ফুলস্টপ লাগিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করে সকলের থেকে আশীর্বাদ লাভ করার পাত্র ভব

যেকোন পরিস্থিতিতে তোমরা ফুল স্টপ তখনই লাগাতে পার, যখন বিন্দুস্বরূপ বাবা আর বিন্দুস্বরূপ আত্মার স্মৃতি থাকবে, আর কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকবে। যে বাচ্চারা যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে পরিবর্তন করে নিজেকেই প্রথমে ফুলস্টপ লাগানোর অফার করে, তারা আশীর্বাদ লাভের যোগ্য হয়। তারা নিজেরা নিজেদের থেকে আশীর্বাদ লাভ করে অর্থাৎ তাদের খুশির প্রাপ্তি হয়, বাবার থেকে এবং ব্রাহ্মণ পরিবার থেকেও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে থাকে।

স্লোগান:- যে সঙ্কল্পই কর তাতে মাঝে মাঝে দৃঢ়তার সিলমোহর লাগালে বিজয়ী হয়ে যাবে।

সূচনাঃ। আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সবাই সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ মিনিট পর্যন্ত অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগে সম্মিলিতভাবে নিজের ডবল লাইট স্বরূপ দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে শান্তি আর শক্তির সকাশ দেওয়ার সেবা করুন। সারাদিন অন্তর্মুখীতার গুহায় থেকে কর্মযোগী হয়ে কর্ম করতে হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা- বাবা এসেছেন কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে, সবচেয়ে বড় কাঁটা হলো দেহ-অভিমান, এর থেকেই সমস্ত বিকার আসে, সেইজন্য দেহী-অভিমानी হও"

প্রশ্ন :- ভক্তরা বাবার কোন্ কর্তব্যকে বুঝতে না পারায় বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে ?

উত্তর :- বাবা হলেন বহুরূপী, যেখানে প্রয়োজন হয়, সেকেন্ডে কোনো বাচ্চার ভিতরে প্রবেশ করে সম্মুখে থাকা আত্মার কল্যাণ করে দেন। ভক্তকে সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। উনি সর্বব্যাপী নন, কিন্তু খুব তীব্র ধারালো রকেট। বাবার যাওয়া-আসায় দেহী লাগে না। এই কথা বুঝতে না পারার জন্য ভক্তরা সর্বব্যাপী বলে দেয়।

ওম্ শান্তি। এ হলো ক্ষুদ্র বাগিচা - মানব পুষ্পের বাগিচা। তোমরা বাগিচায় গেলে দেখবে সেখানে কতো-শত রকমের পুরানো বৃক্ষ। সেখানে কোথাও সদ্য কুঁড়ি, কোথাও অর্ধ-উন্মিলিত কুঁড়ি। এটিও তো বাগিচা হলো, তাই না! এখন বাচ্চারা তো এটা জানে এখানে আসে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হতে। শ্রীমতের (শ্রেষ্ঠ মত) দ্বারা আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছি। কাঁটা জঙ্গলে আর ফুল বাগিচাতে হয়। বাগিচা হলো স্বর্গ, জঙ্গল হলো নরক। বাবাও বোঝান এটা হলো পতিত কাঁটার জঙ্গল, সেখানে হলো ফুলের বাগিচা। ফুলের বাগিচা ছিলো, সেটা এখন আবার কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। দেহ-অভিমান হলো সবচেয়ে বড় কাঁটা। এর পরে আবার সব বিকার আসে। সেখানে তো তোমরা দেহী-অভিমानी বা আত্মিক চেতনায় থাকো। আত্মাতে জ্ঞান থাকে- এখনি আমাদের আয়ু সমাপ্ত হলে, এখন গিয়ে আমাদের এই পুরোনো শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর নেব। সাক্ষাৎকার হয়, আমরা গর্ভমহলে গিয়ে বিরাজমান হবো। আবার কুঁড়ি হয়ে, কুঁড়ি থেকে ফুল হবো, এই জ্ঞান আত্মার আছে। সৃষ্টি চক্র কেমন ভাবে ঘোরে, এই জ্ঞান নেই। শুধুমাত্র এই জ্ঞান থাকে যে এই শরীর হলো পুরানো, একে পরিবর্তন করতে হবে। অন্তরে খুশী থাকে। কলিয়ুগী দুনিয়ার কোন নিয়ম ইত্যাদিই সেখানে থাকে না। এখানে আছে লোক-লাজ কুলের মর্যাদা, পার্থক্য হলো তো। সেখানকার মর্যাদাকে সত্য মর্যাদা বলা হয়। এখানে তো হলো অসত্য মর্যাদা। সৃষ্টি তো আছে। বাবা আসেনই যখন অসুর সম্প্রদায় থাকে। তার মধ্যেই যখন দৈবী সম্প্রদায়ের স্থাপনা হয়ে যায় তখন বিনাশ হয়। অবশ্যই তাহলে অসুর সম্প্রদায় আছে, তার মধ্যেই দৈবী গুণ সম্পন্ন সম্প্রদায় স্থাপন হচ্ছে।

তোমাদের এটাও বোঝানো হয়েছে- যোগবলের দ্বারা তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হয়। এই জন্মেও যা কিছু পাপ করেছো, সেটাও বলতে হবে। তার মধ্যেও বিশেষ করে বিকারের কথা। স্মরণের মধ্যে শক্তি আছে। বাবা হলেন সর্ব শক্তিমান, তোমরা জানো যে, যিনি সকলের পিতা, তাঁর সাথে যোগ যুক্ত হলে পাপ ভস্ম হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো সর্ব শক্তিমান। সমগ্র সৃষ্টির উপর এনাদের রাজ্য। সেটা হলোই নতুন দুনিয়া। প্রতিটি জিনিস নতুন। এখন তো ভূমিও অনুর্বর হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হচ্ছে। তাই এতো খুশীতে থাকা উচিত। যেরকম স্টুডেন্ট, খুশীও সেরকম বেশী হবে। এ হলো তোমাদের উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ইউনিভার্সিটি। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ যিনি পড়ান। বাচ্চারা পড়েও উচ্চতমের থেকেও উচ্চ হওয়ার জন্য। তোমরা কতো নীচ ছিলে। একদম নীচুর থেকে আবার উচ্চমানের হও। বাবা নিজেই বলেন তোমরা মোটেই স্বর্গের যোগ্য নও। সেখানে অপবিত্র যেতে পারে না। নীচ বলেই তো উচ্চ দেবতাদের সামনে তাদের

মহিমার সুখ্যাতি করে। মন্দিরে গিয়ে তাদের উচ্চ মান আর নিজের নীচতার বর্ণনা করে। আবার এটাও বলে করুণা করে, তবে আমিও ঐরকম উচ্চমানের হবো। তাদের সামনে মাথা ঠোঁকে। তারাও তো মানুষ, কিন্তু তারা দৈবী গুণ সম্পন্ন, মন্দিরে যায়, তাদের পূজা করে যে আমিও তাদের মতো হবো। এটা কারোর জানা নেই যে তাদের ঐরকম কে তৈরী করলো? তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সমস্ত ড্রামা বসে আছে- কিভাবে এই দৈবী বৃক্ষের কলম সারিবদ্ধ হয়। বাবা আসেনই সঙ্গম যুগে। এটা হলো পতিত দুনিয়া, সেইজন্য বাবাকে ডাকা হয়, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো। এখন তোমরা পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। যাতে সব হিসাব-কিতাব মিটিয়ে দিয়ে শান্তিধামে চলে যেতে পারো। মুখ্য মন্ত্র হলো মন্মনাভব, যেটা বাবা তোমাদের দেন। জাগতিক গুরু তো অনেকেই আছে, কতো মন্ত্র দেয়। বাবার আছে একটাই মন্ত্র। বাবা ভারতে এসে মন্ত্র দিয়েছিলেন যাতে তোমরা দেবী-দেবতা হয়েছিলে। ভগবানুবাচ হলো, তাই না! লোকেরা যদিও শ্লোক ইত্যাদি বলে কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমরা অর্থ বুঝতে পারো। কুস্ত্র মেলায় যায়, সেখানেও তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো। এটা হলো পতিত দুনিয়া, নরক। সত্যযুগ ছিল পাবন দুনিয়া, যাকে স্বর্গই বলা হয়। পতিত দুনিয়াতে কেউ পবিত্র হতে পারে না। মানুষ গঙ্গার স্নান করে পবিত্র হওয়ার জন্য যায় কারণ মনে করে শরীরটাকেই পবিত্র করতে হবে। আত্মা তো হলোই সর্বদা পবিত্র। আত্মা মানেই পরমাত্মা বলে দেয়। তোমরা লিখতেও পারো, আত্মা পবিত্র হবে জ্ঞান-স্নানের দ্বারা, না কি জলের দ্বারা স্নান করলে। জলের স্নান তো রোজই করে। যে সব নদী আছে তার মধ্যে প্রতিদিন স্নান করতে থাকে। জলও সেই জল। এখন জল দিয়েই সব কিছু করা হয়ে থাকে। ব্যাপারটা কতো সহজ কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে আসে না।

জ্ঞানের দ্বারাই সেকেন্ডে সঙ্গতি হয়। আবার বলা হয় জ্ঞান এতোই অপরমপার যে, সমগ্র সমুদ্রকে কালি - জঙ্গলকে কলম আর ধরনীকে কাগজ বানালেও এই জ্ঞান অন্তহীন। বাবা তো প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টস্ বোঝাতে থাকেন। বাবা বলেন আজ তোমাদের অনেক গুহ্য কথা শোনাচ্ছি। বাচ্চারা বলে আগে কেন শোনাননি! আরে আগে কি ভাবে শোনাব। কাহিনী শুরু থেকে নিয়ে নম্বর অনুযায়ী শোনাব তো। শেষের দিকের পার্ট প্রথমে কি করে শোনাতে পারি। এটাও বাবা শোনাতে থাকেন। এই সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য তোমরা জানো। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে শীঘ্র রেসপন্স করতে পারো। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী, যাদের বুদ্ধিতে বসে আছে। তোমাদের কাছে এলে পরে সম্পূর্ণ রেসপন্স না পেলে বাইরে গিয়ে বলে এখানে তো সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারা যায় না, ফালতু চিত্র রাখে সেইজন্য ওখানে বোঝানোর মতো খুব ভালো কাউকে দরকার। নইলে তো সেটাও সম্পূর্ণ বোঝে না। বোঝানোর লোকও ভালো না হলে যেমনকার তেমন পাওয়া যায়। বাবা বলেন কোথায় কোথায় আমি দেখি, লোকেরা খুবই বুঝদার, বাচ্চারা এতো শ্রুড (চতুর) না হলে তো আবার আমিই ওর মধ্যে প্রবেশ করে সাহায্য করে দিই কারণ বাবা তো হলেন খুবই ছোটো রকেট। আসা-যাওয়ায় দেবী হয় না। উনিই আবার বহুরূপী বা সর্বব্যাপীর কথা নস্যাত করে দেন। বাচ্চারা, এসব তো বাবা বসে তোমাদের বোঝান। কোনো কোনো লোক ভালো হলে তো তাদের বোঝানোর লোকও সেরকম চাই। আজকাল তো কেউবা ছোটবেলাতেই শাস্ত্র কন্ঠস্থ করে নেয় কারণ আত্মা সংস্কার নিয়ে আসে। যেখানেই জন্ম হোক না কেন সেখানে আবার বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়তে লেগে যায়। অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হয়। আত্মা তো সংস্কার নিয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা এখন মনে করো - অবশেষে সেই দিন আজ এসে গেল...যা স্বর্গের দ্বার সত্যি-সত্যি খুলে দেয়। নতুন দুনিয়ার স্থাপনা, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। মানুষের তো এটাও জানা নেই যে স্বর্গ

নতুন দুনিয়াতে হয়ে থাকে। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো যে আমরা চিরসত্য সত্য-নারায়ণের কথা বা অমরনাথের কথা শুনছি। একই কথা হলো, শোনাচ্ছেনও একজনই। আবার তার শাস্ত্র বানানো হয়েছে। সবই দৃষ্টান্তই হলো তোমাদের, যা আবার ভক্তি মার্গে নিয়ে আসা হয়। তাই সঙ্গমেও বাবা-ই এসে সব কথা বোঝান। এটা অসীম জগতের বেশ বড় রকমের একটা খেলা, এর মধ্যে প্রথমে হলো সত্যযুগ-ত্রেতা রাম রাজ্য, তারপর হয় রাবণ রাজ্য। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত, একে আদি অবিনাশী বলা হয়। আমরা সবাই হলাম আত্মা, এই জ্ঞান কারোরই নেই যে জ্ঞান তোমাদের বাবা দিয়েছেন। যে আত্মাই হোক না কেন তার পাট ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। যে সময় যার পাট হবে সেই সময় আসবে, বুদ্ধি পেতে থাকবে।

বাচ্চাদের জন্য মুখ্য ব্যাপার হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়া। ডাকেও, "হে পতিত পাবন এসো।" বাচ্চারা ডাকে। বাবাও বলেন আমার বাচ্চারা কামনার চিতার উপর বসে ভস্ম হয়ে গেছে, এটাই সঠিক কথা। আত্মা যা হলো অকাল- তার এই হলো মহাসন। লোন নেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মার জন্যও তোমাদের জিজ্ঞাসা করে ইনি কে ? বলা, দেখো লেখা আছে ভগবানুবাচ, আমি সাধারণ দেহে আসি। সেই সুন্দর শ্রীকৃষ্ণই ৮৪ জন্ম নিয়ে সাধারণ হয়ে পড়ে, সাধারণই আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ হন। তিনি নীচে তপস্যা করছেন, জানে যে আমি এরকম হতে চলেছি। ত্রিমূর্তি তো অনেকেই দেখেছে। কিন্তু তার অর্থও তো জানা চাই। স্থাপনা যিনি করেন আবার পালনও তিনিই করবেন। স্থাপনার সময়ের নাম, রূপ, দেশ, কাল পৃথক, পালনের নাম, রূপ, দেশ, কাল পৃথক। এই কথা বোঝানো তো খুব সহজ। ইনি নীচে তপস্যা করছেন আবার ইনিই হতে চলেছেন। উনিই ৮৪ জন্ম নিয়ে ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হয়েছেন, কতো সহজ সেকেন্ডের জ্ঞান হলো। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে আমি এই দেবতা হচ্ছি। ৮৪ জন্মও এই দেবতাদেরই নেন আর কেউ কি নেয় ? না। ৮৪ র রহস্যও বাচ্চাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। দেবতারাই হলো যারা সর্ব প্রথম আসে। যেমন মাছেদের খেলনা হয়। মাছ এরকম নীচে আসে, আবার উপরে ওঠে। সেটাও ঐরকম সিঁড়ি। ভ্রমর, কচ্ছপ ইত্যাদির যে উদাহরণ দেওয়া হয় সেই সব এই সময়ের। ভ্রমরেরও দেখো কতো বুদ্ধি। মানুষ নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করে কিন্তু বাবা বলেন ভ্রমরের যতো বুদ্ধি তাও নেই। সাপ পুরোনো চামড়া ছেড়ে নতুন নিয়ে নেয়। বাচ্চাদের কতো বিচক্ষণ তৈরী করা হয়, বিচক্ষণ আর লায়ক। আত্মা অপবিত্র হওয়ার কারণে লায়ক (সুযোগ্য) নেই। তাই তাদের পবিত্র ও লায়ক করে তোলা হয়। সেটা হলোই লায়ক দুনিয়া। এটা তো এক বাবারই কাজ যা এই সমগ্র সৃষ্টি কে হেল থেকে হেভেনে পরিবর্তন করে। হেভেন কি, এটা মানুষের জানা নেই। হেভেন বলা হয় দেবী-দেবতাদের রাজধানীকে। সত্যযুগে হলো দেবী-দেবতাদের রাজ্য। তোমরা মনে করো সত্যযুগে নতুন দুনিয়াতে আমরাই রাজ্য পাট করতাম। ৮৪ জন্মও আমরাই নিয়েছিলাম। কতবার রাজ্য নিয়েছি আর হারিয়েছি, এটাও তোমরা জানো। রাম-এর মত দ্বারা তোমরা রাজ্য নিয়েছিলে, রাবণ-মতে রাজ্য হারিয়েছো। এখন আবার উপরে ওঠার জন্য তোমরা রাম-মত পেয়ে চলেছো, নেমে যাওয়ার জন্য পাওয়া যায় না। বেশ ভালোই তো বুঝতে পারো কিন্তু ভক্তি মার্গের বুদ্ধি চেঞ্জ হয় অনেক বিড়াম্বনা। ভক্তি মার্গের শো অনেক। সে যেন পাঁকের ডোবার মতো, একদম গলা পর্যন্ত ডুবে যায়। যখন সবার সব কিছু সমাপ্ত হয় তখন আমি আসি, সবাইকে জ্ঞানের দ্বারা উর্দ্ধলোকে নিয়ে যাই। আমি এসে এই বাচ্চাদের দ্বারা কার্য করাই। বাবার সাথে কার্য করার জন্য তোমরা অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণরাই আছো, যাদের ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদাই খিদমতগার) বলা হয়। এটা সর্ব শ্রেষ্ঠ রকম সাহায্য করা। বাচ্চাদের শ্রীমত প্রাপ্ত হয়- এরকম এরকম করে। আবার ওর থেকে ঝেড়ে বেছে বেড়ায়। এটাও নতুন কথা না। পূর্ব কল্পে যতো জন দেবী-দেবতা

হয়েছিলো তারাই আবার হবে। ড্রামায় নির্ধারিত। তোমাদের শুধু মাত্র ঈশ্বরীয় বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। খুব সহজ এটা। তোমরা জানো ভগবান আসেনই কল্পের সঙ্গমে যখন ভক্তি ফুল ফোর্সে থাকে। বাবা এসে সবাই কে নিয়ে যান। তোমাদের ওপর এখন বৃহস্পতির দশা। সকলেই স্বর্গে যায় আবার পড়াশুনায় নম্বর অনুযায়ী হয়। কারোর উপর মঙ্গলের দশা কারোর উপর রাহুর দশা বসে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সুযোগ্য (লায়ক) আর সুবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার জন্য পবিত্র হতে হবে। সমগ্র দুনিয়াকে হেল থেকে হেভেন পরিণত করার জন্য বাবার সাথে সার্ভিস করতে হবে। ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদাই খিদমতগার) হতে হবে।

২) কলিমুগী দুনিয়ার নিয়ম-কানুন, লোক-লাজ, কুলের মর্যাদা ছেড়ে সত্যিকারের মর্যাদা সমূহের লালন-পালন করতে হবে। দৈবী-গুণ সম্পন্ন হয়ে দৈবী সম্প্রদায়ের স্থাপনা করতে হবে।

বরদান :- তুফানকে তোফা অর্থাৎ ঝড়কে উপহার মনে করে সহজে ক্রস (পার) করতে সক্ষম সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন ভব

যখন সকলের লক্ষ্য সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন হওয়ার, তো ছোটো খাটো ব্যাপারে ঘাবড়ে যেও না। মূর্তি হতে চলেছো যখন কিছু হাতুড়ির ঘা তো লাগবেই। যে যত সামনে থাকে তাকে সবচেয়ে বেশি ঝড়ও ক্রস করতে হয় কিন্তু সেই ঝড়কে তাদের ঝড় বলে মনে হয় না, উপহার মনে হয়। এই ঝড়ও অনুভাবী হওয়ার গিস্ট হয়ে যায়, সেই জন্য বিঘ্নকে ওয়েলকাম করো আর অনুভাবী হয়ে এগিয়ে যেতে থাকো।

শ্লোগান :- অলসতাকে সমাপ্ত করতে হলে, স্বচিন্তনে থেকে নিজের চেকিং করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রমাণ করে দেখাও যে, অসীম জগতের এই বাবাই তোমাদের প্রকৃত বাবা, প্রকৃত শিক্ষক ও প্রকৃত সদগুরুও । সুতরাং সর্বব্যাপী বা সবকিছুতেই ওঁনার অস্তিত্ব হতেই পারে না"

প্রশ্ন :- বর্তমান সময়ে দুনিয়াতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন, এই দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ কি ?

উত্তর :- বর্তমানে সমগ্র দুনিয়াটাই রাহুর-দশার কবলে - আর এই কারণেই এত দুঃখ-কষ্ট। বাবা বৃহস্পতি যখন আসেন, তখন সবার উপরেই বৃহস্পতির কৃপা হয়। যেমন সত্যযুগ ও ত্রেতায় বৃহস্পতির দশা। তখন সেখানে রাবণের নাম-গন্ধও থাকে না, ফলে দুঃখ-কষ্টও হয় না। সেই বাবা এখানে এসেছেন সুখধাম স্থাপন করতে - যেখানে কোনও প্রকারেরই দুঃখ-কষ্ট হয় না।

ওঁম শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী সন্তানদের আত্মাদের পিতা অর্থাৎ এই বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন- যেহেতু বাচ্চারা নিজেরাই তো জানে - প্রকৃত অর্থে তারা আত্মা, নিজেদের প্রকৃত গৃহ শান্তিধাম থেকে এত দূরে এখানে এসেছে তারা। এসেছে দেহরূপী এই শরীরে প্রবেশ করে, নিজেদের কর্ম-কর্তব্য এর ভূমিকা (পার্ট) করার জন্য। প্রকৃত অর্থে পার্ট যা করার তা তো করে "আত্মা"। তাই বাচ্চারা এখানে যখন বসে, নিজেকে আত্মা ভেবে বাবার স্মরণেই থাকে! যেহেতু বাবা বুঝিয়েছেন - বাচ্চারা, এই স্মরণের যোগের দ্বারাই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়। কিন্তু একে সেই যোগ বলা যায় না, অর্থাৎ, যে যোগ জাগতিক সন্ন্যাসীরা শিখিয়ে থাকে। জাগতিক স্টুডেন্ট আর টিচারের মধ্যে যে যোগ, বাচ্চাদের সাথে লৌকিক বাবার যে যোগ, ইত্যাদি। এখানকার এই যোগ হলো আত্মার সাথে পরমাত্মার যোগ অর্থাৎ বাবার সাথে বাচ্চার মিলন। যে মিলন কল্যাণকারী মিলন - অন্যগুলি অকল্যাণকারী। যেহেতু বর্তমান দুনিয়াটাই যে পতিত দুনিয়া। তাই যখন তোমরা প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে কাউকে বোঝাবে, তখন আত্মা আর পরমাত্মার পরিচয় দেওয়াটাই উচিত হবে। আত্মারা সবাই সন্তান আর উনি হলেন পরমপিতা পরম আত্মা। আর এই পারলৌকিক বাবা, যিনি থাকেন অসীমের পরমধামে। তাই বাচ্চারা তাদের লৌকিক বাবাকে পরমপিতা বলতে পারে না। দুঃখ কষ্টে পড়লেই লোকেরা পরমপিতাকেই স্মরণ করে বলে - "হে পরমপিতা পরমাত্মা!" পরমাত্মার নিবাসস্থল পরমধামে। বাচ্চারা, তোমরা আত্মা আর পরমাত্মার নাম নিয়েই এই জ্ঞানের পার্ট বোঝাবে, কিন্তু প্রারম্ভিক পর্যায়ে শুধুমাত্র এটুকুই বলবে না যে, তাদের দুই-বাবা। আর একথাও বোঝাতে হবে - এই বাবা এক অর্থে যেমন বাবা, তেমনি আবার শিক্ষকও - এটাই সঠিক ভাবে বোঝাতে হবে। এক ও একমাত্র উনিই সব আত্মাদেরই বাবা, অতএব আমরা আত্মাধারীরা সবাই একে অপরের ভাই।

ভক্তি-মার্গে ভক্তরাও এই ভগবান বাবাকেই স্মরণ করে। যেহেতু ভক্তির ফল ভগবান তো দেবেনই। তেমনি আবার একই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারও পাওয়া যায়। ভগবানই বি.কে. বাচ্চাদেরকে ভক্তির ফল দেন - কিন্তু কি দেন ? তিনি সমগ্র বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। তাই তোমাদের শুধু এটুকুই প্রমাণ করে দেখালে হবে না যে, তিনি তোমাদের বাবা। উনি একাধারে যেমন বাবা, তেমনি আবার জ্ঞান শিক্ষার শিক্ষক এবং সদগুরুও বটে। এইভাবে বোঝাতে পারলে, সর্বব্যাপী চিন্তার অবসান হবে। তার সাথে একথাও যোগ করতে হবে, এই বাবা আবার জ্ঞান-সাগর। উনি এসে তোমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষাও দেন। আরও বলবে- উনি যেমন জ্ঞান ও যোগের টিচার তেমনি আবার লৌকিক-অলৌকিক শিক্ষাতেও শিক্ষিত করে তোলেন। তবে কি ভাবেই বা উনি

সর্বব্যাপী হতে পারেন ? যেমন টিচার পৃথক সত্ত্বা আর স্টুডেন্ট পৃথক সত্ত্বা। যেমন বাবা আলাদা আর বাচ্চারা আলাদা। আত্মারাই তাদের বাবা পরমাত্মাকে যেমন স্মরণ করে, তেমনি আবার ওনার মহিমাও করে। এই বাবা-ই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। ইনি এসে বি.কে.-দের মনুষ্য সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনান। এই বাবা-ই বি.কে. বাচ্চাদের জন্য স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন। ফলে একমাত্র বি.কে.-রা স্বর্গবাসী হতে পারে। উনি একথাও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন, কিভাবে ধরা হয় আমাদের দুই-বাবা। জগতে লৌকিক বাবা পালনা করে, কিন্তু পার্থের জন্য তো টিচারের কাছেই যেতে হয়। এরপর ৬০-বছর বয়েসে বাণপ্রস্থ অবস্থায় পৌঁছালে তখন আবার গুরু-গোঁসাইয়ের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ বাবা, টিচার, গুরু সবাই পৃথক পৃথক। কিন্তু এই বেহদের বাবা যে সকল আত্মাদের বাবা, যিনি আবার জ্ঞানের-সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সং-চিং-আনন্দ স্বরূপ, সুখের-সাগর, শান্তির-সাগর। অতএব এমন বাবার মহিমা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দাও। যেহেতু এখন এত বিভিন্ন মতভেদের দরুন দুনিয়ার খুবই করুণ অবস্থা। আর বাবা যদি সর্বব্যাপীই হবেন, তবে আবার টিচার হয়ে বাচ্চাদের পড়ান কিভাবে ? অপরদিকে উনি যেখানে সদগুরুও, গাইড হয়ে দিশা দেখিয়ে সবাইকে আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিভাবে স্মরণে যোগ করতে হয়, তা শিখিয়ে দেন এই বাবা। ভারতের এই প্রাচীন যোগ পদ্ধতির খুবই খ্যাতি জগতে।

সবচেয়ে পুরানো হলো সত্যযুগ। বর্তমানে তোমরা রয়েছো পুরোনো ও নতুনের মাঝখানে। তোমরা বি.কে.-রাই জানো এখন থেকে ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এভাবেই বাবা এসে তোমাদেরকে আপন করে নিয়েছিলেন এবং উনিই তোমাদের টিচার ও সদগুরুও হয়েছিলেন। বাস্তবে উনি কেবল তোমাদেরই বাবা নন। উনি আবার এমনই টিচার যিনি জ্ঞানেরও সাগর। কত উন্নত এই টিচার তোমাদের শিক্ষা দেন ও পাঠ পড়ান। একমাত্র উনিই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলি উন্মোচন করতে পারেন, যেহেতু উনি বীজরূপ অর্থাৎ (কল্পবৃক্ষের) বৃক্ষপতি। উনি এলে তবেই ভারতে বৃহস্পতির (সুফল) দশা শুরু হয়। সত্যযুগে দেবী-দেবতারা সবাই সদাকালের সুখে থাকে। যেহেতু সময়টা তখন বৃহস্পতির দশার। এরপর যখন দুনিয়া তমোপ্রধান হয়, তখন সবাই রাত্‌র কু-দশায় আক্রান্ত হয়। তবুও কিন্তু লোকেরা এই বৃক্ষপতিকে জানে না বা চেনে না। সেক্ষেত্রে ওনার অবিনাশী উত্তরাধিকার লোকেরা পাবেই বা কি প্রকারে!

বাচ্চারা, এখানে তোমরা যখন বসো, তখন নিশ্চয়ই অশরীরী ভাবেই বসো। এই জ্ঞান তো তোমাদের হয়েছে - আত্মা পৃথক সত্ত্বা আর তার ঘর (শরীর) পৃথক সত্ত্বা। যা ৫-ত্বয়ের দ্বারা গঠিত একটা পুতুল (শরীর)। তাতেই প্রবেশ করে আত্মা। সবারই যার যার নিজস্ব কর্ম-কর্তব্যের পার্ট খোঁদিত থাকে আত্মাতেই। সর্বপ্রাণে এই মুখ্য কথাটাকেই বোঝাতে হবে যে, বাবা-ই হলেন সুপ্রিম বাবা, সুপ্রিম টিচার। লৌকিক বাবা, টিচার ও গুরু - এই তিনের পার্থক্য তুলনা করে বোঝালে মুহূর্তেই তা বুঝে যাবে, তারপর আর কোনও তর্কে যাবে না তারা। আত্মাদের বাবা পরমাত্মাই সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। এটাই ওঁনার বিশেষত্ব। একমাত্র উনিই তোমাদের বর্ণনা করতে পারেন সৃষ্টি রচনার আদি-মধ্য-অন্তের এই বিশেষ জ্ঞানের রহস্যগুলিকে। পূর্বে মূনি-ঋষিরাও স্বীকার করতেন, রচনা আর রচয়িতার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান জানা নেই তাদের। যদিও তখন তারা সত্যে অবস্থাতেই ছিলেন। প্রতিটির ক্ষেত্রেই সত্যোপস্থান - সত্য - রজঃ - তমোতে আসতে হয়। নতুন অবস্থা থেকে পুরাতন অবস্থায় আসতেই হয়। কিন্তু বি.কে.-দের তো এই সৃষ্টি-চক্রের প্রকৃত আয়ু জানা আছে। মানুষ তো এটাই ভুলে গেছে কখন কোন সময়ে তাদের আয়ু কত হয়। শাস্ত্রাদি ইত্যাদি লেখা হয়, ভক্তি-মার্গের

লোকেদের জন্য। যা জাগতিক গাল-গল্পোতে ভরা। সব আত্মাধারীদের তো একই বাবা এবং সদগতিদাতাও সেই একজনই। গুরু-গোঁসাই অনেক হতে পারে, কিন্তু সদগতি করতে পারে কেবলমাত্র এই এক সদগুরুই। আর সেই সদগতি কিভাবে হয়-তা তোমরা বি.কে.-রা জানো। যারা সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, তারাই সদগতি পায়। তারা সংখ্যায় কম সংখ্যকই হবে। বর্তমানে যেখানে এখন এত বিপুল সংখ্যার মানুষ। সেই রাজ্য হবে দেবী-দেবতাদের রাজ্য। যে রাজবংশ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সেই রাজবংশ চলবে, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথম, লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্বিতীয়...তৃতীয় - এইভাবে। প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণের সময়ে মনুষ্য সংখ্যা থাকবে খুবই কম। এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনা কেবল তোমাদের মনেই আসতে পারে। একমাত্র তোমাদেরই এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস আছে, এই এক ও একমাত্র ভগবানই (পরমাত্মা) সকল আত্মাদের প্রকৃত বাবা। তিনিই অসীম জগতের একমাত্র বাবা। জাগতিক (হদের) বাবার থেকে জাগতিক উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, আর অসীম জগতের বাবার থেকে পাওয়া যায় অসীম অবিনাশী উত্তরাধিকার - অর্থাৎ আগামী ২১-জন্ম স্বর্গ-রাজ্যের বাদশাহী। এই ২১-জন্ম সম্পূর্ণ জীবন ভোগ করার পর যখন বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছবে তারপরেই আত্মা শরীর ত্যাগ করবে। যেহেতু তাদের সেই আত্ম-জ্ঞানবোধ জাগ্রত থাকে। কিন্তু দেহ-অভিমান থাকার কারণে এখানে লোকেরা তা জানেই না, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করে। কিন্তু এই দেহ-অভিমানীদেরকে আত্ম-অভিমানী বানাবে কে ? এই দুনিয়ায় তো একজনও এমন নেই যিনি আত্ম-অভিমানী। একমাত্র এই বাবা এসেই তোমাদের আত্ম-অভিমানী বানিয়ে থাকেন।

বাস্তারা, এখন তোমরা জানো, আত্মা এক বয়স্ক বড় শরীর ত্যাগ করে ছোট শিশুর শরীরে প্রবেশ করে সেখানেই অবস্থান করে। উদাহরণ স্বরূপ সাপের কথা ভাবতে পারো। সাপ, ভ্রমর ইত্যাদির উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়, বর্তমান সময়ের এই জগতের লোকেদের জন্য। যা ভক্তি-মার্গের হিসেবে। বাস্তবে ভ্রমরী তো তোমরা ব্রাহ্মণী টিচারেরাই। বিষ্টার ক্রীড়াতুল্য মনুষ্যদেরকে ভুঁ-ভুঁ করে জ্ঞান শুনিয়ে, মনুষ্য থেকে দেবতুল্য করে গড়ে তোলো। যেহেতু বাবার জ্ঞানে জ্ঞানী এই টিচারেরা। বাবা যে জ্ঞানের-সাগর, শান্তির-সাগর। শান্তির কামনা তো সবাই করে, তাই তো বলতে থাকে ওহে শান্তির দেবতা.....! কিন্তু কাকে ডাকতে থাকে তারা ? যিনি শান্তির দাতা অথবা শান্তির সাগর। ওঁনারই মহিমা কীর্তন করে, অথচ না তাকে চেনে, না তার প্রকৃত অর্থ বোঝে। নিজেরাই তা স্বীকারও করে। বাবা বুঝিয়ে বলেন- এইসব বেদ, শাস্ত্র, ইত্যাদি সবকিছুই ভক্তি-মার্গের। গত ৬৩-জন্ম ধরে তোমরা ভক্তি-মার্গে ছিলে। ভক্তি-মার্গে কত অসংখ্য শাস্ত্রাদি। কিন্তু বাবা এখানে কোনও শাস্ত্রাদি পড়াতে আসেন না। তোমরা বাবাকে ডাকো, এসে পবিত্র বানাবার জন্য। বর্তমান দুনিয়াটা এতই তমোপ্রধান যে, একেবারেই নোংরা-আবর্জনায় পরিপূর্ণ। যা কোনও কাজেরই নয়। খুবই দুঃখ-কষ্টের দুনিয়া এটা। কিন্তু এমনটা হলো কিভাবে ? বাবা তো তোমাদের এত অটল সুখের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তবুও তোমাদের এই পতন হলো কেন ? তাই তো বলা হয় জ্ঞান আর ভক্তির পার্থক্য। জ্ঞান শোনান বাবা আর ভক্তি শেখায় রাবণ। যদিও বাবা কিস্বা রাবণ কারওকেই চোখের দেখা দেখতে পাওয়া যায় না। এই চর্ম-চোখে দুজনের কারওকেই দেখা যায় না। কিন্তু বি.কে.-দের আত্মা তা উপলব্ধি করতে পারে। প্রকৃত অর্থে তোমরা যেহেতু আত্মা, সেই কারণে আত্মার বাবা (পরমাত্মা) থাকবে নিশ্চয়। তোমাদের এই বাবা আবার টিচারও- যা অন্য কোনও ক্ষেত্রে এমনটি হয় না।

তোমরা বি.কে.-রা যেহেতু সদগতি পাও ২১-জন্মের জন্য, ফলে তোমাদের কোনও গুরু-গোঁসাইয়ের প্রয়োজন পড়ে না। এই বাবা যেমন সবার বাবা, তেমনি পঠন-পাঠনের শিক্ষক আবার সদগতিদাতা সত্যগুরু অর্থাৎ সুপ্রিম গুরুও বটে। এই তিন কর্ম-কর্তব্য যিনি করেন, তাকে তো আর সর্বব্যাপী বলা যায় না। যেখানে উনি স্বয়ং সৃষ্টি জগতের আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলিও জানান। লোকেরা ওনাকেই স্মরণ করে বলে- হে পতিত-পাবন বাবা, সবার সদগতিদাতা, তুমি এসো, এসে সবার দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটিয়ে সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার দাও। হে গড-ফাদার, হে লিবারেটর (মুক্তিদাতা), আবার একবার আমাদের গাইড হয়ে সঠিক দিশায় সেখানে (আপন ঘরে) পৌঁছে দাও। এই রাবণ-রাজত্বের কয়েদ থেকে মুক্ত করো মোদের। রাবণ রাজ্য কোনও লক্ষা-দেশ অর্থাৎ শ্রীলক্ষা নয়। তা তো সমগ্র ধরনী, অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়াতেই এখন রাবণের রাজত্ব। রাম-রাজ্য সত্যযুগে। সত্যি, ভক্তি-মার্গে এসে লোকেরা কেমন হতবুদ্ধির হয়ে গেছে।

বাচ্চারা, তোমরা যে শ্রীমৎ পাচ্ছে- শ্রেষ্ঠ হবার জন্য। সত্যযুগে এই ভারতই যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি ছিল পূজ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠাচারী। তাই তো এখনও পর্যন্ত সেইসব দেব-দেবীদের পূজা হয়। তখন ভারতে ছিল বৃহস্পতির দশা, অর্থাৎ সত্যযুগ। বর্তমানে ভারত এখন রাহুর দশার কবলে। তাই দেখো ভারতের কি করুণ অবস্থা এখন। সবকিছুতেই অন্যায়-অবিচারের উপরেই চলছে। আর এমনটা বানিয়েছে রাবণ। অথচ বলার সময় লোকেরা বলে, রামরাজ্য চাই, অথচ রয়েছে কিন্তু রাবণ-রাজ্যে, অর্থাৎ নরকে। রাবণ রাজ্যকেই নরক বলা হয়। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের অবিনাশী নাটকের পটচিত্রে কল্পের অর্ধেক সময়টা স্বর্গ-রাজ্য, বাকী অর্ধেকটা নরক, অর্থাৎ আধা-আধা। যা কেবল তোমরা বি.কে.-রা জানো। তোমরা এও জানো, রাম-রাজ্য কি আর রাবণ-রাজ্যই বা কি। তাই সর্বাগ্রে বুদ্ধিতে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা আনতে হবে। একমাত্র পরমাত্মাই আমাদের বাবা আর বাকী আত্মাধারীরা সবাই ভাই-ভাই সম্পর্কের। অতএব বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার সবারই প্রাপ্য এবং তোমরা তা পেয়েওছিলে। এই বাবা-ই তোমাদেরকে অর্থাৎ বি.কে.-দের রাজযোগের শিক্ষার মাধ্যমে সেই সুখধামের মালিক বানিয়েছিলেন। বাকীরা গিয়েছিল শান্তিধামে। বাচ্চারা, তোমরা তো এও জানো, বৃহস্পতি অর্থাৎ যিনি চৈতন্য স্বরূপ। যা সত্য-চিত্ত-আনন্দ স্বরূপ। আত্মা যেমন সত্য স্বরূপ তেমনি আবার চৈতন্য স্বরূপও। বাবাও তেমনি সত্য বাবা, চৈতন্য বাবা, যিনি আবার বৃহস্পতিও। কল্পবৃক্ষের এই বৃক্ষ হলো ওলটানো বৃক্ষ। যার বীজ থাকে উপরিভাগে। বাবা স্বয়ং এসে তা বোঝান - বাচ্চারা, যখন তোমাদের তমোপ্রধান অবস্থা হয়, তখন বাবা আসেন তোমাদেরকে সতোপ্রধান বানাবার জন্য। এই একই হিন্দি ও জিওগ্রাফি বারবার রিপিট হয়। কিন্তু অন্যদেরকে বোঝাবার সময় তোমরা হিন্দি-জিওগ্রাফি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করবে না। হিন্দিতে বলবে ইতিহাস-ভূগোল। যদিও ইংরাজী তো সবাই পড়তে পারে। অনেকেই ভাবে ভগবান গীতা-জ্ঞান শুনিয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স। তখন সেখানে সেই ভাষাই যে ছিলো, এমনটা কোথাও লেখা নেই কিন্তু। যদিও ভাষা তখনও ছিল। যখন যে রাজার রাজত্ব হয়, তখন সেই ভাষাই চলে। তেমনি সত্যযুগী রাজাদেরও যার যার নিজের ভাষাই চলবে। যার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার উল্লেখ নেই। সত্যযুগের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এক প্রকারের আর কলিযুগের মানুষদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ আর এক প্রকারের।

তোমরা বি.কে.-রা সবাই এক-একজন মীরা। যারা এই কলিযুগী লোকলজ্জা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, মর্যদাকে মোটেই পছন্দ কর না। আর কলিযুগী এইসব বিসর্জন দিতে গিয়ে কত ঝগড়ার

সম্মুখীন হতে হয় তোমাদের। বাবা তোমাদেরকে শ্রীমৎ দেন, কাম-বিকার মহাশত্রু, অতএব এই বিকারকে জয়লাভ করতেই হবে তোমাদের। জগৎ-জিত্ হবার চিত্রকে সামনে রাখো। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে এমন উন্নত পরামর্শ পাও তোমরা কিভাবে বিশ্বে শান্তি স্থাপন হবে - তাই তো শান্তিদেবা বলার সাথে সাথে এই বাবার কথাই স্মরণে আসে। কারণ, কল্প-কল্প ধরে এই বাবা এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন। কল্পের প্রকৃত আয়ুকে অস্ত্রানী লোকেরা অনেক বেশী বাড়িয়ে বলাতে সাধারণ লোকেরা এখনও এমনও গভীর কুস্কর্গের ঘুমে ঘুমিয়ে আছে।

অতএব বাচ্চারা, লোকেদের মধ্যে সর্বগ্রে এই নিশ্চয়তার বীজ বপন করে পাক্ষা করাও, এই বাবা যেমনি আমাদের প্রকৃত বাবা তেমনি আবার টিচারও। টিচারকে তো আর সর্বব্যাপী বলা যাবে না। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রই জানো, কিভাবে বাবা এখানে এসে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তোমরা ওনার বায়োগ্রাফি অর্থাৎ জীবনচরিতের গুণাবলি ও কর্ম-কর্তব্যকে জানো। এখানে বাবার আসার মূল উদ্দেশ্যই হলো - বর্তমানের এই নরকের দুনিয়াকে স্বর্গ-রাজ্য বানানো। উনি যেমন টিচার, তেমনি আবার গাইডের মতন দিশা দেখিয়ে সাথে করে নিয়ে যান আপন ঘরে। আত্মারা অবিনাশী। এখানে কর্ম-কর্তব্যের পাঠ সম্পূর্ণ করে তবেই ঘরে ফেরে। কিন্তু তাদেরকে দিশা দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তো গাইডেরও দরকার। তেমনি এই বাবা রাবণের হাত থেকে মুক্ত করে দুঃখ-কষ্টের লাঘব করেন, ও গাইডের মতন দিশা দেখিয়ে সবাইকে ফিরিয়েও নিয়ে যান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কলিযুগী লোকলাজ, কলিযুগী কুলের মর্যদা ত্যাগ করে, ঈশ্বরীয় কুলের মর্যদাকে ধারণ করতে হবে। অশরীরী বাবা যা শোনাচ্ছেন, অশরীরী ভাবে তা শুনে সেই অভ্যাসে নিজেকে পাক্ষা করতে হবে।

২) অসীম জগতের এই বাবা, একাধারে যেমন বাবা, তেমনি টিচার, আবার সদগুরুও বটে। এই তিনের বিচিত্র সমন্বয়কেই সবাইকে বোঝাতে হবে। এটাও প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, বেহদের এই বাবা সর্বব্যাপী মোটেই নয়।

বরদান :- লৌকিক-অলৌকিক জীবনে সর্বদা স্বতন্ত্র থেকে পরমাত্মার সাথে থাকার অনুভবে নষ্টমোহা হও

স্পষ্টীকরণ : সদা স্বতন্ত্র থাকার লক্ষ্য হলো প্রভু প্রেমের অনুভূতি। যত বেশী প্রেম-ততই ওঁনার সাথে থাকার অনুভূতি, সেক্ষেত্রে নিজেকে পৃথক মনে হবেই না। প্রেমের পরিভাষাই হলো- সদা সাথে সাথী। তাই বাবা স্বয়ং যেখানে সাথী, তখন নিজের সব রকমের বোঝা ওঁনাকে দিয়ে হাক্ষা হয়ে যাও নিজে। এটাই নষ্টমোহ হওয়ার সহজ বিধি। কিন্তু পুরুষার্থের বিষয়ে "আমি" শব্দকে সদা বিশেষভাবে চিহ্নিত করবে। লৌকিক ও অলৌকিক জীবনে সদা স্বতন্ত্র থাকলে, তবেই সর্বদা বাবাকে সাথী হিসেবে অনুভব হবে।

স্লোগান :- বিকাররূপী সাপগুলিকে নিজের শয্যা বানিয়ে নিতে পারলেই সহজযোগী হতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের বুলবুল পাখি হয়ে নিজ সম তৈরি করার সেবা করো, পরীক্ষা করে দেখো যে কতজনকে নিজ সম তৈরি করেছি, স্মরণের চার্ট কি রকম আছে ?"

প্রশ্ন:- ভগবান নিজের সন্তানদের কোন্ কথা দেন যা মানুষ দিতে পারে না ?

উত্তর :- ভগবান প্রমিস করেন (কথা দেন) - বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিজ গৃহে অবশ্যই ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে পবিত্র হবে, তাহলে মুক্তি ও জীবনমুক্তিতে যাবে। যদিও মুক্তিতে অর্থাৎ পরমধামে সবাইকে যেতেই হবে। কেউ যেতে চাক বা না চাক, জোর করেই তার হিসাব নিকেশ মিটিয়ে নিয়ে যাব। বাবা বলেন যখন আমি আসি তখন তোমাদের সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা হয়, আমি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের এখন এই ঈশ্বরীয় পার্চে মনোযোগ দেওয়া উচিত। যেই রূপ বলা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ এই সব গুণ ধারণ করতে হবে। যাঁচাই করতে হবে, আমার মধ্যে এই গুণগুলি আছে তো ? কারণ যেমন তোমরা ভবিষ্যতে হবে, বাচ্চাদের সেদিকেই লক্ষ্য থাকবে। এইসব নির্ভর করছে পড়াশোনা করা এবং করানোর উপরে । নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমরা কতজনকে পড়াই ? সম্পূর্ণ দেবতা এখনও কেউ হয়নি। চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ হয় তখন কত আলো ছড়ায়। এখানেও দেখা হয় - নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে আছে কী ? এই কথা তো বাচ্চারাও বুঝতে পারে। টিচারও বুঝতে পারে। এক একটি বাচ্চার দিকে দৃষ্টি যায় যে তারা কি করছে ? আমার জন্য কি সার্ভিস করছে ? সব ফুলেদেরকে দেখা হয় । ফুল তো সবাই, তাইনা। এ হল বাগান, তাইনা। প্রত্যেকে নিজের অবস্থা ভালো ভাবে জানে। নিজের খুশীর কথা জানে। অতীন্দ্রিয় সুখময় জীবন প্রত্যেকেরই নিজস্ব অনুভব হয়। এক তো বাবাকে খুব খুব স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করলেই পরে রিটার্ন হয়। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্যে বাচ্চারা, তোমাদের খুব সহজ উপায় বলে দিচ্ছি - স্মরণের যাত্রা। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমাদের স্মরণের চার্ট ঠিক আছে ? কাউকে নিজ সম পরিণত করেছি কি ? কারণ তোমরা হলে জ্ঞানের বুলবুল পাখি, তাইনা। কেউ টিয়া, কেউ অন্য কিছু! তোমাদের পায়রা নয়, টিয়াপাখি হতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করা খুব সহজ। কতক্ষণ বাবার স্মরণ থাকে ? কতক্ষণ অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হয় ? মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে, তাইনা। মানুষ তো শুধুই মানুষ। পুরুষ ও স্ত্রী যেটাই বলা, দেখতে তো মানুষই। তোমরা যদিও দৈবী গুণ ধারণ করে দেবতা হও। তোমরা ছাড়া আর কেউ দেবতায় পরিণত হয় না। এখানে আসে দৈবী কুলের মতন হতে। সেখানেও তোমরা দৈবী কুলের সমান থাকো। সেখানে তোমাদের কোনও রাগ দ্বেষ যুক্ত কোনো শব্দই উচ্চারিত হবে না। এমন দৈবী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্যে খুব পুরুষার্থ করতে হবে। পড়তেও হবে নিয়ম অনুযায়ী, কখনও মিস করা উচিত নয়। যতই অসুস্থ থাকো তবুও বুদ্ধিতে যেন শিববাবার স্মরণ থাকে। এর জন্যে মুখে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আত্মা জানে, আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। এই প্র্যাক্টিস খুব ভালো থাকা উচিত। যেখানে থাকো কিন্তু বাবার স্মরণে থাকো। বাবা এসেছেন শান্তিধাম-সুখধামে নিয়ে যেতে। কতখানি সহজ। অনেকে আছে যারা বেশি ধারণ করতে পারে না। আত্মা, শুধু স্মরণ করো। এখানে সব বাচ্চারা বসে আছে, তাতেও নশ্বর অনুযায়ী আছে। হ্যাঁ, এমন হতে হবেই। শিববাবাকে অবশ্যই স্মরণ করে। অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একের সঙ্গে যুক্ত

তো অনেকেই থাকে। অন্য কারো স্মরণ থাকে না। কিন্তু এখানে শেষ পর্যন্ত পুরুষার্থ করতে হয়। পরিশ্রম করতে হয়। মনে মনে একমাত্র শিববাবার স্মরণ যেন থাকে। যেখানেই বেড়াতে যাও অন্তরে শিববাবার স্মরণ যেন থাকে। মুখে কথা বলার দরকার নেই। খুব সহজ এই পড়াশোনা। পড়া পড়িয়ে তোমাদের নিজের মতন তৈরি করেন। এমন অবস্থায় বাচ্চারা তোমাদের পৌঁছাতে হবে। যেমন সত্য প্রধান অবস্থায় এসেছিলে, তেমন অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এই কথাটি বোঝানো কত সহজ। সংসারের কাজকর্ম করতে করতে, চলতে ফিরতে নিজেকে ফুলে পরিণত করতে হবে। পরখ করে দেখতে হবে আমার মধ্যে কোনও ভুল নেই তো? হীরার দৃষ্টান্ত খুব ভালো দেওয়া হয়েছে, নিজের পরখ করার জন্যে। তোমরা নিজেরাই হলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস। অতএব নিজের পরখ করতে হবে আমার মধ্যে দেহ-অভিমান অল্প মাত্রায় হলেও নেই তো? যদিও এইসময় সবাই হলে পুরুষার্থী, কিন্তু এইম অবজেক্ট তো সামনে আছে তাইনা। তোমাদের সবাইকে সংবাদ দিতে হবে। বাবা বলেছেন, খবরের কাগজে ছাপানোর জন্য খরচ করতে হলেও এই সংবাদ যেন সবার কাছে পৌঁছে যায়। বলা, এক বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে এবং পবিত্র হয়ে যাবে। এখন কেউ পবিত্র নয়। বাবা বুঝিয়েছেন পবিত্র আত্মা হয় নতুন দুনিয়ায়। এই পুরানো দুনিয়াটি হল অপবিত্র। এখানে একজনও পবিত্র নয়। আত্মা যখন পবিত্র হয় তখন পুরানো দেহ ত্যাগ করে দেয়। ত্যাগ করতেই হবে। স্মরণ করতে করতে তোমাদের আত্মা একদম পবিত্র হয়ে যাবে। শান্তিধাম থেকে আমরা সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা এসে গর্ভ মহলে বিরাজিত হই। তারপরে এতখানি পার্ট প্লে করি। এবারে চক্র পূর্ণ করে তোমরা আত্মা আবার ফিরে যাবে পরমধাম। সেখান থেকে আবার আসবে সুখধামে। সেখানে হয় গর্ভ মহল। তবুও পুরুষার্থ করতে হবে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করার জন্যে, এই হল পড়াশোনা। এখন নরক বেশ্যালয় বিনাশ হয়ে শিবালয় স্থাপন হচ্ছে। এখন তো সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

তোমরাও বুঝতে পারো আমরা এই শরীর ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ায় গিয়ে প্রিন্স - প্রিন্সেস হব। কেউ ভাববে আমরা প্রজায় চলে যাব, তার জন্যে বুদ্ধির লাইন একেবারে ক্লিয়ার থাকা উচিত। একমাত্র বাবার স্মরণ যেন থাকে, অন্য কিছুই যেন স্মরণে না আসে। একেই বলা হয় পবিত্র বেগার। শরীরও যেন স্মরণে না থাকে। এইটি তো হল পুরানো ছিঃ ছিঃ শরীর তাইনা। এখানে জীবিত অবস্থায় মরতে হবে, এই কথা যেন বুদ্ধিতে থাকে। এখন আমাদের ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যেতে হবে। নিজের ঘর পরমধামকে আমরা ভুলে গেছি। এখন বাবা আবার মনে করচ্ছেন। এখন এই নাটক পুরো হচ্ছে। বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা সবাই আছো বাণপ্রস্থে। সম্পূর্ণ বিশ্বে সকল মানুষ মাত্রের হল এই সময় বাণপ্রস্থ অবস্থা। আমি এসেছি, সব আত্মাদের বাণীর উর্ধ্বে নিয়ে যাই। বাবা বলেন এখন তোমরা ছোট-বড় সবারই হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাণপ্রস্থ কাকে বলা হয়, এই কথাও তোমরা জানতে না। এমনি এমনি গিয়ে গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছ। তোমরা লৌকিক গুরুর দ্বারা অর্ধকল্প পুরুষার্থ করেছ, কিন্তু জ্ঞান একটুও নেই। বাবা নিজে বলছেন ছোট বড় তোমাদের সবার হল এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। মুক্তি তো সবার প্রাপ্ত হবেই। ছোট বড় সবাই শেষ হয়ে যাবে। বাবা এসেছেন সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এতে তো বাচ্চাদের খুব খুশী হওয়া উচিত। এখানে দুঃখ অনুভব হয়, তাই নিজের ঘর সুইট হোমকে স্মরণ কর। ঘরে ফিরতে চায় কিন্তু বুদ্ধি নেই। তারা বলে আমরা আত্মা আমাদের এখন শান্তি চাই। বাবা বলেন কত সময়ের জন্যে চাই? এখানে তো সবাইকে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে হবে। এখানে কেউ শান্ত হয়ে বসতে পারে কি। অর্ধকল্প গুরু সন্ন্যাসীরা তোমাদের দিয়ে অনেক পরিশ্রম করিয়েছে, পরিশ্রম করে, পথ ব্রষ্ট হয়ে আরও অশান্ত

হয়েছে। এখন যিনি শান্তিধামের মালিক, তিনি এসে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। পড়াও করাতে থাকেন। ভক্তিও করা হয় নির্বাণ ধামে যাওয়ার জন্যে, মুক্তির জন্যে। এই কথাটি কারো মনে আসবে না যে আমরা সুখধামে যাই। সবাই বাণপ্রস্থে যাওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করে। তোমরা তো পুরুষার্থ কর সুখধামে যাওয়ার জন্যে। জানো প্রথমে বাণীর উর্ধ্বে থাকার অবস্থা অবশ্যই চাই। ভগবানও প্রমিস করেন, কথা দেন বাচ্চাদের- বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিশ্চয়ই নিজের ঘরে নিয়ে যাব, যার জন্যে তোমরা অর্ধকল্প ভক্তি করেছ। এখন শ্রীমৎ অনুসারে চললে মুক্তি - জীবনমুক্তিতে যাবে। যদিও শান্তিধামে তো সবাইকে যেতেই হবে। কেউ যেতে চাক বা না চাক, ড্রামা অনুযায়ী সবাইকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। পছন্দ করো, বা না করো, আমি এসেছি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। জোর করে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে নিয়ে যাব। তোমরা সত্যযুগে যাও, বাকিরা সবাই বাণী থেকে দূরে শান্তিধামে থাকে। কাউকে ছাড়া হবে না। না গেলে সাজা দিয়ে মারধর করে নিয়ে যাব। ড্রামাতে এমনই পার্ট আছে তাই নিজের উপার্জন করে ফিরলে পদমর্যাদাও ভালো পাবে। শেষে যারা আসবে তারা কি আর সুখ পাবে। বাবা বলেন নিশ্চয়ই ফিরে যেতে হবে। সকলের শরীরই দাহ হতে থাকবে আর আমি সব আত্মাদের নিয়ে যাব। আত্মাদের-ই আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। আমার মতানুযায়ী সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে তখন ভালো পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। তোমরা ডেকেছিলে তাইনা ? এসে আমাদের সবাইকে মৃত্যু দিন। এবার মৃত্যু এল বলে। কেউ বাঁচতে পারবে না। ছিঃ ছিঃ শরীর কারো থাকবে না। ডেকেছ তোমরা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। অতএব বাবা বলেন - বাচ্চারা, এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তোমাদের স্মরণিকা সামনে রয়েছে। দিলবাড়া মন্দির আছে না - দিল অর্থাৎ হৃদয় হরণ করেন যিনি তাঁর মন্দির, আদি দেব বসে আছেন। শিববাবাও আছেন, বাপদাদা দু'জনেই আছেন, এনার শরীরে বাবা বিরাজিত আছেন। তোমরা সেখানে গিয়ে আদি দেবের দর্শন কর। তোমাদের আত্মা জানে যিনি বসে আছেন তিনি হলেন বাপদাদা ।

এইসময় তোমরা যে পার্ট প্লে করছ তারই প্রমাণ চিহ্ন রূপে স্মরণিকা তৈরি আছে। মহারথী, সহিস, পেয়াদাও আছে। সে সব হল জড় রূপে, এই হল চৈতন্য । উপরে বৈকুণ্ঠও আছে। তোমরা মডেল দেখে এসো, দিলওয়াড়া মন্দিরটি কেমন, তোমরা তো জানো, কল্প-কল্প এই মন্দির নির্মাণ হয় এমনই, যা তোমরা গিয়ে দেখবে। কেউ তো খুব কনফিউজড হয়। এই সব পাহাড় ইত্যাদি ভেঙে গেছে সেসব আবার তৈরি হবে ! কিভাবে ? এই সব চিন্তন করা উচিত নয়। এখন তো স্বর্গও নেই, তাহলে সেসব কিভাবে আসবে ! পুরুষার্থ দ্বারা সবকিছু তৈরি হয়, তাইনা। তোমরা এখন তৈরি হচ্ছে স্বর্গে যাওয়ার জন্য। কেউ হতাশ হয়ে পড়াশোনা-ই ছেড়ে দেয়। বাবা বলেন এতে কনফিউজড হওয়ার কিছু নেই। সেখানে আমরা সবকিছু নিজের তৈরি করব। সেই দুনিয়া তো হবে সতোপ্রধান। সেখানকার ফল, ফুল ইত্যাদি সব কিছু তোমরা দেখে আসো, সুবীরস পান কর। সূক্ষ্ম বতন, মূল বতনে এইসব কিছু নেই। সবই আছে বৈকুণ্ঠে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। এই নিশ্চয়টি পাকা থাকা উচিত। তবুও যদি কারো ভাগ্যে না থাকে তাহলে বলবে এইসব কিভাবে হতে পারে ! হীরে জহরত যা এখন দেখতে পাওয়া যায় না সেসব আসবে কিভাবে ! পূজনীয় হবে কিভাবে ? বাবা বলেন এটাই তো খেলা, তাইনা ! এই খেলাটাই তো তৈরি আছে - পূজ্য ও পূজারীর খেলা। আমরাই ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয় এই সৃষ্টি চক্র জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হও। তোমরা বুঝতে পারো, তাইতো বল - বাবা কল্প পূর্বেও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাদের স্মরণিকা সম মন্দিরটি সামনে রয়েছে। এর পরেই স্বর্গের স্থাপনা হবে। তোমাদের এই চিত্র গুলি খুব ভালো, মানুষ

কত রুচি সহকারে এসে দেখে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় কেউ কোথাও দেখেনি। আর না কেউ এমন চিত্র বানিয়ে জ্ঞান দিতে পারবে। নকল করতেও পারবে না। এই চিত্র গুলি তো হল খাজানা, যার দ্বারা তোমরা পদ্মাপদম গুণ ভাগ্যশালী হও। তোমরা বুঝতে পারো আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্ম গুণ ভাগ্য আছে। পড়াশোনার পদক্ষেপ। যত যোগ যুক্ত হবে, যত পড়াশোনা করবে ততই পদ্ম গুণ ভাগ্য। অপর দিকে মায়া ও ফুলফোর্সে আসবে। তোমরা এই সময়েই শ্যাম-সুন্দর হও। সত্যযুগে তোমরা সুন্দর ছিলে, গোল্ডেন এজেড, কলিযুগে হয়েছ শ্যাম বর্ণ, আয়রন এজেড। প্রত্যেকটি জিনিস এমনই হয়। এখানে তো মাটিও শুকনো। সেখানে তো মাটিও হবে ফার্স্টক্লাস। প্রত্যেকটি জিনিস হবে সত্যপ্রধান। এমন রাজধানীর তোমরা মালিক হতে চলেছ। অনেক বার হয়েছ। তবুও এমন রাজধানীর মালিক হওয়ার পুরো পুরুষার্থ করা উচিত। পুরুষার্থ ছাড়া প্রালব্ধ পাবে কিভাবে। কষ্টের তো কোনো কথা নেই।

মুরলী ছাপা হয়, ভবিষ্যতে সংখ্যায় লক্ষ কোটি মুরলী ছাপা হবে। বাচ্চারা বলবে যা কিছু ধন আছে সব যজ্ঞে অর্পণ করি, রেখে কি হবে ? ভবিষ্যতে দেখবে আরও কি কি হবে। বিনাশের প্রস্তুতিও দেখবে। রিহার্সাল হতে থাকবে। তারপরে শান্তি হয়ে যাবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। খুবই সহজ এই জ্ঞান। শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) এই শরীরটিতে ভুলে সম্পূর্ণ পবিত্র বেগার হতে হবে। লাইন ক্লিয়ার রাখতে হবে। বুদ্ধিতে যেন থাকে - এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে, আমরা নিজের সুইট হোমে ফিরে যাই ।

২) পড়াশোনার প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্ম (এক কদমে শত) আছে, তাই রোজ মন দিয়ে ভালো ভাবে পড়তে হবে। দেবতা কুলের মতো একজন হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আমার অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি কতটুকু হয় ? সदा খুশী থাকে ?

বরদান :- নিজের টাইটেলের স্মৃতির সঙ্গে শক্তিশালী (সমর্থ) স্থিতি নির্মাণকারী স্বমানধারী ভব

ব্যাখা: সঙ্গম যুগে স্বয়ং বাবা তাঁর বাচ্চাদেরকে শ্রেষ্ঠ টাইটেল প্রদান করেন, অতএব সেই আধ্যাত্মিক নেশায় থাকো। যেমন টাইটেল স্মরণে আসবে তেমন সমর্থ স্থিতি যেন তৈরি হয় । যেমন তোমাদের টাইটেল হল স্বদর্শন চক্রধারী, তো স্মরণে আসা মাত্রই পরদর্শন সমাপ্ত হয়ে যাবে, স্বদর্শনের সামনে মায়ার শিরোচ্ছেদ হবে । আমি মহাবীর, যদি এই টাইটেল স্মরণে আসে, তাহলে স্থিতি অচল অটল হয়ে যাবে। সুতরাং টাইটেলের স্মৃতি দ্বারা শক্তিশালী (সমর্থ) স্থিতি বানাও, তখন বলা হবে শ্রেষ্ঠ স্বমানধারী।

স্লোগান - পথ ব্রষ্ট হওয়া আত্মাদের মনস্কামনা পূরণ করার জন্য নিজের পরখ করার শক্তিকে বাড়াও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বেঁচে থেকেও এই দুঃখধামকে ডিভোর্স (বিচ্ছেদ) দাও, কেননা তোমাদের সুখধামে যেতে হবে"

প্রশ্ন : - বাবা বাচ্চাদের কোন্ ছোট্ট পরিশ্রমটি করতে দিয়ে থাকেন ?

উত্তর : - বাবা বলেন- বাচ্চারা, কাম হলো মহাশত্রু এর উপরই তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। এটাই তোমাদের জন্য এই ছোট্ট একটি পরিশ্রম দিয়ে থাকি। তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। পতিত থেকে পবিত্র অর্থাৎ পারশ (দিব্য গুণ সম্পন্ন) হয়ে উঠতে হবে। যারা পারশ হবে তারা পাথর বুদ্ধি হতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা এখন সুন্দর ফুল হয়ে উঠলে বাবা তোমাদের নয়নে বসিয়ে নিয়ে যাবেন।

ওম্ শান্তি। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের বোঝান, এটা তো বাচ্চারা নিশ্চয়ই বুঝেছে যে আমরাই ব্রাহ্মণ, যারা দেবতা হবে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত তাইনা! টীচার যাদের শিক্ষা প্রদান করেন নিজের সমতুল্য করে তোলেন। এটা তো দৃঢ় প্রত্যয়ের বিষয়।

কল্পে-কল্পে বাবা এসে বোঝান, আমি নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করে তুলি, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে রচনা করার জন্য কেউ তো হবে তাইনা! বাবা স্বর্গবাসী করে তোলেন আর রাবণ এসে নরকবাসী করে তোলে। এই সময় হলো রাবণ রাজ্য, সত্যযুগ হলো রাম রাজ্য। রাম রাজ্যের স্থাপনাকারী যখন আছে তখন রাবণ রাজ্য স্থাপনাকারীও নিশ্চয়ই কেউ হবে। রাম ভগবানকে বলা হয়, ভগবান নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। জ্ঞান তো অনেক সহজ, এমন কোনও বড়ো বিষয় নয়, কিন্তু পাথর বুদ্ধি এমনই যে পারশ বা স্পর্শ বুদ্ধি হওয়া অসম্ভব বলে মনে করে। নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হতে গেলে বড় পরিশ্রম করতে হয় কেননা মায়ার প্রভাব বিস্তৃত। কত বড় বড় বিল্ডিং ৫০ তলা, ১০০ তলা তৈরি করে, স্বর্গে এত বিশাল মহল হয় না। আজকাল এখানেও তৈরি করে চলেছে। তোমরা ভাবছ সত্যযুগে এমন মহল হয় না, যেমনটা এখানে তৈরি করে, বাবা স্বয়ং বোঝান এতো ছোট ঝাড় সম্পূর্ণ বিশ্বে থাকে (সত্যযুগে লোকসংখ্যা কম থাকে) যে, ওখানে অনেক তলা বিল্ডিং তৈরি করার কোনও প্রয়োজনই পড়ে না। প্রচুর পরিমাণে জমি পড়ে থাকে। এখানে তো জায়গাই নেই, সেইজন্যই জায়গার মূল্য কত বৃদ্ধি পেয়েছে। ওখানে জায়গার জন্য কোনও মূল্য দিতে হয় না। না মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স ইত্যাদি দিতে হয়। যার যত পরিমাণ জায়গা প্রয়োজন নিতে পারে। ওখানে তোমরা সর্ব সুখ লাভ করতে পার, শুধুমাত্র বাবার এই নলেজ দ্বারা। মানুষ ১০০ তলা বিল্ডিং ইত্যাদি যা কিছু তৈরি করে, তারজন্য তো অর্থ লাগে তাইনা, ওখানে কোনও অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। অগাধ ধন-সম্পত্তি থাকে, টাকা পয়সার কোনও মূল্যই নেই। প্রচুর টাকা থাকলে তা দিয়ে কি করবে। সোনা, হীরে, মুক্ত দিয়ে মহল তৈরি করে। এখন তোমরা বাচ্চারা কত কি বুঝতে পারছ। সম্পূর্ণ বিষয়টি বুঝতে পারা আর না বুঝতে না পারার ব্যাপার। সত্যো বুদ্ধি আর তমো বুদ্ধি। সত্যোপ্রধান বুদ্ধি হয় স্বর্গের মালিক, তমোপ্রধান বুদ্ধি হয় নরকের মালিক। এটা তো স্বর্গ নয়, এ হলো রৌরব (সবরকম খারাপের অতি অবস্থা) নরক। এখানে মানুষ অনেক দুঃখী সেইজন্যই ভগবানকে আহ্বান করে, তারপর ভুলে যায়। কত মাথা ঠোকে, কনফারেন্স ইত্যাদি করতে থাকে যাতে ঐক্য ফিরে আসে, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ -- এরা নিজেদের মধ্যে একতা আনতে পারবে না। এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, নতুন করে আবার তৈরি হচ্ছে।

তোমরা জান কলিযুগ থেকে সত্যযুগ কিভাবে তৈরি হয়। একমাত্র এই সময়ই বাবা এসে তোমাদের নলেজ দিয়ে থাকেন । তোমরা সত্যযুগবাসীরা তারপর কলিযুগ বাসী হয়ে ওঠো তারপর তোমরা সঙ্গমযুগ বাসী হয়ে সত্যযুগবাসী হয়ে ওঠো। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার সবাই সত্যযুগে আসবে ? তা নয়, যে প্রকৃত সত্য নারায়ণ কথা শুনবে সেই স্বর্গে যাবে, বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে । দুখধাম তো হবেই না । সুতরাং এই দুখধামকে বেঁচে থেকেও পরিত্যাগ করা উচিত । বাবা যুক্তি তো বলে দেন, কিভাবে তোমরা ত্যাগ করতে পার । এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল । এখন আবার বাবা আসেন স্থাপনা করতে । আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের রাজ্য গ্রহণ করতে চলেছি । ড্রামা প্ল্যান অনুসারে অবশ্যই পরিবর্তন হবে । এ হলো পুরানো দুনিয়া, একে সত্যযুগ কিভাবে বলবে ? মানুষ তো একদমই বোঝেনা সত্যযুগ কি । বাবা বুঝিয়েছেন এই নলেজের উপযুক্ত সেই হবে যে, অগাধ ভক্তি করে এসেছে । তাদেরই বোঝান উচিত । যারা এই কুলের নয়, তারা এটা বুঝবে না, সুতরাং শুধু-শুধু সময় নষ্ট কেন করবে । আমাদের পরিবার ভুক্ত না হলে কিছুই মানবে না । বলে দেয় আল্লা কি পরমাল্লা কি - এসব আমি বুঝতেই চাইনা । সুতরাং এমন আল্লাদের জন্য কেন পরিশ্রম করবে ? বাবা বুঝিয়েছেন- উপরে লেখা আছে ভগবানুবাচ, আমি আসি কল্পে-কল্পে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে সাধারণ মনুষ্য শরীরে। যে নিজের জন্ম সম্পর্কে জানে না, আমিই বলে দিই। সম্পূর্ণ ৫ হাজার বছরের পার্ট কে প্লে করে আমি বলে দিই । যে প্রথম নম্বরে আসে তারই পার্ট হবে না ! শ্রী কৃষ্ণের জন্য মহিমাও করা হয় যে, ফার্স্ট প্রিন্স অফ গোল্ডেন এজ (সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স)। সে তারপর ৮৪ জন্মের পর কি হবে ? ফার্স্ট বেগার । বেগার থেকে প্রিন্স, আবার প্রিন্স থেকে বেগার। তোমরা বুঝেছ প্রিন্স টু বেগার কিভাবে হয় । তারপর বাবা এসে কড়ি থেকে হীরেতুল্য করে তোলেন। যে হীরেতুল্য হবে সে-ই আবার কড়িতুল্য হয়ে পড়বে। পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে তাইনা! সর্বাধিক জন্ম গ্রহণ কে করে এটা তোমরা বুঝেছ । সর্বপ্রথম শ্রী কৃষ্ণকেই মানবে কেননা এটাই তার রাজধানী । অনেক জন্মগ্রহণ সে-ই করবে। এটা অনেক সহজ বিষয় কিন্তু মানুষ এইসবের প্রতি কোনও লক্ষ্যই করেনা। বাবা যখন বোঝান তখন অবাক হয়ে যায় । বাবা তোমাদের অ্যাকুইরেট বুঝিয়ে বলেন যে প্রথমে আসবে, সে-ই শেষে যাবে । প্রথম হবে হীরেতুল্য, শেষে কড়ি তুল্য হয়ে পড়বে, তারপর আবার হীরেতুল্য হয়ে উঠতে হবে । পবিত্র হতে হবে, এতে কিসের কষ্ট ?

পারলৌকিক বাবা অর্ডিন্যান্স দেন- কাম (মনোবিকার) মহাশত্রু। কার দ্বারা তোমরা পতিত হয়েছ ? বিকারে চলে যাও আর সেইজন্যই আহ্বান করে বলে থাক পতিত পাবন এসো, কেননা বাবা তো চির পারশ বুদ্ধি, উনি কখনোই পাথর বুদ্ধির হন না, কানেকশনও হয়েছে তাঁর সাথে যিনি প্রথম নম্বরে জন্ম গ্রহণ করেছেন । দেবতা অনেক, কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝেনা।

ক্রিস্চানরাও বলে থাকে ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিল । ওরা শেষে এসেছিল সুতরাং ওদের শক্তিও ছিল । সবাই ওদের কাছ থেকেই শিখেছিল কেননা ওদের বুদ্ধি ফ্রেশ ছিল । বুদ্ধিও ওদের হয়েছিল । ওরাও সত্য, রজো, তমোর মধ্য দিয়ে আসে ! তোমরা জান ওরা সবকিছু বিলেত থেকে শেখে । তোমরা এটাও জান - সত্যযুগে মহল ইত্যাদি তৈরি করতে সময় লাগেনা । একজনের বুদ্ধিতে আসে (মহল তৈরির ডিজাইন) তারপর একের পর এক তৈরি করে বুদ্ধি পেতেই থাকে। বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যায় তাইনা! সায়েন্সের বুদ্ধিতে দ্রুততার সাথে মহল তৈরি করতে শুরু করে দেয়। এখানে বাড়ি বা মন্দির তৈরি করতে ১২ মাস সময় লেগে যায় । ওখানে ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সবাই কর্মকুশলতায় পারদর্শি হয় । ওটা হল গোল্ডেন এজ । পাথর ইত্যাদি তো

থাকবেই না । এখান তোমরা বসে কল্পনা করতে থাক, আমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাব, ওখান থেকে তারপর সত্যযুগে এসে যোগবল দ্বারা জন্ম গ্রহণ করব। বাচ্চাদের খুশি কেন থাকবে না! চিন্তন কেন চলে না ! যারা ভীষণ সার্ভিসেবল বাচ্চা তাদের চিন্তন অবশ্যই চলে। যেমন ব্যারিস্টারী পাশ করার পর বুদ্ধিতে চলে -- আমি এটা করব, ওটা করব । তোমরাও বুঝেছ আমরা এই শরীর ছেড়ে এই (দেবতা)হব। স্মরণেই তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হবে । তোমরা এখন অনন্ত (বেহদ) জগতের পিতার সন্তান । এই পদ (গ্রেড) অনেক উচ্চ । তোমরা হলো ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত আর কোনও সম্বন্ধ নেই । তোমরা ভাই-বোনের থেকেও উচ্চ স্থানে বসিয়েছো। ভাই-ভাই মনে করা, এটা খুব অভ্যাস করতে হবে । ভাইয়ের নিবাস কোথায় ? এই সিংহাসনে অমর আত্মা বাস করে । এই আসন সমস্ত আত্মাদের ক্ষয় হয়ে গেছে । সবচেয়ে বেশি ক্ষয় তোমাদের হয়েছে । আত্মা এই আসনে বিরাজমান । ঋকুটির মধ্যবর্তী স্থানে কি আছে ? এটা বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয় । আত্মা খুব সূক্ষ্ম, নক্ষত্রের মতো । বাবা বলেন আমিও বিন্দু, তোমাদের থেকে মোটেই বড় নই। তোমরা জান আমরা শিববাবার সন্তান, এখন বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে, সেইজন্য নিজেদের আত্মা ভাই-ভাই মনে কর । বাবা তোমাদের সামনে এসে শিক্ষা প্রদান করছেন । যেমন যেমন অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা চলতে থাকবে, বিঘ্নও ড্রামানুসারে আসতে থাকবে ।

এখন বাবা বলছেন-- তোমাদের পতিত হওয়া উচিত নয়, এটাই অর্ডিন্যান্স । আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে, বিকার ছাড়া থাকতেই পারে না । যেমন গভর্নমেন্ট বলে মদ্যপান কোরনা, কিন্তু মাদক ছাড়া থাকতেই পারে না । তারপর আবার তাদেরই মদ্যপান করিয়ে বলা হয় অমুক স্থানে বোম্বস সমেত ঝাঁপিয়ে পড় । কত ক্ষয়ক্ষতি হয় । তোমরা এখানে বসে বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছ । ওরা ওখানে বসে বসে বোমা নিক্ষেপ করে - সম্পূর্ণ বিশ্বকে বিনাশ করার জন্য । কত রকম প্রতিযোগিতা চলে ধ্বংসের জন্য । তোমরা এখানে বসে বসে বাবাকে স্মরণ করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। যেভাবেই হোক বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত । এখানে হঠযোগ বা আসন ইত্যাদি করার কোনও প্রয়োজন নেই । বাবা কোনও কষ্ট দেন না । যেভাবেই পার বসে শুধু তোমরা স্মরণ কর যে, আমরা বাবার মোস্ট বিলাভড (প্রিয়) সন্তান । তোমাদের বাদশাহী এমনভাবেই প্রাপ্ত হয় ঠিক যেন মাখন থেকে চুল সরিয়ে নেওয়া । গাওয়াও হয়ে থাকে সেকেন্ডে জীবন মুক্তি । যেখানেই বসো, ঘোরো, ফেরো কিন্তু বাবাকে স্মরণ কর । পবিত্র না হলে কিভাবে যাবে ? নয়তো সাজা খেতে হবে । যখন ধর্মরাজের কাছে যাবে তখনই সবার হিসেব-নিকেশ মিটেবে । যত পবিত্র হবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । অপবিত্র থাকলে শূকনো রুটি খেতে হবে । যত বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, পাপ কাটতে থাকবে। এখানে খরচের কোনও প্রশ্নই নেই । ঘরে বসে আছ, বাবার কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে নাও । এ হলো মায়াকে পরাজিত করার মন্ত্র-- মনমনাভব । এই মন্ত্র নিয়ে যাও ঘরে যেতে পার, মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই । অল্ক আর বাদশাহীকে স্মরণ কর । তোমরা বুঝেছ বাবাকে স্মরণ করলে আমরা সতোপ্রধান হয়ে যাব । পাপ বিনষ্ট হবে । বাবা (ব্রহ্মা বাবা) নিজের অনুভবও শুনিয়ে থাকেন-- যখন খেতে বসি, ভাবি বাবাকে স্মরণ করে খাবার গ্রহণ করব কিন্তু চট করে ভুলে যাই, কেননা বলাও হয়ে থাকে যার মাথায় এত দায়িত্বের ভার.... কত খেয়াল রাখতে হয়-- অমুক আত্মা অনেক সার্ভিস করে তাকে স্মরণ করতে হবে । সেবাধারী বাচ্চাদের বাবা খুব স্নেহ করেন । তোমাদেরও বলেন এই শরীরে যে আত্মা বিরাজমান তাকে স্মরণ কর । এখানে তোমরা শিববাবার কাছেই আস । বাবা পরমধাম থেকে

নীচে নেমে এসেছেন । তোমরা সবাইকে বলেও থাক -- ভগবান এসেছেন, কিন্তু ওরা বোঝেনা । যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে । লৌকিক আর অসীম জগতের দুইজন পিতা । এখন অসীম জগতের পিতা রাজ্য সিংহাসন দিচ্ছেন, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে । এক ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ ঘটবে । বাবা বলেন মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করলে তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে, কেননা এ হলো যোগ অগ্নি, যার দ্বারা তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । এই উপায় বাবাই বলে দিয়েছেন । তোমরা বাচ্চারা জান-- বাবা সবাইকে সুন্দর ফুল বানিয়ে নয়নে বসিয়ে নিয়ে যান । উপার্জন অনেক । বাবাকে ভুলে গেলে লোকসান হবে অনেক । প্রকৃত ব্যবসায়ী হও । বাবাকে স্মরণ করলেই আত্মা পবিত্র হবে । তারপর এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করবে । সুতরাং বাবা বলেন-- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও । এই অভ্যাস যথার্থ রূপে গড়ে তুলতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তরী পার হয়ে যাবে । শিবালয়ে চলে যাবে । ★ চন্দ্রকান্ত বেদান্তেও এই কথা আছে । নৌকা কিভাবে এগিয়ে চলে, তারপর মাঝপথে কোনও জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিছু কিছু যাত্রী নেমে পড়ে, তারপর স্টীমার ওদের ফেলেই এগিয়ে চলে । এ হলো ভক্তি মার্গের শাস্ত্র, আবারও তৈরি হবে তোমরাও আবার পড়বে । তারপর আবার যখন বাবা আসবেন তখন এইসব পড়া ছেড়ে দেবে । বাবা আসেন সবাইকে নিয়ে যেতে । ভারতের উত্থান আর পতন কিভাবে হয়, খুব পরিষ্কার । এখানে শ্যাম আর সুন্দর হয় । ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা । একজনই তো শুধু হয় তাইনা! এটা সম্পূর্ণ রূপে বোঝাতে হবে । কৃষ্ণ সম্পর্কেও বোঝাতে হবে কখন সুন্দর আর কখন শ্যাম হয় । সে যখন স্বর্গে যায় তখন নরককে লাথি মারে । চিত্রে এটা পরিষ্কার, তাইনা ! তোমাদের রাজকীয় চিত্রও তৈরি করা হয়েছিল । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ, সুমন স্মরণ আর সুপ্রভাত । আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের বাবার নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার অর্ডিন্যান্সকে (আদেশ) পালন করার জন্য আমরা আত্মারা ভাই-ভাই, ব্রুকুটির মাঝখানে আমাদের নিবাস, আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান, এটা আমাদের ঈশ্বরীয় পরিবার-- এই স্মৃতিতে থাকতে হবে, দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে ।

২) ধর্মরাজের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের সমস্ত হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে । মায়াকে বশীভূত করার যে মন্ত্র পেয়েছ, তাকে স্মৃতিতে রেখে সতোপ্রধান হয়ে উঠতে হবে ।

বরদান :- সদা সতর্ক থেকে সবার আশাকে পূর্ণ করতে সমর্থ মাস্টার মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা ভব

এখন সমস্ত বাচ্চাদের এই শুভ সঙ্কল্প জাগ্রত হওয়া উচিত যে সবার আশা পূর্ণ হবে । সবার ইচ্ছা যে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া, সুতরাং তার অনুভব করাও । এর জন্য নিজের শক্তিশালী সতোপ্রধান ভাইব্রেশন দ্বারা প্রকৃতি আর মনুষ্য আত্মাদের বৃত্তিকে পরিবর্তন কর । মাস্টার দাতা হয়ে প্রতিটি আত্মার আশাকে পূর্ণ কর । মুক্তি-জীবনমুক্তির দান প্রদান কর । এই দায়িত্বশীলতার স্মৃতি তোমাদের সবসময় এলাট করে তুলবে ।

স্লোগান :-- মুরলীধরের মুরলী শোনার জন্য দেহের সমস্ত চেতনাকে ভুলতে সমর্থরাই প্রকৃত গোপ-গোপিনী।

★ চন্দ্রকান্ত বেদান্ত - বেদান্তের মুখ্য কিছু উক্তির সংগ্রহ যা কিনা বলা হয়ে থাকে এই পংক্তি গুলি মানব জাতিকে শারদ পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের সমান শান্তি প্রদান করবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যা শোনান, তা তোমাদের মনে ছেপে যাওয়া উচিত, তোমরা এখানে এসেছো সূর্যবংশী ঘরানায় উচ্চ পদ পেতে, তাই তোমাদের ধারণাও করতে হবে"

প্রশ্ন :-- সদা রিফ্রেশ থাকার উপায় কি ?

উত্তর :-- গরমে যেমন পাখা চালালে রিফ্রেশ করে দেয়, তেমনই সদা স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো, তাহলে রিফ্রেশ থাকবে। বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে - স্বদর্শন চক্রধারী হতে কতো সময় লাগে ? বাবা বলেন - বাচ্চারা, এক সেকেণ্ড। বাচ্চারা, তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী অবশ্যই হতে হবে, কেননা এতেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। স্বদর্শন চক্র যারা ঘোরায় তারাই সূর্যবংশী হয়।

ওম শান্তি। পাখা যখন ঘোরে তখন সবাইকে রিফ্রেশ করে দেয়। তোমরাও যখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসো তখন খুবই রিফ্রেশ হয়ে যাও। স্বদর্শন চক্রধারীর অর্থ কেউই জানে না, তাই তাদের বোঝানো উচিত। বুঝতে না পারলে চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে না। স্বদর্শন চক্রধারীরা নিশ্চিত হবে যে আমরা চক্রবর্তী রাজা হওয়ার জন্য স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছি। কৃষ্ণের হাতেও চক্র দেখানো হয়। কন্বাইন্ড লক্ষ্মী - নারায়ণকেও দেওয়া হয় আবার পৃথকভাবেও দেওয়া হয়। স্বদর্শন চক্রেও বোঝাতে হবে তখনই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। এই কথা তো খুবই সহজ। বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে - বাবা, স্বদর্শন চক্রধারী হতে কতো সময় লাগবে ? বাচ্চারা, এক সেকেণ্ড। এরপর তোমরা বিষ্ণুবংশী হও। দেবতাদের বিষ্ণুবংশী বলা হবে। বিষ্ণুবংশী হতে হলে প্রথমে তো শিববংশী হতে হবে এরপর বাবা বসে সূর্যবংশী বানান। এই অক্ষর তো খুবই সহজ। আমরা নতুন বিশ্বে সূর্যবংশী হই। আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক চক্রবর্তী রাজা হই। স্বদর্শন চক্রধারী থেকে বিষ্ণুবংশী হতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে। আমাদের তৈরী করেন শিববাবা। শিববাবাই বিষ্ণুবংশী বানান, আর কেউই তা বানাতে পারে না। এ তো বাচ্চারা জানেই যে, বিষ্ণুপুরী হয় সত্যযুগে, এখানে নয়। এ হলো বিষ্ণুবংশী হওয়ার যুগ। তোমরা এখানে আসোই বিষ্ণুবংশে আসার জন্য, যাকে তোমরা সূর্যবংশী বোলো। জ্ঞান সূর্যবংশী অক্ষর খুবই ভালো। বিষ্ণু ছিলেন সত্যযুগের মালিক। তাঁর মধ্যে লক্ষ্মী - নারায়ণ দুইই আছে। এখানে বাচ্চারা এসেছে লক্ষ্মী - নারায়ণ অথবা বিষ্ণুবংশী হওয়ার জন্য। এতে খুশীও অনেকই হয়। নতুন দুনিয়ায়, নতুন বিশ্বে, স্বর্ণযুগের বিশ্বে তোমাদের বিষ্ণুবংশী হতে হবে। এরথেকে উঁচু পদ আর নেই, এতে তো খুবই খুশী হওয়া উচিত।

প্রদর্শনীতে তোমরা বোঝাও। তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো এটাই। তোমরা বোলো, এ অনেক বড় ইউনিভার্সিটি। একে বলা হয় রুহানী স্পিরিচুয়াল ইউনিভার্সিটি। এইম অবজেক্ট এই চিত্রে আছে। বাচ্চাদের এইকথা বুদ্ধিতে রাখা উচিত। তোমরা কিভাবে লিখবে যাতে বাচ্চাদের বোঝাতে এক সেকেণ্ড সময় লাগে। তোমরাই তা বোঝাতে পারো। ওতেও তো লেখা আছে - আমরা অবশ্যই বিষ্ণুপুরীর দেবী - দেবতা ছিলাম, অর্থাৎ দেবী - দেবতা কুলের ছিলাম। আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম। বাবা বোঝান যে - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এই ভারতে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সূর্যবংশী দেবী - দেবতা কুলের ছিলে। বাচ্চাদের এই কথা এখন বুদ্ধিতে এসেছে। শিববাবা বাচ্চাদের বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা সত্যযুগে সূর্যবংশী ছিলে। শিববাবা এসেছিলেন সূর্যবংশী ঘরানা স্থাপন করতে। ভারত বরাবরের জন্য স্বর্গ ছিলো। এঁরাই পূজ্য ছিলো, কেউই তখন পূজারী ছিলো না।

পূজার কোনো সামগ্রীও তখন ছিলো না। এই শাস্ত্রতেই পূজার নিয়ম - কানুন ইত্যাদি লেখা আছে। এ হলো সামগ্রী। তাহলে বেহদের বাবা শিববাবা বসে তোমাদের বোঝান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তাঁকে বৃক্ষপতি বা বৃহস্পতিও বলা হয়। বৃহস্পতির দশা উঁচুর থেকেও উঁচু হয়। বৃক্ষপতি তোমাদের বোঝাচ্ছেন - তোমরা পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে তারপর পূজারী হয়েছো। যে দেবতার নির্বিকারী ছিলো, তাঁরা কোথায় গেলো? অবশ্যই তাঁরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে নীচে নামবে। তাই এক একটি অক্ষর নোট করার দরকার। মনে নাকি কাগজে? এ কথা কে বুঝিয়ে বলেন? শিববাবা। তিনিই স্বর্গের রচনা করেন। শিববাবাই বাস্কারদের স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। বাবা ছাড়া আর কেউই তা দিতে পারে না। লৌকিক বাবা তো হলেন দেহধারী। তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো --- বাবা, বাবা তখন উত্তর দেন - হে বাস্কারা। তাহলে তো অসীম জগতের (বেহদের) বাবা হয়ে গেলেন, তাই না। বাস্কারা, তোমরা সূর্যবংশী পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, এরপর পূজারী হয়েছো এ হলো রাবণের রাজ্য। প্রতি বছর রাবণকে জ্বালানো হয়, তবুও মরেই না। ১২ মাস পর আবার রাবণকে জ্বালাবে। সিদ্ধ করে দেখায় যে আমরা রাবণ সম্প্রদায়ের। রাবণ অর্থাৎ পাঁচ বিকারের রাজ্য কায়ম আছে। সত্যযুগে সবাই শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো এখন কলিযুগ হলো পুরানো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, এই চক্র ঘুরতে থাকে। এখন তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাবংশী, সঙ্গম যুগে বসে আছো। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা ব্রাহ্মণ। এখন আমরা শূদ্র কুলের নই। এই সময় হলোই আসুরী রাজ্য। বাবাকে বলা হয় - হে দুঃখহর্তা হে সুখকর্তা। সুখ এখন কোথায় আছে? সত্যযুগে। দুঃখ কোথায় আছে? দুঃখ তো কলিযুগে আছে। দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা হলেনই শিববাবা। তিনি সুখেরই অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। সত্যযুগকে সুখধাম বলা হয়, সেখানে দুঃখের নামমাত্র থাকে না। তোমাদের আয়ুও সেখানে অনেক বেশী হয় তাই কাল্লার কোনো প্রয়োজন নেই। সময় মতো পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। তাঁরা মনে করে শরীর এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে। প্রথমে ছোটো ছোটো বাস্কারা সতোগুণী হয়, তাই বাস্কারদের ব্রহ্মজ্ঞানীর থেকেও উঁচু মনে করা হয় কেননা সন্ন্যাসীরা তো বিকারী গৃহস্থ জীবনের ভয়ে সন্ন্যাসী হয় তাই তাঁরা বিকারের সব খবরই জানেন। সেখানে ছোটো ছোটো বাস্কারা কিছুই জানে না। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় রাবণ রাজ্য, ভ্রষ্টাচারী রাজ্য। শ্রেষ্ঠাচারী দেবী - দেবতার রাজ্য সত্যযুগে ছিলো, এখন আর তা নেই। হিষ্টি আবার রিপট হবে। কে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবে? এখানে তো একজনও শ্রেষ্ঠাচারী নেই। এতে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। এ হলো পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি তৈরী করার যুগ। বাবা এসেই পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির তৈরী করেন।

বলা হয় - সুসঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ পতনের দিকে নিয়ে যায়। সত্য বাবা ছাড়া দুনিয়াতে সবই কুসঙ্গ। বাবা বলেন যে - আমি তোমাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানিয়ে যাই। এরপর সম্পূর্ণ বিকারী কে বানায়? মানুষ বলে, আমরা কি জানি! বাবা বসে বোঝান, মানুষ তো কিছুই জানে না। এ তো রাবণ রাজ্য, তাই না? কারোর বাবা মারা গেলে জিপ্তেস করো, কোথায় গেলো? বলবে স্বর্গবাসী হয়েছো। আচ্ছা, তাহলে এর অর্থ নরকে ছিলো, তাই না? তাহলে তোমরাও তো নরকবাসী হলে, তাই না। এটা কতো সহজ বোঝার মতো কথা। নিজেদের কেউই নরকবাসী মনে করে না। নরককে বেশ্যালয় আর স্বর্গকে শিবালয় বলা হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছিলো। তোমরা এই বিশ্বের মালিক মহারাজা মহারানী ছিলে তারপর তোমাদের পুনর্জন্ম নিতে হয়েছো। তোমরাই সবথেকে বেশী পুনর্জন্ম নিয়েছো। এরজন্যই এমন মহিমা আছে যে - আত্মা, পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল। তোমাদের স্মরণে আছে যে, তোমরা প্রথমে আদি সনাতন

দেবী - দেবতা ধর্মের হয়েই এসেছিলে তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছো এখন আবার তোমাদের পবিত্র হতে হবে। মানুষ ডেকেও থাকে - পতিত পাবন এসো, তো সার্টিফিকেট দেয় যে, একই সুপ্রীম সদ্গুরু এসে পবিত্র বানান। তিনি নিজেই বলেন, আমি এনার মধ্যে বসে তোমাদের পবিত্র বানাই। বাকি ৮৪ লাখ যোনি ইত্যাদি কিছুই নেই। ৮৪ জন্ম আছে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণের প্রজারা সত্যযুগে ছিলো, এখন আর নেই, তারা কোথায় গেলো? তাদেরও ৮৪ জন্ম নিতে হয়। যাঁরা প্রথম নম্বরে আসে, তাঁরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়। তাই প্রথমে এই কথা জানা উচিত। দেবী - দেবতাদের ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়। সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজ্য অবশ্যই রিপোর্ট হয়। বাবা তোমাদের সেই উপযুক্তই করছেন। তোমরা বলো যে, আমরা এই ইউনিভার্সিটি বা পার্শালাতেই এসেছি, যেখানে আমরা নর থেকে নারায়ণ হই। আমাদের এইম অবজেক্ট এটাই। যারা খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করবে, তারাই পাস করতে পারবে। যারা পুরুষার্থ করবে না তারা প্রজাতে আসবে, অনেকে সাহকার হবে, কেউ আবার তারও কম। এই রাজধানী এখন তৈরী হচ্ছে। তোমরা জানো যে, আমরা গ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছি। শ্রী শ্রী শিববাবার মতে শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ বা দেবী - দেবতা তৈরী হয়। শ্রীযের অর্থ শ্রেষ্ঠ। এখন কাউকেই শূ বলা যাবে না কিন্তু এখানে তো যেই আসবে তাকেই শ্রী বলে দেওয়া হবে। শ্রী অমুক --- এখন শ্রেষ্ঠ তো এক দেবী - দেবতা ছাড়া কেউই হতে পারবে না। ভারত শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ ছিলো। রাবণ রাজ্যে সেই ভারতের মহিমাই শেষ করে দিয়েছে। ভারতের মহিমাও যেমন অনেক আছে তেমনি নিন্দাও অনেক আছে। ভারত সম্পূর্ণ ধনবান ছিলো এখন সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছে। মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়ে তাঁদেরই মহিমা করে - আমরা নিগুণ হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই। মানুষ দেবতাদের বলে থাকে কিন্তু তাঁরা কি দয়ালু ছিলো? দয়ালু তো একজনকেই বলা হয়, যিনি মানুষকে দেবতা বানান। এখন তিনি তোমাদের একাধারে বাবা, টিচার এবং সদ্গুরুও। তিনি তোমাদের গ্যারেন্টি দেন - আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে আর আমি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবো। এরপর তোমাদের নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। এ হলো পাঁচ হাজার বছরের চক্র। নতুন দুনিয়া ছিলো আবার তা অবশ্যই তৈরী হবে। দুনিয়া পতিত হবে আবার বাবা এসে একে পবিত্র করবেন। বাবা বলেন যে, পতিত রাবণ বানায় আর পবিত্র আমি বানাই। বাকি এরা তো সবাই পুতুল পূজো করতে থাকে। তারা একথা জানেই না যে রাবণের কেন দশ মাথা দেখানো হয়? বিষ্ণুকেও চার হাত দেওয়া হয় কিন্তু এমন কোনো মানুষ কখনো কোথাও হয়ই না। যদি চার হাতের কোনো মানুষ হতো, তার যে সন্তান জন্ম নিতো তারও চার হাত হতো। এখানে তো সকলেরই দুটি হাত। কেউ কিছুই জানে না। যাঁরা ভক্তিমার্গের শাস্ত্র কন্ঠস্থ করে নেয়, তাঁদেরও কতো অনুসরণকারী তৈরী হয়ে যায়। এ এক আশ্চর্য। ইনি তো হলেন বাবা, ইনি জ্ঞানের অথরিটি। কোনো মানুষই জ্ঞানের অথরিটি হতে পারে না। জ্ঞানের সাগর তোমরা আমাকে বলো - অলমাইটি অথরিটি --- এ হলো বাবার মহিমা। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো এবং বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করো, যাতে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমাদের মধ্যে অনেক শক্তি ছিলো, আমরা নির্বিকারী ছিলাম। আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বে একা রাজত্ব করতাম তাহলে অলমাইটিই তো বলা হবে, তাই না। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলো সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক। এই শক্তি তাঁরা কোথা থেকে পেয়েছে? বাবার থেকে। তিনি তো উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, তাই না। তিনি কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন। এই ৮৪-র চক্রকে বোঝা তো খুবই সহজ, তাই না। যার দ্বারা তোমরা এই বাদশাহী পাও। পতিত মানুষ এই বিশ্বের বাদশাহী পেতে পারে না। পতিত তো তাঁদের সামনে মাথা নত করে। তারা মনে করে, আমরা ভক্ত। তারা

পবিত্রের সামনে মাথা নত করে । ভক্তিমার্গও অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এখন তোমরা ভগবানকে পেয়েছো । ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, ভক্তির ফল দিতেই আমি এসেছি । মানুষ এমনো গেয়ে থাকে - ভগবান কোনো না কোনো রূপে এসে যাবেন । বাবা বলেন যে, আমি কোনো ষাঁড়ের দেহে আসব না । যিনি উঁচুর থেকেও উঁচু ছিলেন, যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন, আমি তাঁর মধ্যেই আসি । উত্তম পুরুষ থাকে সত্যযুগে । কলিযুগে থাকে কনিষ্ঠ, তমোপ্রধান । এখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী হচ্ছে । বাবা এসে তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী করেন । এ হলো খেলা । একে যদি বুঝতে না পারো তাহলে স্বর্গতে কখনোই আসতে পারবে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) এক বাবার সঙ্গে থেকে নিজেকে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির বানাতে হবে । সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে ।

২) সদা এই খুশীতে থাকতে হবে যে, আমরা স্বদর্শন চক্রধারী থেকে নতুন দুনিয়ার মালিক চক্রবর্তী রাজা তৈরী হই । শিববাবা এসেছেন আমাদের জ্ঞান সূর্যবংশী বানাতে । আমাদের লক্ষ্য হলো এটাই ।

বরদান :-- নিমিত্ত হয়ে যে কোনো সেবা করে অসীমের (বেহদের) বৃত্তির দ্বারা ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দিয়ে অসীম জগতের (বেহদের) সেবাদারী ভব

এখন অসীম জগতের পরিবর্তনের সেবাতে তীব্র গতি আনো । এমন তো করো না যে, এতো ব্যস্ত আছো যে সময়ই পাও না । তোমরা নিমিত্ত হয়ে যে কোনো সেবা করে বেহদের সহযোগী হতে পারো, কেবল বৃত্তি অসীমের থাকলে ভাইব্রেশন ছড়াতে থাকবে । অসীমে যত ব্যস্ত থাকবে ততই তোমাদের ডিউটি সহজ হয়ে যাবে । প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি সেকেণ্ডে শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন ছড়ানোর সেবা করেই বেহদের সেবাদারী হতে হবে ।

স্লোগান :-- শিববাবার সঙ্গে কন্সাইন্ড থাকা শিবশক্তিদের শৃঙ্গারই হলো জ্ঞানের অস্ত্র - শস্ত্র ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই জন্মের পাপ থেকে হাল্কা হওয়ার জন্যে বাবাকে সত্য কথা বলে এবং পূর্ব জন্মের বিকর্ম গুলি যোগ অগ্নি দ্বারা সমাপ্ত করো"

প্রশ্ন :- পরমাত্ম সেবাধারী (খোদাই খিদমতগার) হওয়ার জন্যে কোন চিন্তা থাকা উচিত ?

উত্তর :- আমাদের স্মরণের যাত্রায় থেকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হওয়ার চিন্তা থাকা উচিত। এই হল মুখ্য বিষয়। যে বাচ্চারা পবিত্র হয় তারা-ই বাবার সেবাধারী হতে পারে। বাবা একা কি করতে পারেন তাই বাচ্চাদের কে শ্রীমৎ অনুযায়ী নিজস্ব যোগ বলের দ্বারা বিশ্ব কে পবিত্র করে পবিত্র রাজধানী তৈরি করতে হবে। প্রথমে নিজেকে পবিত্র করতে হবে ।

ওম্ শান্তি । এই কথা তো বাচ্চারা নিশ্চয়ই বোঝে আমরা বাবার কাছে যাই রিফ্রেশ হতে। সেন্টারে যখন যাওয়া হয় তখন এমন ভাবা যায় না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে বাবা মধুবনে আছেন। বাবার মুরলী চলে কেবল বাচ্চাদের জন্যে। বাচ্চারা বুঝবে আমরা মধুবনে মুরলী শুনতে যাই। মুরলী শব্দ-টি কৃষ্ণের জন্যে ধরে নেওয়া হয়েছে। মুরলী শব্দের অন্য কোনও অর্থ নেই। বাচ্চারা তোমরা এখন ভালো ভাবে বুঝেছ তাই না। বাবা বুঝিয়েছেন এবং তোমরা অনুভব কর, আমরা যথার্থ ভাবে অবুঝ হয়ে পড়েছিলাম। তোমরা সত্যযুগে কত বুদ্ধিমান, বিশ্বের মালিক ছিলে। কোনও মূর্খ বিশ্বের মালিক হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন, কত বুদ্ধিমান ছিলেন তাইতো ভক্তিমার্গে পূজন যোগ্য হয়েছেন। জড় চিত্র কথা বলতে পারে না। শিববাবার পূজা করা হয় তিনি কি কিছু বলেন ! শিববাবা একবার-ই এসে বলেন। যারা পূজা করছে তাদের জানা নেই ইনি হলেন জ্ঞান প্রদানকারী পিতা। কৃষ্ণের জন্যে ভাবে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়। যাদের পূজা করে তাঁদের অকু্যপেশান একেবারেই জানে না। সুতরাং এই পূজা ইত্যাদি সবই নিষ্ফল হয়, যতক্ষণ না বাবা আসেন। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে অনেকে বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই পাঠ করেনি। এখন তোমাদের একমাত্র সত্য বাবা পড়াচ্ছেন। তোমরা বুঝেছ যথার্থভাবে সত্য পড়ান যিনি তিনি হলেন একমাত্র বাবা। বাবাকেই বলা হয় সত্য। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কাহিনী শোনানো হয়। অর্থ তো ঠিকই আছে। সত্য পিতা আসেন, এখন নর থেকে নারায়ণ হতে হলে অবশ্যই সত্যযুগের স্থাপনা করবেন তাইনা। পুরানো দুনিয়া কলিযুগ কি আর হতে পারে। কাহিনী শোনার সময় কারো বুদ্ধিতে থাকে না যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হব। এখন তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার রাজ যোগ শেখানো হয়। এই কথাটিও কোনো নতুন কথা নয়। বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প এসে বোঝাই। যুগে-যুগে কিভাবে আসব ! ব্রহ্মার চিত্র দেখিয়ে তোমরা বোঝাতে পারো, এই হল রথ। ইনি হলেন, যার এটা হল অনেক জন্মের শেষের জন্ম, পতিত। এখন উনিও পবিত্র হচ্ছেন। আমরাও হই। যোগবল ছাড়া কেউ পবিত্র হতে পারে না। বিকর্ম বিনাশ হয় না। জলে স্নান করে কেউ পবিত্র হতে পারে না। এই হল যোগ অগ্নি। আগুন নেভাতে জল আছে। আগুন হল জ্বালাবার জন্যে। সুতরাং জল তো আর আগুন নয় যার দ্বারা বিকর্ম ভস্ম হবে। সবচেয়ে বেশি গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়েছেন ইনি (ব্রহ্মাবাবা) শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠও অনেক করেছেন। এই জন্মে পন্ডিত ছিলেন কিন্তু কোনও লাভ তো হয় নি। পুণ্য আত্মা তো হন নি। পাপ কর্ম করেছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন যারা নিজেদের সন্তান নিশ্চয় করে তারা এই জন্মে কৃত সকল পাপ কর্মের কথা বাবাকে বলে দেওয়া উচিত, যখন বাবা সামনেই আছেন, তাহলে হালকা হয়ে যাবে। এই জন্মে হালকা হয়ে যাবে। তারপরে

পুরুষার্থ করতে হবে, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কর্মের বোঝা যা মাথায় আছে সেসব নামাতে হবে। বাবা যোগের কথা বোঝাচ্ছেন। যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। এই কথা তোমরা এখন শুনছ। সত্যযুগে এই কথা কেউ শোনাতে পারে না। এই সম্পূর্ণ ড্রামাটি তৈরি আছে। সেকেন্ড সেকেন্ড এই পুরো ড্রামাটি পরিক্রম হতে থাকে। এক সেকেন্ড মেলে না অন্যের সাথে। সেকেন্ড সেকেন্ড আয়ুও কম হতে থাকে। এখন তোমরা আয়ু কম হওয়ার প্রক্রিয়ায় ব্রেক লাগিয়ে দাও এবং যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি কর। বাচ্চারা তোমাদের এখন নিজের আয়ু বাড়াতে হবে যোগবলের দ্বারা। যোগের জন্যে বাবা অনেক জোর দেন, কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না। বলে বাবা আমরা ভুলে যাই। তখন বাবা বলেন যোগের অর্থ কিছু কঠিন না, এই হল স্মরণের যাত্রা। বাবাকে স্মরণ করতে করতে পাপ বিনষ্ট হবে, অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। এই বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত ও দেওয়া হয় – কেউ কাউকে বলে দিল তুমি হলে মোষ আর তাতেই সে ভাবতে লাগল আমি তো মোষ। তাকে বলা হল, এই দরজা দিয়ে বাইরে যাও। তখন সে বলল আমি তো মোষ, বেরবো কিভাবে! যেন সত্যিকারের মোষ হয়ে গেল। এই দৃষ্টান্তটি বসে তৈরি করা হয়েছে, এমন কেউ হয় না। এটা কোনো যথার্থ দৃষ্টান্ত নয়। সর্বদা সত্যের উপর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। এই সময় বাবা যা কিছু তোমাদের বোঝান ভক্তিমার্গে সেসবের আবার উৎসব পালন হয়। কত রকমের মেলার আয়োজন হয়। এইসময় যা কিছু হয় সবকিছুর উৎসব পালন হয়। তোমরা এখানে খুব স্বচ্ছ হও। মেলায় কত ময়লা হয়, শরীরে মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। ভাবে এইভাবে পাপ বিনষ্ট হবে। ব্রহ্মাবাবার নিজে এইসব কিছুই অনুভব রয়েছে। নাসিকে জল খুব নোংরা হয়। সেখানে গিয়ে মাটির প্রলেপ লাগায়। ভাবে পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। তারপরে সেই মাটি পরিষ্কার করার জন্যে জল আনা হয়। কোনও মহারাজা বিদেশে গেলে সঙ্গে গঙ্গা জলের ঘটি নিয়ে যেতেন তারপরে স্টিমার ইত্যাদিতে সেই জলই পান করতেন তারা। আগে তো মোটর গাড়ি, বিমান ইত্যাদি ছিল না। ১০০-১৫০ বছরে কত কি তৈরি হয়েছে ! সত্যযুগের আদি কালে এই বিজ্ঞান কাজে লাগে। সেখানে মহল ইত্যাদি তৈরি করতে সময় লাগে না। এখন তোমাদের বুদ্ধি স্পর্শ বুদ্ধি হয় তাই সব কাজ সহজে করে নেয়। যেমন এখানে মাটির ইঁট, সেখানে সোনার ইঁট থাকে। এই বিষয়ে মায়া ভানুমতির খেলাও দেখানো হয়েছে। এইসব তো তারা বসে নাটক তৈরি করেছে, দেখানোর জন্যে। আক্ষরিক অর্থেই স্বর্গে সোনার ইঁট থাকে। তাকেই বলে গোল্ডেন এজ। বর্তমান সময়কে বলে আয়রন এজ। স্বর্গকে তো সবাই স্মরণ করে। চিত্র ইত্যাদিও সব আছে। বলাও হয় আদি সনাতন ধর্ম, তারপরে হিন্দু ধর্ম বলে দিয়েছে দেবতার পরিবর্তে হিন্দু বলে দিয়েছে কারণ বিকার গ্রস্ত হয়েছে তাই দেবতা বলবে কিভাবে। তোমরা যেখানে যাও তো এই কথাই বোঝাও কারণ তোমরা হলে ম্যাসেঞ্জার, পয়গম্বর, বার্তা বাহক। বাবার পরিচয় সকলকে দিতে হবে। কেউ চট করে বুঝবে তোমরা ঠিক বলছ। সঠিকভাবে দুই পিতা আছেন। কেউ বলে দেবে পরমাত্মা তো হলেন সর্বব্যাপী। তোমরা বুঝতে পারো এক পিতার কাছে পার্থিব বর্ষা প্রাপ্ত হয়। পারলৌকিক পিতার কাছে অসীমের বর্ষা প্রাপ্ত হয় ২১ জন্মের জন্যে। এই জ্ঞান এখনই আছে। সেখানে এই জ্ঞান থাকে না। সঙ্গমেই বর্ষা প্রাপ্ত হয় ফলে ২১ জন্ম তোমরা রাজত্ব কর। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। এই কথা তোমরা এখন জানতে পেরেছ। যারা পাকা নিশ্চয়বুদ্ধি হয় তাদের কোনও সংশয় উৎপন্ন হওয়ার কথা নয়। অসীমের বাবার কাছে অসীমের বর্ষা প্রাপ্ত হয়। শিববাবা এসে নিশ্চয়ই কিছু বর্ষা তো দেবেন তাই বাবা বলেন এই ব্যাজ খুব ভালো। ব্যাজ নিশ্চয় রাখবে। ঘরে-ঘরে মেসেজ দিতে হবে তারপরে কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক। বিনাশ এলে ভাববে ভগবান এসেছেন। তখন যাদের তোমরা মেসেজ দিয়েছ, তারা স্মরণ করবে যে শ্বেত বস্ত্রধারী ফরিস্তা কারা ছিল ? সূক্ষ্ম বতনেও তোমরা ফরিস্তা দেখো, তাই না ! তোমরা জানো মাম্মা-বাবা

যোগ বলের দ্বারা এমন ফরিস্তা হন, তাই আমরাও হব। এইসব কথা বাবা এনার (ব্রহ্মাবাবা) মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের বোঝান। ডাইরেক্ট নলেজ দেন। বাবার মধ্যে যা নলেজ আছে বাচ্চারা সেসব তোমাদের মধ্যেও আছে। যখন উপরে যাও তখন নলেজের পার্টও পুরো হয়ে যায়। তারপরে যা পার্ট প্রাপ্ত হয় তা হয় সুখের পার্ট এবং এই নলেজ বিস্মৃত হয়।

অতএব তোমরা বাচ্চারা যেখানেই যাও মেসেঞ্জারের চিহ্ন হিসেবে ব্যাজ সঙ্গে অবশ্যই থাকা চাই। তাতে কেউ যতই হাসুক। এই নিয়ে কি আর হাসবে। তোমরা তো যথার্থ কথা শোনাও। ইনি হলেন অসীমের পিতা। তাঁর নাম হল শিববাবা, তিনি হলেন কল্যাণকারী। এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। এ হল পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বাচ্চারা তোমরাই পেয়েছ। তাহলে ভুলে যাও কেন। কথা তো খুবই সহজ। চলতে ফিরতে বাবাকে এবং বর্সাকে স্মরণ করতে হবে। শান্তিধাম এবং সুখধাম। তোমরা বাচ্চারা এখানে এসে মুরলী শুনে যাও তারপরে সবাইকে শোনাতে হবে। এমন নয় একজন ব্রাহ্মণী কেবল মুরলী ক্লাস করাবে। ব্রাহ্মণী দের নিজ সম তৈরি করা উচিত, তখন অনেকের কল্যাণ করতে পারবে। যদি একজন ব্রাহ্মণী কোথাও চলে যায় তবে অন্যজন সেন্টার চালাতে পারবেনা কেন ! ধারণা করে নি নাকি ? স্টুডেন্টদের পড়বার এবং পড়াবার শখ থাকা উচিত। মুরলী তো খুব সহজ, সকলেই ধারণা করে ক্লাস করাতে পারে। এখানে তো বাবা বসে আছেন। বাবা বাচ্চাদের বলেন কোনও কথায় সংশয় থাকা উচিত নয়। একমাত্র বাবা আছেন যিনি সব জানেন। একটি মাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য আছে, এতে কোনও প্রশ্ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করার দরকার থাকে না। সকালেও বসে বাচ্চাদের স্মরণের যাত্রায় সাহায্য করি। অসীম জগতের সমস্ত বাচ্চারা স্মরণে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের সবাইকে এই স্মরণের সাহায্যে বিশ্বকে পবিত্র করতে হবে, এই কাজেই তোমরা একটি আঙ্গুল সম সহযোগ দিচ্ছে। পবিত্র তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে করতে হবে তাইনা। সুতরাং বাবা সব বাচ্চাদের উপর দৃষ্টি রাখেন। সবাই যেন শান্তিধাম চলে যায়। সকলকে আকৃষ্ট করেন। বাবা তো অসীমের জগতে বসবেন। আমি এসেছি সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করতে। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে কারেন্ট দিচ্ছি যাতে পবিত্র হয়। যাদের যোগবল পুরোপুরি থাকবে তারা বুঝবে বাবা এখন বসিয়ে স্মরণের যাত্রা করা শেখাচ্ছেন, যার দ্বারা বিশ্বে শান্তি স্থাপন হয়। বাচ্চারাও স্মরণে থেকে সাহায্য প্রাপ্ত করে। সহযোগী বাচ্চাও চাই তাইনা। খোদাই খিদ্মতগার, পরমাত্ম সেবাধারী, নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাই স্মরণ করবে। তোমাদের প্রথম সাবজেক্ট হল পবিত্র হওয়ার। অর্থাৎ তোমরা বাচ্চারা নিমিত্ত হও বাবার সঙ্গে। বাবাকে আহ্বান করা হয় - হে পতিত-পাবন আসুন। এবারে তিনি একা কি করবেন। সেবাধারী চাই তাইনা। তোমরা জানো আমরা বিশ্ব কে পবিত্র করে সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজ্য করব। বুদ্ধিতে যখন এমন নিশ্চয় হবে তখন নেশা বাড়বে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুসারে, নিজের যোগবল দ্বারা নিজের জন্য রাজধানী স্থাপন করছি। এই নেশা থাকা উচিত। এই হল রুহানী কথা। বাচ্চারা বুঝতে পারে প্রতিটি কল্প বাবা এই রুহানী বলের দ্বারা আমাদের বিশ্বের মালিক করেন। এই কথাও বোঝো যে শিববাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। এখন মাথায় এই স্মরণের যাত্রা করার চিন্তা-ই আছে। পুরুষার্থ করতে হবে। ব্যবসা ইত্যাদি করার সময়েও যেন স্মরণের যাত্রা চলতে থাকে। সদা সুস্থ করার জন্যে বাবা বিশাল উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। এই সময় সব কিছু ভুলে যেতে হয়। আমরা আত্মারা ফিরে যাচ্ছি, আত্ম-অভিমানী হওয়ার প্রযুক্তিস করানো হয়। থাওয়াতে-পরতে, চলতে-ফিরতে বাবাকে কি স্মরণ করতে পারবে না, কাপড় সেলাই করার সময়ও বুদ্ধি যোগ যেন বাবার স্মরণে থাকে। খুব সহজ। এই কথা তো বুঝেছ যে ৮৪-র চক্র পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের রাজ যোগ শেখাতে এসেছেন। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-

জিওগ্রাফি রিপোর্ট হতে থাকে। কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল, যা এখন আবার রিপোর্ট হচ্ছে। এই রিপোর্টেশনের রহস্যও বাবা-ই বোঝান। প্রত্যেকের ড্রামাতে পার্ট আছে, সেসব প্লে হতে থাকবে। বাচ্চাদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সত্যপ্রধান হবে। তখন এই শরীর থেকে মুক্তি পাবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই কথাই আছে যে আমরা আত্মারা সত্য প্রধান হই কারণ ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরতে হবে। সত্যযুগে এমন বলা হবে না। সেখানে তো বলবে এক পুরানো দেহ ত্যাগ করে অন্য ধারণ করতে হবে। সেখানে তো দুঃখের কোনও কথা নেই। এখানে এই হল দুঃখধাম। পুরানো শরীর রয়েছে এইসব ত্যাগ করে এখন নিজের ঘরে ফিরে যাই। বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। তিনি নিরাকার পিতা, তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি এসে সকলের সদগতি করেন। বাবা বলেন সাধু সন্ন্যাসীদেরও উদ্ধার করি। তোমরা এখন এক পিতার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও। আত্মারা তোমাদের সবার বাবার বর্ষা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে দেহী-অভিমানী হও এবং বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করো তাহলে পাপ বিনষ্ট হতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মুরলী শুনে তারপরে সবাইকে শোনাতে হবে। নিজে পড়ার সাথে সাথে অন্যদেরকে পড়াতেও হবে। কল্যাণকারী হতে হবে। ব্যাজ হল ম্যাসেঞ্জর বা ঐশ্বরীয় সংবাদ বাহকের প্রমাণ চিহ্ন, ব্যাজ সদা লাগিয়ে রাখবে।

২) বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার জন্যে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। যেমন বাবার দৃষ্টি অসীমে থাকে, সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করার কারেন্ট দেন, তেমন ভাবে ফলো ফাদার করে সহযোগী হতে হবে।

বরদান :- প্রতিটি আত্মার সম্বন্ধ সম্পর্কে এসে সবাইকে দান দিতে সক্ষম মহাদানী, বরদানী ভব

ব্যাখা: সারা দিনে যারা সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে তাদের সকলকে শক্তির, জ্ঞানের, গুণের দান করো। তোমাদের কাছে জ্ঞানেরও খাজানা আছে, তো শক্তির এবং গুণেরও খাজানা আছে। অতএব কোনো একটি দিনও যেন দান না করে, অর্থাৎ কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যায়, তখন বলা হবে মহাদানী। ২ - দান শব্দের আধ্যাত্মিক (রহানী) অর্থ হল সহযোগ দেওয়া। তাই নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির বায়ুমন্ডল দ্বারা এবং নিজের বৃত্তির ভাইব্রেশন দ্বারা প্রতিটি আত্মাকে সহযোগ দাও তখন বলা হবে বরদানী।

স্নোগান - যে বাপদাদার এবং পরিবারের কাছের হয় তার চেহারায় সন্তুষ্টতা, আত্মিকতা আর প্রসন্নতার মধুর হাসি থাকে ।

সকল সমর্থ শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার ধারক হও

আজ সর্বশক্তিমান বাবা চতুর্দিকে তাঁর নিজের শক্তি সেনাকে দেখেছেন। তিনি দেখতে চাইছেন, কারা কারা সর্বশক্তির অস্ত্রধারী মহাবীর বিজয়ী বিশেষ আত্মা। তিনি দেখেছেন কেউ কেউ সবসময় না হলেও কিন্তু প্রয়োজনের সময়, সময় অনুসারে অস্ত্রধারী হয়। কেউ কেউ প্রয়োজনের সময় অস্ত্রধারী হওয়ার চেষ্টা করে। এই কারণে তারা কখনো কখনো আক্রমণ করতে পারে, আর কখনো কখনো হার স্বীকার করে নেয়। কখনো আক্রমণ, কখনো পরাজয়ের চক্রে চলতে থাকে। সেনার অধিকারী তিন ধরনের বাচ্চা দেখেছেন বাবা। যাই হোক, বিজয়ী শ্রেষ্ঠ আত্মারা সদা প্রথম থেকেই এভার রেডি থাকে। যারা সময় অনুযায়ী অস্ত্রধারী হয়, সময় তাদের টিচার হয়ে যায়। যারা সময়রূপী শিক্ষকের আধারে চলে, তারা সর্বশক্তিমান শিক্ষকের শিক্ষায় এভাররেডি না হওয়ার কারণে সঙ্কটময় সময়ে কখনো কখনো ভুলপথে চালিত হয়। ভুলপথে গিয়ে তারপরে তারা আবার তাদের স্মৃতিতে ফিরে আসে। অতএব, সর্বশক্তিমান শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাধারী হও। সময়রূপী শিক্ষকের শিক্ষাধারী হয়ো না।

কিছু কিছু বাচ্চা বাপদাদার সঙ্গে মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করে, কিছু বাচ্চা নিজেদের মধ্যে মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করে, সাধারণভাবে তারা এটাই বলে, সময় এলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। সময় হলে দেখিয়ে দেব বা সময় হলে করব। যাই হোক, তোমরা সব বিশ্ব পরিবর্তক বাচ্চাদের সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ সময় আহ্বান করার কাজ অর্পিত হয়েছে। স্বর্ণালী সকাল নিয়ে আসার নিমিত্ত তোমরা। তোমরা সময়রূপী রচনার মাস্টার রচয়িতা, সময় অর্থাৎ যুগ পরিবর্তক। তোমরা ডবল-কাল বিজয়ী। এক কাল হলো সময়, দ্বিতীয় কাল - তোমরা মৃত্যুর দ্বারা প্রভাবিত হও না। তোমরা বিজয়ী। তোমরাই অমর ভব'র বরদান লাভ করেছে। সেই কারণে তোমরা সময় অনুসারে কর না, বরং তোমরা বাবার নির্দেশ অনুসরণকারী। সময় তো অগুণী আত্মাদেরও শিক্ষক! তোমাদের শিক্ষক সমর্থ বাবা। সব প্রস্তুতিই সময়ের পূর্বে হয়ে যায়, প্রয়োজনের সময় নয়। তোমরা সর্বশক্তির অস্ত্রধারী এভার-রেডি সেনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, সদা নিজেকে চেক কর, সর্বশক্তির অস্ত্র তোমরা ধারণ করেছে? কোনও শক্তি অর্থাৎ কোন অস্ত্রের যদি অভাব থাকে মায়া তবে সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই আঘাত করবে, সেইজন্য এতে অসাবধান হয়োনা যে সবকিছু ঠিক আছে, শুধু তো একটা বিষয়ে যা একটু দুর্বলতা আছে, যতই হোক, একটা দুর্বলতাই মায়াকে আক্রমণের রাস্তা করে দেয়। যেমন বাবা প্রতিজ্ঞা করেন, যখন বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে, তিনি সবসময় সঙ্গে থাকেন, মায়াও চ্যালেঞ্জ করে, যেখানেই দুর্বলতা আমি সেখানেই উপস্থিত। এইজন্য দুর্বলতার সামান্যতম অংশ থাকাও মায়ার বংশকে আহ্বান করা। সর্বশক্তিমানের বাচ্চাদের সবকিছুতে সম্পন্ন হতে হবে। বাবা বাচ্চাদের যে উত্তরাধিকারের অধিকার দেন, অথবা শিক্ষকরূপে ঈশ্বরীয় পার্ঠের প্রালঙ্ক বা ডিগ্রি দেন, সেই সম্পর্কে কিভাবে বর্ণনা কর? সর্বগুণসম্পন্ন বলো নাকি গুণসম্পন্ন বলো? তোমরা বলো, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, ১৪ কলা বলো না। শতকরা একশ' ভাগ সম্পূর্ণ সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার বলো। সুতরাং তোমাদের সেইরকমই হতে হবে, তাই না? নাকি ভাবছ, এক আধটা দুর্বলতা ছাড়পত্র পেয়ে যাবে অর্থাৎ অনুমতি দেওয়া হবে। হিসেবনিকেশ গহীন। তিনি ভোলানাথ বটে, কিন্তু তিনি কর্ম-গতির গুণাতা। তিনি এক কণাকে অনেক বেশি করে দেন এবং প্রতিটা কণার হিসেবও করেন। যদি এক আধটা দুর্বলতা থেকে যায় তবে প্রাপ্তিতেও অর্ধেক জন্ম বা এক জন্ম পিছনে আসতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একসাথে আসতে পারবে না অথবা বিশ্বের প্রথম রাজাধিরাজ এবং রাজরাজেশ্বরী, লক্ষ্মী-নারায়ণের রম্য ফ্যামিলিতে বা কাছের সম্বন্ধে হবে না। ঠিক যেমন সম্ভব শুরু হবে ১-১-১, একইভাবে নতুন সম্বন্ধ, নতুন প্রকৃতি, নতুন ওয়ান নতুন আত্মারা- নতুন অর্থাৎ ওপর থেকে নিচে আসা আত্মারা, নতুন রাজত্ব, এই নতুনত্বের সময়ের সুখ, নতুন ওয়ান সতঃপ্রধান প্রকৃতির সুখ নতুন ওয়ান আত্মারাই প্রাপ্ত করতে পারবে। নতুন ওয়ান অর্থাৎ যারা মায়াকে উইন করে। তারপরে হিসেব সঠিক হবে। তোমরা বাবার কাছে বরদান বা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার প্রতিজ্ঞা এটাই করেছিলে যে তোমরা তাঁর সাথে থাকবে, তাঁর সাথে ফিরে যাবে আর তারপরে ব্রহ্মাবাবার সাথে রাজ্যে ফিরে আসবে। এই প্রতিজ্ঞা করনি যে তাঁর পিছনে পিছনে যাবে। তোমাদের সমান হতেই হবে, তাঁর সাথে থাকতে হবে। সম্পন্নতা এবং সমতা সদা-সঙ্গের প্রালঙ্কার অধিকারী বানায়। অতএব, সম্পন্ন এবং সমান হওয়ার সময়টা যদি বেথেয়ালে নষ্ট করে ফেল তবে অন্তিম মুহূর্তে বোধোদয় হলে তখন কি প্রাপ্তি হবে !

সুতরাং, আজ বাবা সকলের সর্বশক্তির অস্ত্রাদি চেকিং করছিলেন। বাবা রেজাল্ট শুনিয়েছেন, তিনি তিন ধরনের বাচ্চা দেখেছেন। তোমরা ভাবছ যে, আরও বেশি করে যখন উল্লসিত করবে তখন অসাবধানতার এই সামান্য ক্ষতি ছাড় পেয়েই যাবে, এইটুকু সাহায্য তো বাবা করবেনই, কিন্তু এই ক্ষতি অনিয়ন্ত্রিত সময়ে তোমাদের যেন ভুল ধারণার সৃষ্টি না করে ! আর বাচ্চারা ক্ষতির কারণে যেন অনুযোগ না করে যে, এত কিছু তো ভাবিনি, সেইজন্য অনিয়মবদ্ধ সময় সমুখে সমাসন্ন। নানারকম অস্থিরতা বেড়েই চলেবে। সময় যে সমাসন্ন, এই লক্ষণ তারই পূর্বাভাস ! ড্রামাতে এই ইঙ্গিত হলো তীরগতিতে তোমাদের সম্পন্ন হওয়ার। বুঝেছ !

আজকাল মধুবনে তিন স্থানের নদীসমূহের মেলা হয়। ত্রিবেণী নদীর মেলা, ত্রিবেণী সঙ্গম, তাই না ! তিন দিক থেকে আগত, গভীর অনুরাগে উপনীত বাচ্চাদের দেখে, বিশেষভাবে বাচ্চাদের স্নেহে বাপদাদা উৎফুল্ল হন। তোমরা মুখনিঃসৃত শব্দের ভাষা জান না, কিন্তু স্নেহের ভাষা জান। কর্ণটক থেকে আগত বাচ্চারা স্নেহের ভাষা জানে।

আর পাঞ্জাবের তোমরা কি জান ? যারা পাঞ্জাবের, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করার ব্যাপারে দক্ষ। সুতরাং, দৈবীভূমি রাজস্থানের সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হাহাকারের জায়গায় জয়জয়কার করবে। যারা গুজরাটের তারা কি করে ? গুজরাট থেকে আগতরা সদা দোলায় দোলে। সঙ্গমযুগে নিজের কাছাকাছি স্থানে স্থূলভাবে হওয়ার ভাগ্যের দোলাতেও তোমরা দোল খাও। তোমরা সবচাইতে কাছের, এই খুশিতে দোল। সুতরাং, গুজরাট মানেই যারা বিভিন্নরকম দোলায় দোলে। এদের ভ্যারাইটি গ্রুপও আছে। সকলেই ভ্যারাইটি পছন্দ করে। একটা ফুলের তোড়ায় বিভিন্ন রঙ, রূপ আর সুগন্ধি ফুলের ভ্যারাইটি দেখতে তোমরা ভালবাস। আচ্ছা !

সবদিক থেকে আগত সকল শক্তিশালী, যারা সদা অ্যালাইন থাকে, যারা সদা সর্বশক্তির অস্ত্রধারী, যারা সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয়ে সকল আত্মাকে শক্তির সহযোগ দেয়, শ্রেষ্ঠ কাল, শ্রেষ্ঠ যুগ নিয়ে আসে, যারা নতুন ওয়ান যুগ পরিবর্তক হয়ে সম্পন্ন রাজ্য-ভাগ্যের নতুন ওয়ান অধিকারী হয় - এমন সব শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাঞ্জাব পার্টির সাথে :- সদা প্রতি পদে স্মরণের শক্তি দ্বারা লক্ষ কোটির উপার্জন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে, তাই না ! প্রতি পদক্ষেপে লক্ষ-কোটি জমা হচ্ছে কিনা, সেটা প্রতিনিয়ত চেক করছ ?

স্মরণের পদক্ষেপে প্রাচুর্য ভরা, স্মরণ ব্যতীত পদক্ষেপ প্রাচুর্য আনে না, তাতে কোনো উপার্জন নেই । সুতরাং প্রতি পদে উপার্জন জমা করা উপার্জনশীল বাচ্চা তোমরা, তাই না ! যারা অর্জন করে তাদের বলা হয় উপার্জনশীল বাচ্চা । একরকম বাচ্চা হয়, তারা ভোজনপান করে উড়িয়ে দেয় ; আরেকরকম হলো, তারা উপার্জন জমা করে । তোমরা কোন ধরনের বাচ্চা ? ওখানে বাচ্চারা রোজগার করে নিজের জন্যেও আবার তাদের বাবার জন্যেও । এখানে তো বাবা কিছুই চান না । তোমরা তোমাদের জন্যেই উপার্জন কর । প্রতি পদে সদা উপার্জন করে জমা করছ কিনা, চেক কর, কেননা সময় লাগামছাড়া হয়ে যাচ্ছে । সুতরাং, তোমার অর্জিত ধন যত জমা হবে, ততই সহজভাবে শ্রেষ্ঠ প্রালন্ধের অনুভব করতে থাকবে । ভবিষ্যতে তোমাদের তো প্রাপ্তি থাকবেই । সুতরাং, এই উপার্জনের প্রাপ্তি এখন সঙ্গমেও হবে, আর ভবিষ্যতেও হবে । তাহলে, সবাই তোমরা উপার্জন কর নাকি উপার্জন করলে আর খাওয়া হয়ে গেল !

যেমন বাবা, তেমন বাচ্চারা । বাবা যেমন সম্পন্ন, সম্পূর্ণ তেমনই বাচ্চারাও সদা সম্পন্ন থাকে । সবাই তোমরা বাহাদুর, তাই না ? ভীত নও তো ? তোমরা ভয় পাও না, তাই নয় কি ? সামান্যতমও ভয় কি তোমাদের সঙ্কল্পে আসে, নাকি না ? এটা নাথিং নিউ, তাই না ! কতবার এটা হয়েছে, অনেকবার রিপিট হয়েছে । এখন আবারও হচ্ছে, এইজন্য ঘাবড়ে যাওয়ার কোন ব্যাপার নেই । শক্তিরাত্ত তো শঙ্কামুক্ত ! শক্তিরাত্ত সদা বিজয়ী, সদা ভয়শূন্য । যখন বাবার সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় থাক তখন তো নির্ভয়েই থাকবে ! যখন নিজেকে একলা মনে কর, তখনই ভয় হয় । সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় ভয় হয় না । সদা নির্ভয় । শক্তির বিজয় সদা গাওয়া হয়েছে । সকলেই বিজয়ী সিংহী তোমরা, তাই না ! শিবশক্তির, পান্ডবের জয় যদি না হবে তো কার হবে ! পাণ্ডব আর শক্তিসকল প্রতি কল্পের বিজয়ী । বাচ্চাদের জন্য বাবার স্নেহ আছে, তাই না ! বাবার স্নেহী বাচ্চাদের এবং বাবার স্মরণে থাকা বাচ্চাদের কিছু হতেই পারে না । স্মরণে যদি দুর্বলতা থাকে, তবে বাইরের আঁচড় লাগতে পারে । স্মরণের সুরক্ষিত ছত্রছায়ায় থাকলে কোনো কিছু হতেই পারে না । বাপদাদা কোনো না কোনো উপায়ে তোমাদের রক্ষা করেন । যখন ভক্ত আত্মাদেরও তিনি সহায় তখন বাচ্চাদের জন্য তিনি সদাসর্বদা সহায় হন ।

২. সাহস আর উল্লাসের পাথায় তোমরা সদা উড়ন্ত, নয় কি ! উৎসাহ-উদ্দীপনার পাথা তোমাদেরও সদা ওড়ায় এবং অন্যদেরও ওড়ার মার্গ দর্শাতে সমর্থ বানায় । এই দুই পাথাই যেন সদা সাথে থাকে । একটা পাথাও যদি আলগা হয় তবে উঁচুতে উড়তে পারবে না, সেইজন্য উভয়ই আবশ্যিক । সাহসও, উৎসাহ-উদ্দীপনাও । নির্ভীকতা এমন জিনিস যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, নির্ভীকতা কঠিনকে সহজ বানায় । নিচে থেকে ওপরে উড়তে তোমাদের সমর্থ বানায় । সুতরাং তোমরা এমনই অনুভাবী আত্মা, যারা এইভাবে সদা ওড়ে, তাই না ! নিচে এসে কি প্রাপ্তি হয়েছে তা তো তোমরা দেখেই নিয়েছ । ক্রমাগত নিচে নেমেছ, কিন্তু এখন উড়তি কলার সময় । হাই জাম্পেরও সময় নেই । সেকেন্ডে সঙ্কল্প কর আর পাথা মেলে ওড়ে । বাবার থেকে এইরকম শক্তি তোমরা নিরন্তর লাভ করতে থাকবে ।

৩. নিজেদের সদা মাস্টার জ্ঞানসূর্য মনে কর ? জ্ঞানসূর্যের কার্য হলো, সকলের থেকে অজ্ঞান-অন্ধকারের বিনাশ করা । সূর্য স্ব-প্রকাশে রাতকে দিনে পরিবর্তন করে, সুতরাং একইভাবে তোমরা মাস্টার জ্ঞানসূর্য বিশ্ব থেকে অন্ধকার সরিয়ে, লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আত্মাদের রাস্তা দেখিয়ে রাতকে দিনে পরিবর্তিত কর, তাই না ! তোমাদের এই কার্য সদা স্মরণে থাকে ? তোমাদের লৌকিক

অক্যুপেশন যেমন চেষ্টা করেও ভুলতে পার না, সেটা তো তোমাদের এক জন্মের বিনাশী কার্য, বিনাশী অক্যুপেশন, সেক্ষেত্রে তোমাদের এই অক্যুপেশন মাস্টার জ্ঞানসূর্য হওয়ার, সদাকালের জন্য । সুতরাং সদা এটাকে নিজেদের অবিনাশী অক্যুপেশন বা ডিউটি মনে করে অন্ধকার দূর করে আলো নিয়ে আসতে হবে । এতে তোমাদের নিজেদেরও অন্ধকার সমাপ্ত হয়ে আলোর প্রকাশ ঘটবে, কারণ যারা আলো দেয় তারা নিজেরা প্রকাশময় তো হয়েই যায় । অতএব, এই কার্য সদা স্মরণে রাখ আর রোজ নিজেকে নিজে চেক কর, আমি মাস্টার জ্ঞানসূর্য প্রকাশময় ! যেমন অগ্নি নিবারণকারী নিজে অগ্নিতে প্রভাবিত হয় না, একইভাবে যারা সদা অন্ধকার দূর করে, তারা নিজেরা অন্ধকারে যায় না । সুতরাং, আমি মাস্টার জ্ঞানসূর্য এই নেশা আর খুশি সদা থাকতে দাও ।

কুমারদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-

১) কুমার জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন, কুমার জীবনে বাবার হয়ে গেছ, নিজেদের এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দেখে সদা প্রফুল্ল থাক আর অন্যদেরও উৎফুল্ল থাকার বিধি শুনাতে থাক । সর্বাপেক্ষা নির্বন্ধন কুমার এবং কুমারীরা । কুমার যেমন ইচ্ছে নিজের ভাগ্য বানাতে পারে । সবাই তোমরা সাহসী, তাই না ! দুর্বল কুমার নও তো ! যে যতই তার নিজের দিকে তোমাদের আকৃষ্ট করুক, মহাবীর আল্লারা কখনো বাবা ব্যতীত অন্য কোথাও আকৃষ্ট হতে পারে না । তোমরা এমনই তেজস্বী ও পরাক্রমশালী ! অনেক রূপে মায়া নিজের করে নিতে সচেষ্ট হবে, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী । ভয়ভীত নও । এটা ভালো । বাহ ! আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ! সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ । আমার মতো কেউ হতে পারে না - সদা এই নেশা রাখ । যেখানে ঈশ্বরীয় নেশা থাকবে সেখানে তোমরা মায়ার ঊর্ধ্বে থাকবে । সেবায় সদা বিজি থাক, তাই না ! এটাও আবশ্যিক । সেবায় যত বিজি থাকবে ততই সহজযোগী হবে । যেমনই হোক, স্মরণের সাথে সেবা হলে নিরাপত্তা (সেফটি) থাকবে । স্মরণ না হলে সেই সেফটিও নেই ।

২) কুমার সদা নির্বিল্ল, তাই না ? মায়া আকর্ষণ করে না তো ? মায়া কুমারদের নিজের বানানোর জন্য অনেক চেষ্টা করে । কুমারদের মায়া খুব পছন্দ করে । সে মনে করে কুমারদের তার হওয়া উচিত । যতই হোক, তোমরা হলে মহা পরাক্রমী, নয় কি ? মায়ার দাস নও, বরং তোমরা মায়াকে চ্যালেঞ্জ কর । অর্ধকল্প তোমরা মায়ার দাস ছিলে, কি পেয়েছ ? সবকিছু খুইয়েছ ! এই কারণে তোমরা এখন ঈশ্বরের হয়েছ । ঈশ্বরের হওয়া অর্থাৎ স্বর্গাধিকার লাভ করা । সুতরাং, সব কুমারই বিজয়ী কুমার । সতর্ক থেক, যেন দুর্বল হয়েনা । কুমারদের জন্য মায়ার এক্সট্রা লাভ (ভালোবাসা) আছে আর সেই কারণে সে সবরকম উপায়ে তোমাদের তার করে নিতে চায় । কিন্তু তোমরা সকলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছ ; এখন তোমরা বাবার হয়েছ, সব চিন্তা থেকে মুক্ত । "সদা নির্বিল্ল ভব, উড়তি কলা ভব ।"

৩) কুমার - সদা সমর্থ । যেখানে শক্তি আছে, সেখানেই প্রাপ্তি । তোমরা সদাসর্বদা প্রাপ্তিস্বরূপ । নলেজফুল হওয়ার কারণে, তোমরা মায়ার বিভিন্ন রূপ জান । অতএব, নিজের ভাগ্যকে নিরন্তর বর্ধিত করতে থাক । সদা একটা বিষয়ই নিশ্চিত কর - কুমার জীবন অর্থাৎ মুক্ত জীবন । যারা জীবনমুক্ত তাদের সঙ্গমযুগের প্রাপ্তি থাকবে । সদা অগ্রগতি হও আর অন্যকেও অগ্রচালিত কর । কুমারদের সদা খুশিতে নাচা উচিত, বাহ কুমার জীবন ! বাহ ভাগ্য ! বাহ ড্রামা ! বাহ বাবা ! - এই গীত গেয়ে চলো । খুশিতে থাক, তবে কোনও দুর্বলতা আসতে পারবে না । সেবা এবং স্মরণ, উভয় শক্তিতে

পরিপূর্ণ হতে থাক। কুমার জীবন হালকা জীবন অর্থাৎ বোঝামুক্ত জীবন। এই জীবনে নিজের ভাগ্য তৈরি করাই সবচাইতে বড় ভাগ্য। কত বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে তোমরা রক্ষা পেয়েছ। সদা নিজেকে এইরকম ডবল লাইট মনে করে উড়তি কলায় উড়তে থাক, তাহলেই সামনের দিকে নম্বর নিয়ে নিতে পারবে। আচ্ছা- ওম্ শান্তি।

বরদান:- ক্রোধী আত্মাকে করুণার শীতল জল দ্বারা গুণ দান করে বরদানী আত্মা ভব তোমার সামনে ক্রোধাগ্নিতে জ্বলছে এমন কোন আত্মা এলে, তোমাকে কটুক্তি করলে, নিন্দা করলে, এমন আত্মাকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা, স্থিতি দ্বারা গুণ দান বা সহনশীলতার শক্তি বরদান দাও। ক্রোধী আত্মা পরবশ হয়, এইরকম পরবশ আত্মাকে করুণার শীতল জল দিয়ে শান্ত কর- এটা তোমরা বরদানী সব আত্মার কর্তব্য। চৈতন্য রূপে যখন তোমরা এমন সংস্কারে ভরে ওঠ, তো তোমাদের জড় চিত্র দ্বারা ভক্তরা বরদান লাভ করে।

স্লোগান:- স্মরণে থেকে সর্বশক্তির ধনভান্ডারের অনুভবকারীই শক্তিসম্পন্ন হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে কারেন্ট (শক্তি) নিতে হলে সেবাতে লেগে থাকো, যে বাচ্চারা সবকিছু ত্যাগ করে সেবাতে লেগে থাকে, তারাই প্রিয় হয়, বাবার হৃদয়ে স্থান পায়"

প্রশ্ন : - বাচ্চাদের স্থায়ী খুশী কেন থাকে না, এর মুখ্য কারণ কি ?

উত্তর : - স্মরণের সময় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়, স্থির বুদ্ধি না থাকার কারণে খুশী থাকতে পারে না । মায়ার ঝড় দীপককে নাজেহাল করে দেয় । যতক্ষণ কর্ম, অকর্ম না হয়, ততক্ষণ স্থায়ী খুশী থাকতে পারে না, তাই বাচ্চাদের এই পরিশ্রম করতে হবে ।

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি যখন বলে তখন খুব উল্লাসের সঙ্গে বলে যে, আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ । এর অর্থ কতই সহজ । বাবাও বলবেন ওম্ শান্তি । দাদাও বলবেন ওম্ শান্তি । উঁনি বলেন যে, আমি পরমাত্মা, ইনি বলেন আমি আত্মা । তোমরা সকলেই হলে নক্ষত্র । সমস্ত নক্ষত্রের বাবা তো চাই, তাই না । এমন গানও আছে যে, সূর্য, চাঁদ আর ভাগ্যশালী নক্ষত্র । তোমরা বাচ্চারা হলে খুবই ভাগ্যশালী নক্ষত্র । এদের মধ্যেও নব্বরের ক্রমানুসারে আছে । রাতে যেমন চাঁদের কিরণে কোনো নক্ষত্রের দ্যুতি হালকা হয়, কোনোটার আবার তীব্র । কেউ কেউ চাঁদের কাছে থাকে । নক্ষত্র তো । তোমরাও হলে জ্ঞান নক্ষত্র । ভ্রুকুটির মধ্যে ঝলমলে আশ্চর্য এক তারা । বাবা বলেন যে এই নক্ষত্র (আত্মা) খুবই আশ্চর্যজনক । এক তো এত ছোটো বিন্দু, যার খবর কেউই জানে না । আত্মাই এই শরীরের দ্বারা অভিনয় করে । এ বড় আশ্চর্যের । তো বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও নব্বরের ক্রমানুসারে আছে । কেউ কেমন, কেউ আবার কেমন । বাবা সেই নক্ষত্রদের বসে স্মরণ করেন যারা খুব ঝলমল করে । যারা খুব ভালো সেবা করে তারা কারেন্ট (শক্তি) পেয়ে যায় । তোমাদের ব্যাটারি ভরপুর হচ্ছে । তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থের নব্বর অনুসারে তোমরা সার্চ লাইট পাও । বাবা বলেন, যে আমার কারণে সবকিছু ত্যাগ করে সেবায় লেগে থাকে, সে আমার খুবই প্রিয় । সে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয় । বাবা তো হৃদয় হরণ করেন, তাই না । দিলওয়াল মন্দিরও তো আছে, তাই না । এখন এ কি দিলওয়াল মন্দির নাকি যিনি হৃদয় হরণ করেন তাঁর মন্দির ! কার হৃদয় হরণ করেন ? তোমরা তো দেখেছো তাই না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো বসে আছেন । অবশ্যই তাঁর মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেন আর তোমরাও দেখো যে - উপরে স্বর্গের স্থাপনাও আছে, নীচে বাচ্চারা তপস্যায় বসে আছে । এ তো ছোটো মডেল রূপে বানানো আছে । যারা খুব ভালো সার্ভিস করে তারা খুবই সাহায্যকারী । মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পদাতিক এরা তো আছে, তাই না । এই মন্দির খুবই সঠিক স্মরণে বানানো হয়েছে । তোমরা বলবে, এ হলো আমাদেরই স্মরণ । তোমরা এখন আলোর সন্ধান পেয়েছো আর কোথাও জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন নেই । ভক্তিমার্গে তো মানুষকে যা শোনানো হয় তাই সত্য সত্য বলে দেয় । বাস্তবে এ হলো মিথ্যা, একেই সত্য মনে করে । এখন বাবা, যিনি সত্য, তিনি বসেই তোমাদের সত্যকথা শোনান, যাতে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । বাবা তো তোমাদের কিছুই পরিশ্রম করান না । বৃক্ষের সম্পূর্ণ রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে বসে গেছে । তোমাদের বোঝানো তো খুবই সহজ কিন্তু এতো সময় কেন লাগে ? জ্ঞান বা অবিদ্যার উত্তরাধিকার দিতে সময় লাগে না । পবিত্র হতেই সময় লাগে । মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা । এখানে তোমরা যখন আসো, তোমাদের মন বেশী থাকে স্মরণের যাত্রায় । ঘরে গেলে এতটা নেশা থাকে না । এখানে সকলেই নব্বরের ক্রমানুসারে আছে । তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে বসে থাকলে বুদ্ধিতে এই নেশা থাকে

যে - আমরা বাচ্চা আর ইনি হলেন বাবা । অসীম জগতের (বেহদের) বাবা আর আমরা বাচ্চারা বসে আছি । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা এই শরীরে এসেছেন । তিনি দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছেন, সার্ভিস করছেন । তাই সেই একেরই স্মরণ করা উচিত । আর কোনদিকেই বুদ্ধি যাওয়া উচিত নয় । সন্দেশীরা (যারা সূক্ষ্মলোকে ফরিস্তা রূপে গিয়ে বাবার সন্দেশ নিয়ে আসেন) সম্পূর্ণ রিপোর্ট দিতে পারেন - কার বুদ্ধি বাইরে বিভ্রান্ত হয়, কে কি করছে, কার ঝিমুনি আসে, সবই বলতে পারেন ।

যে নক্ষত্ররা খুবই সেবাপরায়ণ, বাবা ক্রমাগত তাদেরই দেখতে থাকেন । তাদের প্রতি বাবার প্রেম থাকে তাই না কারণ তারা এই স্থাপনায় সাহায্য করে । হুবহু আগের কল্পের মতো এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, অনেকবারই তা হয়েছে । এই ড্রামার চক্র তো চলতেই থাকে । এতে চিন্তা করার কোনো কথাই থাকে না । বাবার সাথে তো আছো, তাই না । তাহলে সপ্তের রং তো লাগেই । চিন্তা কম হয়ে যায় । এই নাটক তো বানানোই আছে । বাবা তাঁর সন্তানদের জন্য স্বর্গের রাজধানী নিয়ে এসেছেন । তিনি কেবল বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো । এখন সুইট হোমে যেতে হবে, যারজন্যে তোমরা ভক্তিমার্গে মাথা ঠুকতে কিন্তু একজনও যেতে পারতে না । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো । অল্ফ (আল্লাহ) আর বে (বাদশাহী) । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আর ৮৪ জন্মের চক্রে স্মরণ করো । আল্লা ৮৪ জন্মের চক্রের জ্ঞান পেয়েছে । রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে কেউই জানে না । তোমরাও তা জানো কিন্তু পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । ভোরে উঠে তোমরা বুদ্ধিতে এই কথাই স্মরণে রাখো যে - আমরা ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ করেছি, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে । এ তো সহজ, তাই না কিন্তু মায়া তোমাদের তা ভুলিয়ে দেয় । মায়ার তুফান আছে না, তা দীপকে নাজেহাল করে দেয় । মায়া খুবই দুষ্টর, তার এতোটাই শক্তি যে বাচ্চাদের সব ভুলিয়ে দেয় । সেই খুশী স্থায়ী থাকে না । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে বসো আর বসে বসে তোমাদের বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায় । এ সবই হলো গুপ্ত কথা । যতোই চেষ্টা করো না কেন, স্মরণ করতেই পারবে না । আবার কারোর বুদ্ধি নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়ে তারপর স্থির হয়ে যায়, কারোর আবার চট করে স্থির হয়ে যায়, আবার কাউকে যতই বলো না কেন বুদ্ধিতে বসেই না । একেই মায়ার যুদ্ধ বলা হয় । কর্ম, অকর্ম করার জন্য কতো পরিশ্রম করতে হয় । ওখানে তো রাবণ রাজ্যই নেই তাই কর্ম - বিকর্মও হয় না । ওখানে মায়া থাকেই না যে বিকর্ম করাবে । এ হলো রাবণ আর রামের খেলা । অর্ধেক কল্প হলো রাম রাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য । দিন আর রাত । সঙ্গম যুগে কেবল ব্রাহ্মণরাই থাকে । এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা বুঝতে পারছো যে, রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হবে । ওই শূদ্র বর্ণেররা বুঝতেই পারে না ।

মানুষ তো উচ্চস্বরে ভক্তি ইত্যাদির গান গায় । তোমাদের তো আওয়াজের ঊর্ধ্বে যেতে হবে । তোমরা তো তোমাদের বাবার স্মরণেই মস্তিতে থাকো । আল্লা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছে । আল্লা বুঝতে পারে যে এখন বাবাকে স্মরণ কোর্টে হবে । ভক্তিমার্গে তো মানুষ শিববাবা - শিববাবা করে এসেছে । শিবের মন্দিরে শিবকে তারা অবশ্যই বাবা বলে । জ্ঞান তো তাদের কিছুই নেই । এখন তোমরা সেই জ্ঞান পেয়েছো । তিনি হলেন শিববাবা, তাঁর এই চিত্র, ওরা ত লিপ্সকেই মনে করে । তোমরা তো এখন জ্ঞান পেয়েছো । ওরা তো লিপ্সের উপর গিয়ে ঘটি করে জল ঢালে । এখন বাবা তো হলেন নিরাকার । নিরাকারের উপর ঘটি করে জল দেবে তো তিনি কি বলবেন ! সাকার হলে তবুও তো স্বীকার করবেন । নিরাকারের উপর দুধ ইত্যাদি দিলে তিনি কি বলবেন

। বাবা বলেন, দুধ ইত্যাদি যা তোমরা দাও তা তো তোমরাই পান করো, ভোগ ইত্যাদিও তোমরাই গ্রহণ করো । এখানে তো আমি সামনে বসে আছি, তাই না । আগে পরোক্ষভাবে করতেন আর এখন তা প্রত্যক্ষ, নীচে এসে নিজের ভূমিকা পালন করছেন । সার্চলাইট দিচ্ছেন । বাচ্চারা মনে করে, মধুঘনে বাবার কাছে অবশ্যই আসা উচিত । ওখানে আমাদের ব্যাটারি খুব ভালোভাবে চার্জ হয় । ঘরে তো পার্থিব নানা কারণে অশান্তিই অশান্তি লেগে আছে । এই সময় সমস্ত বিশ্বে অশান্তি । তোমরা জানো যে, এখন আমরা যোগবলের দ্বারা শান্তি স্থাপন করছি । বাকি এই পড়াতেই রাজস্ব পাওয়া যায় । পূর্ব কল্পেও তোমরা এই কথা শুনেছিলে, এখনো তোমরা তাই শুনছো । যা কিছুই অভিনীত হচ্ছে তা আবারও হবে । বাবা বলেন কতো বাচ্চা আশ্চর্যভাবে ভাগলি (চলে গেছে) হয়ে গেছে । আমি মাশুককে কতো স্মরণ করতে । এখন আমি এসেছি তবুও ছেড়ে চলে যায় । মায়া কেমন খাপ্পড় দিয়ে দেয় । বাবা তো অনুভবী, তাই না । বাবার তো নিজের সম্পূর্ণ হিস্ট্রি মনে আছে । মাথায় টুপি, খালি পায়ে দৌড়াতেন, মুসলমানরাও খুবই ভালোবাসতো । তারা খুবই আদর - যত্ন করতো যেন শিক্ষকের সন্তান এসেছে বা গুরুর সন্তান এসেছে । তারা বাজারের রুটি খাওয়াতো । এখানেও বাবা পনেরো দিনের প্রোগ্রাম করেছিলেন রুটি আর ছাঁচ খাওয়ার । আর কিছুই তৈরী হতো না । অসুখ - বিসুখেও সকলের জন্য এই তৈরী হতো । কারোর কিন্তু কিছুই হয় নি । অসুস্থ বাচ্চারাও সুস্থ হয়ে যেত । তিনি দেখতেন, আসক্তি দূর হয়েছে কিনা যে এটা ছাঁচ না বা এটাই চাই । এই চাহিদাকে জমাদার বলা হয় । বাবা তো এখানে বলেন, চাওয়ার থেকে মৃত্যু ভালো । বাবাই জানতেন যে - বাচ্চাদের কি দিতে হবে । যা কিছু দিতে হবে তা তিনি নিজেই দিতেন । এই সমস্ত নাটক বানানো আছে ।

বাবা তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন না যারা বাবার কথাও বুঝতে পারো আবার বাচ্চাদের কথাও বুঝতে পারোতারা হাত তোলা! তখন সবাই হাত তুলেছিলে । হাত তো চট করে তুলে ফেলো । বাবা যেমন জিজ্ঞেস করেন - লক্ষ্মী - নারায়ণ কে হবে ? তখন চট করে হাত তুলবে, এই পারলৌকিক বাচ্চাও অবশ্যই যুক্ত হবে তাতে, কেননা এ বাবা - মায়ের অনেক সেবা করে । বাবা - মা একুশ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন । বাবা যখন বাণপ্রস্থে যায় তখন বাচ্চাদের দায়িত্ব হলো তাদের দেখাশোনা করার । তারা তখন সন্ন্যাসীর মতো হয়ে যান । এনার যেমন লৌকিক বাবা ছিলেন, বাণপ্রস্থ অবস্থা এলে তিনি বলেছিলেন, আমি বেনারসে গিয়ে সংস্কার করবো, আমাকে ওখানে নিয়ে চলো । (এই ইতিহাস শুনিও) তোমরা হলে ব্রাহ্মণ প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । মনুষ্য সৃষ্টির সবথেকে প্রথম পত্র । এনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় না । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকরও জ্ঞানের সাগর নন । শিববাবা হলেন বেহদের বাবা, তাই তো তাঁর থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া উচিত, তাই না । সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কখন, কিভাবে এলেন, আমরা তাঁর জয়ন্তী পালন করি । এ তো কেউই জানে না । ইনি তো গর্ভে আসেন না । তিনি আমাদের বোঝান যে, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি, এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মের বাণপ্রস্থ অবস্থায় । মানুষ যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে তখন তার বাণপ্রস্থ অবস্থা বলা হয় । তাই বাবা এখন তোমাদের বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছো, এ হলো তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । হিসাব তো তোমরা জানো, তাই না । আমি তো এনার মধ্যে প্রবেশ করি । আমি কোথায় এসে বসি, যেখানে এনার আত্মা থাকে, তার পাশে এসে বসি । গুরুরা যেমন তাদের শিষ্যদের নিজের পাশে বা কোলে বসায় । এনার স্থানও এখানে, আমার স্থানও এখানেই । আমি বলি, হে আত্মারা, তোমরা আমাকে ('মামেকম') স্মরণ

করো, তাহলে তোমাদের পাপী বিনাশ হয়ে যাবে । তোমাদের তো মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । এ হলো রাজযোগ । নতুন দুনিয়ার জন্য অবশ্যই রাজযোগের প্রয়োজন । বাবা বলেন যে, আমি এসেছি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের ফাউন্ডেশন লাগাতে । গুরুরা তো অনেকই আছে কিন্তু সঙ্গুরু একজনই । তিনিই সত্য । বাকি তো সবই মিথ্যা ।

তোমরা জানো যে, এক হলো রুদ্র মালা, দ্বিতীয় হলো বিষ্ণুর বৈজয়ন্তী মালা । এরজন্য তোমরা পুরুষার্থ করো, বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা মালার দানা হতে পারবে । যেই মালা নিয়ে তোমরা ভক্তিমার্গে স্মরণ করো অথচ কিছুই জানো না যে এই মালা কার, উপরে ফুল কে, এরপর মেরু কি আর দানাই বা কারা ? মানুষ মালায় স্মরণ করে অথচ কিছুই বুঝতে পারে না । এমনই রাম - রাম বলে মালা জপ করতে থাকে । তারা রাম - রাম বলতে থাকে আর মনে করে সব রামই রাম । সর্বব্যাপী কথার অঙ্ককার এখান থেকেই নির্গত । মানুষ মালার অর্থই জানে না । কেউ বলে ১০০ মালা জপ করো ----এতো মালা জপ করো । বাবা তো অনুভবী, তাই না । তিনি ১২ জন গুরু করেছিলেন, তাঁর কাছে ১২ জনের অনুভব আছে । এমন অনেকেই আছেন যাদের নিজের গুরু থাকা সত্ত্বেও অন্যের কাছে যায় যাতে কিছু অনুভব পাওয়া যায় । মালা ইত্যাদি জপ করতে থাকে । এ হলো সম্পূর্ণ অঙ্কশ্রদ্ধা । মালা সম্পূর্ণ করে ফুলকে নমস্কার করে । শিববাবা তো ফুল, তাই না । তোমরা অনন্য বাচ্চারাই মালার দানা হও । এরপর তোমাদের স্মরণই চলতে থাকে । ওরা কিছুই জানে না । ওরা তো কেউ রামকে, কেউ কৃষ্ণকে স্মরণ করে, অর্থ কিছুই বোঝে না । শ্রীকৃষ্ণ স্মরণম বলে দেয় । এখন তিনি তো ছিলেন সত্যযুগের প্রিন্স । তাঁর স্মরণ কিভাবে নেবে । স্মরণ তো বাবার নেওয়া হয় । তোমরাই পূজ্য আবার পূজারী হও । তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছো তাই শিববাবাকে বলো, হে ফুল আমাদেরও তোমার সমান বানাও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - সুমন, স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) কোনো প্রকারের চাহিদা রাখবে না । আসক্তির অবসান করতে হবে । বাবা যা খাওয়াবেন তাই খেতে হবে -- তোমাদের প্রতি বাবার নির্দেশ হলো, চাওয়ার থেকে মৃত্যু ভালো ।

২) বাবার সার্চলাইট নেওয়ার জন্য এক বাবার প্রতি সত্যিকারের প্রেম রাখতে হবে । বুদ্ধিতে এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা বাচ্চা, উনি বাবা । তাঁর সার্চলাইটেই আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে ।

বরদান :-- শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ ফলের দ্বারা সদা খুশীতে থেকে এভার হেলদি ভব

সঙ্গম যুগে এখনই করলে আর এখনই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অনুভূতি হলো - এ হলো প্রত্যক্ষ ফল । সবথেকে শ্রেষ্ঠ ফল হলো নৈকট্যের অনুভব হওয়া । আজকাল সাকার দুনিয়ায় বলে, ফল খাও তাহলে সুস্থ থাকতে পারবে । সুস্থ থাকার সাধন ফলকে বলা হয়, আর বাচ্চারা তোমরা প্রতি

সেকেণ্ডে প্রত্যক্ষ ফল খেতেই থাকো তাই তোমরা এভার হেলদিই । তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের খবর কি, তাহলে বলো আমাদের চলন ফরিস্তার আর আমরা খুশীতে থাকি ।

স্লোগান :-- সকলের শুভেচ্ছার সম্পদে সম্পন্ন হও তাহলে পুরুষার্থে পরিশ্রম করতে হবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিশ্বের সব আল্লারা এখন অজ্ঞান এবং দুঃখী, তোমরা তাদের উপরে উপকার করো, বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের খুশীতে নিয়ে এসো, তাদের চোখ খোলো"

প্রশ্ন :- যে কোনও সেন্টারের বুদ্ধির আধার কি ?

উত্তর :- নিঃস্বার্থভাবে সত্য প্রকৃত হৃদয় দিয়ে সেবা। তোমাদের যেন সার্ভিসের সদা আগ্রহ থাকে তাহলে ভান্ডার (হন্ডি) ভরতে থাকবে। যেখানে সার্ভিস হতে পারে সেখানে ব্যবস্থা করা উচিত। কারো কাছে চাইবে না। চাইবার চেয়ে মরা ভালো। নিজে থেকেই সবকিছু আসবে। তোমরা অন্যদের মতন চাঁদা আদায় করতে পারবে না। চাইলে সেন্টারের জোর থাকবে না তাই কোনও কিছু না চেয়ে সেন্টারে এগিয়ে নিয়ে যাও।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চারা (রুহানী বাচ্চারা) এখানে বসে আছে, বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে, কিভাবে শুরুতে আমরা উপর থেকে আসি। যেমন বিষ্ণু অবতরণের একটি খেলা দেখানো হয়। বিমানে বসে নীচে আসেন। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ অবতার ইত্যাদি যা কিছু দেখানো হয়েছে সেসব হল ভুল । এখন তোমরা বুঝেছ - আমরা আল্লারা আসলে কোথাকার নিবাসী, কিভাবে উপর থেকে এখানে আসি, কিভাবে ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে পতিত হই ? এখন আবার বাবা পবিত্র করেন। এই কথা তো নিশ্চয়ই স্টুডেন্টদের অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধিতে হওয়া উচিত, ৮৪-র চক্র আমরা কিভাবে পরিক্রমা করি ? এই কথা স্মরণে থাকা উচিত। বাবা-ই বোঝান - তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নাও। কল্পের আয়ুর অবধি লম্বা-চওড়া করতে দেওয়াতে এত সহজ কথাও মানুষ বোঝে না, তাই অন্ধ বিশ্বাস (ব্লাইন্ড ফেথ) বলা হয়। যে অন্য ধর্ম গুলি আছে সেসব কিভাবে স্থাপন হয় সবই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা জানো পুনর্জন্ম নিতে নিতে, পার্ট প্লে করতে করতে এখন শেষ সময়ে এসে পৌঁছেছি। বলাও হয় ৫ হাজার বছর পূর্বে প্যারাডাইজ (স্বর্গ) ছিল। কিন্তু স্বর্গ কি, সে কথা জানে না। অবশ্যই আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কিন্তু এই কথা একেবারেই জানে না। তোমরা এখন বুঝেছ আগে আমরাও কিছু জানতাম না। অন্য ধর্মের মানুষ এমন নয় যে নিজের ধর্ম স্থাপককে জানে না। তোমরা এখন জ্ঞানবান, নলেজফুল হয়েছ। বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় আছে। আমরা কত বোধযুক্ত হয়ে ছিলাম, তারপরে এখন অবুঝ, অজ্ঞানী হয়েছি। মানুষ হয়ে অথবা অ্যাক্টর্স হয়ে আমরা কিছু জানি না। নলেজের প্রভাব দেখো কেমন ! এই কথা তোমরাই জানো। তাই বাচ্চাদের কতখানি খুশীতে গদগদ হওয়া উচিত। যখন ধারণা হবে তখনই সেই খুশী অনুভব হবে। তোমরা জানো আমরা শুরুতে কিভাবে আসি তারপরে কিভাবে শূদ্র কুল থেকে ব্রাহ্মণ কুলে ট্রান্সফার হই। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে, সে কথা তোমরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ জানে না। মনের মধ্যে এই জ্ঞান ডাম্প হওয়া উচিত। বাবা আমাদের কত ওয়ান্ডারফুল নলেজ দেন, যে নলেজ দ্বারা আমরা বর্সা প্রাপ্ত করি। লেখাও আছে এই রাজ যোগের দ্বারা আমি তোমাদের রাজার রাজা করি। কিন্তু এ বিষয়ে কোনোই বোধ ছিল না। এখন বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হই। এই মন্ত্র বুদ্ধিতে আছে। আমরা সেই ব্রাহ্মণ, যারা পুনরায় দেবতা হব পরে আমরাই নীচে আসি। কতবার পুনর্জন্ম নিয়ে চক্র পরিক্রমা করি। এই নলেজ বুদ্ধিতে থাকলে খুশীর অনুভূতিও থাকা উচিত। অন্যরা এই নলেজ কিভাবে প্রাপ্ত করবে ? অনেক চিন্তন চলে। কিভাবে সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়া যায় ? তোমরা

ব্রাহ্মণরা কত উপকার কর। বাবাও তো উপকার করেন তাইনা। যারা একেবারে অজ্ঞানে ছিল, তাদের সদা সুখী করেন। চোখ খোলেন। খুশী তো হয় তাইনা। যাদের সার্ভিস করার শখ থাকে তাদের মনে এইরূপ ভাবনা আসা উচিত, অনেক খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত। আমরা আত্মারা কোথাকার নিবাসী, কিভাবে পার্ট করতে আসি ? কত উঁচুতে স্থান প্রাপ্ত হয় তারপরে কিভাবে নীচে নেমে আসি তখন রাবণ রাজ্য কবে আরম্ভ হয় ? এইসব বুদ্ধিতে এখন এসেছে।

ভক্তি ও জ্ঞানে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। শুরু থেকে কে ভক্তি করে এসেছে ? তোমরা বলবে প্রথমে আমরা আসি অতএব আমরা অনেক সুখ ভোগ করি তারপরে আমরা ভক্তি করা শুরু করি। পূজ্য এবং পূজারী-তে কতখানি রাত-দিনের মতন পার্থক্য আছে। তোমাদের কাছে এখন অনেক জ্ঞান আছে। খুশীর অনুভব হওয়া উচিত তাইনা। কিভাবে আমরা ৮৪-র চক্র পূর্ণ করি। কোথায় ৮৪ জন্ম, কোথায় ৮৪ লক্ষ ! এত ছোট কথাও কারো খেয়ালে আসে না। লক্ষ বছরের তুলনায় এই এটি হল এক দুই দিনের সমান। ভালো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই চক্র পরিক্রম করে, একেই বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। সত্যযুগে এই নলেজ থাকে না। স্বর্গের কত মহিমা গায়ন হয়। সেখানে শুধু ভারত -ই ছিল। যা ছিল তাই আবার হতেই হবে। বাইরে থেকে দেখলে তো কিছুই চোখে পড়ে না। সাক্ষাৎকার হয়। তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়া এবারে শেষ হওয়ার আছে তারপরে নম্বর অনুসারে আমরা নতুন দুনিয়ায় আসব। আত্মারা কিভাবে আসে পার্ট প্লে করতে, সেসব তো তোমরা বুঝেই গেছ। আত্মারা তেমন করে উপর থেকে নীচে নামে না, যেমন নাটকে দেখানো হয়। আত্মাকে তো কেউ চোখ দিয়ে দেখতে পারে না। আত্মা কিভাবে আসে, ছোট শরীরে কিভাবে প্রবেশ করে, বড়ই ওয়ান্ডারফুল এই খেলা। এই পঠন পাঠন হল ঈশ্বরীয়। এতে দিন-রাত চিন্তন চলা উচিত। আমরা তথ্যটি একবার বুঝে, যেন সবটুকু চোখে দেখে তারপরে বর্ণনা করি। আগে জাদুকর অনেক জিনিস বের করে দেখাত। বাবাকেও জাদুকর, সওদাকর, রত্নাকর বলা হয় তাইনা। আত্মাতেই সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। আত্মা-ই হল জ্ঞানের সাগর। যদিও বলা হয় পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, কিন্তু তিনি কে, কিভাবে তিনি জাদুকর হন, সেসব কেউ জানে না। আগে তোমরাও বুঝতে না। এখন বাবা এসে দেবতায় পরিণত করেন। মনের মধ্যে কতখানি খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। একমাত্র বাবা-ই হলেন নলেজফুল, আমাদের পড়ানও উনি। এই কথা শুধু তোমরা বাচ্চারা-ই জানো। এইসব দিন-রাত স্মরণে থাকা উচিত। এই অসীম জগতের নাটকের নলেজ শুধুমাত্র এক বাবা-ই বলে দেন, আর কেউ বলে দিতে পারে না। বাবা কি আর দেখেছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। বাবা বলেন আমি সত্যযুগ -ত্রৈতায় তো আসি না কিন্তু নলেজ পুরোটাই বলি। আশ্চর্য অনুভব হয় তাইনা। যে কখনও পার্ট-ই করেনি, সে কিভাবে বলে দেয় ! বাবা বলেন আমি কিছুই দেখি না। না আমি সত্যযুগ-ত্রৈতায় আসি কিন্তু আমার মধ্যে কত নলেজ আছে যে আমি একবার এসেই তোমাদের নলেজ প্রদান করি। তোমরা পার্ট করেছে, তোমরা জানো না আর যে পার্ট করেনি সে এসে সব বলে দেয় - ওয়ান্ডার তাইনা। আমরা যে পার্টধারী, আমরা কিছুই জানি না আর বাবার সম্পূর্ণ নলেজ আছে। বাবা বলেন আমি কি সত্যযুগ ত্রৈতায় আসি যে নিজের অনুভব তোমাদের শোনাব। ড্রামা অনুযায়ী না দেখে, অনুভব না করে সম্পূর্ণ নলেজ প্রদান করি। কতখানি ওয়ান্ডার - আমি পার্ট প্লে করতে আসি না তবুও তোমাদের পুরো পার্ট বোঝাই, এইজন্যই আমায় নলেজফুল বলা হয়।

অতএব বাবা বলেন এবারে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নিজের উন্নতি করতে হলে নিজেকে আত্মা সুনিশ্চিত করো। এ হল খেলা। তোমরা তবুও এমন খেলা-ই খেলবে। দেবী-দেবতা হবে। তারপরে অন্ত সময়ে

চক্র লাগিয়ে মানুষ হবে। ওয়ান্ডার অনুভব হওয়া উচিত তাইনা। বাবার মধ্যে এই নলেজ এল কিভাবে ? তাঁর তো কোনও গুরু নেই। ড্রামা অনুযায়ী তাঁর এমন পার্ট প্লে করাটাই নির্দিষ্ট আছে। একেই প্রকৃতি বলা হবে তাইনা। প্রত্যেকটি কথা হল ওয়ান্ডারফুল। সুতরাং বাবা বসে নতুন কথা বোঝান। বিরাট রূপের চিত্র কত ভালো। যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা বিষ্ণুর চিত্র বানায়, তারা-ই দেখায় - আমরা কিভাবে ৮৪ জন্মে আসি। আমরা সে-ই দেবতা, পরে ঋত্রিয়, বৈশ্য, তারপরে শূদ্র। এই কথা স্মরণ করতে কি কোনো কষ্ট আছে ? বাবা হলেন নলেজফুল। কারো কাছে না পড়েছেন, না শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছেন। কিছু না পড়ে, কোনও গুরুর কাছে দীক্ষিত না হয়ে এতখানি নলেজ বসে শোনানো - এমন তো কখনও কেউ দেখেনি। বাবা কত মিষ্টি। ভক্তিমার্গে অনেকে অনেককে মিষ্টি ভাববে আলাদা ভাবে। যে যাকে পাচ্ছে তার পূজো করতে শুরু করে দিচ্ছে। বাবা বসে সব রহস্য বোঝান। আত্মা-ই হল আনন্দ স্বরূপ, তারপরে আত্মা-ই দুঃখ রূপে পরিণত হয়ে ছিঃ ছিঃ হয়ে যায়। ভক্তিমার্গে তোমরা তো কিছুই জানতে না। আমার কত মহিমা বর্ণনা করে কিন্তু কিছুই জানে না। এইটিও কতখানি ওয়ান্ডারফুল খেলা। এই সম্পূর্ণ খেলা বাবা বুঝিয়েছেন। এত গুলি চিত্র সিঁড়ি ইত্যাদির কখনও দেখে নি। এখন দেখছে, শুনছে, বলছেও এই জ্ঞান হল যথার্থ। কিন্তু কাম মহাশত্রু, এই বিকারের উপরে জয় লাভ করতে হবে, এই কথা শুনেই টিলে হয়ে যায়। তোমরা কত বোঝাও, তারা বোঝে না। কত পরিশ্রম লাগে। এই কথাও জানো কল্প পূর্বে যারা বুঝেছিল তারা-ই বুঝবে। যারা দৈব পরিবারে জন্ম গ্রহণ করবে কেবল তাদেরই ধারণা হবে। তোমরা জানো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী রাজধানী স্থাপন করছি। বাবার ডাইরেকশন হল অন্যদেরও নিজের মতন তৈরি করো। বাবা সব জ্ঞান শোনাচ্ছেন। তোমরাও শোনাচ্ছ। তো নিশ্চয়ই বাবার এই রথও (ব্রহ্মাবাবা) জ্ঞান শোনাতে পারবে। কিন্তু নিজেকে গুপ্ত করে রাখেন। তোমরা শিববাবাকেই স্মরণ কর। এনার (ব্রহ্মাবাবার) তো উপমা বা মহিমাও বর্ণন করা চলেবে না।

বাবা কিভাবে বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন - এই কথা বাচ্চারা তোমরা ছাড়া কারো জানা নেই। মানুষ এই কথাও জানে না যে রাবণ কি জিনিস। প্রতি বছর রাবণ কে দহন করে। কাঠামো বা এফিজি তো শত্রুর বানানো হয় তাইনা। তোমরাও এখন জেনেছ যে রাবণ হল ভারতের শত্রু যে ভারত কে এত দুঃখী, কাণ্ডাল করেছে। সবাই ৫ বিকার রূপী রাবণের হাতের মুঠোয় বন্দী আছে। বাচ্চাদের মনে এই ভাবনা আসা উচিত - কিভাবে অন্যদেরও রাবণের হাত থেকে মুক্ত করা যায়। সার্ভিস করার জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। সত্য হৃদয়, নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করতে হবে। বাবা বলেন এই ভাবেই বাচ্চাদের হস্তি ভরপুর করি অর্থাৎ ভাগ্য খাতায় জমা বৃদ্ধি করি। ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। সার্ভিসের খুব অবসর আছে তখন সেবা করার জন্যে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন থাকে না। বাবা বলে দিয়েছেন সার্ভিস করতে থাকো। কারো কাছে কিছু চাইবে না। চাইবার চেয়ে মরা ভালো। আপনা আপনি তোমাদের কাছে আসবে। চাইলে সেন্টারে শক্তি থাকবে না। কারো কাছে কিছু না চেয়ে সেন্টার জমাও, আপনা থেকে সবকিছু আসবে। তাতেই শক্তি থাকবে। যেমন বাইরে চাঁদা আদায় করে, তেমন তোমরা করবে না।

মানুষকে তো ভগবান বলা হয় না। জ্ঞান হল বীজ। বীজরূপ বাবা বসে তোমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন। বীজ হল নলেজফুল তাইনা। ওই পার্থিব বীজ বর্ণনা তো করতে পারবে না। তোমরা বর্ণনা কর। সব কথা বুঝতে পারো। এই অসীমের বৃক্ষ বা ঝাড়ের কথা কেউ বোঝে না। তোমরা অনন্য বাচ্চারা জানো নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। বাবা বোঝান - মায়াও হল খুব প্রবল। কিছু সহ্য

করতেও হয়। কত কঠিন বিকার আছে। ভালো সার্ভিসেবল বাচ্চাদেরও চলতে চলতে মায়ার এমন চড় লাগে, তারা বলে আমরা পতিত হলাম। সিঁড়িতে উপরে উঠতে গিয়ে নীচে পড়ে যায়। তখন সমস্ত অর্জিত ধন অর্থাৎ সুকর্মের জমা ধন নষ্ট হয়ে যায়। দন্ড তো প্রাপ্ত হওয়াই উচিত। বাবার কাছে শপথ করে, রক্ত দিয়ে লিখেও তারা হারিয়ে গেছে। বাবা পাকা করার জন্যে দেখেন, এত যুক্তি করা সত্ত্বেও দুনিয়ায় ফিরে যায়। কত সহজ করে বোঝান, পার্টধারীকে নিজের পার্টের কথা স্মরণ করা উচিত। নিজের পার্ট কি কেউ ভুলতে পারে। বাবা তো রোজ বিভিন্নভাবে বোঝাতে থাকেন। তোমরাও অনেককে বোঝাও তবুও বলে আমরা বাবার সামনে যাব। এই হল বাবার তো ওয়ান্ডার । রোজ মুরলী চালান। তিনি হলেন নিরাকার। নাম, রূপ, দেশ, কাল তো নেই। তাহলে মুরলী শোনাবেন কিভাবে। ওয়ান্ডার অনুভব করে, তারপরে পাকা হয়ে আসে। ইচ্ছে হয় এমন বাবা বর্ষা দিতে আসেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করি। এই পরিচয়ে এসে দেখা করলে বাবার কাছে জ্ঞান রত্ন ধারণ করতে পারবে। ভালোভাবে শ্রীমতের অনুপালন করতে পারবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানকে জীবনে ধারণ করে খুশীতে গদগদ হয়ে থাকতে হবে। ওয়ান্ডারফুল জ্ঞান এবং জ্ঞান দাতাকে স্মরণ করে জ্ঞান ডাম্প করতে হবে।

২) নিজের পার্টের স্মরণে থাকতে হবে, অন্যদের পার্টকে দেখবে না। মায়া খুব প্রবল, তাই সাবধান থাকতে হবে। নিজের উল্লতিতে ব্যস্ত থাকো। সার্ভিস করার শখ রাখো।

বরদান :- সদা স্মরণের ছত্রছায়ায় নীচে, মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে থেকে মায়াজিত বিজয়ী ভব

ব্যাখা: বাবার স্মরণ হল ছত্রছায়া, ছত্রছায়ায় থাকা অর্থাৎ মায়াজিত বিজয়ী হওয়া। সদা স্মরণের ছত্র ছায়ায় নীচে এবং মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে থাকো তাহলে কারো সাহস নেই ভিতরে আসার। মর্যাদার সীমারেখার বাইরে বেরিয়ে যাও তো মায়াও আপন করে নিতে খুব দক্ষ, নিপুণ। কিন্তু আমরা অনেক বার বিজয়ী হয়েছি, বিজয় মালা হল আমাদের-ই স্মরণিকা এই স্মৃতির আধারে সদা শক্তিশালী (সমর্থ) থাকো তো মায়ার কাছে কখনও হার থাকবে না।

স্লোগান - সর্ব খাজানা নিজের মধ্যে সমায়ািত করে নাও তাহলে সম্পন্নতার অনুভব হতে থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবচেয়ে বড় ব্যাধি হলো কারোর নাম অথবা রূপে ফেঁসে যাওয়া, অন্তর্মুখী হয়ে এই ব্যাধিকে চেক করে এবং এর থেকে মুক্ত হও"

প্রশ্ন :- নাম-রূপের ব্যাধিকে নাশ করার উপায় কি? এই ব্যাধির দ্বারা কি কি ক্ষতি হয়?

উত্তর :- নাম-রূপের ব্যাধিকে নাশ করার জন্য কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের প্রীতি রাখো। যদি যোগের সময়ে বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায় কিংবা কোনো দেহধারীর কথা স্মরণে আসে, তাহলে বাবাকে সবকিছু ঠিকঠাক শোনাও। সত্যিকথা বললে বাবা ক্ষমা করে দেবেন। সার্জনের কাছে ব্যাধিকে লুকিও না। বাবাকে শোনাতে নিজেও সাবধান হয়ে যাবে। কারোর নাম-রূপে বুদ্ধি আটকে থাকলে বাবার সাথে বুদ্ধি যুক্ত হবে না। তখন সে সার্ভিসের পরিবর্তে ডিস-সার্ভিস করে। বাবার নিন্দা করে। এইরকম নিন্দুকেরা খুব কঠোর শাস্তির ভাগীদার হয়।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে বাবার কাছ থেকেই সবাই উত্তরাধিকার পাবে। ভাইয়ের কাছ থেকে ভাই কখনো উত্তরাধিকার পায় না। কোনো ভাই অথবা বোনের কাছে তো সকলের খবর থাকে না। বাপদাদার কাছেই সকল খবরাখবর আসে। এটাই বাস্তব। প্রত্যেকেই দেখতে হবে যে আমি কতটা বাবাকে স্মরণ করি? আমি কারোর নাম-রূপে আটকে নেই তো ? আমার অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি কেমন পরিসরে ঘোরাফেরা করে ? আত্মা নিজে জানে যে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করা আবশ্যিক। আমার বৃত্তি কেবল শিববাবার দিকেই যায়, না কি অন্য কারোর নাম-রূপের দিকে যায়? যতটা সম্ভব নিজেকে আত্মা অনুভব করে কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমার বুদ্ধি কেবল বাবা ছাড়া আর অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায় না তো? ব্যবসা, ঘর-গৃহস্থ কিংবা আত্মীয়-বন্ধুদের দিকে বুদ্ধি চলে যায় না তো? অন্তর্মুখী হয়ে এইসব চেক করতে হবে। যখন এখানে এসে বসো, তখন এইসব বিষয়গুলো চেক করতে হবে। এখানে তো সামনে কেউ না কেউ বসে যোগ করে। সেও নিশ্চয়ই শিববাবা-কেই স্মরণ করছে। এমন নয় যে সন্তানদের স্মরণ করছে। স্মরণ তো শিববাবা-কেই করতে হবে। এখানে তো শিববাবা-কেই স্মরণ করতে বসেছ। হয়তো কেউ চোখ খুলে বসে আছে, কেউ বা হয়তো চোখ বন্ধ করে বসে আছে। এই বিষয়টা তো বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে বাবা আমাদেরকে কি বোঝান? আমাদেরকে তো কেবল একজনকেই স্মরণ করতে হবে। এখানে যে বসে আছে, সে তো কেবল শিববাবা-কেই স্মরণ করছে। সে আমাদেরকে দেখে না। কারন কারোর অবস্থা সম্পর্কেই তার কোনো ধারণা নেই। বাবার কাছে প্রত্যেকের খবর আসে। তিনি জানেন যে কে কে ভালো বাচ্চা, কাদের বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার আছে। এইরকম বাচ্চাদের বুদ্ধি অন্য কোনো দিকে যায় না। কোনো কোনো বাচ্চার অন্যদিকে বুদ্ধি চলে যায়। তারপর মুরলি শুনতে শুনতে চেঞ্জ হয়ে যায়। অনুভব হয় যে এটা ঠিক নয়। আমার দৃষ্টি-বৃত্তিও খারাপ ছিল। এখন সেটাকে শোধরাতে হবে। খারাপ বৃত্তিকে ত্যাগ করতে হবে। এইসব বিষয় তো বাবা-ই বোঝান। ভাই-ভাইকে বোঝাতে পারেনা। বাবা পরখ করে দেখেন যে কোন বাচ্চার দৃষ্টি-বৃত্তি কেমন। বাবাকে সবাই নিজের অন্তরের খবর শোনায়ে। শিববাবাকে যখন শোনায়ে, তখন এই ঠাকুরদাদাও বুঝতে পেরে যান। যখন কেউ এসে শোনায়ে কিংবা তাকায়, তখন জানতে পারা যায়। যতক্ষণ কেউ শোনাতে না, ততক্ষণ তো জানা যাবে না যে এই বাচ্চা কি করে। কারও কারও

চালচলন, সেবা ইত্যাদি দ্বারা বোঝা যায় যে এর মধ্যে অনেক দেহ অভিমান রয়েছে, এর মধ্যে কম দেহ অভিমান রয়েছে, কিংবা এর চালচলন ঠিক নয়। কারোর না কারোর নাম-রূপে ফেঁসে থাকে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - কারোর দিকে কি বুদ্ধি ধাবিত হয়? কেউ কেউ সত্যিকথা বলে দেয়। কেউ কেউ আবার এতটাই নাম-রূপে ফেঁসে থাকে যে বাবার কাছেও গোপন করে যায়। এতে নিজেরই ক্ষতি করে। বাবাকে বলে দিলে বাবা ক্ষমা করে দেন এবং সে ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে যায়। অনেকেই এমন আছে যারা নিজের বৃত্তির কথা ঠিকঠাক শোনায় না। তাদের লজ্জা হয়। যেমন উল্টোপাল্টা কাজ করলে সার্জনকে বলে না। কিন্তু লুকিয়ে রাখলে তো ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পায়। এখানেও এইরকম হয়। বাবাকে বলে দিলে হাল্কা হয়ে যায়। যদি ভেতরে রেখে দাও, তাহলে ভারী হয়ে যাবে। বাবাকে বলে দিলে দ্বিতীয়বার আর এইরকম করবে না। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু যদি না বলো, তবে ব্যাধি আরও বৃদ্ধি পাবে। বাবা জানেন যে কোন বাচ্চা খুব সেবাধারী, কোন বাচ্চার কেমন যোগ্যতা, কে কতটা সেবারত থাকে ... ইত্যাদি। কারোর সাথে ফেঁসে নেই তো ? প্রত্যেকের জন্মপত্র দেখেন এবং তার সাথে ততটাই প্রীতি রাখেন, আকর্ষণ করেন। কোনো কোনো বাচ্চা তো খুব ভালো সেবা করে। ওদের কখনোই অন্য কোনদিকে বুদ্ধি যায় না। আগে হয়তো যেত, কিন্তু এখন সাবধান হয়ে গেছে। এইরকম বাচ্চারা বলে - বাবা, আমি এখন সাবধান হয়ে গেছি। আগে অনেক ভুল করতাম। ওরা বুঝতে পারে যে দেহ-অভিমানের বশীভূত হলে তো কেবল ভুল কর্মই হবে। তখন পদ কমে যাবে। হয়তো অন্য কেউ জানতে পারে না, কিন্তু তার পদ অবশ্যই কমে যায়। উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য আন্তরিক ভাবে নির্মল থাকা অতি আবশ্যিক। ওদের বুদ্ধি অতি নির্মল থাকে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মাও নির্মল ছিল, তাইতো তারা উঁচু পদ পেয়েছিল। কোনো কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে তো বোঝা যায় যে তার নাম-রূপের দিকে বুদ্ধি যায়, দেহী-অভিমानी হয়ে থাকে। তাই তার পদ কমে যায়। রাজা থেকে কাঙাল পর্যন্ত ক্রমানুসারে বিভিন্ন পদ রয়েছে। এইরকম কেন হয়? এটাও বুঝতে হবে। ক্রমানুসারে তো অবশ্যই হবে। কলা ক্রমশ কম হয়। যে ১৬ কলা সম্পূর্ণ থাকে, সে-ই তারপরে ১৪ কলা বিশিষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে একটু একটু করে কলা কমেতে কমেতে ক্রমশ পতন হবে। ১৪ কলা থাকলেও ভালো থাকে, কিন্তু যখন বামমার্গে চলে যায় তখন বিকারী হয়ে যায়, আয়ুও কমে যায়। তারপর রজো এবং তমোগুণী হয়ে যায়। এইভাবে ক্রমশ পুরাতন হয়। আত্মা এবং শরীর ক্রমশ পুরাতন হতে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেই এখন এই সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। কিভাবে ১৬ কলা সম্পূর্ণ থেকে অধঃপতন হতে হতে মানুষ হয়ে যায়। দেবতাদের শ্রীমং হয় না। বাবা এসেই শ্রীমং দেন এবং এরপর ২১ জন্ম আর কোনো মতের প্রয়োজন হয় না। এই ঈশ্বরীয় শ্রীমং ২১ জন্ম ধরে চলতে থাকে এবং পরে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন তোমরা রাবণের মতামত প্রাপ্ত করো। দেবতাদের বামমার্গে যাওয়ার চিত্রও দেখানো হয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এইরকম হয় না। দেবতারা যখন বামমার্গে যায়, তখন অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসে।

বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, এখন তো তোমাদেরকে ঘরে ফিরতে হবে। এটা পুরাতন দুনিয়া। ড্রামাতে (অবিনাশী সৃষ্টি নাটকে) এটাই আমার পার্ট - পুরাতন দুনিয়াকে নতুন বানানো। এটা তো তোমরা বুঝেছ। দুনিয়ার মানুষ কিছুই জানে না। তোমরা এত বোঝানো সত্ত্বেও কেউ কেউ হয়তো উৎসাহ দেখায়, কেউ কেউ আবার নিজের মতামত শোনায়। যখন এই লক্ষ্মী নারায়ণ ছিল, তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছুই ছিল। পবিত্রতাই হল মুখ্য বিষয়। মানুষ তো জানেই না যে সত্যযুগে দেবী-দেবতারা পবিত্র ছিল। ওরা মনে করে যে দেবতাদেরও সন্তান ছিল। কিন্তু ওখানে যোগবলের

দ্বারা কিভাবে জন্ম হয় সেটা কেউই জানে না। মানুষ বলে - সারা জীবন পবিত্র থাকলে সন্তানের জন্ম কিভাবে হবে? ওদেরকে বোঝাতে হবে যে এইসময়ে পবিত্র থাকলে আগামী ২১ জন্ম পবিত্র থাকা সম্ভব। অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুসারে আমরা নির্বিকারী দুনিয়া স্থাপন করছি। এটা বাবার শ্রীমৎ। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার গায়ন রয়েছে। এখন সবাই মানুষ। এরপর এরাই দেবতা হবে। শ্রীমৎ অনুসারে আমরা এখন দৈব গভর্নমেন্ট স্থাপন করছি। এর জন্য পবিত্রতা হল মুখ্য বিষয়। আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে। আত্মাই পাথরের মতো বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে। এটা একেবারে স্পষ্ট ভাবে বলো। বাবা এসেই সত্যযুগের দৈব গভর্নমেন্ট স্থাপন করেছিলেন যাকে প্যারাডাইস বলা হয়। বাবা এসেই মানুষকে দেবতা বানিয়েছিলেন। মানুষ তো পতিত হয়ে গেছিল। তাদেরকে পতিত থেকে কিভাবে পবিত্র বানিয়েছিলেন ? তিনি বাচ্চাদেরকে বলেছিলেন - একমাত্র আমাকে স্মরণ করলেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। এই কথাটা তোমরা যেকোনো ব্যক্তিকে শোনালেই তার হৃদয় স্পর্শ করবে। এখন পতিত থেকে কিভাবে পবিত্র হবে ? নিশ্চয় বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। অন্যান্য সব কিছু থেকে বুদ্ধি ছিন্ন করে কেবল বাবার সাথেই বুদ্ধি যুক্ত করতে হবে। তাহলেই মানুষ থেকে দেবতা হওয়া সম্ভব। এভাবে বোঝাতে হবে। তোমরা যাকিছু বুঝিয়েছ, সেটা ড্রামা অনুসারে ঠিকই আছে। এটা তো বোঝাই যায় যে দিনে দিনে বোঝানোর জন্য আরো নতুন নতুন পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে। আসল কথা হল আমরা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হব ? বাবা বলছেন - সকল দৈহিক ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমাকেই স্মরণ করো। কেবল তোমরা বাচ্চারাই এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগের কথা জানো। আমরা এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণ হয়েছি। বাবা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ না হলে আমরা দেবতা হব কিভাবে ? ব্রহ্মাবাবাও পুরো ৮৪ বার জন্ম নেন। তারপর তিনিই আবার প্রথমে জন্ম নেন। বাবা এসে প্রবেশ করেন। সুতরাং আসল কথা একটাই - নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। দেহ-অভিমানের বশীভূত হলে কোথাও না কোথাও বুদ্ধি আটকে থাকে। সবাই তো দেহী-অভিমानी হতে পারবে না। নিজেকে যথাযথ ভাবে চেক করে দেখ যে আমি কখনো নিজেকে দেহ মনে করে তার (দেহভানের) বশীভূত হই না তো ? আমার দ্বারা কোনো বিকর্ম হয় না ? উল্টোপাল্টা চালচলন হয় না তো ? অনেকের দ্বারা-ই এইরকম হয়ে থাকে। ওরা অস্তিত্বে অনেক শাস্তি পাবে। হয়তো এখনো কর্মাতীত অবস্থা হয়নি। কর্মাতীত অবস্থা হলে সকল দুঃখ দূর হয়ে যায়। শাস্তির হাত থেকেও রেহাই পেয়ে যায়। চিন্তন করবে কিভাবে ক্রমানুসারে রাজা হবে। নিশ্চয়ই কারোর কম পুরুষার্থ থাকবে। তাই সে শাস্তি খাবে। গর্ভজেলে তো আত্মাই শাস্তি ভোগ করে। আত্মা যখন গর্ভে থাকে, তখন সে মিনতি করে - আমাকে এখান থেকে বার করো, আমি আর পাপ করব না। আত্মাই শাস্তি ভোগ করে। আত্মা-ই কর্ম অথবা বিকর্ম করে। এই শরীরটা কোনো কর্মের নয়। সুতরাং মুখ্য বিষয় হলো নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করতে হবে। যাতে কেউ বুঝতে পারবে যে আত্মাই সকল কর্ম করে। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে ঘরে ফিরতে হবে। তাই জন্যই এই জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত করছ। এরপর আর কখনো এই জ্ঞান পাবে না। যে আত্ম-অভিমानी হবে, সে সবাইকে ভাই রূপে দেখবে। কোনো শারীরিক দৃষ্টি থাকবে না। আত্ম-অনুভূতিতে থাকলে শরীরের প্রতি আকর্ষণ থাকবে না। তাইজনেই বাবা বলেন যে এটা খুব উঁচু স্টেজ। ভাই-বোন নিজেদের মধ্যে ফেসে গেলে খুব ডিস-সার্ভিস করে দেয়। আত্ম-অভিমानी হওয়াটাই পরিশ্রমের। পড়াশুনাতে বিভিন্ন সাবজেক্ট থাকে। বুঝতে পারা যায় যে আমি হয়তো এই বিষয়ে ফেল করে যাব। ফেল হয়ে গেলে অন্য সাবজেক্টেও টিলে দিয়ে দেয়। এখন তোমরা আত্মারা বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা সোনার পাত্র হয়ে যাচ্ছে। যোগ না করলে নলেজও কম থাকবে। তখন অতটা শক্তি থাকবে না। যোগবল অতটা থাকে না। এটা ড্রামাতেই রয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চাদেরকে

নিজ অবস্থার অনেক উন্নতি করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে আমি সারাদিনে কোনো অনুচিৎ কাজ করিনি তো ? এইরকম কোনো অভ্যাস থাকলে সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনে মায়া পুনরায় ভুল করিয়ে দেয়। এইরকম সূক্ষ্ম বিষয় তো চলতেই থাকে। এটা পুরোপুরি গুপ্ত জ্ঞান। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। তোমরা বলো যে আমরা নিজেদের সব খরচ নিজেরাই করি। অন্যের অর্থ খরচ করে কি কিছু করা সম্ভব ? বাবা তাই সবসময় বলেন - কিছু চাওয়ার থেকে মরণ শ্রেয়। সহজে পাওয়া গেলে সেটা হল দুধ। কিন্তু যদি চাইতে হয়, তাহলে সেটা হল জল। কারোর কাছ থেকে কিছু চাইলে সে তখন বাধ্য হয়ে কিছু দেয়। ওটা তখন জল হয়ে যায়। আর যদি জোর করে নেওয়া হয় তবে সেটা হল রক্ত। কেউ কেউ খুব ঝামেলা করে। এইভাবে যদি পাওনা আদায় করা হয় তবে সেটা রক্তসম হয়ে যায়। এইভাবে পাওনা আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। দান করে আবার ফেরত নেওয়ার বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রের একটা কাহিনী রয়েছে। এরকমও করবে না। নিজের জন্য একটা অংশ রেখে দাও যেটা তোমার কাজে আসবে। বাচ্চাদেরকে এতটা পুরুষার্থ করতে হবে যাতে অস্তিমে কেবল বাবা এবং স্বদর্শন চক্র স্মরণে থাকে। তাহলে শরীর ত্যাগ করা সম্ভব হবে। তাহলেই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। এমন নয় যে অস্তিম সময়ে স্মরণ করতে পারবে এবং তখন এইরকম অবস্থা হয়ে যাবে। না, এখন থেকেই পুরুষার্থ করতে করতে অস্তিম পর্যন্ত ঐরকম অবস্থা বানাতে হবে। এমন যেন না হয় যে অস্তিমে অন্যদিকে বৃত্তি চলে গেল। স্মরণের দ্বারা-ই পাপ কাটবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে পবিত্রতার বিষয়েই পরিশ্রম করতে হয়। পড়াশুনাতে এতটা পরিশ্রম করতে হয় না। এই বিষয়ে বাচ্চাদেরকে মনোযোগী হতে হবে। তাই বাবা বলেন - প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করো - আমি কোনো অনুচিৎ কাজ করিনি তো ? নাম-রূপে ফেঁসে যাই নি তো ? কাউকে দেখে পাগল হয়ে যাই না তো ? কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো অনুচিৎ কাজ করি না তো ? পুরাতন শরীরের প্রতি কোনো প্রীতি থাকা উচিত নয়। এটাও এক প্রকার দেহ-অভিমান। অনাসক্ত হয়ে থাকতে হবে। কেবল একজনের সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা থাকা উচিত। বাকি সবার সাথে যেন অনাসক্ত ভালোবাসা থাকে। সন্তান-সন্ততি থাকলেও কারোর প্রতিই যেন আসক্তি না থাকে। তোমরা জানো যে এখন যা কিছু দেখছ, সেই সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই এইসব বিষয়ে আর ভালোবাসা থাকে না। কেবল একজনের সাথেই ভালোবাসা থাকে। বাকি সব নাম মাত্র, অনাসক্ত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) আপন বৃত্তিকে অতি শুদ্ধ এবং পবিত্র বানাতে হবে। কোনো উল্টোপাল্টা অনুচিত কাজ করা উচিত নয়। খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোথাও বুদ্ধিকে ফাঁসানো যাবে না।

২) কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। বাকি সবার সাথে অনাসক্ত, নামমাত্র ভালোবাসা যেন থাকে। এমন আত্ম-অভিমानी অবস্থা বানাতে হবে যাতে শরীরের প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকে।

বরদান :- কর্মবন্ধনকে সেবার বন্ধনে পরিবর্তন করে সবকিছুতে অলিপ্ত এবং পরমাত্ম-প্রিয় ভব

পরমাত্ম-প্রীতি হল ব্রাহ্মণ জীবনের ভিত্তি। কিন্তু সেই ভালোবাসা তখনই পাওয়া যাবে যখন অলিপ্ত হবে। যদি প্রবৃত্তিতে আছ, তাহলেও সেবার জন্যেই রয়েছে। কখনোই এইরকম মনে করবে না যে হয়তো কোনো হিসাব কিংবা কর্মবন্ধন রয়েছে। এটাকে সেবা বলেই মনে করো। সেবার বন্ধনে আবদ্ধ হলে কর্মবন্ধন কেটে যায়। সেবাভাব না থাকলেই কর্মবন্ধন আকর্ষণ করে। যেখানে কর্মবন্ধন আছে, সেখানেই দুঃখের আভাস আছে। সেবার বন্ধনে তো কেবল খুশিই আছে। তাই কর্মবন্ধনকে সেবার বন্ধনে পরিবর্তন করে অলিপ্ত অথচ প্রিয় থাকলেই পরমাত্ম-প্রিয় হয়ে যাবে।

স্লোগান :- যে স্ব-স্থিতির দ্বারা পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারে, সে-ই হলো শ্রেষ্ঠ আত্মা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সমান করুণাময় হও, করুণাময় বাচ্চারা সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সেবা করে"

প্রশ্ন :- সমগ্র দুনিয়ার চাহিদা কি ? যা বাবা ব্যাভীত আর কেউ পূরণ করতে পারে না ?

উত্তর :- সমগ্র দুনিয়ার চাহিদা হলো শান্তি আর সুখ প্রাপ্ত করা। সমস্ত বাচ্চাদের ডাক শুনে বাবা আসেন। বাবা হলেন অসীম জগতের, সেইজন্য তিনি খুবই উদ্বিগ্ন থাকেন যে আমার বাচ্চারা কিভাবে দুঃখী থেকে সুখী হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা- পুরোনো দুনিয়াও আমারই, সকলেই আমারই বাচ্চা, আমি এসেছি সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। আমি সমগ্র দুনিয়ার মালিক, সেইজন্য আমাকেই পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে হবে।

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের পবিত্র করে তুলছেন। সেই কারণে অবশ্যই বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকা চাই। যদিও নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই এর অভ্যাস ঠিকই আছে। সকলে হলো এক বাবার বাচ্চা ভাই-ভাই। কিন্তু পবিত্র করে তোলার জন্য এক বাবা-ই আছেন সেই জন্য সব বাচ্চাদের লব (ভালোবাসা) এক বাবার প্রতিই চলে যায়। বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমার মন আমার প্রতি একাগ্র করে (মামেকম্) স্মরণ করো। এটা তো ঠিকই তোমরা ভাই-ভাই হলে অবশ্যই ক্ষীরখন্ডই হবে (অর্থাৎ মিলে-মিশে থাকবে)। তোমরা এক বাবার-ই বাচ্চা। আত্মার মধ্যেই এতো ভালোবাসা আছে। যখন দেবতাদের পদ প্রাপ্ত করো তখন নিজেদের মধ্যে খুবই ভালোবাসা থাকা উচিত। আমরা ভাই-ভাই হয়ে উঠি। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিই। বাবা এসে শিখিয়ে দেন। যারা বোঝার হয় তারা বুঝতে পারে এটা হলো স্কুল বা বড় ইউনিভার্সিটি। বাবা সকলকে দৃষ্টি দেন বা স্মরণ করেন। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মাত্রই, দুনিয়ার সকল আত্মারাই- অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে। সমগ্র দুনিয়াই বাবার অধিকারভুক্ত- তা নতুন হোক বা পুরোনো। নতুন দুনিয়া বাবার তো পুরোনো দুনিয়াও কি আর নয় ? এই বাবা-ই সকলকে পবিত্র করেন। পুরোনো দুনিয়াও আমার। আমিই হলাম সমগ্র দুনিয়ার মালিক। যদিও আমি নতুন দুনিয়াতে রাজ্য করি না কিন্তু সে তো আমারই, না! আমার বাচ্চারা আমার এই বড় বাড়ীতেও খুব সুখী থাকে আর তারপর আবার দুঃখও পায়। এটা হলো খেলা। এই সমগ্র অসীম জগৎ হলো আমার গৃহ। এটা হলো বড় মঞ্চ। বাবা জানেন সমগ্র গৃহে আমার বাচ্চারা আছে। সমগ্র দুনিয়াকে দেখেন। সব হলো চৈতন্য। সব বাচ্চারা এই সময় দুঃখী, সেইজন্য ডাকতে থাকে বাবা আমাদের- ছি ছি, দুঃখী দুনিয়া থেকে শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে চলো, শান্তি দাতা (দেবা)। বাবাকেই ডাকে। দেবতাদের তো বলতে পারো না। সকলেরই সেই এক বাবা আছেন। ওনার সমস্ত সৃষ্টির প্রতি উদ্বিগ্নতা থাকে। অসীম জগতের গৃহ। বাবা জানেন এই অসীম জগতের গৃহে এই সময় সবাই হলো দুঃখী, সেইজন্য বলে শান্তি দেব, সুখ দেব। এই দুটো জিনিসই চায়। এখন তো জানো আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে সুখের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাবা এসে আমাদের শান্তিও দেন, সুখও দেন। সুখ-শান্তি দেওয়ার মতো আর কেউ তো নেই। বাবার- দয়া হয়। উনি হলেন অসীম জগতের পিতা। তোমরা বুঝতে পারো আমরা এই বাবার বাচ্চারা খুব সুখী ছিলাম যখন পবিত্র ছিলাম। এখন অপবিত্র হওয়ায় দুঃখী হয়ে গেছি। কামনার চিতার উপর বসে কালো পতিত হয়ে যায়। আসল কথা হলো বাবাকে ভুলে যাও। বাবা এতো উঁচু পদ দিয়েছেন। গাওয়াও তো হয় যে তুমি মাতা পিতা...সুখ ছিল। সেটা তোমরা আবার এখন নিচ্ছ

কারণ এখন দুঃখ ছেয়ে আছে। এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। বিষয় সাগরে খাবি খেতে থাকে। কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো। তোমরা বুঝতে পারো যে এটা হলো নরকের চরম গভীরতা।

বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন- এখন তোমরা নরকবাসী না স্বর্গবাস ? কেউ মারা গেলে তাড়াতাড়ি বলে দেয় স্বর্গবাসী হয়েছে অর্থাৎ সকল দুঃখ থেকে দূরে সরে গেছে। আবার নরকের জিনিস কেন তাকে খাওয়ানো হয় ? এটাও বোঝে না। বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই নলেজ শোনাচ্ছি। আমার মধ্যেই এই নলেজ আছে। জ্ঞান সাগর হলাম আমি। বলা হয় এই শাস্ত্রের অথারিটি আছে। কিন্তু তারাও যে আত্মা, এটাও বোঝে না। তারা বাবার সম্পর্কে জানে না। বাবা অর্থাৎ যিনি বিশ্বের মালিক গড়ে তোলেন তাঁকে বলে, তিনি নাকি নুড়ি-পাথর...সব কিছুর মধ্যে আছে। ব্যাস ভগবান কি সব কথা লিখে দিয়েছেন! মানুষের কিছুই জানা নেই। সর্ব সাকুল্যে অরফ্যান (অনাথ) হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। বাবা, যিনি রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে কেউ জানে না। বাবা নিজের আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। আর তো কেউ বলতে পারবে না। তুমি যে কোনো কাউকেই জিজ্ঞাসা করো- যাকে ঈশ্বর, ভগবান রচয়িতা বলা ওনাকে তুমি জানো ? না কি নুড়ি-পাথরের ভিতরে ঈশ্বর এটা বলতেই জানো? প্রথমে নিজেকে তো বোঝো। মানুষ তমোপ্রধান তো জানোয়ার ইত্যাদি সব হলো তমোপ্রধান। মানুষ সতোপ্রধান হলে তো সকলে সুখী হয়ে যায়। যেরকম মানুষ, সে রকম তার ফার্নিচারও হয়। বিত্তশালী লোকের ফার্নিচারও ভালো হয়। তোমরা তো একদম সুখী বিশ্বের মালিক হও তাই তোমাদের কাছে প্রতিটি জিনিস সুখদায়ী হয়। সেখানে দুঃখদায়ী কোনো জিনিস হয় না। এই নরক হলোই ঘৃণ্য দুনিয়া।

বাবা এসে বোঝান ভগবান হলেন একজনই, তিনিই হলেন পতিত-পাবন (সংশোধক)। স্বর্গের স্থাপনা করেন। দেবতাদের মহিমাও সুখ্যাত আছে যে সর্বগুণ সম্পন্ন....। মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের প্রশস্তি আর নিজের নিন্দা করে কারণ সকলেই হলো ভ্রষ্টাচারী। শ্রেষ্ঠাচারী, স্বর্গবাসী তো হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের সকলে পূজা করে। সন্ন্যাসীরাও বলে। সত্যযুগে এরকম হয় না। তোমাদের সন্ন্যাস তো অসীম জগতের। অসীম জগতের পিতা এসে অসীম জগতের সন্ন্যাস করান। ওটা হলো হঠযোগ, এই জাগতের সন্ন্যাস। সেই ধর্মই হলো আলাদা। বাবা বলেন তোমরা নিজেদের ধর্ম ভুলে কতো ধর্মের মধ্যে ঢুকে আছো। নিজেদের ভারতবর্ষের নামই হিন্দুস্থান করে দিয়েছো তারপর আবার হিন্দু ধর্ম বলে দাও। বাস্তবে তো হিন্দু ধর্ম কেউ স্থাপন করেই নি। মুখ্য ধর্ম হলোই চার- দেবী-দেবতা, ইসলামী, বৌদ্ধী আর খ্রীষ্টান। তোমরা জানো এই সমগ্র দুনিয়া হলো আইল্যান্ড, এর মধ্যে হলো রাবণের রাজ্য। রাবণ দেখেছো ? যাকে বারংবার জ্বালানো হয়, এ সবচেয়ে পুরোনো শত্রু। এটাও বোঝে না যে আমরা কেন জ্বালাই। বুঝতে হবে তো- এই রাবণ কে? কবে থেকে জ্বালানো হচ্ছে? বোঝে পরম্পরা থেকে। আরে এরও তো কোনো হিসাব চাই না ! তোমাদের কেউ জানেই না। তোমরা হলে ব্রহ্মার বাচ্চা। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করল তুমি কার বাচ্চা ? আরে আমরা ব্রহ্মা কুমার-কুমারীরা তো ওঁনার বাচ্চা হয়ে পড়লাম। ব্রহ্মা কার বাচ্চা ? শিববাবার। আমরা ওঁনার পৌত্র হয়ে দাঁড়ালাম। সমস্ত বাচ্চারা হলো ওঁনার বাচ্চা। আবার শরীরে প্রথমে ব্রাহ্মণ হই। প্রজাপতিটা ব্রহ্মা তো না। এতো প্রজা কিভাবে রচনা করেন, এটা তোমরা জানো। এতো হলো ফাউন্ডেশন। শিববাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা এডাপ্ট করেন। মেলাও বসে। বাস্তবে মেলা সেখানে বসা দরকার যেখানে ব্রহ্মাপুত্রা বড়

নদী সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। সেই সঙ্গমে মেলা বসা উচিত। এই মেলা হলো এখানে। ব্রহ্মা বসে আছেন, জানো যে বাবাও হন আর বড় মাও (মম্মা) হন। কিন্তু মেল অর্থাৎ পুরুষ বলে মাঙ্গার তত্ত্বাবধানে মাতাদের সামলানোর জন্য বলা হয়েছে। বাবা বলেন আমি তোমাদের সঙ্গতি দিই। তোমরা জানো এই দেবতারা হলো ডবল অহিংসক কারণ সেখানে রাবণ থাকেই না। ভক্তিতে হয় রাত, জ্ঞান দ্বারা হয় দিন। জ্ঞান সাগর হলেন এক বাবা, ওনার ক্ষেত্রে আবার বলে দেওয়া হয় সর্বব্যাপী। বাবা-ই এসে এটা বোঝান আর বাচ্চাদেরই বোঝান। শিবভগবানুবাচ তো। শিবজয়ন্তী পালন করে যখন অবশ্যই কারোর মধ্যে আসে। বলেন আমাকে প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমি কোনো ছোট বাচ্চার আধার নিই না। কৃষ্ণ তো বাচ্চা হলো না ! আমি তো ওনার অনেক জন্মের অন্তে, তাও আবার বানপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করি। বানপ্রস্থ অবস্থার পরেই মানুষ ভগবানকে জপতে থাকে। কিন্তু ভগবানকে সঠিক ভাবে কেউই জানে না। তখন বাবা বলেন যদা যদাহি...আমি ভারতেই আসি। ভারতের মহিমা অপরম্পার।

মানুষের দেহের অহংকার দেখো কতো- আমি অমুক, এই হই! এখন বাবা এসে তোমাদের দেহী-অভিমানী করে তোলেন। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতা বসে জ্ঞানের সমস্ত রহস্য বলেন। এটা হলো পুরোনো দুনিয়া। সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। শাস্ত্রে আবার ব্যাসদেব লিখে দিয়েছেন, কল্পের আয়ু লক্ষ হাজার বছর। বাস্তবে হলো ৫হাজার বছরের কল্প। মানুষ একদম অজ্ঞানতার, কুস্কর্কের নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে আছে। এখন তোমাদের এই কথা গুলি নতুন কেউ শুনলে বুঝবে না সেই জন্য বাবা বলেন নিজের বাচ্চাদের সাথেই কথা বলি। ভক্তিও তোমরাই শুরু করো। নিজেরাই নিজেদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছো। বাবা তোমাদের পূজ্য করে তুলছেন, তোমরা আবার পূজারী হয়ে যাও। এটাও খেলা। কোনো কোনো মানুষ কোমল হৃদয়ের হয়ে থাকে তাই খেলা দেখলেও কাঁদতে থাকে। বাবা তো বলেন যে রোদন করেছে সে হারিয়েছে। সত্যযুগে রোদনের কোনো ব্যাপার নেই। এখানেও বাবা বলেন রোদন করতে নেই। রোদন করে দ্বাপর- কলিযুগে। সত্যযুগীয়রা কখনো রোদন করে না। শেষ বেলাতে তো কারোর রোদন করার ফুরসতই থাকবে না। হঠাৎ করে মরতে থাকবে। হয় রামও বলতে পারবে না। বিনাশ এরকম হবে যাতে সামান্যতমও দুঃখও হবে না, কারণ হসপিটাল ইত্যাদি তো থাকবেই না সেইজন্য জিনিসই সেই রকম তৈরী করে। বাবা বোঝান তোমাদের এই বাঁদরদের কে আমি সেনা নিয়ে থাকি, রাবণের উপর জয় প্রাপ্ত করার জন্য। এখন বাবা তোমাদের যুক্তি বলছেন- রাবণের উপর বিজয় কি ভাবে পেতে হবে? সব সীতাদের রাবণের শৃঙ্খল থেকে ছাড়াতে হবে। এই সব বোঝার ব্যাপার। ভগবানুবাচ, বাচ্চাদেরই বাবা বলেন হিয়ার নো ইবিল...যে কথায় তোমাদের কোনো লাভ নেই, ওর থেকে তোমরা নিজেদের কান বন্ধ করে নাও। এখন তোমাদের শ্রীমত প্রাপ্তি হয়। তোমরাই শ্রেষ্ঠ হবে। এখানে তো শ্রী শ্রী এর টাইটেল সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা, তবুও বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবা কে স্বরণ করো। কতো ওয়ান্ডারফুল হার-জিতের এই অসীম জগতের খেলা, যা বাবা-ই বোঝান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্বরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান করুণাময় হতে হবে। সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে, পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সেবা করতে হবে। পবিত্র হওয়ায় জন্য এক বাবার সাথে খুবই লভ (ভালোবাসা) রাখতে হবে।

২) বাবা বলেন, যে কাঁদে সে হারে (হারিয়ে ফেলে), সেইজন্য যে কোনো পরিস্থিতিই হোক তোমরা কাঁদবে না।

বরদান :- পরম পূজ্য হয়ে পরমাত্ম প্রেমের অধিকার প্রাপ্ত করার সম্পূর্ণ স্বচ্ছ আত্মা ভব

সর্বদা এই স্মৃতি জীবনে নিয়ে এসো যে, আমি পূজ্য আত্মা এই শরীর রূপী মন্দিরে বিরাজমান। এরকম পূজ্য আত্মাই সকলের প্রিয়। তার জড় মূর্তিও সকলের প্রিয় হয়। কেউ নিজেদের মধ্যে যদি ঝগড়াও করে তাও মূর্তিকে ভালোবাসবে কারণ ওর মধ্যে পবিত্রতা আছে। তাই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো মন-বুদ্ধি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়েছে ? সামান্যতমও অস্বচ্ছতা মিশ্রিত হয়ে যায়নি তো ? যে এইরকম সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয় সেই পরমাত্ম প্রেমের অধিকারী।

শ্লোগান :- জ্ঞানের সম্পদকে নিজের মধ্যে ধারণ করে প্রতিটি সময়, প্রতিটি কর্ম বিচক্ষণতার সাথে যে করে, সে-ই হলো জ্ঞান-সম্পন্ন (জ্ঞানী-তু) আত্মা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখন আল্লাহ-কে পেয়েছ, তাই সোজা পথে চলো অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহ মনে কর, দেহ মনে করাই হলো উল্টো পথে যাওয়া (বিপরীত দিশায় যাওয়া)"

প্রশ্ন :- এমন কোন্ কথাটি বুঝতে পারলে অসীম জগতের বৈরাগী হতে পারবে ?

উত্তর :- পুরানো দুনিয়া এখন নিরাশাজনক(হোপলেস), কবরখানায় পরিণত হবে, এই কথাটি বুঝে নিতে পারলেই অসীম জগতের বৈরাগী হতে পারবে। তোমরা জানো, এখন নতুন দুনিয়া স্থাপিত হচ্ছে। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে সমগ্র পুরানো দুনিয়া স্বাধা হয়ে যাবে। এই এক বিষয়ই তোমাদের অসীম জগতের বৈরাগী বানিয়ে দেবে। তোমাদের হৃদয়(মন) এখন এই কবরখানা থেকে সরে গেছে।

ওম্ শান্তি । আসলে হলো ডবল ওম্ শান্তি, কারণ দুটি আত্মা রয়েছে। দুই আত্মারই স্বধর্ম হলো শান্ত। বাবার স্বধর্মও শান্ত। বাচ্চারা সেখানে শান্তিতে থাকে, তাকে বলা হয় শান্তিধাম। বাবাও সেখানে থাকেন। বাবা তো সদাই পবিত্র। বাকি আর যে সকল মনুষ্যরা রয়েছে, তারা পুনর্জন্ম নিতে-নিতে অপবিত্র হয়ে যায়। বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা, নিজেদেরকে আত্মা মনে কর। আত্মা জানে, পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর, তাঁর অনেক মহিমাও রয়েছে, তাই না। তিনি সকলের পিতা আর সকলের সন্ততিদাতাও। তাই সকলেরই বাবার উত্তরাধিকারের উপর অবশ্যই অধিকার রয়েছে। বাবার কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার পাওয়া যায় ? বাচ্চারা জানে যে, বাবা-ই হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাই অবশ্যই তিনি স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেবেন আর অবশ্যই তা দেবেন এই নরকেই। নরকের উত্তরাধিকার দিয়েছে রাবণ। এইসময় সকলেই নরকবাসী, তাই না। তাই অবশ্যই এই উত্তরাধিকার রাবণের থেকেই প্রাপ্ত হয়েছে। নরক আর স্বর্গ দুই-ই রয়েছে। একথা কে শোনে ? আত্মা। অজ্ঞানতায় থাকাকালীনও সবকিছু আত্মাই করত, কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে মনে করা হয় ---- সবকিছু শরীর করে। আমাদের স্বধর্ম হলো শান্ত। একথা ভুলে যায়। আমরা হলাম শান্তিধাম নিবাসী। এও বোঝা উচিত যে, সত্যখন্ডই(স্বর্গ) ক্রমশঃ মিথ্যাখন্ডে(নরক) পরিনত হয়। ভারত সত্যখন্ড ছিল পরে তা রাবণ-রাজ্য, মিথ্যাখন্ডে পরিনত হয়েছে। এ তো সাধারণ কথা। মানুষ কেন বোঝে না ? কারণ আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে, যাকে প্রস্তুতবুদ্ধি বলা হয়। যিনি ভারতকে স্বর্গে পরিনত করেছেন, পূজ্য বানিয়েছেন, তাঁকেই আবার পূজারী হয়ে গালি দেয়। এতে কারোর দোষ নেই। বাবা বাচ্চাদের বোঝান, এই ড্রামা কিভাবে তৈরী হয়ে রয়েছে। কিভাবে পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে। বাবা বোঝান, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যেন কালকেরই কথা। কিন্তু মানুষ তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। শাস্ত্রাদি এই সবকিছুই ভক্তিমার্গের জন্য বসে বানানো হয়েছে। শাস্ত্র হলোই ভক্তিমার্গের জন্য, জ্ঞানমার্গের জন্য নয়। জ্ঞানমার্গের কোন শাস্ত্রই তৈরী হয় না। বাবা-ই প্রতি কল্পে এসে বাচ্চাদের নলেজ দেন, দেবতা পদপ্রাপ্তির জন্য। বাবা পড়ান ক্রমশঃ এই জ্ঞান প্রায়ঃলুপ্ত হয়ে যায়। সত্যযুগে কোন শাস্ত্রাদি থাকে না কারণ সেখানে রয়েছে জ্ঞানমার্গের প্রাপ্তি(প্রালব্ধ)। ২১ জন্মের জন্য অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, পরে আবার অল্পকালের জন্য রাবণের আশীর্বাদও পাওয়া যায়। যাকে সন্ন্যাসীরা কাকবিষ্ঠা-সম সুখ বলে। সেখানে শুধু দুঃখই দুঃখ, তাই এর নাম দুঃখধাম। কলিযুগের পূর্বে হলো দ্বাপর, তাকে বলা হবে সেমী-দুঃখধাম। আর এ(কলি) হলো চরম(ফাইনাল) দুঃখধাম। আত্মাই ৮৪

জন্ম নেয়, আর নীচে নামতে থাকে। বাবা সিঁড়িতে চড়িয়ে দেন কারণ (সৃষ্টি) চক্রকে পুনরায় অবশ্যই আবর্তিত (ঘুরতে) হতে হবে। নতুন দুনিয়া ছিল, দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। দুঃখের কোন নাম বা চিহ্নই ছিল না তাই দেখান হয় যে, বাঘে-গরুতে একত্রে জল পান করছে। সেখানে হিংসার কোন কথাই নেই। তাই অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্ম বলা হয়। হিংসা হলো এখানে। সর্বপ্রথম হিংসা হলো কামবিকার-রূপী তলোয়ারের প্রয়োগ। সত্যযুগে কেউ বিকারী হয় না। তাদেরই তো মহিমা-কীর্তন করা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমার গায়ন(স্মরণ) হয়, তাই না --- আপনারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী.....। এ হলো কলিযুগ, লৌহযুগী বিশ্ব (আয়রন এজেড ওয়ার্ল্ড) । একে তো স্বর্ণযুগ বলতে পারবে না। ড্রামাই এভাবে বানানো রয়েছে। সত্যযুগ হলো শিবালয়। সেখানে সকলেই পবিত্র, যাদের চিত্রও রয়েছে। যিনি শিবালয় তৈরী করেন সেই শিববাবারও চিত্র রয়েছে। ভক্তিমার্গে তো ওঁনাকে অনেক নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে নাম হলো একটিই। বাবার তো নিজস্ব শরীর নেই। তিনি স্বয়ং বলেন যে, আমাকে নিজের পরিচয় দিতে বা রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাতে আসতেই হয়। আমাকে এসে তোমাদের সেবা করতে হয়। তোমরাই আমাকে ডাকো --- হে পতিত-পাবন এসো। সত্যযুগে ডাকো না। এইসময় সকলেই ডাকে কারণ বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারতবাসীরা জানে, এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই। পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। বাবাও বলেন, আমি রাজার রাজা বানাতে আসি। আজকাল তো মহারাজা, বাদশাহ্ ইত্যাদিরা আর নেই। এখন শুধু প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। বাচ্চারা বোঝে, আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা সম্পন্ন ছিলাম। শীরে-জহরতের প্রাসাদে ছিলাম। নতুন দুনিয়া ছিল পুনরায় সেই নতুনই পুরনো হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসই পুরনো তো হয়ই। যেমন ঘর নতুন বানানো হয় কিন্তু শেষে আবার তার আয়ু কম হয়ে যায়। বলা হবে এ হলো নতুন, এ হলো আধা পুরনো, এ হলো মাঝারি। প্রত্যেক জিনিসই সতো, রজো, তমো হয়। ভগবানুবাচ, তাই না। ভগবান হলো ভগবান। ভগবান কাকে বলা হয়, তাও জানে না। রাজা-রানী তো নেই। এখানে রয়েছে প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার আর তাদের অনেক মন্ত্রী..... সত্যযুগে হয় যথা রাজা-রানী..... পার্থক্য তো বাবা বলেছেন। সত্যযুগের যারা মালিক তাদের মন্ত্রী, পরামর্শদাতা থাকে না। প্রয়োজন নেই। এইসময়েই শিববাবার কাছ থেকে শক্তি প্রাপ্ত করে তারা সেই পদ প্রাপ্ত করে। এইসময় বাবার কাছ থেকে অনেক উচ্চ পরামর্শ পাওয়া যায়, যারফলে উচ্চ পদপ্রাপ্তি ঘটে। তারপর আর কারও কাছ থেকে পরামর্শ নেবে না। ওখানে পরামর্শদাতা থাকে না। পরামর্শদাতা তখন হয় যখন বাম-মার্গে চলে যায়। বুদ্ধিব্রষ্ট হয়ে যায়।

মূল বিষয় হল বিকার। দেহ-অভিমানের কারণেই বিকারের জন্ম হয়। তার মধ্যে কাম-বিকার হলো নম্বর ওয়ান। বাবা বলেন, এই কাম-বিকার হলো মহাশত্রু, এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। ভাল বা খারাপ সংস্কার আত্মাতেই থাকে। এখানেই (নিজ) কর্মের জন্য অনুতাপ করতে হয়, সত্যযুগে নয়। ওটা হলো সুখধাম। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের সুখধাম, শান্তিধাম নিবাসী বানান। বাবা আত্মাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। (তিনি) সকলকে বলেন, বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো, দেহ-অভিমান ছাড়া। এই দেহ বিনাশী, তুমি অবিনাশী আত্মা। এই জ্ঞান আর কারোর মধ্যে নেই। জ্ঞানকে না জানার কারণে ভক্তিকেই জ্ঞান বলে মনে করেছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বোঝ -- ভক্তি হলো আলাদা, জ্ঞানের দ্বারা তো সঙ্গতি হয়। ভক্তির সুখ হলো অল্পকালের জন্য কারণ পাপাত্মা হয়ে যায়, বিকারে চলে যায়। তোমরা আধাকল্পের জন্য অসীম জগতের উত্তরাধিকার পেয়েছিলে, এখন তা পূর্ণ হয়ে গেছে।

এখন বাবা পুনরায় উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন, যাতে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছু পাওয়া যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো, এই দুনিয়াকে তো কবরখানায় পরিণত হতেই হবে। এখন এই কবরখানা থেকে মনকে সরিয়ে এনে নতুন দুনিয়া, স্বর্গের প্রতি আকর্ষণকে নিয়ে যাও। যেমন লৌকিক পিতা যখন নতুন ঘর তৈরী করে তখন বাচ্চাদের বুদ্ধিযোগ পুরনো ঘরের প্রতি না থেকে নতুন ঘরের প্রতি থাকে। অফিসে বসে থাকবে তথাপি বুদ্ধি নতুন ঘরের দিকেই থাকে। এটা হলো পার্থিব জগতের (হদের) কথা। অসীম জগতের পিতা তো নতুন দুনিয়া, স্বর্গ রচনা করছেন। বলেন যে, এখন পুরনো দুনিয়ার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে এক বাবা অর্থাৎ আমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন কর। তোমাদের জন্যই নতুন দুনিয়া, স্বর্গ স্থাপন করতে এসেছি। এখন সমগ্র পুরনো দুনিয়া এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞতে স্বাহা হয়ে যাবে। এই (সৃষ্টি-রূপী) বৃক্ষ সম্পূর্ণ তমোপ্রধান জরাজীর্ণ (খোকলা) হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন তৈরী হচ্ছে। তাই বাবা বোঝান যে, এসব হলো নতুন দুনিয়ার কথা। যেমন মানুষ রোগ-গ্রস্ত হলে নিরাশ হয়ে পড়ে, তাই না। মনে করে, এর বাঁচা খুব মুশকিল। ঠিক তেমনই এই দুনিয়াও এখন হোপলেস (নিরাশাজনক)। কবরখানায় যখন পরিণত হবেই তখন কেন একে স্মরণ করবে। এ হলো অসীম জগতের সন্ধ্যাস। হঠযোগী সন্ধ্যাসীরা তো শুধু ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। তোমরা তো পুরনো দুনিয়াকেই মনে মনে থেকে ত্যাগ করো। পুরনো দুনিয়া থেকেই আবার নতুন দুনিয়া হয়ে যায়।

বাবা বলেন, আমি তো আঞ্জাকারী সেবক (সার্ভেন্ট)। আমি বাচ্চাদের সেবা করতে এসেছি। আমাকে ডাকা হয়েছে --- বাবা, আমরা পতিত হয়ে গেছি, তুমি এই পতিত দুনিয়ায় আর পতিত শরীরে এসো। দেখ, নিমন্ত্রণ কিভাবে করে! পতিত বানিয়েছে রাবণ, যাকে দহন করতেই থাকে। এ হলো অতি শক্তিশালী শত্রু। যখন থেকে এই রাবণ এসেছে (তখন থেকে) তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখই পেয়েছ। বিষয় সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এখন বাবা বলেন, বিষ ছেড়ে অমৃত পান কর। আধাকল্প রাবণ-রাজ্যতে তোমরা বিকারের কারণে কত দুঃখী হয়ে পড়েছ। এতটাই উন্মত্ত হয়ে যাও যে বসে-বসে (বাবাকে) গালি দাও। গালিও এত দাও -- অবাক করে দাও, যিনি তোমাদের পবিত্র বিশ্বের মালিক বানান, তাঁকেই তোমরা সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দাও। মানুষের জন্য তো বল যে, ৮৪ লক্ষ যোনা আর আমায় সর্বব্যাপী বলে দাও। এও হলো ড্রামা। (বাবা) তোমাদের মজা করতে-করতে বোঝান। ভাল আর খারাপ সংস্কার-স্বভাব আত্মারই হয়। আত্মা বলে, আমিই ৮৪ জন্ম ভোগ করি। আত্মাই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। এখন একথাও বাবা-ই বোঝান। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী পুনরায় বাবা-ই এসে, যারা উল্টো (বিপরীত-ধর্মী) হয়ে গেছে তাদের সোজা (স্বধর্মী) বানান। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা বলেন যে, এখানে তোমরা উল্টো অর্থাৎ দেহ-ভান নিয়ে বোসো না। নিজেকে আত্মা মনে কর। এখন তোমরা আল্লাহ-কে (ঈশ্বর) পেয়েছ, যিনি তোমাদের সোজা (স্বধর্মী) বানান। রাবণ উল্টো (পরধর্মী) বানায়। পুনরায় সোজা হলে তোমরা সঠিকভাবে দাঁড়াও। এও এক নাটক। এই জ্ঞান বাবা-ই বসে বলেন। ভক্তি হলো ভক্তি। আর জ্ঞান হলো জ্ঞান। ভক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। কথিত আছে যে, একটি জলাশয় আছে, যেখানে স্নান করলে পরী হয়ে যায়। আবার এও বলে, পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছে। তোমরাই তো এখন অমরকথা শুনছ, তাই না। শুধু এক পার্বতীকেই কি অমরকথা শুনিয়েছে ! এ হলো অসীম জগতের কথা। অমরলোক হলো সত্যযুগ, মৃত্যুলোক হলো কলিযুগ। একে কাঁটার জঙ্গল বলা হয়। বাবাকে জানেই না। তারা বলেও যে, পরমপিতা পরমাত্মা, হে ভগবান। কিন্তু জানে না। তোমরাও জানতে না। বাবা এসে তোমাদের সঠিক দিশায় চালিত করেন। ভগবানকে আল্লাহ বলা হয়। আল্লাহ পড়িয়ে আবার পদও তো দেবেন,

তাই না। কিন্তু ভগবান তো একজনই। এঁাদেরকে(লক্ষ্মী-নারায়ণ) ভগবান-ভগবতী বলা যাবে না। এঁারা তো পুনর্জন্মে আসেন, তাই না। আমিই এঁদের পড়িয়ে দৈবী-গুণসম্পন্ন বানিয়েছি।

তোমরা সবাই হলে ভাই-ভাই। বাবার অবিদ্যার উত্তরাধিকারের অধিকারী। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। আসুরী সম্প্রদায়ের, তাই না। তারা বলে, কলিযুগ এখন হামাগুড়ি দিচ্ছে (ছোট বাচ্চারা যেমন হাটুর সাহায্যে চলে), মনে করে, এখনও অনেক বছর বাকি রয়েছে। কত অজ্ঞানতার অন্ধকারের নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এও এক প্রকারের খেলা।আলোয় কখনো দুঃখ থাকে না, রাতের অন্ধকারে দুঃখ থাকে। একথাও তোমরাই বোঝ আর বোঝাতে পারো। সর্বপ্রথমে প্রতিটি মানুষকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। দুজন বাবা তো সকলেরই হয়। লৌকিক (হদের) পিতা পার্থিব জগতের সুখ দেয়, অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের সুখ দেন। শিবরাত্রি যখন পালন করা হয়, তখন অবশ্যই বাবা আসেন স্বর্গের স্থাপনা করতে। যে স্বর্গ পাষ্ট হয়ে গেছে পুনরায় তার স্থাপনা করছেন। এখন এ হলো তমোপ্রধান দুনিয়া, নরক। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে যখন সঠিক সময় আসে তখন পুনরায় আমি এসে (নিজ) ভূমিকা পালন করি। আমি নিরাকার। আমার তো (বলার জন্য) মুখ অবশ্যই চাই। ষাঁড়ের মুখকে কি ব্যবহার করা যাবে, না যাবে না। আমি এঁনার(ব্রহ্মা) মুখ ব্যবহার করি, যিনি তাঁর অনেক জন্মেরও অন্তিম জন্মে বাণপ্রস্থ অবস্থায় রয়েছেন, আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। ইনি নিজের জন্মকে জানেন না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) যেমন বাবা ডায়রেক্ট বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন, তেমনভাবেই নিজেকে দূততার সাথে আত্মা মনে করতে হবে। এই কবরখানা থেকে আকর্ষণ সরিয়ে ফেলতে হবে। এমন সংস্কার ধারণ করতে হবে যেন কখনো নিজ কর্মের জন্য অনুতাপ করতে না হয়।

২) বাবা যেমন পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামার উপর সম্পূর্ণ অবিচল(অটল) থাকার জন্য কাউকে দোষ দেন না, তাঁকে যারা গালি দেয় সেই অপকারীর প্রতিও উপকার করেন, ঠিক তেমনই বাবার সমান হতে হবে। এই ড্রামায় কারও কোনো দোষ নেই, এই ড্রামা সম্পূর্ণ সঠিকভাবেই (অ্যাকুয়েট) তৈরী হয়ে রয়েছে।

বরদান :- সকল আত্মার মধ্যে নিজের শুভ ভাবনার বীজ বপনকারী মাস্টার দাতা ভব

বিস্তার :- ফলের প্রতীক্ষা না করে তোমরা নিজের শুভ ভাবনার বীজ প্রতিটি আত্মার মধ্যে রোপন করো। সঠিক সময়ানুসারে আত্মাদের জাগতে হবেই । কেউ যদি বিরুদ্ধাচরণ করেও তথাপি তোমরা ক্ষমার ভাবনা ত্যাগ কোরো না, এই বিরোধ, অপমান, গালি - বীজের খাদ্য-রূপে কাজ করবে আর ফলও ভালো ফলবে। যত গালি দেবে, পরে ততই গুণগান করবে, তাই মাস্টার দাতা হয়ে প্রতিটি আত্মাকে নিজের বৃত্তি দ্বারা, ভাইব্রেশন দ্বারা, বাণীর দ্বারা শুভ ভাবনা দিতে থাকো।

স্লোগান :- সদা প্রেম, সুখ, শান্তি আর আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে থাকা বাচ্চারা ই সত্যিকারের
তপস্বী।